প্রকাশক :
অজিতকুমার জানা
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী ১৯৫৫

মুদ্রক :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
১২৪বি রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

*কদরদানের মহ্‌ফিলে নিজেকে কেন লুকিয়ে রাখি ?
কাব্য, সে ত' নগ্ন ছবি—কদরদানই ঢাকুক আঁখি।

*রসিক জন

'বুক অফ দ্য মান্থ ক্লাব' এবং 'লিটারারি গিল্ড'-এর নির্বাচিত উপন্যাস ক্যান্সার ওয়ার্ড সম্পর্কে কয়েকটি কথা :

১৯৫০-এর দশকে রোগী হিসেবে ক্যানসার ওয়ার্ডে ভর্তি এবং আরোগ্য লাভের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাসটি ১৯৫০তে প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত সমালোচক হ্যারিসন সলস্‌বেরি এই প্রসঙ্গে বলেছেন : 'সোলঝ্‌নিৎসিনের নাম আজ পূর্ব সাইবেরিয়ার ঊষর তৃণভূমি অঞ্চল] থেকে উরাল-এর তেল-কালি-মাখা ইস্পাত কারখানা অঞ্চলে ত' বটেই, সারা বিশ্বে দস্তয়েভ্‌স্কি, তলস্তয় এবং গোর্কির তুল্য বিরল প্রতিভাবান লেখক হিসেবে সুপরিচিত।'

ন্যুইয়র্ক টাইমস্‌ মন্তব্য করেছে : 'মাত্র কয়েক বছর আগে রুশ এবং বিশ্ব সাহিত্যাকাশে কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আইভান ডেনিসোভিচের জীবনের এক দিন' সোলঝ্‌নিৎসিনকে মহা শক্তিধর শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর 'ক্যানসার ওয়ার্ড'' তাঁকে রুশ চেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা পরিগণিত হওয়ার দাবী জোরদার করেছে।'

আদৌ ক্যানসার নয়

আর সব কথা ছেড়ে দিলেও ক্যানসার শাখার নম্বর তেরো। পাভেল কোন কালেই কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষ নয়। ওর পক্ষে কুসংস্কারগ্রস্ত হওয়াই সম্ভব নয়। তবু ওর ভর্তির কার্ডে যখন '১৩নং শাখা' লেখা হল, ও বেশ দমে গেল। ওরা অস্থি বা পেটের অসুখ সংক্রান্ত বিভাগের নম্বর তেরো রাখতে পারে না!

কিন্তু সারা রুশ সাধারণতন্ত্রে এই একটি মাত্র চিকিৎসালয় যেখানে ওর চিকিৎসা হতে পারে।

"এটা ক্যানসার নয়, আমার ক্যানসার হয়নি, তাই নয় ডাক্তার?" ঘাড়ের ডান দিকে অশুভ-দর্শন টিউমারটাকে আলতোভাবে ছুঁয়ে পাভেল সাগ্রহে প্রশ্ন করল। তার সন্নিহিত ত্বকের চেহারা অপরিবর্তিত এবং স্বাভাবিক থাকলেও টিউমারটা যেন প্রায় রোজই বেড়ে উঠছিল।

"আরে না, না। অবশ্যই ক্যানসার হয়নি।" গোটা-গোটা হস্তাক্ষরে পাভেলের অসুখের ইতিবৃত্ত লিখতে লিখতে ডাঃ ডন্ট্সোভা পাভেলকে প্রবোধ দিলেন। কিছু লিখতে হলেই ডন্ট্সোভা নিজের চৌকো ফ্রেমের চশমা পরে নেন। লেখা হয়ে যেতেই চশমা খুলে ফেলেন। উনি আর যুবতী নেই। মুখ হয়ে গিয়েছে ফ্যাকাশে। ক্লান্তির ছাপ পড়েছে।

হাসপাতালের অনাবাসিক রোগী অভ্যর্থনা বিভাগে ডন্ট্সোভার প্রায়ই ঐ ধরনের প্রশ্ন শুনতে হয়। এমন কি অনাবাসিক রোগী হিসেবে ক্যানসার শাখায় প্রেরিত রোগীরা সেই রাত থেকে আর উৎকণ্ঠায় ঘুমোতে পারে না। আর ডন্ট্সোভা ত' পাভেলকে তৎক্ষণাৎ ভর্তি করে নেওয়ার নির্দেশই দিয়েছিলেন। সুখী, দুশ্চিন্তাবিহীন মানুষ পাভেলের ওপর অসুখটা গত দু'সপ্তাহে যেন অপ্রত্যাশিত ঝড়ের মত ভেঙে পড়েছিল। রোগের দুশ্চিন্তা ত' ছিলই, কিন্তু যেকোন সাধারণ রোগীর মত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ভাবনা ওকে আরো পীড়িত করছিল। ও শেষ কবে সাধারণ হাসপাতালে গিয়েছে তা ওর মনেও নেই। ইউজেনি সেমেনোভিচ্, শেন্ডিয়াপিন এবং উল্মাস্বায়েভ-এর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল। ওরা আবার অন্য অনেক ব্যক্তিকে ফোন করে খোঁজ নিয়েছে, ঐ হাসপাতালে ভি. আই. পি-দের ওয়ার্ড আছে কিনা, অন্যথায় কোন একটা ছোট কামরাকে অল্প কিছু দিনের জন্য বিশেষ ওয়ার্ডে রূপান্তরিত করা যাবে কিনা। কিন্তু এত স্থানাভাব যে ওসব কিছু করার উপায় নেই। বড় ডাক্তারের আনুকূল্যে পাভেল যেটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছে তা হল ওর প্রতীক্ষালয়ে বসে থাকতে হয়নি। আর হাসপাতালের পোষাকও পরতে হয়নি। ওর স্ত্রী আর ছেলে ইয়ুরি ওকে ওদের নীল রঙের ছোট মোস্কভিচ্ গাড়ী করে

একেবারে ১৩নং ওয়ার্ডের দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়েছিল।

কড়া মাড় দেওয়া পোষাক পরা দু'জন মহিলা কর্মী ওয়ার্ডের দোরগোড়ায় গাড়ী বারান্দার নিচে রোগীদের অভ্যর্থনা করছিল। ভারী তুষারপাতে ওদের হাড়ে কাঁপুনি ধরলেও ওরা নিজের জায়গা থেকে নড়ছিল না।

মহিলা কর্মীদের শ্রীহীন পোষাক থেকে নিয়ে ওয়ার্ডের সবকিছুই পাভেলের অপ্রীতিকর লাগল। দোরগোড়া থেকে ওয়ার্ডের অভ্যন্তরে সিমেন্টের মেঝের ওপর অগণিত পায়ের ছাপ; রোগীদের হাতের পরশে ম্যাটমেটে হয়ে যাওয়া দরজার ধাতব হাতল। প্রতীক্ষালয়টাও তেমনি। জলপাই রঙের উঁচু দেওয়াল (জলপাই রঙ ত' এমনিতেই তেমন উজ্জ্বল নয়) আর সিমেন্ট চটে যাওয়া মেঝে; উঁচু হেলান দেওয়ার জায়গাওলা বেঞ্চিগুলোয় স্থানের অকুলান, যে কারণে অনেক দূরাগত রোগী মেঝেয় বসতে বাধ্য। লেপের মত পুরু কোট গায়ে উজবেক পুরুষরা, সাদা শাল গায়ে উজবেক্ বৃদ্ধারা, ফিকে গোলাপী, লাল আর সবুজ শাল গায়ে উজবেক্ তরুণীরা; সবার পায়ে গোড়ালির ওপর উঠে আসা উঁচু উঁচু বুট। বেলুনের মত ফুলে ওঠা পেট আর ধাতব পাতের মত পাতলা দেহ এক রুগ্ন যুবক একটা গোটা বেঞ্চি জুড়ে শুয়ে আছে। ওর বোতাম খুলে রাখা কোট মেঝেয় লুটোচ্ছে। যুবকটি রোগ যন্ত্রণায় নিরন্তর কাতর আর্তনাদ করছিল। কিন্তু পাভেলের মনে হচ্ছিল যুবকটি তার নিজের নয়, পাভেলের যন্ত্রণাই ব্যক্ত করছিল।

পাভেলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভয়ে মৃতপ্রায় পাভেল ওর স্ত্রীর কানে-কানে বলল, "কাপা, এখানে থাকলে আমি বাঁচব না। আমি থাকব না। চলো, ফিরে যাই।" কাপা স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরল। বলল, "কোথায় আর যাবে বলো? সেখানে গিয়েই কি কিছু সুবিধে হবে?"

"কেন, মস্কোতেই কিছু ব্যবস্থা করা যাবে না?" পাভেলের কথায় কাপা আবার স্বামীর দিকে মুখ ফেরাল। অমন করে মুখ ফেরালে, খাটো করে ছাঁটা তামাটে, কোঁকড়ানো চুলগুলোর জন্য, ওর মাথা অনেক বড় দেখায়। ও বলল, "পাশা, মস্কোয় আমাদের হয়ত আরো দু সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। সেটা কি ঠিক হবে? টিউমারটা রোজই যেভাবে বেড়ে চলেছে ..."

নিজের বক্তব্যে জোর দিতে এবং পাভেলকে সাহস দিতে কাপা ওর হাতে চাপ দিল। সরকারী এবং নাগরিক কর্তব্য পালনে পাভেল অনড়। কিন্তু পারিবারিক ব্যাপারে ও কাপার ওপর নির্ভরশীল। কাপাই সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বেঞ্চিতে শায়িত রুগ্ন যুবকটি তখনো নিরবচ্ছিন্ন আর্তনাদে নিজেকে নিঃশেষ করছিল।

"ডাক্তারদের ডেকে পাঠালে ওরা আমাদের বাড়ীতে আসবে না? আমরা উপযুক্ত ফি দেব ..." পাভেল হাসপাতালে থাকার বিরুদ্ধে দুর্বল যুক্তি স্থাপন করল।

"পাশা!" কাপা মৃদু তিরস্কার করল। স্বামীর রোগ যন্ত্রণায় কাপাও ব্যথিত। "তুমি ত' জানো, ওটা সম্ভব হলে আমিই সে প্রস্তাব দিতাম। আমরা এ'র আগে সে চেষ্টা করে দেখেছি। এই ডাক্তাররা রোগীর বাড়ী গিয়ে চিকিৎসা করেন না। কারণ এদের বিশেষ যন্ত্রপাতি কেবল হাসপাতালেই লভ্য। না, ওটা অসম্ভব।"

পাভেল ও জানত যে ওটা সত্যিই অসম্ভব। তবু কোন উপায়ে যদি হাসপাতালে থাকা এড়ানো যায়, এই আশায় প্রস্তাব করেছিল।

ক্যানসার ক্লিনিকের প্রধান চিকিৎসকের সঙ্গে যে ব্যবস্থা হয়েছিল তদনুযায়ী মেট্রন ওদের জন্য বিকেল দুটোয় সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করবেন। কিন্তু মেট্রনকে দেখা গেল না। তাঁর বদলে একটি রোগী ক্রাচে ভর দিয়ে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। সিঁড়ির নিচে প্রধান নার্সের ছোট্ট কামরাটাও তালাবন্ধ।

"এদের কথায় একটুও ভরসা করা চলে না!" কাপা রাগে গরগর করতে করতে বলল। "এরা মাইনে নেয় কি জন্য?"

একটা রুপোলী ফারের কোট কাপার কাঁধ থেকে ঝুলছিল। ও সেই অবস্থায়ই এই বিজ্ঞপ্তি অগ্রাহ্য করে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল: 'বাইরের পোষাক পরা ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

পাভেল প্রতীক্ষালয়েই দাঁড়িয়ে রইল। ও ভীরুর মত মাথাটা ডান দিকে ঈষৎ হেলাতে কাঁধের অক্ষকাস্থি আর চোয়ালের মাঝখানে ঠেলে বেরিয়ে আসা টিউমারের উপস্থিতি টের পেল। দেড় ঘণ্টা আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাফলার জড়ানোর সময় টিউমারটা শেষ দেখেছিল। এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে টিউমারটা যেন আরো বেড়ে গিয়েছে। দুর্বল লাগল। বসতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু বেঞ্চিগুলো যা নোংরা। তাছাড়া দু'পায়ের ফাঁকে একটা তেলচিটে থলে নিয়ে, গায়ে স্কার্ফ জড়ানো কৃষক রমণীটিকে একটু সরে বসতে অনুরোধ করতে হবে। থলেটার দুর্গন্ধে যে দূর থেকেই পাভেলের বমি পাচ্ছিল। কবে যে দেশের জনসাধারণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্যুটকেস নিয়ে চলা-ফেরা করতে শিখবে। (কিন্তু পাভেলের নিজেরই যখন ঐ মারাত্মক টিউমার হয়েছে তখন ওসব কথা ভেবে কি লাভ)

রুশ যুবকটির রোগ যন্ত্রণায় কাতরাণি, এবং প্রতিটি দৃশ্য ও গন্ধে পীড়িত পাভেল দেওয়ালের সামনের দিকে বেরিয়ে আসা একটা অংশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে হলুদ রঙের তরল পদার্থে প্রায় পরিপূর্ণ, লেবেল সাঁটা একটা আধ লিটার জার নিজের সামনে ধরে নিয়ে একটি কৃষক এল। কৃষকের জারটি লুকানোর কোন চেষ্টা ত' নেইই, বরং ও এমন বিজয় গর্বে জারটি তুলে ধরেছিল যেন অনেকক্ষণ ধরে লাইন দিয়ে পাওয়া এক পাত্র বিয়ার। ও পাভেলের সামনে এসে দাঁড়াল। জারটা পাভেলের হাতে তুলে দেয় আর কি। ওর চোখে প্রশ্ন। কিন্তু পাভেলের মাথায় সীল মাছের চামড়ার দামী টুপি দেখে, ও পাভেলের থেকে নজর ফেরাল। এদিক-ওদিক চেয়ে ক্রাচে ভর

দেওয়া একটি রোগীকে দেখতে পেয়ে বলল, "এটা কাকে দেব, ভাই ?"

পা-হীন রোগীটি ল্যাবরেটরির দরজা ইঙ্গিত করল। পাভেলের গা ঘিন-ঘিন করে উঠল।

সদর দরজা আবার খুলে গেল। মেট্রন এলেন। পরনে সাদা কোট। বেশ লম্বাটে মুখ। আদৌ সুশ্রী চেহারা নয়। পাভেলকে দেখেই মেট্রন চিনতে পারলেন, এবং কাছে এগিয়ে গেলেন। "আমি দুঃখিত" উনি এক নিঃশ্বাসে বলে চললেন। ফলে ওঁর কপোল রাঙা হয়ে উঠল। "আমাকে মাফ করুন। আপনি কি অনেকক্ষণ হল অপেক্ষা করছেন ? অনেকগুলো ওষুধ এক সঙ্গে এসে পড়েছিল। ওষুধগুলো মিলিয়ে, সই করতে দেরী হয়ে গেল।'

পাভেল ভাবল দু'কথা শুনিয়ে দিই। কিন্তু চেপে গেল। আর যা হোক, অপেক্ষা করে থাকার পালা ত' শেষ হয়েছে। পাভেলের ছেলে ইয়ুরি ও এগিয়ে এল। ইয়ুরি একটা স্যুটকেস আর একটা থলেতে কিছু খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে। ও টুপি পরেনি বলে এক গোছা লালচে চুল ওর কপালে দুলছে। ওকে অত্যন্ত ধীর-স্থির লাগছিল।

"আমার সঙ্গে আসুন", মেট্রন ওদের সিঁড়ির তলায় নিজের গুদাম ঘরের মত ছোট্ট কামরায় নিয়ে যেতে যেতে বললেন। "নিজামুদ্দিন বাহরামোভিচ্ বল-ছিলেন, আপনি নিজের অন্তর্বাস আর পায়জামা নিয়ে আসবেন। ওগুলো কি ব্যবহৃত ?"

"না। আনকোরা নতুন কিনে এনেছি।"

"ভাল করেছেন। ব্যবহৃত হলে, এখানকার নিয়মানুযায়ী ওগুলো বীজাণুমুক্ত করা আবশ্যিক। এই যে, এখানে পোষাক বদলিয়ে নিন"

মেট্রন প্লাইউডের দরজা খুলে দিয়ে, বাতি জেবলে দিলেন। খুপরির মত ছোট্ট অফিস কামরাটার ঢালু চাল। জানলা নেই। রঙীন পেনসিলে আঁকা কিছু নক্সা দেওয়ালে ঝুলছে।

ইয়ুরি নিঃশব্দে স্যুটকেস রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পাভেল পোষাক বদলাতে লাগল। মেট্রন এর মধ্যে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাপা তাঁকে ধরে ফেলল।

"নার্স !" কাপা বলল, "আপনি দারুণ ব্যস্ত ত' ?" "হ্যাঁ। একটু ব্যস্ত আছি।"

"আপনার নাম কি ?" মেট্রন জবাব দিলেন, "মিটা।"

"ভারী অদ্ভুত নাম ত'। আপনি কি রুশ ?" মিটা বললেন, "না, আমি জার্মান।"

"আপনার জন্য আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে।" মিটা বললেন, "আমি দুঃখিত। আমার ওষুধগুলোর জন্য সই করতে হল বলে ·"

"শুনুন মিটা, আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই। আমার স্বামী এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। নাম পাভেল নিকোলায়েভিচ্।"

"আচ্ছা। আমি মনে রাখব।"

"আরেকটা কথা—পাভেল পরের যত্ন পেতে অভ্যস্ত। ও নিজের জন্য কিছুই করতে পারে না। ও কি রকম মারাত্মক অসুস্থ তা ত' দেখতেই পাচ্ছেন। একটি নার্সকে স্থায়ীভাবে ওর কাছে রাখা কি সম্ভব হবে?"

মিটার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে আরো চিন্তার রেখা ফুটল। উনি মাথা নেড়ে বললেন, "অপারেশন থিয়েটার নার্সদের বাদ দিলে, আমাদের দিনের বেলার জন্য আছে মাত্র তিনজন নার্স যারা মোট ষাট জন রোগীর পরিচর্যা করে। আরো আছে দু'জন নার্স, তারা রাতে ডিউটি করে।"

"তাই নাকি? তাহলে ত' রোগী যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মরে গেলেও কেউ কাছে আসবে না," কাপা বলল। "কোন্ রোগী ঐ রকম করবে, আপনার ধারণা? এখানে সবার প্রতি উপযুক্ত নজর দেওয়া হয়।" মিটা বললেন।

মিটা 'সবার প্রতি উপযুক্ত নজর' কথাগুলি বলার ফলে কাপা আর কি বা বলতে পারে। ও বলল, "নার্সরা কি এখানে শিফট্ হিসাবে কাজ করে? "হ্যাঁ বারো ঘণ্টা করে শিফট্।"

কাপা বলল, "এ ত' নৈর্ব্যক্তিক শুশ্রূষা। এ মারাত্মক। অনুমতি পেলে আমার মেয়ে আর আমি পালা করে স্বামীর সেবা করতে চাই। নয়তো ওর জন্য একটি স্থায়ী নার্স রাখা হলে আমরা তার জন্য খরচ করতে রাজী আছি। কিন্তু, শুনেছি তারও নাকি অনুমতি নেই।"

"দুঃখিত, সত্যিই তার অনুমতি নেই। ইতিপূর্বে কেউ তা করতেও চাননি। সে যাকগে, এখানে একটা চেয়ার রাখার মত জায়গাও নেই, যে আপনাকে বসতে দেব," মিটা বললেন।

"হায় ঈশ্বর! ওয়ার্ডটা যে বাস্তবে কেমন হবে তা বুঝতে পারছি। আমার একবার ওয়ার্ডের ভেতরটা ভাল করে দেখার ইচ্ছে আছে। ওয়ার্ডে ক'টা বেড আছে?" কাপা বলল। "ন'টা। আপনার স্বামীর খুব বরাত জোর যে ওয়ার্ডের ভেতরে বেড পেয়েছেন। অনেক নতুন রোগীরই ত' বারান্দা, এমন কি সিঁড়িতে জায়গা হয়।"

"আমি তবু পাভেলের জন্য একটি নার্স, নিদেন একটি পরিচারিকার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি। সে নার্সটি পাভেলের প্রতি বিশেষ নজর দেবে। আপনি এখানকার লোকজনকে চেনেন। আপনার পক্ষে ব্যবস্থা করা সহজ হবে।" কাপা ইতিমধ্যে নিজের বড় কালো ব্যাগটা খুলে তিনটে পঞ্চাশ রুবলের নোট তুলে ধরল।

কাপার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা ইয়ুরি মুখ ফিরিয়ে নিল। মিটা নিজের হাতদুটো নিজের পেছন দিকে সরিয়ে ফেলে বললেন, "না-না। আমার কোন উপায় নেই…"

"আমি এগুলো আপনাকে দিচ্ছি না।" কাপা নোট তিনটে মিটার সামনে ধরে বলল, "যদি আইন সম্মত উপায়ে ঐ কাজ করা না যায়…সেক্ষেত্রে এগুলো ঐ

সেবার মূল্য হিসাবে দেওয়া। আমি শুধু অনুরোধ করছি, আপনি অনুগ্রহ করে এই টাকা ক'টা সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন।"

"না-না" মিটা অস্বস্তিভরে বললেন, "এখানে ঐ ধরণের কাজ করা হয় না।"

ক্যাঁচ করে দরজা খুলে গেল। বাদামী-সবুজ ডোরা কাটা নতুন পায়জামা-স্যুট আর ফারের আস্তর লাগানো গরম বেডরুম স্লিপার পায়ে পাভেল মেট্রনের কামরা থেকে বেরিয়ে এল। প্রায় পুরোপুরি টাক পড়া মাথা রাস্পবেরি রঙের টুপিতে ঢাকা। ওভারকোট আর মাফলার খুলে ফেলার ফলে অশুভ দর্শন, প্রায় এক বদ্ধমুষ্টি আকারের টিউমারটা ডান কাঁধে দৃশ্যমান। ঐ টিউমারের জন্য ও মাথা সোজা রাখতে পারে না। এক পাশে একটু হেলিয়ে রাখে।

পাভেলের পরিত্যক্ত পোযাকগুলো একত্র করে স্যুটকেসে ঢোকানোর উদ্দেশ্যে ইয়ুরি এগিয়ে গেল। কাপা নোট তিনটে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। ও উৎ-কণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে স্বামীকে বলল, "ঐ পোষাক পরে তুমি শীতে জমে যাবে না? একটা গরম ড্রেসিং গাউন নিয়ে আসা উচিত ছিল। আমি যখন আবার আসব, তখন নিয়ে আসব। এই যে, এই স্কার্ফটা নাও।" কাপা নিজের কোটের পকেট থেকে একটা স্কার্ফ বের করে পাভেলকে দিল। "এটা গলায় জড়াও। ঠাণ্ডা লাগবে না।" ফারের কোট পরা কাপাকে পাভেলের থেকে অন্ততঃ তিনগুণ হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্ছিল। "এবার ওয়ার্ডে গিয়ে স্থিতি হয়ে বসো। খাবারের প্যাকেট খুলে দেখো, আর কি লাগবে। আমি এখানে অপেক্ষা করছি। আর যা কিছু প্রয়োজন সবই আমি সন্ধ্যে বেলায় নিয়ে আসব।'

যেকোন পরিস্থিতিতে অবিচল থাকা কাপার এক মহৎ গুণ। ও স্বামীর প্রকৃত সাথী। পাভেল ওর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর ছেলের দিকে। "এখন ত' তোমার বিদায় নিতে হবে। তাই নয়, ইয়ুরি?"

"আমি সন্ধ্যের ট্রেন ধরব, বাবা।" ইয়ুরি মা-বাপের কাছে এগিয়ে এল। বাপকে সর্বদাই সম্মান দেখানো ওর স্বভাব। ও আবেগ প্রবণ মানুষ নয়। বাপের থেকে এ বিদায় গ্রহণ ও আবেগহীন হল। জীবনের সব কিছু সম্পর্কে ওর প্রতিক্রিয়া নিচু গ্রামে ব্যক্ত হয়।

"ঠিক বলেছ, ইয়ুরি। এটা তোমার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সফর। ভুল করো না, প্রথম থেকেই সঠিক ভাব ফোটানোর চেষ্টা করবে। মনে রেখো, খুব বেশী নরম হয়ো না। নরম ভাবই তোমার পতন ঘটাবে। আর সব সময় স্মরণ রেখো, তুমি স্রেফ ইয়ুরি রুসানভ, বা এক সাধারণ নাগরিক হিসাবে ওখানে যাচ্ছ না। তুমি সেখানে দেশের আইন এবং বিধি-নিয়মের প্রতিনিধি। বুঝেছ?"

ইয়ুরি বুঝুক বা না বুঝুক ঐ মুহূর্তে পাভেলের পক্ষে আরো উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ মিটা তখন ওখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য উসখুশ করছিলেন। ইয়ুরি হেসে বলল, "তোমার আমাকে বিদায় জানানোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, বাবা। তুমি এগোও। আমি মায়ের সঙ্গে এখানে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব।"

মিটা পাভেলকে বলল, "আপনি কারো সাহায্য ছাড়া হেঁটে ওয়ার্ডে যেতে পারবেন ত' ?"

কাপা জবাব দিল, "আপনি দেখতে পাচ্ছেন না যে মানুষটা ঠিকমত দাঁড়াতেও পারে না ? ওকে অন্ততঃ ওয়ার্ডে পেঁ'ছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। ও নিজের ব্যাগটাও বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।"

অনাথ বালকের মত পাভেল স্ত্রী আর ছেলের দিকে তাকাল। মিটার প্রসারিত বাহু প্রত্যাখ্যান করে, সিঁড়ির রেলিং শক্ত করে ধরে, ওপরে উঠতে লাগল। ওর হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত বেশী ধক্‌ধক্‌ করছিল—সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পরিশ্রমে নয়, এমনিই। মনে হচ্ছিল ও যেন কোন বধ-মঞ্চে আরোহণ করছে। যেখানে ঘাতকরা ওর শিরচ্ছেদনের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে।

পাভেলের ব্যাগ হাতে নিয়ে মিটা পাভেলের চেয়ে দ্রুত উঠছিলেন। পাভেল প্রথম সিঁড়ির বাঁক অব্দি পৌঁছনোর আগেই মিটা সেখানে পৌঁছে মারিয়া নামে কাউকে ডাকলেন। তারপর দোতলায় সিঁড়ির বাঁকে পৌঁছেই মিটা প্রায় ছুটে কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেলেন, যা থেকে কাপা স্পষ্ট বুঝতে পারল তার স্বামী হাসপাতালে কি ধরনের যত্ন পাবে।

পাভেল ক্রমে প্রথম সিঁড়ির বাঁকে এসে পৌঁছল। বেশ লম্বা-চওড়া সিঁড়ির বাঁক, যেমন কেবল পুরনো দিনের বাড়ীতেই হয়ে থাকে। এখানে সাধারণ চলাফেরার অসুবিধা না ঘটে এমন ভাবে দু'টি বেড আর একটি করে টেবিল রাখা। দু'টি বেডই ভর্তি। একটি বেডের রোগীর অবস্থা ভাল নয়। শরীর পাত হয়ে গিয়েছে। অক্সিজেনের সাহায্যে দম নিচ্ছে।

আশাহীন বেচারীর থেকে জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পাভেল ওপরে উঠে চলল। সিঁড়ির এই দ্বিতীয় উত্থানের অন্তেও পাভেল তেমন উৎসাহোদ্দীপক কিছু পেল না। মারিয়া নামে এক নার্স সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তার অনুজ্জ্বল, পাথুরে মুখে হাসি বা অভ্যর্থনা নেই। ঢ্যাঙা, রোগা এবং চ্যাপ্টা বুক মারিয়া যেন পাভেলের প্রতীক্ষমানা এক সান্ত্রী। ও তক্ষুণি পাভেলকে নিয়ে দোতলার হলঘরে চলল। হলঘরের অনেকগুলো দরজা। অনেকগুলো বেড রাখা। সবকটাই ভর্তি। জানলাবিহীন একটা ছোট্ট কামরায় নার্সের লেখার আর চিকিৎসার টেবিল। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিলের কাছাকাছি একটা ঘষা কাঁচের পাল্লা লাগানো দেওয়াল আলমারি। তার গায়ে রেড ক্রস আঁকা। ওরা কয়েকটা বেড ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার পর মারিয়া তার রোগা, লম্বা হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলল, "জানলা থেকে দ্বিতীয় বেডটা।"

মারিয়া এর মধ্যে প্রস্থানোদ্যত। সরকারী হাসপাতালগুলোর এক অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্য হল কেউ দুটো কথা বলার জন্য কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ায় না।

ক্যানসার ওয়ার্ডের দরজাগুলো সর্বদা হাট করে খুলে রাখা থাকে। তবু চৌকাঠ পেরিয়ে ওয়ার্ডে পা দিতেই পাভেল একটা বন্ধ, স্যাঁতসেঁতে, অংশতঃ ওষুধ মিশ্রিত গন্ধের উপস্থিতি টের পেল। ওর মত প্রখর ঘ্রাণশক্তি সম্পন্ন

মানুষের পক্ষে এ গন্ধ অতি পীড়াদায়ক।

বেডগুলো সারিবদ্ধ ভাবে রাখা। মাথা দেওয়ালের দিকে। দুটি বেডের মাঝখানে কেবল একটা ছোট টেবিল রাখার মত ফাঁক। ওয়ার্ডের মাঝ বরাবর যে চলাচলের পথ তা দু'জন চলার মত চওড়া।

চলাচলের পথে এক বৃষস্কন্ধ, মোটাসোটা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। পরনে গোলাপী ডোরাকাটা পায়জামা। ওর ঘাড় পুরু এবং আঁট ব্যাণ্ডেজে ঢাকা। ব্যাণ্ডেজ প্রায় কানের লতি ছোঁয়—ছোঁয়। বড়সড় মাথায় শেয়াল-বাদামী চুলের জঙ্গল। কিন্তু একটা সাদা রিং পরে থাকার দরুণ ওর মাথা হেলানোর স্বাধীনতা নেই।

ও ভাঙা গলায় রোগীদের কিছু বলছিল। রোগীরা বেডে বসে ওর কথা শুনছিল। পাভেল ঢুকতে, ও সারা দেহ ঘুরিয়ে এমন ভাবে পাভেলের দিকে ফিরল যেন ওর মাথা দেহের সঙ্গে ওয়েল্ডিং করে আঁটা। ও পাভেলের দিকে সহানুভূতিবিহীন ভাবে চেয়ে বলে উঠল, "বেশ, বেশ, এ যে আরেক ক্ষুদে ক্যানসার আমদানি হল দেখছি!"

পাভেল অমন ঘনিষ্ঠতা লাভের চেষ্টায় সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। ও বুঝতে পারছিল গোটা ঘরই ওর দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু কেবল ঘটনাচক্রে যাদের সঙ্গে ওর জীবনের পথ মিলে গিয়েছে তাদের অভিবাদন করতে, এমন কি তাদের ভাল করে দেখতেও ওর ইচ্ছা করল না। ও শুধু শেয়াল-চুল রোগীটির উদ্দেশে হাত তুলল, যাতে সে যাবার পথ ছেড়ে দেয়। পাভেল ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর রোগীটি দেহের সঙ্গে রিভেট করা মাথা সুদ্ধ ঘুরে দাঁড়াল, আর ভরাট, ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল, "ও মশায়, আপনার কোন্ ক্যানসার হয়েছে শুনি?"

পাভেল এর মধ্যে নিজের বেডে পেঁছে গিয়েছিল। ওর মনে হল ঐ প্রশ্নটা ওর দেহের ত্বক ছুলে নিয়েছে। ও নিজেকে সংযত রেখে অভদ্র লোকটার দিকে চোখ তুলে তাকাল। তাতেই ওর কাঁধে খচ্‌খচ্ করে লাগল। ও মর্যাদা পূর্ণ জবাব দিল, "আমার কোনো ক্যানসার নেই। আমার আদৌ ক্যানসার হয়নি।"

শেয়াল-চুল রোগীটি আপন মনে ঘোঁত-ঘোঁত করে, এমন উচ্চস্বরে নিজের রায় ব্যক্ত করল যাতে সবাই শুনতে পায়, "মূর্খ! আকাট মূর্খ! ক্যানসারই যদি না হবে, তবে আপনাকে এখানে ভর্তি করেছে কেন শুনি?"

শিক্ষা থাকা মানেই কাজে বেশী পটু হওয়া নয়

মাত্র ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে, অর্থাৎ ক্যানসার ওয়ার্ডে প্রথম সন্ধ্যায়, ভয় পাভেলকে চেপে ধরল।

টিউমারের অপ্রত্যাশিত, অর্থহীন, একান্ত প্রয়োগ বিহীন, কঠিন তালটা ওকে

মাছের মত বঁড়শিতে গেঁথে, অনেক খেলিয়ে অবশেষে লোহার বেডে—এক অতি নিম্ন মানের, সরু এক ফালি বিছানা, যার স্প্রিংগুলো অনবরত ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তোলে, আর যার ওপর বিছানো আছে নাম মাত্র এক তোষক—ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সিঁড়ির নিচে পোষাক বদলিয়ে, কাপা আর ইয়ুরির থেকে বিদায় নিয়ে ওয়ার্ডে আসার পর ওর মনে হয়েছিল, অতীত জীবনের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল ; অথচ ওয়ার্ডের জীবন এত দুষ্ট যে তাতে প্রকৃত টিউমারের চেয়ে বেশী ভীতি আনে। ও পছন্দসই প্রীতিকর বা স্নিগ্ধ কোন কিছু দেখার স্বাধীনতা খুইয়েছে। ও এখন থেকে আটটি নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে বাধ্য, যারা অধুনা ওর 'সমান' পরিগণিত। অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেকে ভুল মাপের, রঙ জ্বলে যাওয়া, অত্যন্ত পুরনো, এখানে ওখানে ছেঁড়া আর তাপ্পি লাগানো, গোলাপী-সাদা ডোরাকাটা পায়জামা পরা আটটি রোগী। এমন কি, ও কি শুনবে তা নির্বাচনের অধিকারও হারিয়ে আটটি কৃষ্টিহীন মানুষের বক্তব্য এবং ক্লান্তি ধরানো কথোপ-কথন শুনতে বাধ্য, যার সঙ্গে না আছে ওর সম্পর্ক না আগ্রহ। ওর সে অধিকার থাকলে ওদের চুপ করে থাকতে আদেশ করত। বিশেষতঃ ঘাড়ে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, শেয়ালের মত চুলওলা বিরক্তি ধরানো লোকটাকে। সবাই ওকে স্রেফ 'ইয়েফ্রেম' নামে ডাকে, যদিও ওকে কোন মতেই যুবক বলা চলে না। [রুশ দেশে এটা অসম্মানজনক। বয়স্ক পুরুষদের তাদের পুরো নাম ধরে ডাকাই রীতি]

ইয়েফ্রেমকে চুপ করানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ও কিছুতেই শুয়ে থাকবে না। ওয়ার্ডের বাইরেও যাবে না। ওয়ার্ডের মাঝ বরাবর যাতায়াতের পথে অস্থির ভাবে পায়চারি করবে। ও থেকে থেকে থেমে, দু'হাতে মাথা ধরে মুখ বিকৃতি করে। যেন ওকে ইনজেক্শান দেওয়া হচ্ছে। তারপরই আবার পায়চারি। পায়চারি শেষ করে ও অনিবার্যভাবে পাভেলের বেডের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল, আর নিজের অনমনীয় ঊর্দ্ধাঙ্গ বাঁকিয়ে পাভেলের বেডের রেলিঙের ওপর দিয়ে বসন্তের দাগওলা, বড় আকারের থমথমে মুখটা এগিয়ে দিয়ে উপদেশ ঝাড়ল : "তোমার কর্ম্ম সারা হয়ে গিয়েছে, অধ্যাপক। আর কোন দিন বাড়ীর মুখ দেখতে পাবে না, বুঝেছ ?"

ওয়ার্ডের ভেতরে বেশ গরম। পাভেল পায়জামা পরে, নরম টুপি মাথায় দিয়ে শুয়েছিল। ও সোনালী রঙ করা ধাতব ফ্রেমের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে, ইয়েফ্রেমের দিকে কঠোরভাবে তাকাল—এ রকম পরিস্থিতিতে কি করতে হয় তা ওর ভালই জানা—এবং বলল, "আমি বুঝতে পারছি না, কমরেড, আপনি কি চান, আর কেনই বা আমাকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। আমি ত' আপনাকে কিছু বলিনি, বলেছি কি ?"

ইয়েফ্রেম স্রেফ ঈর্ষা ভরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, "আপনার বলা-বলির কে তোয়াক্কা করে ? বলুন বা না বলুন, বাড়ী ফেরা হবে না। আপনার চশমাটা ফেরৎ দিলেই পারতেন। তার সঙ্গে নতুন পায়জামাটাও।"

ঐ বর্বর বিস্ফোরণের পর ইয়েফ্রেম নিজের বেখাপ্পা দেহকে টানটান করে আবার পায়চারি করতে লাগল। যেন এক নেশাগ্রস্ত উন্মাদ।

পাভেল অবশ্য ওকে কথার মাঝে থামিয়ে দিতে পারত। কিন্তু পাভেল তেমন মনের জোর পেল না। মনের জোর এমনিতেই বেশ কমে গিয়েছিল, আর ঐ ঘাড়ে ব্যাণ্ডেজ লাগানো শয়তানের বাক্যবাণে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। পাভেলের প্রয়োজন অপরের সমর্থন, ও তার জায়গায় পাচ্ছিল অতল গহ্বরে গলা ধাক্কা। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ও সমাজে বিশেষ ব্যক্তিগত স্থান, সুনাম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা হারিয়ে একশো চুয়ান্ন পাউণ্ড ওজনের এক সাদা, উষ্ম মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়েছে, যে আগামীকাল কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে অনবহিত।

পাভেলের মুখে হয়ত বিষাদের ছায়া পড়েছিল। কারণ পায়চারির পরবর্তী পর্যায়ে ইয়েফ্রেম ওর বেডের সামনে এসে বেশ আপোষের সুরেই বলল, "এরা আপনাকে বাড়ী ফিরে যেতে দিলেও আপনি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এখানে চলে আসবেন। কাঁকড়া [ক্যানসার রোগের প্রতীক) মানুষ ভালবাসে। কাঁকড়ার দাঁড়া একবার চেপে ধরলে মানুষের গলা দিয়ে ব্যাঙের আওয়াজ বেরনোর আগে ছাড়ে না।"

পাভেলের প্রতিবাদ করার শক্তি ছিল না। ইয়েফ্রেম তাই তার অভ্যস্ত কাজ করে চলল। সত্যি বলতে কি ঐ ঘরে ওকে সংযত করার মত কেউ নেই। যারা আছে তারা হয় অ-রুশভাষী, নয় প্রতিবাদের শক্তিহীন কিছু হতভাগ্য মানুষ। ঘর উত্তপ্ত রাখার চুল্লীর অবস্থিতির জন্য অপর দেওয়ালে মাত্র চারটি বেড। ইয়েফ্রেমের বেড পাভেলের সোজাসুজি, যাতায়াতের পথের বিপরীত পারে। অপর তিনটি বেডে তিন যুবক। চুল্লীর পাশের বেডে এক ঈষৎ মলিন, সরল যুবক। ক্রাচ ব্যবহারকারী এক উজবেক যুবক। জানলার কাছাকাছি বেডে কেঁচোর মত রোগা এক যুবক পা গুটিয়ে শুয়ে অবিরাম গোঙাচ্ছে। বেচারীর ত্বক পুরো হলুদ হয়ে গিয়েছে। পাভেলের সারিতে, ওর বাঁ দিকে দুই এশীয়। আর দরজার কাছে কদম ছাঁট চুল, এক লম্বা যুবক। জানালার কাছাকাছি, পাভেলের পরবর্তী বেডে যে রোগী তাকে দেখে রুশ মনে হয়। কিন্তু তার পড়শী হওয়া তেমন আনন্দকর নয়। রোগীটির মুখে চাক্কুবাজদের মত ভয়াল ক্ষত। মুখের কোণ থেকে বাঁ গালের ওপর দিয়ে প্রায় ঘাড় অব্দি বিস্তৃত ক্ষতটার জন্যই হয়ত ওকে বিপজ্জনক ব্যক্তি মনে হয়। তার ওপর ওর না-আঁচড়ানো, খাড়া-খাড়া, এদিক-ওদিক উঁচিয়ে থাকা কালো চুল : রুক্ষ, কঠোর চাউনি। যাহোক চাক্কুবাজের কৃষ্টিতে আগ্রহের ঢঙ আছে। ও একটা বই পড়ছিল। বইটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

ঘরে আলো জেবলে দিয়ে গেল। চাল থেকে ঝুলন্ত দু'টি উজ্জ্বল বাতি। বাইরে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমেছে। সবাই রাতের খাবারের প্রতীক্ষা করছে।

"একটা বুড়ো আমদানি হয়েছে," ইয়েফ্রেম বলে চলল, "এক তলায় শুয়ে

আছে। কাল অপারেশন হবে। অনেক কাল আগে, ১৯৪২ সালে, ডাক্তাররা ওর একটা ছোট্ট ক্যানসার অপারেশন করে বলেছিল, 'তোফা হয়েছে! এ খুব সামান্য ব্যাপার। আপনি এবার বাড়ী যান।' বুঝতে পারছ, তোমরা?" ইয়েফ্রেম বকে চললেও, ওর কথার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওকেই অপারেশন করা হবে। "তেরোটি বছর কেটে গেল। ও তার মধ্যে হাসপাতালের স্মৃতি বেমালুম ভুলে এন্তার ভদ্‌কা গিলেছে আর মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করেছে—বুড়ো এক মাল। ওর সঙ্গে দেখা হলেই তোমরা বুঝবে কি একখানি চিজ্। আর, এখন ওর হয়েছে এই এ্যাত্তো বড় ক্যানসার," ইয়েফ্রেম খুসিতে জিভ দিয়ে শব্দ করল। "মনে হচ্ছে, বুড়ো অপারেশন টেবিল থেকে সোজা লাশ-ঘরে পৌঁছবে।"

"আপনি এবার থামুন। আপনার মন ভেঙে দেওয়া ভবিষ্যত বাণী অনেক শুনেছি!" পাভেল ইয়েফ্রেমকে নস্যাৎ করে দিয়ে মুখ ফেরাল। ও নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারছিল না। ওর কণ্ঠস্বরে আর আগের মত কর্ত্তৃত্বের ভাব নেই।

কেউ কোন কথা বলছিল না। বিপরীত সারিতে জানলার পাশের বেডের ক্ষয়ে যাওয়া যুবকটির কষ্ট চোখে দেখা যায় না। ও যন্ত্রণায় অনবরত এদিক-ওদিক বাঁকছিল। উঠে বসার চেষ্টা করল। তাতে সুফল হল না। চিৎ হয়ে শুল। তাতেও লাভ হল না। হাঁটু দুটো বুকের কাছে টেনে কাৎ হল। তাতেও স্বস্তি না পেয়ে ও বেডের ফ্রেমে মাথা রেখে শুল। ও খুব আস্তে গোঙাচ্ছিল। মুখের বিকৃতি আর দেহের দমকে ওর রোগ যন্ত্রণা পরিস্ফুট।

পাভেল যুবকটির কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে নিল। ও বেডরুম স্লিপারে পা গলিয়ে বেডের পাশে রাখা ওর আলমারিটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। প্রথমে আলমারির দরজা খুলে দেখল খাবারের প্যাকেট সুন্দর ভাবে প্যাক করা অবস্থায়ই রাখা আছে। তার ওপরের ড্রয়ারে প্রসাধন সামগ্রী আর বৈদ্যুতিক ক্ষুর রাখা।

ইয়েফ্রেমের পদচারণা তখনো অব্যাহত ছিল। ও হাতদুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে পায়চারি করছিল, আর মাঝে মাঝে আভ্যন্তরীণ বেদনার তাড়সে মুখ বিকৃতি করতে করতে উত্থান-পতনহীন সুরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের যাজকের মত বলছিল, "হ্যাঁ, আমরা এক প্রকৃত ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন, প্রকৃত ভয়াবহ পরিস্থিতি · "

পেছনে হাততালির মত একটা শব্দে পাভেল সাবধানে মুখ ফেরাল, কারণ ঘাড়টা সামান্যতম ঘোরাতেও ওর অত্যন্ত ব্যথা লাগে। দেখল ওর প্রতিবেশী, চাক্কুবাজ, যে বইটা পড়ছিল সেটা পড়া শেষ করে, বইটা বন্ধ করে নিজের খসখসে দু'হাতে ধরে নাচাচ্ছে। বইয়ের গাঢ়-নীল মলাটের ওপর কোণাকুণি ভাবে, আর বইয়ের শিরদাঁড়ায় সোনালী রঙে লেখকের নাম সই করা। সইয়ের রঙ ইতিমধ্যে ম্যাটমেটে হয়ে গিয়েছে। পাভেল লেখকের নাম পড়তে পারল না। চাক্কুবাজকেও প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করল না। ও চাক্কুবাজের জন্য আরেকটা ডাকনাম

স্থির করে ফেলেছিল—'হাড্ডিচুষ'। তোফা মানানসই নাম।

ভাঁটা-ভাঁটা চোখে ভয়াল দৃষ্টিতে বইটার দিকে চেয়ে হাড্ডিচুষ লজ্জাজনক উঁচু গলায় সারা ঘরকে শুনিয়ে বলল, "ডিওম্‌কা এই বইটা ওর বেডের পাশের আলমারিতে পেয়েছে বলে তাই আর কিছু বলব না। নইলে হলফ করে বলতাম, বইটা কেউ বিশেষতঃ আমাদের কাজে লাগার জন্য পাঠিয়েছে।

"ডিওম্‌কা সম্পর্কে কি বলছিলেন? কি বইয়ের কথা বলছিলেন?" দরজার পাশের সীটের ছেলেটি বলল।

"সারা শহর খুঁজেও ওর মত আরেকটা ছেলে পাবে না।" ইয়েফ্রেমের চওড়া, চ্যাটাল মাথার পেছন দিকে হাড্ডিচুষ-এর চোখ পড়ল। বেশ ক'মাস ইয়েফ্রেম চুল ছাঁটেনি। অত বড় বড় চুল অবশ্যই কষ্টদায়ক। এবার ইয়েফ্রেমের যন্ত্রণা কাতর মুখে ওর চোখ পড়ল। "ইয়েফ্রেম, ঢের কঁকিয়েছো। এবার থামো। নাও, এই বইটা পড়ো।"

হঠাৎ বাধা পেয়ে তেড়ে আসা ষাঁড়ের মত ইয়েফ্রেম থমকিয়ে দাঁড়াল। ভয়াল চোখে তাকিয়ে জবাব দিল," পড়ব! কেন পড়ব? আমি ত' অক্কা পেলাম বলে।"

হাড্ডিচুষের ক্ষত আন্দোলিত হল। "ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি খুব বেশী তাড়াহুড়া না করলে, বইটা পড়া শেষ করার আগে অক্কা পাওয়া সম্ভাবনা নেই। এই নাও, ধরো, জলদি।"

হাড্ডিচুষ বইটা বাড়াল। কিন্তু ইয়েফ্রেম নড়ল না। "এখানে যত পড়ার বাড়াবাড়ি। আমি পড়তে চাই না।"

"তুমি কি অশিক্ষিত বা ঐ ধরণের কিছু?" হাড্ডিচুষ ওকে নিজের মতে আনার চেষ্টা করল।

"তুমি কি বলতে চাও? আমি অত্যন্ত শিক্ষিত। যেখানে শিক্ষার প্রয়োজন সেখানে আমি অত্যন্ত শিক্ষিত।"

হাড্ডিচুষ জানলার তাক হাতড়িয়ে একটা পেনসিল জোগাড় করল। বই খুলে বইয়ের এখানে-ওখানে দাগ দিল। "শোনো, ভয় পেয়ো না," ও নরম ভাবে বলল, "এতে অনেক ভাল ভাল ছোট গল্প আছে। এই যে, এই সামান্য ক'টা পড়ে দেখো। তোমার গোঙানিতে আমার প্রাণ যায় আর কি, বুঝেছ? তার চেয়ে বইটা পড়ো।"

"আমার কোন কিছুরই ভয় নেই, পরোয়াও নেই।" ইয়েফ্রেম বইটা নিয়ে নিজের বেডে ছুঁড়ে দিল।

উজবেক যুবক আহমদজান ক্রাচে ভর দিয়ে এক পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে দরজা দিয়ে ঢুকে এল। এ ঘরের রোগীদের মধ্যে একমাত্র ওই ফুর্তিবাজ। "সবাই চামচ রেডি করো।" ও হাঁকল।

চুল্লীর পাশের বেডের রোগী আবার সজীব হল। আহমদজান বলল, "খাবার নিয়ে আসছে। সবাই রেডি হও!"

সাদা কোট পরা পরিচারিকা একটা ট্রে কাঁধে নিয়ে ঢুকল। ও ট্রে নিয়ে এক-এক করে সব বেডে গেল। জানালার পাশের বেডে যন্ত্রণা পীড়িত যুবক ছাড়া সবাই ট্রে থেকে নিজের প্লেট নামিয়ে নিল। সবার বেডের পাশে একটা করে ছোট টেবিল। যুবক ডিওমকা'র নিজের টেবিল নেই। ও আর চওড়া-চওড়া হাড় কাজাক্ রোগীটি মিলে একটা টেবিল ব্যবহার করে। কাজাকের ওপরের ঠোঁটে বিশ্রীভাবে ফুলে ওঠা লালচে-বাদামী দগদগে ঘা।

এমনিতেই পাভেলের খেতে ইচ্ছে করছিল না। এমন কি বাড়ী থেকে আনা খাবারও না। তার ওপর হাসপাতালের খাদ্য—চতুষ্কোণ, রবারের মত টানলে লম্বা হওয়া পুডিং এবং তার ওপর হলুদ রঙের জেলি—এবং তা পরিবেশনের জন্য হাতলে দুটো ভাঁজ খাওয়া, নোংরা অ্যালুমিনিয়মের চামচ ওকে স্মরণ করাল, ও কোন্ জায়গায় এসে পৌঁচেছে, এবং এখানে আসতে রাজী হয়ে ও সম্ভবতঃ ভুলই করেছে।

গোঙাতে থাকা ছেলেটা বাদে সবাই খেতে লাগল। পাভেল প্লেট হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছিল, কাকে খাবারটা দিয়ে দেওয়া যায়। কেউ ওর দিকে পেছন ফিরে আছে, কেউ আড় হয়ে বসে। শুধু দরজার পাশের যুবকটি ওর দিকে ফিরে বসা। পাভেল নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি?" শোনার দায় যুবকেরই, পাভেলের নয়।

সার্বজনিক চামচ ঠক্ঠক্ সত্ত্বেও যুবক বুঝল, ওকেই প্রশ্ন করা হয়েছে। ও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "প্রোশ্কা .... মানে, প্রোকফি সেমিওনিচ্।"

"এই খাবার নেবে?" "নেব।" প্রোশ্কা উঠে এসে খাবার নিল। মাথা নিচু করে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাল।

পাভেল চোয়াল থেকে কিছু দূরে, ঘাড়ের ওপর টিউমারটা হাত দিয়ে অনুভব করল। ও হঠাৎ উপলব্ধি করল, ওর রোগটা তেমন মামুলি কিছু নয়। ওয়ার্ডের ন'জনের মধ্যে মাত্র একজন, ইয়েফ্রেমকে ব্যাণ্ডেজ লাগাতে হয়েছে। ইয়েফ্রেমের যেখানে ব্যাণ্ডেজ করা হয়ত পাভেলেরও সেখানে অপারেশন করবে। কেবল একজন অত্যন্ত রোগ যন্ত্রণায় কাতর। ওর লাগোয়া বেডের পরের বেডের তাগড়া চেহারা কাজাক্-এর ঠোঁটে, অবশ্য, গাঢ় লাল দগদগে ঘা আছে। আর ক্রাচে ভর করে চলা উজ্বেক ছোকরা ত' এক প্রকার সুস্থভাবেই চলাফেরা করে। অপর কারো দেহে টিউমার বা অন্য বিকৃতির লক্ষণ নেই। সবাইকে বরং সুস্থ দেখায়। বিশেষতঃ প্রোশ্কা। ওর মুখ কেমন খুশিতে ঝলমল। ও যেন হাসপাতাল নয়, কোন মনোরম জায়গায় ছুটি কাটাতে এসেছে। যেভাবে প্লেট চেটে সাফ করল, মনে হয় খিদেরও অভাব নেই।

হাড্ডিচুষের মুখে একটা ধূসর ভাব আছে বটে, কিন্তু ও স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করে, অনায়াসে বকবক করে, এবং যে রকম তারিয়ে তারিয়ে খাবার খেল তা দেখে মনে হল ও হয়ত সরকারী ভোজনালয়ের ম্যানেজার ছিল। [রুশ দেশে অসুস্থদের বিনা মূল্যে খাবার দেওয়া হয়]।

পাভেলের কেসটা আলাদা ধরনের। টিউমারের তাল ওকে এক পাশে মাথা হেলিয়ে রাখতে বাধ্য করে। পাশ ফিরতে অসুবিধে ঘটায়। আর, প্রতি ঘণ্টায় তার আকার বেড়ে চলেছে। দুপুর থেকে সন্ধ্যের মধ্যে কোন চিকিৎসক ওকে দেখেনি। অথচ ডাঃ ডণ্ট্সোভা'র যে প্রলোভনে পড়ে পাভেল এখানে ভর্তি হয়েছে তা হল, অবিলম্বে চিকিৎসা। সেক্ষেত্রে ডাঃ ডণ্ট্সোভাকে একেবারে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অপরাধ গণ্য হওয়ার মত অবহেলাকারী মহিলা বলা চলে। ও'কে বিশ্বাস করে এই স্যাঁত সেঁতে, নোংরা, স্থানাভাবে সংকুচিত ওয়ার্ডে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে। অথচ টেলিফোনে আরেকটু যোগাযোগ করে মস্কোর কোথাও ভর্তি হওয়া যেত।

চিকিৎসার বিলম্বে বিরক্তি আর স্বকৃত ভুলের গ্লানি ওর মনে টিউমারের যন্ত্রণার চেয়ে এত বেশী খচ্‌খচ্ করছিল যে হাসপাতালের লোহার খাট থেকে আরম্ভ করে খসখসে কম্বল, দেওয়ালগুলো, আলো, প্লেটে চামচের ঘসটানি এবং মানুষগুলোকে ও সহ্য ক:তে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, এক ফাঁদে পড়েছি এবং আগামীকাল সকালের আগে কোন নিশ্চিত পদক্ষেপ অসম্ভব।

গভীর বিরক্তিতে পাভেল বাড়ী থেকে নিয়ে আসা একটা তোয়ালেয় তাবৎ দৃশ্যাবলী থেকে দৃষ্টি আড়াল করে শুয়ে পড়ল। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর স্পর্শ এড়ানোর জন্য ও নিজের বাড়ী, পরিবারবর্গ, তারা এখন কি করছে ইত্যাদি ভাবতে লাগল। ইয়ুরি এতক্ষণে ট্রেনে চলেছে। এটা ওর প্রথম পর্যবেক্ষণ সফর। ওর প্রখর ব্যক্তিত্ব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। অথচ ও নিজের ওজন দেখাতে অপারগ। ফলে ওরই ক্ষতি হয়। হয়ত এবারও বোকা বনবে। মেয়ে, আভিয়েৎ মস্কোয় ছুটি কাটাচ্ছে। একটু-আধটু থিয়েটারও দেখবে। কিন্তু ওর মন নিজের কাজে। তার জন্য দরকার স্বনির্বাচিত ক্ষেত্রের চৌহদ্দি মাপা, এক-আধটা যোগাযোগ স্থাপন করা। এটা ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের শেষ বছর। এখনই জীবনের পূর্ব নির্ধারিত পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করতে হবে। আভিয়েৎ খুব সফল সাংবাদিক হবে। ওর মন এবং আচরণ ঐ পেশার উপযোগী। পেশায় সফলতা পেতে হলে ওর অবশ্য মস্কোর বাসিন্দা হতে হবে। এ অঞ্চলে তেমন সুবিস্তৃত ক্ষেত্র পাবে না! ও যেমন প্রতিভাময়ী তেমনি বুদ্ধিমতী। ওর নাগাল পাওয়ার মত পরিবারে কেউ নেই। আভিয়েৎ যে বাপের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত হয়েছে তাতে পাভেল ঈর্ষান্বিত ত' নয়ই, বরং আনন্দিত। আভিয়েতের খুব বেশী অভিজ্ঞতা নেই। না থাক, ও তবু আর সবাইকে চটপট ধরে নিতে পারবে। দ্বিতীয় ছেলে লাভ্রিক-এর পড়াশোনায় মন নেই। মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু খেলাধূলায় প্রতিভা আছে। এর মধ্যে রিগায় এক স্পোর্টস টুর্নামেণ্টে প্রাপ্ত বয়স্কদের মত হোটেলে থেকে এসেছে, বয়স্কদের মতন গাড়ী চালায়। ক্যাডেট ফোর্স-এ গাড়ী চালানো শিখছেও। লাইসেন্স পাওয়ার আশা আছে। ও এ বছরের দ্বিতীয়ার্ধের পরীক্ষার দুটো বিষয়ে ফেল করেছে; ওর আরো খাটা উচিত। তারপর দ্বিতীয় মেয়ে মাইকা। মাইকা হয়ত বাড়ীতে

পিয়ানো বাজাচ্ছে। পরিবারে ওই প্রথম পিয়ানো বাজাতে শিখেছে। সব শেষে জুল-এর কথা। জুল বারান্দায় শুয়ে থাকার কথা। পাভেল নিজের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গত বছর জুলকে নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোত। এখন হয়ত লাদ্রিক ওকে নিয়ে বেরোয়। জুল কখনো পথচারীদের তাড়া করলে লাদ্রিক বলে, "ভয় পাবেন না। ও আমাদের পোষা কুকুর। শুধু একটু খেলছে।"

নিজের সুসংবন্ধ, আদর্শ পরিবার, পরিবারের সবার প্রত্যেকের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো আচরণ, আর পরিপাটি ফ্ল্যাট এসবই মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে পাভেলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ওরা ওর টিউমারের বিপরীত দিকে অবস্থিত। ওরা বেঁচে আছে। বেঁচেই থাকবে, বাপের যাই ঘটুক না কেন। ওরা যত দুশ্চিন্তা, শোরগোল আর কান্নাকাটিই করুক না কেন? টিউমারটা ওর পেছন দিকে একটা দেওয়ালের মত বেড়ে চলেছে, যার এধারে ও সম্পূর্ণ একা।

বাড়ীর কথা ভেবে লাভ হল না। পাভেল দেশের কথা ভেবে দুঃখ ভুলতে চাইল। আগামী শনিবার সোভিয়েত রাশিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশন বসবে। বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন ছাড়া তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটবে মনে হয় না। তাইওয়ান উপসাগর অঞ্চলে গুলি বিনিময় ঘটেছিল। তারপর কি হল, কে জানে সকালে হাসহাতালে আসার জন্য রওনা হওয়ার মুখে রেডিওয় ভারী শিল্পের ওপর একটা দীর্ঘ রিপোর্ট পড়ছিল। কিন্তু ওয়ার্ডে ত' নেইই, বারান্দায়ও রেডিও নেই! অন্ততঃ রোজ যাতে প্রাভ্দা পত্রিকা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অধুনা ভারী শিল্প স্থাপনে অগ্রগতি হয়েছে। আর গতকাল ত' মাংস আর দুগ্ধজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা সরকারী আদেশও জারী হয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সত্যিই লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে, যার ফল হবে বহু সরকারী এবং আর্থিক সংস্থার সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন।

সাধারণতন্ত্র আর প্রাদেশিক স্তরে এই পুণর্গঠন প্রয়াস কিভাবে রূপায়িত হবে পাভেল এর মধ্যে তার রূপরেখা এঁকে ফেলেছিল। পুনর্গঠন মানেই বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। ওতে দৈনন্দিন কাজকর্মে কিছু সাময়িক বৈচিত্র্য আসে; কর্মচারীদের টেলিফোনে যোগাযোগ বেড়ে যায়, ঘনঘন আলোচনা হয় আর সম্ভাবনাদি সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা হতে থাকে। পুনর্গঠন অধোগতি বা উর্ধ্বগতি যাই হোক না কেন তাতে পাভেল সহ কোন কর্মীর একটু পদাবনতি ঘটে না। পদোন্নতিই হয়।

দেশের কথা ভেবেও পাভেল উৎফুল্ল ত' হলই না, পারিপার্শ্বিকও ভুলতে পারল না। ঘাড়ে ছুরি বেঁধানো ব্যথার উৎস টিউমারটা অনাসক্ত, বধিরের মত বারবার জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। অতএব অত চেষ্টার পরও ফল দাঁড়াল: বাজেট, ভারী শিল্প, গবাদি পশুপালন ও দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদন এবং পুনর্গঠন ইত্যাদি রয়ে গেল টিউমারের অপর পারে। এপারে পাভেল একা।

ওয়ার্ডে শ্রবণ সুখকর নারীকণ্ঠ শোনা গেল। যদিও প্রায় কোন কিছু আজ পাভেলের সুখকর বোধ হওয়া সম্ভব ছিল না, তবু এ কণ্ঠস্বর সত্যিই মিষ্টি। "অনুগ্রহ করে আপনার টেম্পারেচার দেখতে দিন।" এমন মিষ্টি কথা যেন শিশুকে লালিপপ্ খেতে দিচ্ছে।

মুখ থেকে তোয়ালে সরিয়ে পাভেল একটু উঠে চশমা পরে নিল। বাঃ! এ মেয়েটা মারিয়ার মত গোমড়ামুখী নয়। মেয়েটার বেশ শক্ত-পোক্ত, কিন্তু ছিমছাম চেহারা। মাথায় তেকোণা করে রুমাল বাঁধেনি। সোনালী চুলে ডাক্তারদের মত টুপি পরেছে!

মেয়েটি জানলার ধারের বেডের পাশে দাঁড়াল। খুশিভরা সুরে বেডের যুবকটিকে ডাকল, "আজভ্কিন! এই আজভ্কিন!" আজভ্কিন আগের চেয়ে আরো অদ্ভুত ভঙ্গীতে শুয়েছিল। ও বেডের কোণাকুণি, পেটের তলায় একটা বালিশ গুঁজে, উপুড় হয়ে শুয়ে, তোষকে মাথা রেখে, বেডের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখছিল। যেন খাঁচায় বন্দী কুকুর। মুখে যন্ত্রণার স্বাক্ষর। ওর একটা হাত বেডের ধার দিয়ে ঝুলছিল।

"ওঠো, ঠিক হয়ে নাও।" মেয়েটি বলল, "তুমি নিজেই নিজের টেম্পারেচার নাও।"

আজভ্কিন কোন মতে ঝুলে পড়া হাতটা তুলে—যেন কুয়া থেকে জল তুলছে—থার্মোমিটার নিল। ও রোগ যন্ত্রণায় এত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে যে ওকে দেখে সতেরো বছর বয়সের নব যুবক মনে হয় না। "জোয়া," ও অনুনয় করল, "আমাকে একটা গরম জলের বোতল দেবে?"

"তুমি নিজে তোমার জঘন্যতম শত্রু" জোয়া কঠোর স্বরে বলল। "তোমাকে গরম জলের বোতল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইন্‌জেকশনের জায়গায় না রেখে তুমি তা পেটে চাপা দিয়েছিলে।"

"কিন্তু ওতে যে বেশ কিছু কষ্ট কম হয়," আজভ্কিন বোঝানোর চেষ্টা করল। বোঝাতেও ওর কত কষ্ট। "ওতে টিউমার বেড়ে যায়। তোমাকে এর আগে সেকথা জানানো হয়েছে। ক্যানসার ডিপার্টমেণ্টে গরম জলের বোতল নিষিদ্ধ। তোমার জন্য বিশেষ করে আনাতে হয়েছে।"

"বেশ, আমি তবে আর ইন্‌জেকশন নেব না।" কিন্তু জোয়া আর ওর কথা শুনছিল না। ও হাড্ডিচুষের বেডের রেলিঙে পালিশ করা নখ দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছিল। জোয়া জিজ্ঞেস করল, "কস্টোগলোটভ্ কোথায়?"

পাভেল ভাবল, উপযুক্ত ডাক নাম রেখেছি ত'! [রুশ ভাষায় 'কস্টোগলোটভ্' মানে 'হাড়-খেকো']

"ধূমপান করতে বেরিয়েছে," দরজার কাছে নিজের বেড থেকে ডিওম্কা জানাল। ডিওম্কা তখনো পড়ছিল। "ওকে ধূমপান করাব," জোয়া গজগজ করল।

কয়েকটা মেয়ে সত্যিই কি মিষ্টি। ওর স্বাস্থ্যে পরিপূর, আঁটসাঁট দেহ আর

বড় বড় চোখের দিকে চেয়ে পাভেলের ভাল লাগল। স্পৃহা বর্জিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে পাভেলের মন নরম হল। জোয়া হাসি মুখে থার্মোমিটার এগিয়ে ধরেছিল। অত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকেও জোয়া ভুরু কোঁচকাল না, ওর মুখে এমন লক্ষণ ফুটল না যে ও পাভেলের টিউমার দেখে ভয় পেয়েছে, কিংবা এতবড় টিউমার এর আগে দেখেনি। "ডাক্তার কি আমার জন্য কোন চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে?" পাভেল জিজ্ঞেস করল।

"এখনো দেয়নি," জোয়া মার্জনা চাওয়ার মত করে হাসল। "কেন দেয়নি? ডাক্তাররা কোথায়?"

"তারা আজ দিনের কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে।"

জোয়ার সঙ্গে রাগারাগি করে লাভ নেই। কিন্তু ওর যে চিকিৎসা আরম্ভ হয়নি সেটা অবশ্যই কারো গাফিলতির ফল। সে ব্যাপারে কিছু করতেই হবে। পাভেল অকেজো, আলসে মানুষ দেখতে পারে না। জোয়া যখন ওর জ্বর দেখতে ফিরে এল ও জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের এখানে টেলিফোন কোথায়? আমি বাইরে টেলিফোন করতে চাই।"

আর যা হোক ও এবার মন স্থির করে কমরেড ওস্টাপেঙ্কো-কে ফোন করবে। টেলিফোনের কথায় পাভেল নিজের স্বাভাবিক দুনিয়ায় ফিরে এলো, এবং সাহস ফিরে পেল। নিজেকে আবার এক সংগ্রামী মানুষ মনে হল।

"আটানব্বই পয়েন্ট ছয়," জোয়া হেসে, পাভেলের বেডে ঝুলন্ত নতুন টেম্পারেচার চার্ট-এ প্রথম আঁক কাটল। ও পাভেলকে বলল, "রেজিস্ট্রারের অফিসে টেলিফোন আছে। কিন্তু আপনি এখন সেখানে যেতে পারবেন না। অন্য আরেকটা বাড়ীতে ঐ অফিস।"

"আমাকে মাফ করবেন, মহাশয়া," পাভেল একটু উঠল। কণ্ঠস্বর ও একটু কঠোর হল। "কিন্তু এই ওয়ার্ডে টেলিফোন নেই, তা কি করে হয়? ধরুন, কারো কিছু ঘটল? ধরুন, আমারই কিছু ঘটল, তখন কি করবেন?"

"ওখানে ছুটে গিয়ে ফোনে আপনার বক্তব্য জানাব," জোয়া হার মানল না। "কিন্তু তখন যদি ভারী বৃষ্টি কিংবা ঝড় হতে থাকে?"

জোয়া ততক্ষণে বৃদ্ধ উজবেকের বেডে পৌঁছে তার টেম্পারেচার চার্ট লিখছিল। ও বলল, "দিনের বেলা আমরা সোজা ওখানে গিয়ে ফোন করি। কিন্তু এখন ঐ টেলিফোনে তালা লাগানো আছে।"

জোয়া মিষ্টি মেয়ে হতে পারে, কিন্তু ও হয়ত সব খবর রাখে না। তার ওপর ও পাভেলের কথা পুরো না শুনেই কাজাকটির কাছে পৌঁছেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলা চড়িয়ে পাভেল ওকে বলল, "এখানে নিশ্চয় আরো টেলিফোন আছে। নেই, তা হতে পারে না!"

"আছে," জোয়া জবাব দিল। ও এর মধ্যে কাজাকের বেডের ধারে বসে পড়েছিল। "বড় ডাক্তারের অফিসে আছে।" "বেশ, তাহলে অসুবিধা কোথায়?" পাভেল বলল।

"ডিওম্‌কা ··· আটানব্বুই পয়েণ্ট চার······বড় ডাক্তারের অফিস তালা বন্ধ। নিজামুদ্দিন বাহরামেভিচ্‌ চান না····" জোয়া বেরিয়ে গেল।

যুক্তিপূর্ণ কথা। অনেকেই চান না যে তাঁর অনুপস্থিতিতে অপর কেউ তাঁর অফিসে ঢোকে। সে যা হোক, হাসপাতালে টেলিফোনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত। যে একটা মাত্র তার পাভেলকে বহির্দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে পারত তা এক লহমায় ছিন্ন হয়ে গেল। কাঁধের ওপর হাতের মুঠির মত টিউমারটা বাইরের জগৎ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

পাভেল নিজের ছোট্ট আয়না বের করে দেখল। টিউমারটা কি রকম ছড়াচ্ছে! অপরিচিত ব্যক্তির চোখে টিউমারটা বেশ ভীতিপ্রদ, কিন্তু ওর নিজের চোখে··· না, এটা ক্যানসারের টিউমার হতে পারে না। এ ঘরের কারো এ ধরনের টিউমার নেই। নিজের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে পাভেল কখনো এ রকম দৈহিক বিকৃতি দেখেনি··

টিউমার বেড়েছে না কমেছে, পাভেল তা পরিমাপ করা ছেড়ে দিল। ও আয়না সরিয়ে রাখল। আলমারি থেকে কিছু খাবার বের করে খেতে থাকল।

দুই অভব্য ব্যক্তি, ইয়েফেম আর হাড্ডিচুষ ওয়ার্ডে নেই। ওরা বেরিয়েছে। জানলার পাশের বেডে আজভ্‌কিন এঁকেবেঁকে নতুন ভঙ্গীতে শুয়েছে, কিন্তু গোঙাচ্ছে না। কেউ পড়ছিল। বইয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাভেলেরও ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া কিছু করার নেই। সব ভাবনা বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটানো। আর পরদিন সকালে ডাক্তারদের এক হাত নেওয়া।

ও পোষাক বদলিয়ে কম্বলের তলায় ঢুকল। বাড়ী থেকে আনা তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢেকে ঘুমানোর চেষ্টা করল।

কিন্তু কারো বিরক্তিকর ফিসফিস করে বলা কথা নীরবতা ভেদ করে সোজা পাভেলের কানে ঢুকছিল। ও আর সহ্য করতে না পেরে মুখ থেকে তোয়ালে সরিয়ে ফেলল। ঘাড়ে যাতে ব্যথা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সামান্য একটু উঠল। দেখল, ওটা পড়শী উজ্‌বেকের কীর্তি। শীর্ণকায়, একেবারে কুঁকড়িয়ে যাওয়া এবং প্রায় পুরো বাদামী রঙ হয়ে যাওয়া উজ্‌বেক বৃদ্ধের মাথায় তার দেহের মত বাদামী রঙের নরম টুপি, আর মুখে কালো, ছুঁচলো একটুখানি দাড়ি। বুড়ো মাথার নিচে দু'হাত রেখে, ঘরের চালে চেয়ে বিড়বিড় করছে। হয়ত আহাম্মকটা প্রার্থনা করছে। "এই, এই আক্‌সাকল [গ্রামের প্রবীণ মোড়ল। এখানে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত]", পাভেল আঙুল নেড়ে বলল, "এসব থামাও। আমার অসুবিধে হচ্ছে।"

আক্‌সাকল চুপ করল। পাভেল আবার তোয়ালেয় চোখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না। ও এবার বুঝল ঘুম না আসার প্রকৃত কারণ চাল থেকে ঝুলন্ত দু'টি আলো। বাল্ব দু'টি শেডে ঠিক মত ঢাকা পড়েনি। তোয়ালে ভেদ করে চোখে আলো বিঁধছিল। পাভেল সাবধানে একটু উঠল।

বাতির সুইচের কাছাকাছি বেডের প্রোশকা পোষাক বদলাচ্ছে।

"এই যে, ও ভাই। বাতিটা নিভিয়ে দাও ত।" "এ্যাঁ···মানে···নার্স এখনো ওষুধ নিয়ে আসেনি।" প্রোশ্কা তবু সুইচের দিকে হাত বাড়াল।

"বাতি নেভাবে—তার মানে?" পাভেলের পেছনে হাড্ডিচুষের গলা শোনা গেল। "আপনি নিজেকে কি ভেবেছেন মশায়? এখানে একা আপনি থাকেন না।"

পাভেল সোজা হয়ে বসল। চশমা পরল। সাবধানে ঘুরে বসল। তবু বেডের স্প্রিং ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করল। ও জবাব দিল, "আপনার আর একটু নম্রভাবে কথা বলা উচিত।"

অভব্য লোকটা মুখ ভেঙচিয়ে, খাটো গলায় বলল, "বিষয় বদলাবেন না। আপনি আমার ওপরওলা নন।"

পাভেল কটমট করে তাকাল। কিন্তু তাতে ফল হল না। ও শেষে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ ধরল। "আপনার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু বাতি আপনার কোনও কাজে লাগবে কি?" "লাগবে। আমার মলদ্বার খোঁচাতে কাজে লাগবে" হাড্ডিচুষ রূঢ় জবাব দিল।

এতক্ষণে হাসপাতালের বাতাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও পাভেলের এবার শ্বাসকষ্ট বোধ হল। অভদ্র লোটাকে আগে থেকে সাবধান না করে হঠাৎ হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে, সোজা কাজ করতে পাঠানো উচিত। কিন্তু ঠিক ঐ মুহূর্তে পাভেলের ওসব করার উপায় কোথায়? ঠিক আছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ওর বিষয়ে জানাতে হবে।

"আপনার কিছু পড়ার ইচ্ছা থাকলে আপনি ত' বারান্দায় বসেও পড়তে পারেন," পাভেল ওকে আলো নেভানোর যৌক্তিকতা বোঝানোর চেষ্টা করল। "অপরের ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন কেন? এখানে নানা ধরণের রোগী আছে। প্রত্যেকের পৃথক ব্যবস্থা প্রয়োজন ·"

"হ্যাঁ, পৃথক ব্যবস্থা হবে।" হাড্ডিচুষ মুখ ভেঙিয়ে বলল, 'আপনার ৃতি ফলকে লেখা হবে: 'শূন্য সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।' আর দের ঠ্যাঙ্ ধরে কবরে ছুঁড়ে দেবে।"

পাভেল কখনো এমন বল্গাহীন অবাধ্যতার সম্মুখীন হয়নি। কি সীমাহীন পর্ধা! ও কি করে এর মোকাবিলা করবে ভেবে পেল না। মেয়েটার কাছে অভিযোগ করেও লাভ নেই। আপাততঃ মান বজায় রেখে কথাবার্তার ইতি ঘটাতে পারলে বাঁচা যায়। পাভেল চশমা খুলে, সাবধানে শুয়ে পড়ল। তোয়ালেয় চোখ ঢাকল।

নিজেকে মনে মনে দুর্বল ভেবে এই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বিতৃষ্ণা আর যে পাভেলের ভেতরটা ফেটে পড়ছিল। কিন্তু ছুটি চাওয়ার জন্য কাল অপেক্ষা করতে হলে খুব বেশী দেরী হবে না। ঘড়িতে আটটার কিছু শী বেজেছে। যাকগে, আপাততঃ এদের উৎপাত সহ্য করতেই হবে। কিছু ওরাও থেমে যাবে।

কারো পায়ের ভারে ঘরের মেঝে কেঁপে উঠল। নিশ্চয় ইয়েফ্রেম ফি এসেছে। পুরানো কাঠের মেঝে, তাই ভারী মানুষের পায়ের চাপে কাঁপে তোষক সত্ত্বেও পাভেল সে কাঁপুনি টের পেল। ও ভাবল, ইয়েফ্রেমকে কিছু বলে কাজ নেই, বরং সহ্য করি।

লোকগুলোর অত্যন্ত উদ্ধত ভাব আর সহবতের অভাব। কবে যে এরা ভ্রা মুক্ত হবে। এ রকম বোঝা নিয়ে কি করে আমরা নতুন সমাজ স্থাপন করব?

সীমাহীন সন্ধ্যা গড়িয়ে চলল। নার্স তার রাউন্ড আরম্ভ করল। একবা নয়, চারবার। কাউকে মিক্সচার দিল, কাউকে পাউডার, দুজনকে ইনজেকশন ইনজেকশন নেওয়ার সময় আজভৃকিন আর্তনাদ করল। আরেকবার গরম জলে বোতল চেয়ে অনুনয় করল। কারণ তাতে নাকি ইনজেকশনের সিরাম দ্রু ছড়িয়ে পড়তে সহায়তা হবে। আহমদজান আর প্রোশকা নিজেদের বেডে বসেই কথাবার্তা বলছিল। ওরা যেন এখনই ঠিক প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এব ওদের এমন কোন ব্যাধি বা উপসর্গ নেই যার চিকিৎসা প্রয়োজন। এমন কি ডিওমকার চোখেও ঘুম নেই। ও হাল্ডিচুষের বেডে বসে বকবক করছে। ঠিক পাভেলের কানের কাছে। ডিওমকা বলছিল, "আমার এখনো সময় আছে আরো কিছু পড়াশোনা করতে চাই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাই।"

"তা ভাল, কিন্তু মনে রেখো শিক্ষা থাকা মানেই কাজে বেশী পটু হওয় নয়।" আচ্ছা বলুন ত', একটা অল্প বয়সী ছেলেকে এসব বলার কি প্রয়োজন? ডিওমকা বলল, "কাজে বেশী পটু হওয়া না, তার মানে কি? তবে কি দিয়ে কাজে বেশী পটু হওয়া যায়?"

"জীবনের অভিজ্ঞতা।" হাল্ডিচুষের কথায় ডিওমকা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি মানি না।"

হাল্ডিচুষ বলল, "আমাদের ইউনিটে একজন কমিসার ছিল, নাম পুর্শাকিন সে বলত, 'শিক্ষা থাকলেই কাজে বেশী পটু হওয়া যায় না। উচ্চতর পদ থাকলেও না। তোমার কাঁধে উচ্চতর পদ সূচক আরেকটা তারকা লাগানো হল আর তুমি ভাবলে আরো পটু হলাম। তা হয় না'।"

'তাহলে কি আপনি বলতে চান, শিক্ষার প্রয়োজন নেই? আমি মানি না।"

"অবশ্যই তুমি পড়বে। কিন্তু মনে রেখো, সেটা শুধু আত্মতৃপ্তি দেবে এবং তা বুদ্ধির সমতুল নয়।"

ডিওমকা বলল, "বুদ্ধি তবে কি?" "বুদ্ধি? চোখ যে শিক্ষা দেবে কান নয়, তাই বুদ্ধি। তুমি কোন্ বিষয়ে পড়তে চাও?"

"এখনো স্থির করিনি। আমার সাহিত্য আর ইতিহাস ভাল লাগে। হাল্ডিচুষ বলল, "ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে না?"

ডিওমকা বলল, "না।" হাল্ডিচুষ বলল, "সেকি! আমাদের সময়ে কে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইত না। কিন্তু এখনকার যুবকরা চায়। তুমি চাও না?"

"না...আমার মনে হয়...সামাজিক সমস্যাদি আমাকে বেশী আকর্ষণ করে

'সামাজিক সমস্যা ? …ওহ্ ডিওম্কা, তুমি বরং রেডিও সেট তৈরি করা শেখো। ইঞ্জিনিয়ারদের জীবন অনেক শান্তিপূর্ণ।"

"শান্তি কে চায় ? আমার যদি এখানে মাস দুয়েক শুয়ে থাকতে হয় তবে নবম শ্রেণীর দ্বিতীয়ার্ধে ভর্তি হতে হবে !" "তুমি পাঠ্য বইগুলো জোগাড় করে ফেলেছ ডিওম্কা ?"

"দুটো বই আমার কাছেই আছে। স্টিরিওমেট্রি (ঘন পদার্থের আয়তন নির্ণয়) খুব কঠিন লাগছে।" হাড্ডিচুষ বলল, "স্টিরিওমেট্রি ? তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো।"

পাভেল বুঝতে পারল, ডিওম্কা বই আনতে গেল।

"দাঁড়াও, দেখতে দাও…হ্যাঁ, এই ত', ডিওম্কা, সেই সুপরিচিত কিস্লিঅভ্-এর 'স্টিরিওমেট্রি।' হুবহু সেই বই। সরল রেখা আর সমতল ক্ষেত্র · পরস্পর সমান্তরাল একই সমতল ক্ষেত্রে দুটি সরলরেখা পরস্পর সমান্তরাল হলে সরল রেখা দুটি ঐ সমতল ক্ষেত্রের সমান্তরাল হয় · কি দারুণ বই ! সবাই এ রকম বই লিখতে পারে না ? বইটা মোটেই মোটা নয়, অথচ এর মধ্যে কত কি আছে দ্যাখো !"

"আঠারো মাসের পাঠক্রমের পুরোটাই এ বই থেকে পড়ায়", ডিওম্কা বলল। "আমাদেরও তাই পড়াত। পুরো বইটা আমার আয়ত্ত ছিল।"

"কখন ?" ডিওম্কা জিজ্ঞেস করল. "বলছি। আমিও তখন নবম শ্রেণীতে ছিলাম·· ১৯৩৭-৩৮ সাল হবে। বইটা আবার হাতে নিয়ে আমার অদ্ভুত লাগছে। জ্যামিতি আমার প্রিয় বিষয় ছিল।"

"তারপর ?" ডিওম্কা বলল। "তারপর, মানে ?"

"স্কুলের পর কি করলেন ?" ডিওম্কা বলল। "স্কুলের পর একটা সুন্দর বিষয় পড়েছিলাম, জিওফিজিক্স (ভূ-পদার্থ)।"

"কোথায় পড়েছিলেন ?" "এখানেই জায়গায় পড়েছিলাম। লেনিনগ্রাদে।"

"তারপর কি হল ?" "আমার প্রথম বছরের পড়া শেষ হল। তার কিছু পরে, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে উনিশ বছর বয়সীদের ফৌজে যোগদানের ডাক পড়ল। আমারও ডাক পড়েছিল।"

"বেশ। তারপর কি করলেন ?" ডিওম্কা বলল। "আমি সক্রিয় ফৌজের সদস্য হয়ে গেলাম।"

"এরপর কি হল ?" "তারপর কি হল, তুমি জানো না, ডিওম্কা ? বিশ্বযুদ্ধ বাধল।"

"আপনি ··আপনি কি ফৌজে অফিসার ছিলেন ?" "না। আমি সার্জেন্ট (সিপাহী) ছিলাম।"

"কেন ?" "কারণ সবাই সেনাপতি হলে যুদ্ধ করবে কে ? ··দুটি পরস্পর সমান্তরাল সমতল ক্ষেত্রকে যদি একটি সরলরেখা ছেদ করে তবে পরস্পর ছেদনের রেখাগুলি ··শোনো ডিওম্কা, আমরা দুজনে রোজ একটু করে স্টিরিওমেট্রি

পড়ব। তাহলে বেশ এগিয়ে যাওয়া যাবে। তুমি কি বলো ?"

"আমি রাজী।" (পাভেল ভাবল, একেবারে আমার কানের কাছে এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ?) "আমি তোমাকে পড়াব," হাড্ডিচুষ বলল।

"খুব ভাল হবে," ডিওম্‌কা বলল। "নইলে তোমার সময় নষ্ট হবে। আমরা এই মুহূর্তে আরম্ভ করতে পারি। প্রথমে এই স্বতঃসিদ্ধগুলো ধরা যাক। এগুলো দেখতে সহজ হলেও সব সম্পাদ্য এবং উপপাদ্যে এদের প্রয়োগ আছে। প্রথমটাই ধরা যাক। কোন সরলরেখার দুটি বিন্দু যদি সমতলে অবস্থিত হয় তবে ঐ সরলরেখার সবকটি বিন্দু সমতলে অবস্থিত হবে। কথাটা বুঝতে পেরেছ ? এই বইটাকে একটা সমতল ক্ষেত্র ধরলাম, আর পেনসিল একটা সরলরেখা। ঠিক আছে ? এবার সমস্যাটা সাজানোর চেষ্টা করো ত' "

ওরা দু'জন গাণিতিক সমস্যায় ডুবে গেল। স্বতঃসিদ্ধ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নিয়ে বাদানুবাদ চলতে লাগল। পাভেল স্থির করেছিল ওদের উৎপাত সহ্য করতেই হবে। ও ওদের দিকে পেছন ফিরে শুয়েছিল। অবশেষে ওরা গণিত চর্চা থামিয়ে নিজের বেডে ফিরে গেল। ততক্ষণে আক্‌সাকল কাশতে শুরু করল। পাভেল ওরই দিকে ফিরে শুয়েছিল। ওয়ার্ডের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আক্‌সাকল এমন বিশ্রীভাবে কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে সাঁই-সাঁই শব্দ করছিল যে মনে হচ্ছিল, ও দম আটকিয়ে মারা যাবে।

পাভেল আক্‌সাকলের দিকে পেছন ফিরল। টিউমার ওকে চেপে ধরেছে। ওর সুপরিকল্পিত, সুসম্বদ্ধ এবং উদ্দেশ্য সাধক জীবন বিস্ফোরিত হতে চলেছে। নিজের কথা ভেবে ওর অত্যন্ত দুঃখ হল। কেউ সামান্য একটু ধাক্কা দিলেই ও কান্নায় ভেঙে পড়ত।

অপরকে ধাক্কা দিতে ইয়েফ্রেমের জুড়ি নেই। ও পাশের বেডের আহমদজানকে অন্ধকারেই একটা বোকা-বোকা গল্প শোনাচ্ছিল : "মানুষ কি করে একশো বছর বাঁচার অনুমতি পেয়েছিল জানো ? বলছি, শোনো : আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পঞ্চাশ বছর করে আয়ু দিয়েছিলেন, এবং তা ছিল প্রতিটি প্রাণীর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মানুষ এল সবার পরে। তখন আল্লাহর কাছে মাত্র পঁচিশ বাকি।"

"তার মানে পঁচিশ রুবল-এর নোট ?" আহমদজান ঠাট্টা করল।

"তুমি ঠিক ধরেছ। মানুষ অভিযোগ করল, ওটা তার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আল্লাহ বললেন, তোমায় যথেষ্ট দিয়েছি। মানুষ বলল, না যথেষ্ট পাইনি। শেষে আল্লাহ বললেন, বেশ। খুঁজে দ্যাখো কোনও প্রাণীর কাছে বাড়তি আয়ু আছে কিনা। যদি থাকে, তোমাকে কিছু দিতে বলো। মানুষ ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘোড়ার দেখা পেল। ঘোড়াকে বলল, শোনো, আমার আয়ু অত্যন্ত কম। আমাকে তোমার থেকে কিছু দাও। ঘোড়া বলল, বেশ। পঁচিশ বছর নাও। মানুষ আরেকটু এগিয়ে এক কুকুরের দেখা পেল। সে কুকুরকেও একই কথা বলল। কুকুরও পঁচিশ বছর দিল। মানুষ তাতে ক্ষান্ত হল না। আরো

এগিয়ে যেতে এক বাঁদরের সঙ্গে দেখা হল। বাঁদরও তাকে পঁচিশ বছর দিল। এবার পরিতৃপ্ত মানুষ আল্লাহর কাছে ফিরে গেল। আল্লাহ বললেন, তুমি যেমন চেয়েছিলে তাই হবে। তুমি প্রথম পঁচিশ বছর মানুষের মত বাঁচবে। দ্বিতীয় পঁচিশ বছর ঘোড়ার মত কাজ করবে। তৃতীয় পঁচিশ বছর কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ করবে। আর শেষ পঁচিশ বছর লোকের তামাশার পাত্র হবে, যেমন বাঁদররা হয়ে থাকে .... ”

ভাল্লুক ছানা

চটপটে এবং সজাগ মেয়ে জোয়া। ওয়ার্ডের প্রতিটি বেড আর টেবিলে গিয়ে দ্রুত রোগীদের সেবা করলেও ও বুঝত যে বাতি নেভানোর সময়ের আগে সব ক'টি রোগীর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সেবা করে উঠতে পারবে না। ও তাই তড়িঘড়ি শেষ করে পুরুষদের আর স্ত্রীলোকদের ছোট ওয়ার্ডের বাতি নিভিয়ে দিল। স্ত্রীলোকদের বড় ওয়ার্ডটা বিশালকায়। সেখানে তিরিশটা বেড। বাতি নিভিয়ে দেওয়া হোক বা না হোক সেখানকার রোগীরা কখনই ঠিক সময় শোবে না। ওদের অনেকে দীর্ঘকাল হল হাসপাতালে থেকে বেজার হয়ে গিয়েছে। ওদের ঘুমের ছিরিছাঁদ নেই। ওয়ার্ডের ভেতর বাতাস চলাচলের অভাব। বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে রাখা নিয়ে তর্কাতর্কি লেগেই থাকে। এছাড়া কিছু অত্যুৎসাহিনী আছে যারা ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত গলাবাজি করে গল্প করে। দ্রব্য-মূল্য, আসবাবপত্র, শিশু সন্তানাদি, পুরুষ, পড়শী এমন কি কিছু কল্পনাতীত লজ্জাকর প্রসঙ্গেও গল্প চলে রাত বারোটা-একটা অব্দি।

তার ওপরে আছে পরিচারিকা নেলিয়া। ও সে সন্ধ্যায় ঐ ওয়ার্ডে মেঝে সাফ করছিল। ঘন ভুরু, মোটা ঠোঁট, গোল পাছা নেলিয়া মুখরা মেয়ে। ও অনেক আগে কাজ শুরু করে তখনো শেষ করতে পারেনি, কারণ ও সব কথায় যোগ দেবে। অথচ ওদিকে রোগী সিব্‌গাটভ তাকে পরিষ্কার করিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় বসেছিল। ওকে সন্ধ্যেয় পরিষ্কার করিয়ে দিতে হয়, এবং ওর নিতম্ব থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় বলে লজ্জিত সিব্‌গাটভ ওয়ার্ডের বাইরে হলে থাকতে চায়, যদিও ও অন্য রোগীদের চেয়ে বেশী দিন হাসপাতালে আছে। ও এখন কেবল একজন রোগীর চেয়ে বরং হাসপাতালের স্থায়ী কর্মী গণ্য হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ডে ঘুরতে ঘুরতে জোয়া নেলিয়াকে খুব বকল। তারপর আরেকবার। কিন্তু নেলিয়া মুখ ভেঙচিয়ে ধীর গতিতেই কাজ করে চলল। ও জোয়ার চেয়ে কম বয়সী নয়, এবং জোয়ার অধীন হওয়া অসম্মানজনক মনে করে। জোয়া আজ খুশি মনে কাজে এসেছিল, কিন্তু নেলিয়ার অবাধ্যতায় মন বিরক্তিতে ভরে গেল। জোয়া মনে করে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা উপভোগ করার অধিকার আছে, এবং কেউ কাজ করতে এসেছে বলে তার খেটে খেটে মরতে হবে এমন দায় নেই। কিন্তু সবকিছুরই একটা যুক্তিসঙ্গত সীমা থাকা দরকার,

বিশেষতঃ যেখানে রোগীদের নিয়ে কাজ।

অবশেষে জোয়ার সব রোগীকে দেখা হয়ে গেল। নেলিয়ারও ঘর মোছা শেষ হল। ওরা স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ডের আর হলের চাল থেকে ঝুলন্ত বড় আলোটা নিভিয়ে দিল। তিন তলায় উষ্ণ রাসায়নিক দ্রবণ তৈরি করে নেলিয়া বিশেষ গামলা করে তা সিব্‌গাটভের কাছে নিয়ে আসতে রাত এগারোটার বেশী হল।

"উঃ · আহ্ · দাঁড়িয়ে থেকে আমার পা দুটো ব্যথায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।" নেলিয়া হাই তুলল। "খুব ঘুমও পাচ্ছে। শোনো বাপু, তুমি ত' এই দ্রবণের ওপর ঘণ্টা খানেক বসবে। তোমার শেষ হওয়া অব্দি আমি অপেক্ষা করতে পারব না। কাজ মিটে গেলে, এই গামলাটা এক তলায় নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারবে না?" [অত বিশাল, মজবুত বাড়িটায় বড় বড় হলঘর থাকলেও, সব তলায় নর্দমা নেই]

শারফ সিব্‌গাটভে: অতীতে কেমন স্বাস্থ্য ছিল তা অনুমান করা অসম্ভব, কারণ তার কোনও চিহ্ন নেই। বেচারীর রোগ ভোগ এত প্রলম্বিত হয়েছে যে ফলে ওর অতীত সত্তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তিন বছর নিরবচ্ছিন্ন, কষ্টদায়ক রোগ ভোগের পরও এই তাতার যুবক সারা হাসপাতালের সবচেয়ে নম্র এবং ভদ্র রোগী রয়ে গিয়েছে। ওর মুখে মাঝে মাঝে ক্ষীণ হাসি ফোটে। যেন এত দীর্ঘকাল ধরে সবাইকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মার্জনা ভিক্ষার প্রয়াস। যে সাড়ে চার মাস ধরে ও বেডে শুয়ে আছে তার মধ্যে সব ডাক্তার, নার্স আর পরিচারিকার সঙ্গে ওর ঘরের মানুষের মত ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে। কিন্তু নেলিয়া আনকোরা নতুন। কয়েক সপ্তাহ হল এসেছে।

"ভর্তি গামলা আমার পক্ষে অত্যন্ত ভারী হবে," সিব্‌গাটভ নরম ভাবে বলল, "কোন ছোট পাত্র পেলে তাতে ঢেলে বার বার নিয়ে যেতে পারতাম।"

কাছাকাছি অবস্থিত নিজের টেবিলে বসে জোয়া ওদের কথাবার্তা শুনল। ও উঠে এসে নেলিয়াকে বলল, "তোমার লজ্জা হওয়া উচিত! এই রোগীর সামান্যতম ভার নেওয়া নিষেধ। আর তুমি ওকে দিয়ে ভর্তি গামলা বওয়াতে চাইছ?"

জোয়ার কথা শুনে মনে হল যেন চিৎকার করে ধমকাচ্ছে। ও বাস্তবে কিন্তু মাত্র তিনজন শুনতে পাওয়ার মত ফিসফিস করেই কথা বলেছিল। নেলিয়া ধীরে, কিন্তু সারা ওয়ার্ডকে শুনিয়ে জবাব দিল, "আমার কেন লজ্জা হবে? আমিও খেটে-খেটে ক্লান্ত।"

"কিন্তু তুমি এখনো ডিউটিতে আছো। তুমি এই কাজ করার জন্য মাইনে পাও," জোয়া বিরক্তি মিশ্রিত শান্ত জবাব দিল।

"হুঃ! মাইনে পাও! ওকে মাইনে বলে? আমি সুতোকলে কাজ করলে এর চেয়ে বেশী পাব।"

"শ্‌······শ্‌! আস্তে কথা বলতে পারো না?"

"উঃ, আমার দারুণ ঘুম পেয়েছে," নেলিয়া ওর এক মাথা চুল ঝাঁকিয়ে, সারা হলকে শুনিয়ে হাই তুলে বলল, "গত রাত একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে হুল্লোড় করে কেটেছে। ঠিক আছে, গামলাটা তোমার বেডের নিচে রেখে দিও। কাল সকালে সরিয়ে নেব।"

নেলিয়া মুখে হাত চাপা না দিয়ে বিরাট হাই তুলল। তারপর জোয়াকে বলল, "আমি সোফায় শুতে চললাম।" ও অনুমতির তোয়াক্কা না করে কোণের দরজার দিকে পা বাড়াল। ঐ দরজার পরই ডাক্তারদের দৈনিক আলোচনা ইত্যাদির ঘর, যেখানে গদিমোড়া আসবাবপত্র আছে।

নেলিয়া অনেক কাজ বাকি রেখে গিয়েছে। পিকদানগুলো সাফ করেনি। দোতলায় সিঁড়ির চওড়া বাঁকে মেঝে মোছেনি। তবু জোয়া চেপে গেল। দেখল, নেলিয়ার বড় আকারের দেহ দরজার আড়ালে চলে গেল। জোয়ার খুব বেশী দিনের চাকরি নয়। তবু এর মধ্যে এখানকার যে বিরক্তিকর রীতিটা বুঝে ফেলেছে তা হল ঃ যে ভার বয় না তাকে কেউ বইতেও বলে না, আর যে বয় সে দুজনের বোঝা বয়। সকালে এলিজাভেতা কাজে আসবে। সে নিজের কাজের ওপর নেলিয়ার বাকি কাজও সারবে।

নির্জনতার সুযোগে সিব্‌গাটভ নিতম্বের ত্রিকোণাকার হাড়ের আচ্ছাদন সরিয়ে বেডের পাশে, মেঝেয় রাখা দ্রবণের গামলায় নিজের ক্ষতদেশ ডুবিয়ে বসল। খুব সাবধানে বসল। কারণ সামান্য অসাবধানতায় ওর নিতম্বের ঐ হাড়ে ঝনঝন করে লাগে। ক্ষতস্থানে কোন কিছুর স্পর্শে এত দুঃসহ জ্বালা ধরে যে ও সব সময় অন্তর্বাস পরে না। চিৎ হয়ে শোয় না। ওর নিতম্বের ক্ষতটা কি ধরনের ও তা কখনই দেখেনি, কেবল মাঝে মাঝে আঙুলের সাহায্যে অনুমান করার চেষ্টা করেছে। দু'বছর আগে ওকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে এনেছিল। ও তখন দাঁড়াতে বা পা নাড়াতে পারতো না। অনেক ডাক্তার পরীক্ষা করলেও ডাঃ ডন্টসোভাই ওর চিকিৎসা করেছিলেন। চার মাসে ওর ব্যথা পুরো সেরে গিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার সময় ডাঃ ডন্টসোভা ওকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "সাবধানে চলাফেরা করো। লাফা-লাফি বা ধাক্কাধাক্কি এড়িয়ে চলো।" ও তারপর উপযুক্ত কাজ না পেয়ে আবার ডেলিভারি ম্যান-এর (মাল সরবরাহকারী) কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিল। ডেলিভারি ম্যানের পক্ষে ড্রাইভার বা মাল বোঝাই খালাসিকে সাহায্য না করা, কিংবা দরকার মত ভ্যানের পেছন থেকে লাফিয়ে পড়া এড়ানোর উপায় আছে কি? তবু এক রকম চলছিল। শেষে একদিন একটা ড্রাম ভ্যান থেকে গড়িয়ে পড়ে ওর ঠিক ক্ষতস্থানে লাগল। এরপর ওর ক্ষত বিশ্রী ভাবে ছড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সারল না। সিব্‌গাটভ সেই থেকে ক্যানসার ওয়ার্ডে বাঁধা পড়ে আছে।

এক নাছোড়বান্দা বেজার বোধ নিয়ে জোয়া নিজের টেবিলে বসে আরেকবার ভাল করে দেখে নিল কোন্ রোগীকে ওষুধ-পত্র দেওয়া হয়নি। তারপর চুপসে

ওঠা প্যাডে যা কিছু লিখেছিল তার ওপর কলম বুলিয়ে পাঠযোগ্য করতে করতে ভাবতে লাগল, নেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ফল হবে না। তাছাড়া ওটা জোয়ার স্বভাব-বিরুদ্ধ। নেলিয়াকে ও নিজেই শায়েস্তা করবে। কিন্তু ঠিক ঐ কাজটাই যে জোয়া করতে পারে না। একটু ঘুমিয়ে নেওয়ায় কোন দোষ নেই। একটি ভাল পরিচারিকা পেলে জোয়া নিজে অর্ধেক রাত ঘুমিয়ে নিত। কিন্তু এখন জেগে কাটাতে হবে।

ও প্যাডে যে প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত লিখেছিল জোয়া তাই দেখছিল, এমন সময় মনে হল একজন পুরুষ ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ও চোখ তুলল। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল, বেখাপ্পা বিশাল বপু কস্টোগলোটভ্ [পাভেলের 'হাড্ডিচুষ'] হাসপাতালের জ্যাকেটের ছোট ছোট পকেটে দুটো বড় বড় হাত ঠেসে দাঁড়িয়ে আছে। "আপনার ত' অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ার কথা." "জোয়া মৃদু তিরস্কার করল, "আপনি কি করছেন ? পায়চারি করছেন ?"

"সুপ্রভাত, 'জোয়া," "কস্টোগালাটভ্ এত নম্রভাবে বলল, যেন কবিতা আবৃত্তি করছে। "শুভ রাত্রি," জোয়া আলতো হেসে বলল, "আমি যখন আপনার পেছন পেছন থার্মোমিটার নিয়ে ঘুরছিলাম তখন ছিল শুভ সন্ধ্যা।"

"কিন্তু তুমি তখন ডিউটি করছিলে। সুতরাং থার্মোমিটার হাতে নিয়ে তখন যে তোমার আমার পেছন পেছন ছুটতে হয়েছিল তার জন্য আমি দায়ী নই। যা হোক, এখন আমি তোমার অতিথি।"

"তাই নাকি ? (নিজের অজ্ঞাতসারে জোয়ার বড় বড় চোখের পাতা খুলে গেল) কি করে বুঝলেন যে আমি অতিথি অভ্যর্থনা করতে উৎসুক ?"

"বলছি। প্রতি রাতে ডিউটি করার সময় দেখি তুমি মুখ নিচু করে লেখো কিংবা পড়ো। আজ বই দেখছি না। তুমি তোমার শেষ পরীক্ষা পাশ করে ফেলেছ ?"

"আপনি প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন। হ্যাঁ, আমি পাশ করেছি।" কস্টোগলোটভ্ প্রশ্ন করল, "কি রকম নম্বর পেয়েছে ? অবশ্য, সেটা খুব বড় কথা নয়।"

"পাঁচের মধ্যে চার পেয়েছি। ওটা বড় কথা নয় কেন ?" জোয়া বলল। "আমার ধারণা ছিল তুমি মাত্র তিন পাবে, এবং সেজন্য কারো সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইবে না। এবার তাহলে তোমার ছুটি উপভোগ করার সময় ?"

জোয়া আনন্দে চোখ পিটপিট করল। ওর হঠাৎ মনে পড়ল, সত্যিই ত' আমার দুশ্চিন্তার অবসান ঘটেছে। পুরো দু'সপ্তাহের ছুটি। তার মধ্যে নিয়মিত হাসপাতালে আসতে হবে বটে। তবু কত অবসর মিলবে। ডিউটির ফাঁকে হাল্কা কোন বই পড়তে কিংবা কারো সঙ্গে গল্প-স্বল্প করতে পারবে।

"তাহলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ভালই করেছি, কি বলো ?" কস্টোগলোটভ্ বলল। "বেশ। বসুন।"

"কিন্তু জোয়া, আমাদের সময় আরো আগে ছুটি শুরু হ'ত। ২৫ শে জানুয়ারী থেকে হ'ত।" "আমবা শরৎকালে ক্ষেতে তুলো তুলেছিলাম বলে ছুটি

পেছিয়ে গিয়েছে। প্রতি বছর তুলি।" [সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় তুলোর ফসল তোলার কাজে ক্ষেত মজুরের অভাব মেটাতে ছাত্রা প্রতি শরতে তুলো তোলে। ঐ অঞ্চলের বিদ্যা-বর্ষ তাই পরে আরম্ভ হয়। কস্টোগলোটভ্ লেনিনগ্রাদে পড়াশোনা করেছে। সেখানকার বিদ্যা-বর্ষ অনেক আগে আরম্ভ এবং শেষ হয়]

"তোমার আর কত দিন কলেজে যেতে হবে?" জোয়া বলল, "আরো আঠারো মাস।"

"তারপর কোথায় চাকরি পাবে?" জোয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমাদের এই দেশ এত বিশাল ··"

জোয়ার চোখ দুটো এমনিতেই বড়-বড়। এত বড় যেন অক্ষি-গোলকে স্থানাভাবের দরুন বেরিয়ে আসার অনুমতি চায়।

"কিন্তু এখানকার কর্তৃপক্ষ তোমাকে এ হাসপাতাল ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেবে?" "না, তা অবশ্য দেবে না," জোয়া বলল।

"তাছাড়া তুমি তোমার পরিবারবর্গকে ছেড়ে যাবে কি করে?" জোয়া বলল, "পরিবার আবার কোথায়? আমার আছে এক ঠাকুমা। ঠাকুমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"তোমার মা-বাবা নেই?" জোয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "মা মারা গিয়েছে।"

কস্টোগলোটভ্ ওর দিকে তাকাল। ওর বাপের কথা আর জানতে চাইল না। বলল, "তুমি এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা ত'?"

"না। স্মোলেনস্ক-এর।"

"তাই নাকি? ··কবে স্মেলালেনস্ক্ ছেড়ে এখানে এসেছ?" জোয়া বলল, "কবে আর আসব যুদ্ধে স্থানত্যাগের হিড়িকে এসেছি।"

"তুমিও দেখছি আমার মত ··" জোয়া বলল, "হ্যাঁ। আমি স্মোলেনস্ক-এর স্কুলে দু'বছর পড়েছি। তারপর আমি আর ঠাকুমা এখানে এসে পৌঁছলাম।"

জোয়া দেওয়ালের কাছে রাখা ওর কমলা রঙের, বাজার করার বড় থলে থেকে আয়না বের করে এনে নার্সের টুপি খুলে ফেলল। টুপির তলায় পেতে বসে থাকা সোনালী চুলগুলো প্রথমে হাত দিয়ে এলোমেলো করে নিয়ে চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে ঈষৎ ঢেউ খেলানো আকার আনল।

ঐ সোনালী চুলের প্রতিফলন পড়ল কস্টোগলোটভের কঠোর মুখে। ও আরাম করে বসে জোয়ার প্রসাধন দেখছিল। জোয়ার আয়নায় মুখ দেখা শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় ও রগড় করে জিজ্ঞেস করল, "আপনার ঠাকুমা নেই?"

"আমার ঠাকুমা," কস্টোগলোটভ্ কথাগুলো বলতে গিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল, "আর মা যুদ্ধকালীন অবরোধে মারা গিয়েছে।"

"লেনিনগ্রাদ অবরোধে?" "হ্যাঁ, আর আমার বোন গোলার আঘাতে মারা গিয়েছে। বোনও তোমার মত নার্স ছিল। বয়স ছিল আরেকটু কম।"

"সত্যি, "জোয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, "কত মানুষ যে ঐ অবরোধে মারা গিয়েছে

তার হিসেব নেই। হতচ্ছাড়া হিটলার!"

কস্টোগলোটভ্ শুকনো হাসল, "হিটলার যে বদ তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু লেনিনগ্রাদ অবরোধের জন্য একা হিটলারকে দায়ী করা চলে না।"

"কেন চলে না? আপনি কি বলতে চান?"

"বলছি, শোনো। হিটলার আমাদের ধ্বংস করতে এসেছিল। কিন্তু অবরুদ্ধ নাগরিকদের থেকে এটাই কি প্রত্যাশিত ছিল যে তারা এই আশা নিয়ে বসে থাকবে, কখন হিটলার নগর-দ্বার খুলে বলবে—ভিড় করো না, এক এক করে বেরিয়ে এসো? হিটলার আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, অর্থাৎ আমাদের শত্রু। লেনিনগ্রাদ অবরোধের জন্য একা হিটলার নয়, আরো অন্য ব্যক্তিও দায়ী।"

"আর কে দায়ী?" বিস্মিত জোয়া ফিসফিস করল। জোয়া ঐ কথা কল্পনাও করেনি।

কস্টোগলোটভের কালো ভুরু দুটো কুঞ্চিত হ'ল। "আমি বলব ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকা যদি হিটলারের পক্ষে যোগ দিত, তবুও যারা লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল, তারাও দায়ী। আরো দায়ী যারা লেনিনগ্রাদের ভৌগলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতি না দেখে, এবং সেই বিচ্ছিন্নতা তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিভাবে প্রভাবিত করবে ইত্যাদি না জানার চেষ্টা করে, যুগ-যুগান্ত ধরে মোটা মাইনে হজম করেছে। আরো, বোমা বর্ষণের ব্যাপকতা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে আন্দাজ করে যারা ভূ-গর্ভস্থ ভাঁড়ারে খাদ্য-দ্রব্য মজুত করার কথা ভাবেনি, তারাও সমান দায়ী। ওরা আমার মাকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। ওরা আর হিটলার।"

কথাগুলো কত সহজ, অথচ নতুন।

ঘরের কোণে দ্রবণের গামলায় নিতম্ব চুবিয়ে সিবৃগাটভ ওদের কথা শুনছিল।

"তাহলে তাহলে ত ওদের বিচার হওয়া উচিত," জোয়া নিচু গলায় বলল।

"উচিত হলেও, বিচার হবে কিনা জানি না, "কস্টোগলোটভ্ মুখ ভঙ্গী করল। ওর পাতলা ঠোঁট দুটো আরো পাতলা দেখাচ্ছিল। "আমি আদৌ জানি না।"

জোয়া টুপি পরল না। ওর ইউনিফরমের গলার বোতাম খোলা থাকার ফলে ওর পোযাকের ধূসর-সোনালী কলার উঁকি দিচ্ছিল। কস্টোগালোটভ্ বলল, "জোয়া, আমি অংশতঃ একটা কাজের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।"

"তাই নাকি?" জোয়ার চোখের পাতা দুটো নেচে উঠল, "বেশ, তাহলে সকাল বেলা ডিউটি করতে যে নার্স আসবে, আপনার তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমার এখন ঘুমোতে যাওয়ার সময়। আপনি বলেছিলেন, আপনি শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাই বলেননি?"

"হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম বটে। কিন্তু পুরোপুরি খেতাব পাওয়া ডাক্তারে রূপান্তরিত হয়ে উচ্ছন্নে যাওয়ার আগে, তুমি কি মানুষ হিসেবে আমাকে একটু সাহায্য করবে ?"

"কেন অপর ডাক্তাররা কি মানুষ হিসাবে সাহায্য করে না ?" জোয়া বলল।

"তারা সাহায্য করে বটে, কিন্তু সহযোগিতার হাত পুরোপুরি বাড়ায় না। জোয়া, পিঁপিড়ের মত বাঁচতে আমার চিরকালই আপত্তি। এখানে আমার চিকিৎসা হচ্ছে মানছি, কিন্তু কি অসুখ করেছে, তা কেউ বলবে না। আমার অসুখ সম্পর্কে আমাকে না জানানোয় আমি অত্যন্ত বিরক্ত। সেদিন তোমার হাতে একটা বই দেখছিলাম, 'প্যাথলজিক্যাল এ্যানাটমি' (রোগ-বিদ্যা সম্পর্কিত অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা)। তাই নয় ?" জোয়া বলল, "হ্যাঁ, তাই।"

কস্টোগলোটভ্ বলল, "বইটা টিউমার সম্পর্কে ত' ?" "হ্যাঁ।"

"একটা উপকার করবে, জোয়া ? আমাকে বইটা পড়তে দেবে ? তাহলে আমি নিজের রোগ সম্পর্কে সঠিক জানতে পারব।"

জোয়া নিজের ঠোঁট কামড়িয়ে মাথা নাড়ল, "রোগীদের ডাক্তারি বই পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমন কি আমরা, ছাত্ররা যখন কোন বিশেষ রোগ সম্পর্কে পড়ি তখন সব সময় ভাবি যে .... "

"ঐ বই পড়া অপরের জন্য নিয়ম বিরুদ্ধ হতে পারে, আমার জন্য নয় !" কস্টোগলোটভ্ বড় আকারের হাত দিয়ে টেবিল চাপড়াল, "এরা অনেকবার ভয় দেখিয়ে আমার বুদ্ধি লোপ পাওয়ানোর চেষ্টা করেছে। আমি আর ভয় পাইনা। আঞ্চলিক হাসপাতালে এক কোরীয় শল্য চিকিৎসক আমার রোগ নির্ণয় করেছিল। সেটা ছিল নববর্ষের আগের দিন। ও আমাকে আমার কোন্ অসুখ করেছে তা বলবে না। আমি বললাম, আমাকে খুলে বলুন। ডাক্তার বলল, আমাদের বলার নিয়ম নেই। আমি আবার অনুরোধ করলাম, আমাকে খুলে বলুন, আমি তদনুযায়ী আমার পরিবারের ব্যবস্থা করব। অগত্যা ডাক্তার বলল, আপনি আর তিন সপ্তাহ বাঁচবেন। কোন মতেই তার বেশী বাঁচবেন না।"

"ডাক্তারের ঐ কথা বলার অধিকার নেই..." জোয়া বলল।

"কোরীয় ডাক্তারটি অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিল। প্রকৃত মানব-দরদী। ধন্যবাদ জানিয়ে ডাক্তারের করমর্দন করলাম। আমার নিজের রোগ সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তার আগে ছ'টা মাস আমি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। শুলে, বসলে এমন কি দাঁড়ালেও ব্যথা লাগত। সারা দিনে মাত্র কয়েক মিনিট ঘুমোতে পারতাম। তাতে অবশ্য, অনেক চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছি। এ শরতে অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি যে দৈহিক মৃত্যু না ঘটলেও মানুষ মৃত্যুর চৌকাঠ পেরোতে পারে। দেহে রক্ত সঞ্চালিত হতে থাকলেও এবং পাকস্থলীর হজম শক্তি অব্যাহত থাকলেও, মানুষের মৃত্যুর জন্য মানসিক প্রস্তুতির অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। মানুষ তখন যেন কবরে

শাণিত চোখে পারিপার্শ্বিক সবকিছু দেখে। এবং আলোচ্য মানুষটি নিজেকে খৃষ্টান ত' নয়ই বরং কখনো কখনো তার বিপরীত মনে করলেও, হঠাৎ দেখা যাবে যে সে সেই সব মানুষকে মার্জনা করে দিয়েছে এবং তাদের প্রতি কোনও অসদ্ভাব পোষণ করে না যারা কোন এক সময় তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তাকে নির্যাতন করেছে। সে তখন সব মানুষ এবং সব কিছুর প্রতি উদাসীন। তার না আছে কোন কিছুর জন্য আফশোষ, না কোন পরিবর্তনের আগ্রহ। মনের এই অবস্থাকে আমি গাছ-পাথরের মত স্বাভাবিক ভারসাম্যের পরিস্থিতি বলতে চাই না। আমার মনের অবস্থা এমন যে আমি কোন কিছুতে খুশি হব কিনা তাও ঠিক জানি না। অর্থাৎ মনের সেই পুরানো ভাল এবং মন্দ আবেগ-গুলো আর ফিরে আসেনি।"

"উঃ, তাই বইকি!" জোয়া বলল, "আপনাব খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনি যখন এখানে ভর্তি হলেন আজ থেকে কত দিন আগে বলুন ত'?" "বারো দিন।"

"হ্যাঁ, তখন আপনি এই হলের কোচে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতেন। সে কি বেদনাময় দৃশ্য! আপনার মুখ ছিল মড়ার মত ফ্যাকাশে। কিচ্ছু খেতে পারতেন না। সকাল-সন্ধ্যেয় একশোর ওপর জ্বর লেগে থাকত। আর এখন—এখন আপনি লোকের সঙ্গে দেখা করে বেড়াচ্ছেন। আপনি যেন যাদু বলে সেরে উঠেছেন। মাত্র বারো দিনে। এ হাসপাতালে এমন দ্রুত আরোগ্যের নজির বিরল।"

সত্যিই কস্টোগলোটভের মুখে একাধিক গভীর, ধূসর রেখা দেখা যেত। মুখটা যেন ছেনির সাহায্যে রেখাঙ্কিত করা। আসলে ওর অবিরাম মানসিক এবং দৈহিক বেদনার সাক্ষ্য। ইদানিং রেখাগুলোর সংখ্যা এবং গভীরতা হ্রাস পেয়েছে।

"আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। দেখা গেল আমার এক্স-রে গ্রহণ করার ক্ষমতা সাধারণ রোগীর চেয়ে কিছু বেশী।" "হ্যাঁ, এবং এটা একটা বিরল দৃষ্টান্ত। আপনি সত্যিই ভাগ্যবান," জোয়া খুশি মনে হাসল।

কস্টোগলোটভ্ প্রাণ-খোলা হাসল, "জীবনের আর কোন ক্ষেত্রে আমার বরাত খোলেনি। তাই এক্স-রে প্রসঙ্গে বরাত খোলাটা যুক্তিযুক্তই হয়েছে, কি বলো? আমি ইতিমধ্যে কয়েকটা অস্পষ্ট, সুখকর স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছি। মনে হয় এটা আমার আরোগ্যে উন্নতির আরেকটা লক্ষণ।" "খুব সম্ভব তাই।"

"বেশ, তাহলে ত' আমার রোগ সম্পর্কে বেশী করে জানতে চাওয়ার যুক্তি আরো মজবুত হ'ল। আমি বুঝতে চাই রোগারোগ্যের পথে কি কি জটিলতা আছে, ঠিক কি কি চিকিৎসা করা হয়েছে এবং দূর ভবিষ্যতে তার ফলাফল কি দাঁড়াবে। আমার ধারণা আমি আরোগ্যের পথে এত দূর এগিয়েছি যে অনেক আগেই চিকিৎসা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া যেত। যাহোক, আমি ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে চাই। ডাঃ ডন্টসোভা আর ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট আমাকে কিছু

জানান না, শুধু চিকিৎসা করেন। যেন আমি এক গবেষণাগারের বাঁদর। জোয়া, প্লিজ, আমাকে বইটা পড়তে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, কেউ আমাকে বইটা পড়তে দেখবে না।" কস্টোগলোটভের আগ্রহ দেখে মনে হল ও যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

জোয়া তবু ইতস্তত: করছিল। ও টেবিলের একটা ড্রয়ারের হাতল ধরে টানল। "এখানে আছে?" কস্টোগলোটভ্ তার অনুমান ব্যক্ত করল, "জোয়া, আমাকে দাও।" ও হাত বাড়াল, "তুমি আবার কবে ডিউটিতে আসছ?"

"রবিবার বিকেলে।" "আমি তখন বইটা ফেরৎ দেব। ঠিক আছে?"

এক মাথা সোনালী চুলের নিচে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকা জোয়াকে ভারি সহজ এবং মিষ্টি লাগছিল। আর কস্টোগলোটভ্ তখন যদি আয়নায় নিজেকে দেখত—এক নাগাড়ে অত দিন শুয়ে থেকে মাথার চুল এক এক জায়গায় জট বেঁধে আছে, ওর মোটা ক্যালিকোর শার্ট জ্যাকেটের নিচ থেকে দেখা যাচ্ছে। কারণ জ্যাকেটের গলার বোতাম বন্ধ করা হয়নি।

"হ্যাঁ, ঠিক সবই আছে," বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সূচীপত্র দেখতে দেখতে কস্টোগলোটভ্ বলল, "আমি যা জানতে চাই সবই এতে পেয়ে যাব। ধন্যবাদ। কে জানে, এ বিষয়ে আমি নিজে না জানলে ডাক্তাররা হয়ত প্রয়োজনাতিরিক্ত চিকিৎসা করে বসবে। ওদের ত' কেবল রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করার জন্য কোন একটা বিষয়বস্তু পেলেই হ'ল। ভাল ডাক্তারও রোগীর আয়ু হ্রাসের কারণ হতে পারে। হয়ত এ বই পড়ে আমার পক্ষে এ হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।"

"এই ত'," জোয়ার দু'হাত হতাশায় ঝুলে পড়ল, "এই জন্য আপনাকে বইটা দেখতে দিয়েছি? ফেরৎ দিন বইটা!" ও প্রথমে এক হাতে, তারপর দুহাতে বইটা ছিনিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু কস্টোগলোটভ্ চেপে ধরে রইল। "দিয়ে দিন, বলছি। ছিঁড়ে যাবে · এটা লাইব্রেরির বই।"

জোয়ার সুদৃঢ়, গোল কাঁধ আর ছোট ছোট হলেও গোল গোল মজবুত বাহু-দুটো যেন ওর আঁটসাঁট ইউনিফর্মের মাপে তৈরি। ওর নাতি দীর্ঘ এবং মাঝারি পুষ্ট গলা ওর দেহের গড়নে খুবই মানানসই।

বই ধরে টানাটানি করতে করতে ওরা এত কাছাকাছি এসে পড়ল যে পরস্পরের চোখে সোজাসুজি তাকাতে পারে। কস্টোগলোটভের বিশ্রী মুখে হঠাৎ হাসি ফুটল। ওর মুখে ক্ষতের দাগ পুরানো ক্ষতের মত ফিকে এবং অনেক কম ভয়াবহ দেখাচ্ছিল। নিজের খালি হাত দিয়ে ও সহজে বই থেকে জোয়ার আঙুলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "জোয়া, তুমি ত' অজ্ঞতা ভালবাসো না; তবে আমার রোগ সম্পর্কে আরেকটু বেশী জানতে কেন দিচ্ছ না? আমি তামাসা করছিলাম। পালাব না।"

রুষ্ট জোয়া বলল, "আপনাকে এ বই পড়তে দেওয়া উচিত নয়। আপনি নিজেকে অবহেলা করেছেন। আরো আগে কেন হাসপাতালে আসেননি? যখন

এলেন তখন আপনি প্রকৃতপক্ষে মৃতপ্রায়।"

"সত্যিই জানতে চাও?" কস্টোগলোটভ্ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, "ওর আগে আসতে পারিনি, কারণ যানবাহন ছিল না।"

"যানবাহন ছিল না! কেমন জায়গা সেটা? এরোপ্লেন ত' সব সময়ই পাওয়া যায়, সেখানে নেই? নিজের চিকিৎসাটা শেষ মুহূর্তের জন্য কেন ফেলে রাখলেন? আরো আগে আরেকটু ভাল জায়গায় কেন গেলেন না? যেখানে ছিলেন সেখানে একটা, নিদেন ফেলড্শের। রুশ গ্রামাঞ্চলের ডাক্তারি পাশ না করা সহকারী চিকিৎসক। বা আর কিছুই ছিল না?" জোয়া বইটা ছেড়ে দিল।

"ছিল। একটা নয়, দুটো। দু'জনই গাইনোকোলজিস্ট (স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ)। "দু'জনই গাইনোকোলজিস্ট?" জোয়া অবাক হল, "কেন, সেখানে কি শুধু স্ত্রীলোকই থাকে?"

"তার বিপরীত জোয়া। বরং যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রীলোক নেই। দু'জন গাইনোকোলজিস্ট আছে, কিন্তু আর কোন ডাক্তারই নেই। কোন পরীক্ষাগারও নেই। রক্ত পরীক্ষা করানো অসম্ভব। আমি আমার রক্তের কোষ গণনা করিয়েছিলাম। তারপর তা দিয়ে কি করতে হবে, তা সেখানকার কেউ জানে না।"

"হায় ভগবান! কি ভয়াবহ জায়গা! তারপরই আপনি নিজের চিকিৎসা করবেন কিনা, সে সিদ্ধান্ত নিলেন? শুনুন, আপনার নিজের ওপর যদি কোন দয়া-মায়া নাও থাকে, অন্ততঃ স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য থাকা উচিত।"

"সন্তান?" কস্টোগলোটভ্ যেন হঠাৎ নিজ সত্তায় প্রত্যাবৃত্ত হ'ল। বই নিয়ে টানাটানির ঘটনা যেন এক বিস্মৃত স্মৃতি। ওর কঠোর মুখভাব আর কথা বলার মন্থর ভঙ্গী ফিরে এল। "আমার কোন সন্তান নেই।"

"আপনার স্ত্রী? তিনি কি সুবিবেচনার যোগ্য মানব সন্তান নন?" কস্টোগলোটভ্ আরো ধীরে জবাব দিল, "আমার স্ত্রীও নেই।"

"পুরুষেরা সব সময় বলে থাকে, তাদের স্ত্রী নেই। তাই যদি সত্যি হয়, আপনি কোরীয় ডাক্তারকে কি করে বললেন, আপনার পরিবারের দেখা-শোনার ব্যবস্থা করা দরকার?" আমি তখন মিথ্যে কথা বলেছিলাম, জোয়া।"

"এখানে যে মিথ্যে বলছেন না, তা কি করে বুঝব?" "আমি দিব্যি করে বলতে পারি, এখন মিথ্যে বলছি না," কস্টোগলোটভের মুখভাব গম্ভীর হ'ল, "আসলে আমি একটু খুঁতখুঁতে ধরনের লোক।"

"আপনার স্ত্রী বোধ হয় আপনার ব্যক্তিত্ব সহ্য করতে পারেননি, তাই নয়?" জোয়া সহানুভূতি ভরে বলল। কস্টোগলোটভ্ অত্যন্ত ধীরে মাথা নাড়ল, "আমার স্ত্রী ছিল না। কোন দিনই ছিল না।"

জোয়া কস্টোগলোটভের বয়স অনুমান করতে চেয়ে অসফল হল। ওর ঠোঁট একবার নড়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই স্থির করল কস্টোগলোটভ্‌কে ঐ প্রশ্ন করবে না। প্রশ্নটা আরেকবার ওর মুখে এল। ও তবু চেপে গেল।

জোয়া সিব্‌গাটভের দিকে পেছন করে কস্টোগলোটভের মুখোমুখি

বসেছিল। কস্টোগলোটভ্ দেখল সিব্গাটভ যেন কোনমতে উষ্ণ দ্রবণের গামলা থেকে উঠে রোগে ছোট হয়ে যাওয়া পাছায় হাত রেখে দাঁড়াল, যাতে নিম্নাঙ্গের জল তাড়াতাড়ি শুকোয়। ওর মুখভাব এমন যেন বরাদ্দ সব দুর্ভোগ ভোগা হয়ে গিয়েছে। চরম দুর্ভোগ পেছনে পড়ে রয়েছে, অথচ সামনে সুখের হাতছানি নেই।

নির্বাক কস্টোগলোটভ্ সিব্গাটভ্কে দেখতে দেখতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছিল, যেন এটাই ওর একমাত্র কাজ। কিছু পরে ও বলল, "অনেকক্ষণ ধূমপান না করে বিশ্রী লাগছে। এখানে ধূমপান করতে পারি ?"

"অবশ্যই নয়। বিশেষতঃ আপনার ক্ষেত্রে ধূমপান মানে মৃত্যু।"

"কোন মতেই ধূমপান করতে পারব না ?" "কোন মতেই পারবেন না। বিশেষতঃ আমার সামনে নয়," জোয়া মিষ্টি হাসল।

"আমি একটা সিগারেট হয়ত খেতে পারি, কি বলো ?" জোয়া বলল, "কি করে পারেন ? রোগীরা এখন ঘুমোচ্ছে না ?"

যাহোক কস্টোগলোটভ্ হাতে তৈরি, পাথর বসানো একটা শূন্য সিগারেট-হোল্ডার বের করে মুখে দিল। "লোকে সাধারণতঃ যুবকদের বেলায় বলে বিয়ে করার বয়স হয়নি, আর বুড়োদের বেলায় বলে বিয়ের বয়স অনেক কাল আগেই পেরিয়ে গিয়েছে।" ও টেবিলে দু'কনুই ভর দিয়ে বসে সিগারেট-হোল্ডার ধরা আঙুল দিয়ে মাথার চুল খোঁচাতে লাগল। "যুদ্ধের পর আমি প্রায় বিয়ে করে ফেলেছিলাম। আমার মত সেও ছাত্রী ছিল। আমার বিয়ে করতে একটুও আপত্তি ছিল না। কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল।"

জোয়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কস্টোগলোটভের মুখ দেখছিল। ঐ মুখ বিশেষ প্রাণখোলা মনের পরিচায়ক নয়। বরং বেশ কঠোর ব্যক্তিত্ব প্রকটিত। ঐ হাড় বের করা বাহু দুটো আর কাঁধ ·কিন্তু, ও ত' রোগের ফলে। "আপনাদের বিয়ে হল না ? আপনার বাগ্দত্তাই রাজী হলেন না ?"

"ওর কথা ··ঠিক কি বলব ? ·ও ধ্বংস হয়ে গেল।" কস্টোগলোটভ্ এক চোখ বন্ধ করল। ওর অপর চোখের দৃষ্টিতে কঠোরতা। "ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যদিও ও এখনো জীবিত। গত বছর আমরা কয়েকবার চিঠি আদান-প্রদান করেছি।"

কস্টোগলোটভ্ বন্ধ চোখটা খুলল। সিগারেট-হোল্ডারটা পকেটে রাখল। "জানো জোয়া, ঐ চিঠিগুলোয় এমন কয়েকটি বাক্য ছিল যা আমাকে সন্দেহে আন্দোলিত করেছে। ওকে যত নিখুঁত মনে হয়েছিল ও কি বাস্তবে তত নিখুঁত ? হয়ত ও কখনই অত নিখুঁত ছিল না। তাছাড়া আমাদের দুজনেরই বয়স তখন পঁচিশের কাছাকাছি। তখন কতটুকু বুঝি ?" ও গাঢ়-বাদামী চোখে জোয়ার দিকে তাকাল, "এই, তোমার কথাই ধরো। তুমি পুরুষকে কতটুকু বোঝো ? কিচ্ছু বোঝো না !"

জোয়া হি-হি করে হাসল, "মনে হচ্ছে, আমি দারুণ বুঝি।" "অসম্ভব," স্টোগলোটভ্ রায় দিল, "যাকে তুমি বোঝা বলো সেটা আদৌ বোঝা নয়।

ঐটুকু বুঝতে পেরে বিয়ে করলে একটা বি-রা-ট ভুল করবে।"

"আপনি আমার তপ্ত বাসনার ওপর ভিজে কম্বল স্বরূপ।" জোয়া মৃদু হাসতে হাসতে মাথা দোলাল। তারপর নিজের কমলা রঙের বড় থলে থেকে একটা এমব্রয়ডারি করা কাজ বের করে মেলে ধরল। ফ্রেমের ওপর এমব্রয়ডারি। ইতিমধ্যে সুতোর কাজে একটা সারস পরিস্ফুট। একটা শেয়াল আর তার সামনে একটা পাত্রের রেখাচিত্র দেখা যায়।

কস্টোগলোটভ্ দেখল। সূচীকর্মের নিদর্শনটা যেন এক বিস্ময়কর বস্তু। ও বলল, "তুমি এমব্রয়ডারি করো নাকি?" "কেন, তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?"

"চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্রী এক আধুনিকা যে এ ধরণের সূচীকর্মও করতে পারে এ আমার কল্পনার অতীত।" "কেন, আপনি কখনো কাউকে এমব্রয়ডারি করতে দেখেননি?"

"দেখেছি শুধু আমার শৈশবে, ১৯২০-১৯৩০ সালের মধ্যে। তখনো লোকে এটা বুর্জোয়া [পরিবর্তন-বিরোধী] ঢঙ মনে করত। সে সময় এর জন্য কমিউনিস্ট যুব দলে দারুণ ধমক খেতে হ'ত।"

"আজকাল এর খুব চল হয়েছে। আপনি লক্ষ্য করেননি?" কস্টোগলোটভ্ মাথা নাড়ল। জোয়া আবার বলল, "আপনি পছন্দ করেন না?"

"কেন পছন্দ করব না? বেশ সুন্দর ত'। যে একাজ করে, সেও আনন্দ পায়। আমি বরং প্রশংসা করতে চাই।"

জোয়া সূচীকর্ম করে চলল। কস্টোগলোটভ্ সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল। জোয়া দেখছিল নিজের কাজ, আর ও দেখছিল জোয়াকে। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় জোয়ার চোখের সোনালী পাতাগুলো চকচক্ করছিল। ওর নিজের পোষাকের সামান্য অংশ ইউনিফর্মের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। তাও ঝক্‌ঝকে সোনালী লাগছিল। কস্টোগলোটভ্ অস্ফুটে বলল, "সোনালী চুলওলা ভালুক ছানা।"

'কি বললেন?" নিজের কাজের ওপর নুয়ে পড়া জোয়া চোখ তুলে তাকাল। কস্টোগলোটভ্ নিজের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করল।

"তাই বুঝি?" জোয়া আরো ভাল প্রশংসা শুনবে আশা করেছিল। "আপনি যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেখানে যদি কেউ এমব্রয়ডারি না করে তবে নিশ্চয় দোকানে অনেক এমব্রয়ডারির সুতো পাওয়া যায়, তাই নয়?" কস্টোগলোটভ্ বলল, "কি পাওয়া যায়, বললে?"

"এমব্রয়ডারির সুতো। এই যে এই সুতো—সবুজ, নীল, লাল, হলুদ আরো অনেক রঙের হয়। এখানে এই সুতো পাওয়া খুবু মুশকিল।"

"ঠিক আছে, মনে রাখব; এমব্রয়ডারির সুতো। ওখানে পাওয়া গে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব। কিন্তু যদি দেখা যায় যে ওখানকার দোকানেও কম মজ আছে সেক্ষেত্রে তোমার পক্ষে সহজতর হবে ওখানে গিয়ে কিনে আনা।"

"জায়গাটার কি নাম ? মানে, আপনি যেখানে থাকেন···" কস্টোগলোটভ্ বলল, "আমার মনে হয় জায়গাটার নাম দেওয়া যেতে পারে 'কুমারী অঞ্চল'।"

"আপনি তাহলে কুমারী অঞ্চলের বাসিন্দা ?"

"আমি যখন প্রথম ঐ অঞ্চলে যাই তখন জায়গাটাকে কেউ ঐ নামে অভিহিত করত না। কিন্তু এখন ঐ নামই হয়েছে। তুমি ডাক্তারিতে স্নাতক হ'য়ে ঐ অঞ্চলে চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারো। তোমার দরখাস্ত নামঞ্জুর হবে না। কেউ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে কর্তৃপক্ষ আপত্তি করবে না।"

"জায়গাটা কি ভাল নয় ?" "আদৌ খারাপ নয় জোয়া। আসল কথা, সাধারণ মানুষ ভাল-মন্দ সম্পর্কে বিকৃত বিচার বুদ্ধিতে ভোগে। ওপর তলায় অনবরত লোক চলাফেরা করা, চার দিকে রেডিও চিল্লানো, পাঁচতলা খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকা মানুষ ভাল মনে করে। তৃণভূমির প্রান্তে কৃষি জীবিকা অবলম্বন করে কুঁড়ে ঘরে বাস করা তাদের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্য।"

কস্টোগলোটভ্ আদৌ ব্যঙ্গ করছিল না। ওর কথাগুলো এক ক্লান্ত প্রতীতির অভিব্যক্তি, যে প্রতীতি আত্মপক্ষ সমর্থনে গলার স্বর চড়ানোয় আগ্রহ হারিয়েছে। "ওটা বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল কিংবা কোন মরুভূমির প্রান্তে ?"

"না, মরুভূমি নয় জোয়া। এমন কি বালিয়াড়িও নেই। জায়গাটা বিস্তীর্ণ তৃণভূমির প্রান্তে অবস্থিত। কিছু ঘাস হয়। আর জন্মায় জান্তাক্ বলে এক ধরণের কাঁটা গাছ। জুলাই মাস নাগাদ জান্তাকের গোলাপী রঙের, ভারী নরম, মিষ্টি গন্ধওলা ফুল ফোটে। ঐ ফুল দিয়ে কাজাক্‌রা হাজার রকম ওষুধ বানায়।"

"ওটা কি কাজাক্‌স্তানে ?" "উহুঁ।"

"জায়গাটার নাম কি ?" "নাম উশ্‌টেরেক।"

"ওটা কি তুর্কীভাষী অঞ্চল ?" "হ্যাঁ, জোয়া। ওখানে আঞ্চলিক প্রশাসন দপ্তর আছে। একটা হাসপাতালও আছে। শুধু যথেষ্ট ডাক্তার নেই। তুমি আসবে ?" কথা বলতে বলতে কস্টোগলোটভের চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল।

"ওখানে জান্তাক্ ছাড়া আর কিছু জন্মায় না ?" "জন্মায়। চাষ-বাস হয়, সেচের সাহায্যে। বীট আর ভুট্টা হয়। গেরস্থালির বাগানে সব রকমের তরকারি ফলানো যায়। আর স্থানীয় বাজারে গ্রীকরা দুধ নিয়ে আসে, কুর্দরা ভেড়ার মাংস আনে আর জার্মানরা শুয়োরের মাংস। [এই জাতিগুলির বন্দীদের যুদ্ধের পরই কাজাক্ স্তেপ্ অঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়েছিল] ওরা সবাই নিজের জাতীয় পোষাক পরে, উটে চড়ে আসে। পুরো রঙীন ছবির মত বাজার।"

"আপনি কি কৃষি বিশেষজ্ঞ ?" "না, আমি জমি জরিপকার।"

"আপনি ঠিক কোন্ কারণে ওখানে থাকেন ?" কস্টোগলোটভ্ নাক চুলকাল। "ওখানকার জলবায়ু আমার খুব ভাল লাগে।"

"ঐ অঞ্চলে কোন যান-বাহন নেই ?" "অবশ্যই আছে। মোটর গাড়ী যাতায়াত করে। আর কি চাই ?"

"কিন্তু আমি ওখানে যাব কেন ?" জোয়া ওর দিকে তাকিয়ে বলল। এতক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলার ফলে কস্টোগলোটভের মুখ অনেক নরম দেখাচ্ছিল।

"তুমি যাবে কেন ?" কস্টোগলোটভের কপাল কুঞ্চিত হ'ল, যেন উপযুক্ত শব্দ চয়নের চেষ্টা। "পৃথিবীর কোন্‌খানে কে সত্যিই সুখী হবে তা কি কেউ নিশ্চিত জানে ? নিজের সম্পর্কে কি কেউ অত জোর দিয়ে বলতে পারে ?"

রোগীদের দুর্ভাবনা

যে রোগীদের টিউমার শল্য চিকিৎসায় কমানো সম্ভব একতলায় স্থানাভাবের জন্য তাদের রেডিও-থেরাপি এবং রাসায়নিক চিকিৎসায় নিরাময়যোগ্য, অর্থাৎ 'এক্স-রে রোগী'দের সঙ্গে দোতলায় রাখা হয়েছিল। এজন্য রোজ সকালে দোতলায় একবার রেডিও-থেরাপিস্টরা রাউন্ড দিতেন, দ্বিতীয় রাউন্ডে আসতেন সার্জনরা।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার ছিল শল্য চিকিৎসার দিন। সে সকালে সার্জনরা রাউন্ড দেবেন না। ভারপ্রাপ্ত রেডিও থেরাপিস্ট ভেরা গ্যাঙ্গার্ট প্রথম পাঁচ মিনিটে কাজ বুঝে নিয়েই রাউন্ড শুরু করলেন না। পুরুষদের ওয়ার্ডের সামনে দিয়ে যেতে যেতে উনি শুধু একবার ভেতরে তাকিয়ে দেখলেন।

ডাঃ গ্যাঙ্গার্টের নাতিদীর্ঘ, সুঠাম দেহের গড়ন। দেহের রৈখিক গড়ন সরু কোমরের জন্য অধিকতর প্রস্ফুটিত, এবং ঐ কোমরই ঐ রেখাচিত্রের কেন্দ্রবিন্দু। গাঢ়-বাদামীর চেয়ে একটু কালচে চুলগুলো অ-কেতাদুরস্ত একটা বান্‌ করে মাথার পেছনে ঝোলানো।

ডাঃ গ্যাঙ্গর্টকে দেখে আহমদজান আনন্দে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করল। কস্টোগলোটভ্‌ও নিজের মোটা বইটা থেকে চোখ তুলে ওকে দেখল এবং দূর থেকে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করল। উনি দুজনের উদ্দেশে হেসে, একটা আঙুল তুললেন। যেন শিক্ষিকা ছাত্রদের শান্তভাবে অপেক্ষা করতে বলছেন। ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট এগিয়ে গেলেন।

ডাঃ গ্যাঙ্গার্টের আজ রেডিও-থেরাপি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ লুডমিলা ডণ্ট্‌সোভার সঙ্গে ওয়ার্ডে রাউণ্ড দেওয়ার কথা। কিন্তু মুশকিল হ'ল বড় ডাক্তার নিজামুদ্দিন বহরামোভিচ্‌ ডাঃ ডণ্ট্‌সোভাকে ডেকে নিয়ে কিছু বলছিলেন বলে ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা আসতে পারছিলেন না।

ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা শুধু একদিন, অর্থাৎ সাপ্তাহিক রাউন্ডের দিন এক্স-রের সাহায্যে রোগ নির্ণয়ের কাজ করেন না। অন্য দিনগুলোতে সকালের প্রথম দু ঘণ্টা, যখন দৃষ্টিশক্তি থাকে তীক্ষ্ণতম এবং মন স্বচ্ছতম, উনি বরাদ্দ সহকারী চিকিৎসকের সঙ্গে এক্স-রে পর্দার সামনে বসে রোগ নির্ণয় করেন। ওঁর ধারণা ওঁর দৈনন্দিন কাজের ওটাই জটিলতম অংশ। ভুল রোগ নির্ণয়ের জন্য যে কত

বড় মূল্য দিতে হয় তা উনি বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছেন। ও'র বিভাগে তিনজন ডাক্তার। সবাই মহিলা। যাতে সবাই একই রকম অভিজ্ঞ এবং রোগ নির্ণয়ে দক্ষ হতে পারেন সেদিকে খর দৃষ্টি ডক্টর্ সোভা প্রতি তিন মাসে সহকারীদের দায়িত্বভার বদলিয়ে দেন। সহকারীরা অনাবাসিক রোগী বিভাগ, এক্স-রে সাহায্যে রোগ নির্ণয় বিভাগ এবং এক্স-রে বিভাগের চিকিৎসালয়ে সহকারী চিকিৎসক হিসাবে পালাক্রমে কাজ করেন।

ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট ইদানিং তৃতীয় কাজটির দায়িত্ব পেয়েছেন। কাজটির সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং ন্যূনতম গবেষিত অংশ হ'ল রশ্মি বিকিরণের সঠিক মাত্রা নির্ণয় করা। সেজন্য জানা আবশ্যক ঠিক কতখানি রশ্মি বিকিরণ কোন একটি টিউমারের পক্ষে ঘাতক হয়েও শরীরের বাকী অংশের ন্যূনতম ক্ষতিকারক হবে। কোনও ফর্মুলার সাহায্যে একাজে সফলতা মেলে না, রোগীর অবস্থা অনুযায়ী অভিজ্ঞতা এবং সহজাত বুদ্ধি প্রয়োগ করে চিকিৎসক কর্তব্য সম্পাদন করেন। এ চিকিৎসাকেও এক ধরনের শল্য চিকিৎসা বলা চলে। অস্ত্রোপচারের সাহায্য বিহীন, রশ্মি দ্বারা শল্য চিকিৎসা। এ চিকিৎসায় দেহের সুস্থ কোষগুলির ক্ষতি এড়ানো প্রায় অসম্ভব।

এ বিভাগের বিভাগীয় চিকিৎসালয়ের সহকারী চিকিৎসকের অত্যন্ত নিয়ম-নিষ্ঠ হতে হয়। রোগীদের ওপর পরীক্ষাদির ব্যবস্থা করা, পরীক্ষাগুলির ফলাফল খুঁটিয়ে দেখা এবং তিরিশটি রোগীর রোগের ইতিবৃত্ত নবীকরণ করা তাঁর প্রাত্যহিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তাররা লম্বা লম্বা ফর্ম ভর্তি করতে চান না। কিন্তু ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট তাও করেন। কারণ উনি মনে করেন এই তিনটি মাস রোগীরা 'তাঁর' রোগী হয়ে গিয়েছে—কেবল মাত্র এক্স-রের পর্দায় কয়েকটি গভীর এবং হাল্কা ছায়ার মেশামেশি নয়, বরং ও'র দায়িত্বে স্থায়ীভাবে সঁপে দেওয়া কয়েকটি জীবন্ত মানুষ যারা ও'র ওপর ভরসা করে, ও'র আশ্বাস এবং ও'র দৃষ্টির প্রলেপের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। সহকারী চিকিৎসক হিসাবে তিন মাসের পালার শেষে যখনই উনি রোগীদের থেকে বিদায় নিতে আসেন তখন যে রোগীদের সারিয়ে তোলার যথেষ্ট সময় পাননি তাদের জন্য মন খারাপ হয়ে যায়।

ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত নার্স ওলিমপিয়াডা কাঁচা-পাকা চুল, স্থূলকায় প্রবীণা। তাঁকে অনেক ডাক্তারের চেয়ে বেশী ব্যক্তিত্বপূর্ণ দেখায়। ওলিমপিয়াড়া দুটি ওয়ার্ডের রেডিও-থেরাপি রোগীদের নিজ নিজ বেডে থাকতে বললেন। স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ডের রোগীরা যেন ঠিক এই ঘোষণাটির অপেক্ষায় বসেছিল। একই রকম ধূসর পোষাকপরা রোগিনীরা সিঁড়ির বাঁকে এসে ভিড় জমাল—টক দইওলা এসেছে নাকি? দুধওলী বুড়ি আসেনি? কেউ কেউ ওখান থেকে শল্য চিকিৎসাগারের কাঁচের জানলা দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল। জানলার কাঁচের নিচের অংশে সাদা রঙ করা। ওপরের অংশ দিয়ে নার্স এবং সার্জনদের টুপি আর টুপিতে লাগানো উজ্জ্বল লাল আলো দেখা যাচ্ছিল। কেউ কেউ

বেসিনে মুখ-হাত ধোয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এক-আধজন কারো সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেও, ধূসর রঙের মোটা সুতীর ইউনিফর্ম পরার জন্য রোগিনীদের বিশ্রী দেখায়। তার ওপর অল্প কিছু দিনের মধ্যে ওদের অস্ত্রোপচার হবে, এই জ্ঞান নারীসুলভ কমনীয়তা হরণ করে রোগিনীদের নারী জাতি থেকে পৃথক করে দেয়। ইউনিফর্মগুলোর কোন আকারের বালাই ত' নেইই, তাছাড়া ওগুলো এত বিশালকার যে কোন রোগিনী যত স্থূলকায়াই হোক না কেন অনায়াসে গায়ে জড়িয়ে নিতে পারে। ইউনিফর্মের মোটা-মোটা হাতগুলো উল্টানো চিমনির মত ঝোলে। পুরুষদের সাদা-গোলাপী ডোরা কাটা জ্যাকেট-গুলো অনেক সুশ্রী। কিন্তু রোগিনীদের তা দেওয়া হয় না। রোগিনীদের দেওয়া হয় ঐ ইউনিফর্ম যার না আছে বোতাম না বোতামের ঘর। অনেকে তার ঝুল খাটো করে নেয়, কেউ কেউ বাড়িয়েও নেয়। কোমর আঁটে সুতীর বেল্ট দিয়ে। বুকের অংশ আঁটার জন্য নিজের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে। ঐ রকম ম্যাড়মেড়ে পোষাকপরা রোগিনী নয়নানন্দকর বস্তু হতে পারে না। ওরাও তা জানে।

পুরুষদের ওয়ার্ডে পাভেল ছাড়া আর সবাই শান্তভাবে ডাক্তারের পরিদর্শনের প্রতীক্ষা করছিল। যৌথ খামারের পাহারাদার, উজবেক্ বুড়ো মুরসালিমভ্ তার পরিপাটি বেডে চিৎ হয়ে, ঘরের চালের এক বিন্দুতে দৃষ্টি কেন্দ্রিত করে শুয়েছিল। দম বন্ধ হতে থাকা বুকের ওপর হাত দুটো আড়াআড়ি রাখা। যথারীতি শতচ্ছিন্ন সুতীর উজবেক্ টুপিতে মাথা আংশিকভাবে ঢাকা। ওর মড়ার খুলির মত মাথার গাঢ় বাদামী চামড়া টানটান হয়ে আছে। নাকের ছোট্ট হাড়, চোয়ালের হাড় এবং ছুঁচলো দাঁড়ির গোড়ায় ছুঁচলো থুতনির হাড় স্পষ্ট দেখা যায়। কানদুটো পাতলা হয়ে চ্যাপ্টা কোমলাস্থিতে পরিণত। মানুষটা আরেকটু শুকিয়ে এবং আরেকটু কালো হলেই মমি হয়ে যাবে।

মাঝ বয়সী কাজাক্ মেষপালক এগেনবের্দিয়েভ্ নিজের বাড়ীর অভ্যাসমত পাশের বেডে দু' হাঁটু উঁচু করে বসেছিল। বলিষ্ঠ হাতদুটোয় হাঁটু জড়িয়ে শক্ত, টানটান দেহ আঁটসাঁট করে বসে ও একটু-আধটু দুলছিল। মনে হচ্ছিল এক কারখানার চিমনি কিংবা এক মিনার দুলছে। কাঁধ আর পিঠের ওপর টানটান হয়ে পেতে বসা সাদা-গোলাপী জ্যাকেটের আস্তিন ওর পেশল বাহুর চাপে ফেটে পড়ছিল। ও ঠোঁটের ওপর একটা ছোট্ট আলসারের (পুঁজওলা পুরোনো ঘা) জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। রশ্মি চিকিৎসার ফলে আলসার একটা দগ্‌দগে লাল, বড় খোসে পরিণত হয়ে ওর এমন মুখ আটকিয়ে রেখেছিল যে বেচারীর খাদ্য-পানীয় গ্রহণে অসুবিধে হ'ত। তবু এগেনবের্দিয়েভ্ তা নিয়ে অস্থিরপনা করত না, কাতর হ'ত না। ওকে যা কিছু খেতে দেওয়া হ'ত সর্বদাই মন্থরগতিতে তার সবটুকু খেত, আর বাকি সময় ঘণ্টার পর ঘন্টা শূন্যে তাকিয়ে ঐভাবে বসে থাকত।

এগেনবের্দিয়েভের থেকে কিছু দূরে, দরজার কাছাকাছি বেড়ে ষোল বছরের ডিওম্‌কা ক্ষতযুক্ত একটা পা ছড়িয়ে শিন বোন-এর (হাঁটুর নীচে, সামনের দিকের হাড়) যন্ত্রণাদায়ক জায়গাটা আলতোভাবে মালিশ করতে করতে, অপর পা গুটিয়ে বসে ঠিক পড়ছিল না, পত্রিকা দেখছিল। ঘুম আর চিকিৎসার সময় ছাড়া ও সর্বদাই পড়ে। পরীক্ষাগারের প্রবীণ সহকারীর তত্ত্বাবধানে একটা আলমারি বোঝাই বই আছে। ডিওম্‌কার ঐ আলমারি থেকে পছন্দ মত বই নিজে বেছে নেওয়ার অনুমতি আছে। ঐ সময় ও নীল মলাট দেওয়া একটা মোটা সাময়িক পত্রিকা পড়ছিল। নতুন নয়, পুরানো শতচ্ছিন্ন সংখ্যা। পরীক্ষাগারের আলমারিতে নতুন সংখ্যা নেই।

টানটান এবং পরিপাটি করে বিছানা পেতে প্রোশ্‌কা পুরোপুরি সুস্থ মানুষের মত নিজের বেডের নিচে পা নামিয়ে বসেছিল। ও সত্যিই যথেষ্ট সুস্থ। ওয়ার্ডের কোন কিছু সম্পর্কে ওর নালিশ নেই। ওর দেহে রোগের বহিঃপ্রকাশ নেই। বরং আছে দু'কপোলে স্বাস্থ্যের আভা। ওর কপালে একটি অলকগুচ্ছ দোলে। ওর নাচবার মত তরতাজা শরীর।

প্রোশ্‌কার পাশের বেডে আহমদজান জুড়িদার না পেয়ে কম্বলের ওপর দাবার ছক বিছিয়ে নিজেই নিজেকে কিস্তি দিচ্ছিল।

বর্মের মত অনড় ব্যাণ্ডেজে বন্দী মাথাওলা ইয়েফ্রেম আর ঘরময় পায়চারি করতে করতে বিষাদ পরিবেশন করছিল না। ও তার বদলে দুটো বালিশের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রেখে পরশু দিন কস্টোগলোটভ্‌ ওকে যে বইটা গছিয়েছিল, সে বইটায় ডুবে গিয়েছিল। ও এত ধীরে ধীরে পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল ঝিমোচ্ছে।

আজভ্‌কিন আগের দিনের মতই কষ্ট পাচ্ছিল। হয়ত একটুও ঘুমোতে পারেনি। বেডের পাশের টেবিল আর জানলার তাকে ওর জিনিষপত্র ছড়িয়ে আছে। বিছানা লণ্ডভণ্ড। কপাল আর কপোলে স্বেদ বিন্দু। হলুদ মুখে আভ্যন্তরীণ বেদনা পরিস্ফুট। ও কখনো দুহাতে বেড ধরে বেঁকে দাঁড়ায়। পরক্ষণেই হয়ত দুহাতে পেট চেপে ধরে আরো বেঁকে যায়। গত কয়েক দিনের মধ্যে ও কারো কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। ও নিজের সম্পর্কে কিছুই বলতে চায় না। শুধু ডাক্তার আর নার্সদের থেকে বেশী ওষুধ ভিক্ষা করতেই বাক্‌শক্তি কাজে লাগায়। বাড়ীর কেউ এলে তাকে আরো ওষুধ কিনে আনতে পাঠায়।

তখনো তেমন রোদ ওঠেনি। বাইরে বিবর্ণ, বিষণ্ণ দিন বিরাজ করছিল। সকালের এক্স-রে বিকিরণ গ্রহণ করে কস্টোগলোটভ্‌ ওয়ার্ডে ফিরে এল, আর পাভেলের অনুমতি না চেয়েই তার মাথার ওপরের ছোট জানলাটা খুলে দিল। যে হাওয়া এল তা ঠাণ্ডা নয়, ভিজে-ভিজে।

পাভেলের ভাবনা, ওর টিউমারে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ও ঘাড় ঢেকে, দেওয়াল ঘেঁষে বসল। সবকটা রোগীই কেমন কাঠের পুতুলের মত নির্বাক

এবং পোষ মানা ভাব! আজভ্‌কিনকে বাদ দিলে আর কারো কোন কষ্ট আছে মনে হয় না। সুতরাং তারা প্রকৃতই রোগারোগ্য চাইতে পারে না। স্বয়ং গোর্কিই ত' বলেছিলেন, যারা মুক্তির জন্য দৈনিক সংগ্রাম করতে অনিচ্ছুক তারা মুক্তি-লাভের অযোগ্য। পাভেলের নিজের কথা? ও ইতিমধ্যে সেই সকালে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। রেজিস্ট্রারের দপ্তর খোলার সঙ্গে সঙ্গে ও গত রাতে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা টেলিফোনে স্ত্রীকে জানিয়েছে। ও বলেছে, ও এখানে থাকার ঝুঁকি নিয়ে মরতে চায় না। তাই ওকে মস্কোয় স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সব সম্ভাব্য পথে আবেদন করতে হবে। কি করে কাজ হাসিল করতে হবে কাপা তা ভালই জানে। ইতিমধ্যে নিশ্চয় কাজ শুরুও করে দিয়েছে। এ হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে রাজী হয়ে পাভেল অবশ্যই নিছক দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে। টিউমারের ভয়ে এরকম একটা জায়গায় বেড নিতে রাজী হওয়ার মত নিচু কাজ করা অনুচিত হয়েছে। কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, একথা সত্যি যে গতকাল বিকেল তিনটে থেকে এ পর্যন্ত কেউ এসে দেখেওনি টিউমারটা কতখানি বাড়ল। ওষুধের কথা দূরে থাক। যত সাদা কোট পরা খুনের দল—ডাক্তারদের সম্পর্কে এ মন্তব্যটা খুব খাঁটি। [১৯৫৩ সালের স্ট্যালিনী বিরাট শুদ্ধি ঢেউয়ের অন্তর্গত 'ডাক্তারদের ষড়যন্ত্র' মামলায় অভিযুক্তদের সম্পর্কে প্রযুক্ত বাঁধাধরা বাক্যাংশ] কেবল বেডের সঙ্গে একটা করে টেম্পারেচার চার্ট (জ্বরের ফিরিস্তি) টাঙিয়ে রেখেছে, যাতে আহাম্মক রোগীরা ঐ নিয়েই ভুলে থাকে। এমন কি পরিচারিকাটাও বেডটা সাফ-সুতর করে দিতে আসেনি। পাভেলের নিজের হাতে বিছানা করতে হয়েছে। এই হাসপাতালগুলোকে সত্যিই একটু রগড়িয়ে দেওয়া দরকার।

এতক্ষণে ডাক্তারদের দেখা মিলল। কিন্তু তাঁরা পুরোপুরি ঘরে ঢুকলেন না। ও'রা ঘরের বাইরে সিব্‌গাটভ্‌কে দেখলেন। সিব্‌গাটভ্‌ নিম্নাঙ্গ অনাবরিত করে দেখাল। এই ফাঁকে কস্টোগলোটভ্‌ তোষকের নিচে বই লুকাল।

অবশেষে ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা আর ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট ওয়ার্ডে এলেন। ও'দের সঙ্গে তোয়ালে আর নোটবই হাতে নিয়ে এক পক্বকেশ, স্থুলকায়া এবং প্রবীণা নার্স। অতগুলি সাদা কোটের এক সঙ্গে প্রবেশ যুগপৎ মনঃসংযোগ, ভীতি আর আশার প্লাবন আনে। চিকিৎসকদের পোষাকের শুভ্রতার সঙ্গে তাদের মুখ-ভাবের কঠোরতা মিলে এই প্লাবনের তীব্রতা বৃদ্ধি ঘটায়। সবচেয়ে কঠোর আর গম্ভীর হাবভাব নার্স ওলিমপিয়াডার। সকালের রাউণ্ডগুলোকে উনি গীর্জার পাদ্রির বাইবেল পাঠের সমান পবিত্র কর্তব্য মনে করেন। ও'র কাছে ডাক্তাররা সাধারণ মানুষের চেয়ে উচ্চ কোটির মানুষ। অর্থাৎ তাঁরা সবই বোঝেন, কখনো ভুল করেন না বা ভুল নির্দেশ দেন না। উনি ডাক্তারদের প্রতিটি নির্দেশ নোটবইয়ে নথিভুক্ত করে যে আনন্দের শিহরণ অনুভব করেন তা অল্পবয়সী নার্সদের মধ্যে অধুনা দেখা যায় না।

ওয়ার্ডে ঢুকেও ডাক্তাররা পাভেলের বেডে আসার জন্য কোন ব্যগ্রতা প্রকাশ

করলেন না। ডাঃ লুড্‌মিলা ড্‌ন্ট্‌সোভা সাধারণ অবয়বরেখা সম্পন্না, স্থূলকায়া। চুলে পাক ধরলেও সযত্নে ছাঁটা এবং ঢেউ খেলানো। সকলের উদ্দেশে 'সুপ্রভাত' বলে ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভা প্রথম বেডে এসে দাঁড়ালেন। ওটা ডিওম্‌কার বেড। "তুমি পড়ছ ডিওম্‌কা ?"

ডিওম্‌কা কথা না বলে, পত্রিকাটির বিবর্ণ, নীল মলাট ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভাকে দেখাল। ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভার চোখদুটো ছোট হয়ে গেল। "আরে, এ যে দু'বছরের পুরানো। এটা পড়ছ কেন ?"

"এতে একটা ভাল প্রবন্ধ আছে", ডিওম্‌কা বেশ গর্বিতভাবে বলল। "কি বিষয়ে ?"

"ঐকান্তিকতা সম্পর্কে", ডিওম্‌কা আরো জোর দিয়ে বলল। "এতে বলছে, সততা এবং ঐকান্তিকতা বিহীন সাহিত্য ..." ও মেঝেয় নেমে দাঁড়ানোর জন্য পা বাড়াল। ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভা ওকে থামিয়ে দিলেন, "নামতে হবে না। তুমি শুধু পায়জামাটা গোটালেই হবে।"

ডিওম্‌কা পায়জামার পা গোটালো। ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভা বেডের প্রান্তে বসে দু'টি আঙ্গুল দিয়ে সাবধানে ওর ক্ষতের চারদিকে ভাল করে দেখতে লাগলেন। ওঁর পেছনে দাঁড়ানো ডাঃ ভেরা গ্যাঙ্গার্ট ওঁকে জানালেন, "মোট পনেরটি বৈঠকে একে তিন হাজার র‍্যাড্‌ রশ্মি দেওয়া হয়েছে।"

ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভা জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে ব্যথা লাগছে ?" "হ্যাঁ লাগছে।"

ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভা ক্ষতের আরেকটু ওপরে ইঙ্গিত করলেন, "এখানে লাগে ?" "হ্যাঁ। তার আরো ওপরে ব্যথা লাগে।"

"তাই নাকি ? তবে নিজের থেকে বলছ না কেন ? চেপে যেও না। ব্যথা লাগলেই বলবে।"

ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভা ক্ষতের কিনারে সাবধানে, আলতোভাবে আঙুল দিলেন। "এখানে কি হাত না দিলেও ব্যথা লাগে ? রাতে ?"

ডিওম্‌কার দাড়ি-গোঁফ না গজানো মসৃণ মুখে রোগ-সচেতন ভাব পাকাপাকি ভাবে লেগে থাকে বলে ওকে অনেক বেশী বয়স্ক দেখায়। "এই ব্যথায় আমার সারা দিন-রাতই কষ্ট হয়।"

ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভা আর ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট চোখ চাওয়া-চাউয়ি করলেন। ড্‌ন্ট্‌সোভা বললেন, "বলতে পারো, তুমি এখানে ভর্তি হবার পর থেকে ব্যথা কমেছে না বেড়েছে ?" "বলতে পারব না। হয়ত আগের চেয়ে একটু কমেছে। সঠিক বুঝি না।"

"রক্তের কোষ গণনা হয়েছে ?" ডাঃ ড্‌ন্ট্‌সোভা প্রশ্ন করলেন। ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট তাঁকে ডিওম্‌কার রোগের ইতিবৃত্ত দিলেন। ড্‌ন্ট্‌সোভা ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে ডিওম্‌কাকে বললেন, "তোমার খিদে কেমন ?"

"আমার খিদে আগের চেয়ে কম নয়," ডিওম্‌কা সাড়ম্বরে জবাব দিল।

"ওকে বিশেষ খাদ্য দেওয়া হয়," ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট সহৃদয় আয়ার মত শিশু

ভোলানো সুরে বললেন। উনি ডিওম্‌কার দিকে চেয়ে হাসলেন। ডিওম্‌কাও হাসল।

"ওকে রক্ত দিতে হবে?" গ্যাঙ্গার্ট ডন্ট্‌সোভাকে নিচু গলায় প্রশ্ন করে, ডিওম্‌কার রোগের ইতিবৃত্ত ফেরৎ নিয়ে নিলেন।

"হ্যাঁ, দিতে হবে। আচ্ছা, ডিওম্‌কা", ডন্ট্‌সোভা ডিওম্‌কাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন, "তুমি কি চাও যে এক্স-রে চিকিৎসাই চলুক?" "নিশ্চয়। চলুক।" ডিওম্‌কার মুখ আশা আর কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত।

ডিওম্‌কা ভাবল ডন্ট্‌সোভা জানতে চান শল্য চিকিৎসার চেয়ে রশ্মি চিকিৎসা ওর বেশী পছন্দ কিনা। অথচ ডন্ট্‌সোভা আসলে যা বলতে চেয়েছিলেন তা হ'ল পরের ধাপে ক্ষতিকারক কোষ বৃদ্ধি রোধের উদ্দেশ্যে, ওর পায়ের হাড়ের সংযোজক কোষের ক্ষতিকারক কোষ বৃদ্ধি রোধের জন্য শল্য চিকিৎসা করার আগে ঐ রোগের প্রকোপ রশ্মি বিকিরণের সাহায্যে কিছুটা কমিয়ে নেবেন কিনা।

এগেনবের্দিয়েভ্‌ কিছুক্ষণ ধরে নিজেকে প্রস্তুত করছিল। ওর সজাগ দৃষ্টি ছিল ডাক্তারদের ওপর! ডন্ট্‌সোভা ওর পাশের বেড থেকে উঠতেই ও বুক ফুলিয়ে সিপাহীর মত সোজা টানটান হয়ে চলাচলের পথে গিয়ে দাঁড়াল। ডন্ট্‌সোভা মৃদু হেসে, ঈষৎ ঝুঁকে ওর ঠোঁটের ক্ষত দেখলেন। গ্যাঙ্গার্ট ডন্ট্‌-সোভাকে রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত বৃত্তান্ত জানাতে থাকলেন।

"হ্যাঁ, চমৎকার!" ডন্ট্‌সোভা উৎসাহভরে, প্রয়োজনাতিরিক্ত উঁচু গলায় বললেন, যেমন লোকে ভিন্নভাষী মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হলে বলে থাকে। "তোমার অসুখ সন্তোষজনকভাবে সেরে চলেছে, এগেনবের্দিয়েভ্‌। খুব শিগগির বাড়ী যেতে পারবে।"

আহমদজান জানত তার কি করতে হবে। ডন্ট্‌সোভার বক্তব্য ওর এগেন-বের্দিয়েভ্‌কে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। ও আর এগেনবের্দিয়েভ্‌ পরস্পরের কথা বোঝে। আহমদজান উজ্‌বেক আর এগেনবের্দিয়েভ্‌ কাজাক জাতির মানুষ। দু'জন দুটি তুর্কি উপভাষায় কথা বলে, এবং দু'জনই মনে করে অপরজন ভাষাটাকে হত্যা করছে।

এগেনবের্দিয়েভ্‌ ডন্ট্‌সোভার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ওর চোখে আশা, আস্থা এবং আনন্দ। এমন কি সেই ধরণের আনন্দ যা প্রকৃত শিক্ষিত এবং প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সান্নিধ্যে আসা সরলমতি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। ও আঙুল তুলে বড় খোসের রূপ নেওয়া ঠোঁটের ক্ষত ইঙ্গিত করে কিছু বলল। আহমদজান তা অনুবাদ করল। "দেখুন, এটা কত বেড়ে গিয়েছে"

"ও সব পড়ে যাবে। তাই নিয়ম। কিছু থাকবে না" ডন্ট্‌সোভা বেশ নীচু গলায় কথা ক'টা বোঝালেন, "কিছু ভেবো না, পড়ে যাবে। তিন মাসের নোটিস দিয়ে দেব। ছুটির পরে এসে আমাদের দেখিয়ে যেও।"

ডন্ট্‌সোভা বৃদ্ধ মুরসালিমভের বেডে এগিয়ে গেলেন। মুরসালিমভ্‌ পা

ঝুলিয়ে বসেছিল। ডক্টর সোভাকে দেখে উঠে দাঁড়াতে চাইল। ডক্টর সোভা ওকে নিরস্ত করে, ওর পাশে বসলেন। তামাটে গাত্রত্বক, শীর্ণ বৃদ্ধও ডাক্তারের সর্ব-সাধক ক্ষমতায় আস্থাবান চোখে তাকাল। আহমদজানের মাধ্যমে ডক্টর সোভা ওর কাশি সম্পর্কে জানতে চাইলেন এবং ওকে শার্ট তুলে বুক দেখাতে বললেন। মুরসালিমভের বুকে যেখানে ব্যথা সেখানে নিজের এক হাতের চেটো রেখে সেই চেটোর ওপর অপর হাতের আঙুল দিয়ে কয়েকবার টোকা মেরে কান পেতে শুনলেন। ব্যথা জায়গাটায় আলতোভাবে হাত বুলিয়ে রোগের পরিস্থিতি বুঝলেন। এর সঙ্গে গ্যাঙ্গার্ট রোগীর কতদূর রশ্মি চিকিৎসা হয়েছে, কি কি ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়েছে এবং তার রক্তের কোষ গণনার ফলাফল বলে চলেছিলেন। ডক্টর সোভা রোগের ইতিবৃত্ত নীরবে পড়লেন। বেশী দিন আগের কথা নয়, ওর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল সুস্থ, সচল এবং প্রয়োজনীয়। অথচ আজ যেন ওর অনেকগুলো পেশী তাল পাকিয়ে গিয়ে সুস্থ দেহের পক্ষে বর্জনীয় হয়ে গিয়েছে, আর তেমনি ক'টা কোণাকৃতি হাড় ত্বক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে।

ডক্টর সোভা কয়েকটা নতুন ইন্‌জেকশন লিখে দিলেন। তারপর মুরসালিমভের বেড সংলগ্ন টেবিলে রাখা কয়েকটা শিশি দেখিয়ে জানতে চাইলেন, ঐগুলোর মধ্যে কোন্‌টার ওষুধ ও খাচ্ছে। মুরসালিমভ্‌ মাল্টি-ভিটামিনের একটা খালি শিশি তুলে দেখাল। "এ ওষুধ আপনি কবে কিনেছেন ?" ডক্টর সোভা প্রশ্ন করলেন।

মুরসালিমভের বক্তব্য অনুবাদ করে আহমদজান জানাল, দু'দিন আগে। "এ শিশির পিলগুলো কোথায় ?"

আহমদজান জানাল, মুরসালিমভ্‌ সবকটা পিল খেয়ে ফেলেছে। "খেয়ে ফেলেছে, মানে ?" ডক্টর সোভা হতবাক, "সবকটা এক সঙ্গে খেয়েছে ?"

"না। দুবারে খেয়েছে !" আহমদজান জানাল।

ডাক্তাররা, নার্সরা, রুশভাষী রোগীরা আর আহমদজান হাসিতে ফেটে পড়ল। মুরসালিমভ্‌ও হাসল—না বুঝে।

একা পাভেল ওদের ঐ অসময়ে, অহেতুক, অপরাধ গণ্য হওয়ার যোগ্য হাসির দরুণ বিরক্তিতে ভরে উঠল। ঠিক আছে, ওদের হাসির চেয়ে বরং কাজে মন দিতে বাধ্য করতে বেশী সময় লাগবে না। নিজের দেহের কোন্‌ ভঙ্গী অবলম্বন করে ওদের মোকাবিলা করা সমীচীন হবে, পাভেল এ নিয়ে কিছুটা ভাবল। শেষে সিদ্ধান্ত করল, আধ-হেলান দেওয়া ভঙ্গীতে, পা দুটো মুড়ে বসলে নিজের বক্তব্যে সবচেয়ে বেশী ধার আনতে পারবে।

"ঠিক আছে, ওতে কোন ক্ষতি হবে না।" ডক্টর সোভা মুরসালিমভ্‌কে আশ্বাস দিয়ে, আরো কিছু ভিটামিন 'সি' কেনার ব্যবস্থা দিলেন। একজন নার্সের প্রসারিত হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে হাত মুছতে মুছতে পাশের বেডে তাকালেন। ওঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। উনি জানলার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল ওঁর ত্বক স্বাস্থ্যের দ্যুতিহীন, ধূসর হয়ে গিয়েছে। মুখভাব

অত্যন্ত ক্লান্ত, প্রায় অসুস্থ।

নরম কাপড়ের টুপিতে টাক মাথা ঢেকে, চশমা পরে, কঠোর মুখভাব নিয়ে বেডে উপবিষ্ট পাভেলকে একজন নামজাদা শিক্ষক মনে হচ্ছিল, যিনি বেশ কয়েক শ' ছাত্রকে শিক্ষিত করে তুলেছেন। ডণ্ট্‌সোভা কাছে আসার আগে পাভেল মুখ খুলল না। ডণ্ট্‌সোভা কাছাকাছি এলে, নিজের চশমা ঠিক করে নিয়ে, ও বলল, "কমরেড ডণ্ট্‌সোভা, এ হাসপাতালে যেভাবে কাজ-কর্ম হচ্ছে আমি তা স্বাস্থ্য মন্ত্রককে জানাতে বাধ্য হ'ব। শুধু তাই নয়, কমরেড ওস্টাপেংকো-কেও ফোনে জানাতে বাধ্য হ'ব।"

ডণ্ট্‌সোভা কেঁপেও উঠলেন না ফ্যাকাসেও হয়ে গেলেন না। হয়ত গায়ের রঙ আরেকটু ধূসর হ'ল। উনি এমন অদ্ভুত ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন যেন শ্রান্ত কাঁধদুটো দেহের খাঁচা থেকে মুক্তি পেতে চায়। "আপনার যদি স্বাস্থ্য মন্ত্রকে ভাল যোগাযোগ থাকে," ডণ্ট্‌সোভা পাভেলের বক্তব্যে সহমতি জ্ঞাপন করলেন, "এবং আপনি যদি কমরেড ওস্টাপেংকোকে ফোন করার স্তরের মানুষ হন, সেক্ষেত্রে জানানোর মত বিষয়ের তালিকায় আরো কিছু সংযোজন করা যেতে পারে। আমি সেগুলি বলব?"

"আর কিছু সংযোজনের প্রয়োজন নেই। আপনারা যে ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন তাই যথেষ্ট। আঠারো ঘণ্টা হ'ল আমি এখানে এসেছি। এর মধ্যে আমার কোন চিকিৎসাই কেউ করেনি। মনে রাখবেন, আমি একজন ···" পাভেল বাকিটা বলতে পারল না।

নির্বাক সবাই পাভেলকে দেখছিল। ডণ্ট্‌সোভা নয়, গ্যাঙ্গার্ট আহত বোধ করছিলেন। ওঁর ঠোঁটদুটো শক্ত হয়ে পাতলা রেখা হয়ে গেল। কপালে ভ্রূকুটি। যেন দুরপনেয় কিছু ঘটে গেল, এবং উনি তার প্রতিকারে অক্ষম।

বড়-সড় দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ডণ্ট্‌সোভা কিন্তু নিজের মুখে ভ্রূকুটি আসতে দিলেন না। উনি আরেকবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে, আপোষের সুরে বললেন, "আমি ত' সেজন্যই এসেছি—আপনার চিকিৎসার জন্য।"

"না, আর দরকার নেই। তার সময় চলে গিয়েছে। এখানকার কাজ-কর্ম যথেষ্ট দেখেছি। আমার আর থাকার ইচ্ছে নেই। এখানে কেউ রোগীদের কথা একটুও ভাবে না! রোগ নির্ণয় নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই!" নিজের অজানিতে পাভেলের গলা কেঁপে গেল। ও প্রকৃতই অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

"কিন্তু আপনার রোগ নির্ণয় ত' করা হয়েছে." বেডের পায়ের দিক দুহাতে ধরে ডণ্ট্‌সোভা আস্তে বললেন, "রুশ সাধারণতন্ত্রের আর কোন হাসপাতালে আপনার এই বিশেষ ধরণের অসুখের চিকিৎসা হয় না। কেউ আপনাকে নেবে না।"

"কিন্তু. আপনি বলেছিলেন আমার ক্যানসার হয়নি···তাহলে আপনারা কি রোগ নির্ণয় করেছেন?"

"সাধারণতঃ আমরা রোগীদের কোন্ রোগ হয়েছে জানাই না। কিন্তু

আপনি যদি মনে করেন জেনেই স্বস্তি পাবেন, ভাল কথা। আপনার হয়েছে লিম্‌ফোমা (দেহের কোষের ব্যাধি)।" "আপনি বলছেন, ক্যানসার হয়নি ?" পাভেল বলল।

"অবশ্যই হয়নি।" সাধারণতঃ ঝগড়ার পরে যে তিক্ততা আসে ডণ্ট্‌সোভার কণ্ঠস্বর বা মুখে তার চিহ্ন ছিল না। উনি পাভেলের চোয়ালের কিছু নিচে মুঠির আকার টিউমারটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন। উনি কিসের বিরুদ্ধে বা বিরক্তি প্রকাশ করতেন ? টিউমারের বিরুদ্ধে ? "এখানে আসার জন্য কেউ আপনাকে চাপ দেয়নি ! যখনই চান, ছুটি নিয়ে চলে যেতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন…" উনি একটু ইতস্ততঃ করে যোগ করলেন, "মানুষ কেবল ক্যানসারেই মরে না।" এটা এক বিদ্বেষবিহীন সাবধান বাণী মাত্র।

"তার মানে ? আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? মনে রাখবেন, এটা আপনার পেশাগত আচরণবিধি বিরোধী কাজ।" ডণ্ট্‌সোভার শেষ কথাগুলোয় পাভেল হঠাৎ হিম হয়ে গিয়েছিল। সাধ্যমত কঠোরতা এবং কটুতা প্রকাশের চেষ্টা করে চললেও, ও বেশ লক্ষণীয়ভাবে নরম হয়ে যোগ করল, "আপনি বলছেন…আমার রোগের পরিস্থিতি বিপজ্জনক ?"

"অবশ্যই তা হয়ে পড়বে, যদি আপনি এ হাসপাতাল ও হাসপাতাল ঘুরে বেড়ান। স্কার্ফ খুলে, উঠে দাঁড়ান, প্লীজ।"

পাভেল স্কার্ফ খুলে, উঠে দাঁড়াল। ডণ্ট্‌সোভা টিউমার, টিউমার সন্নিহিত অঞ্চল এবং ঘাড়ের সুস্থ জায়গাগুলোর মানসিক তুলনা করতে করতে আলতোভাবে হাত দিয়ে দেখলেন। যতদূর সম্ভব মাথা পেছনে হেলাতে বললেন। টিউমার টেনে রাখছিল বলে মাথা বেশী পেছনে হেলল না। সামনে এবং দুপাশেও হেলাতে বললেন। দেখা গেল সুস্থ অবস্থায় সে বিষয়ে সচেতন না হলেও মানুষের মাথা ফেরানোর যে বিস্ময়কর স্বাধীনতা থাকে পাভেল প্রকৃতপক্ষে তার সবটুকু হারিয়েছে। "জামা খুলুন।"

বড় বড় বোতামওলা বাদামী-সবুজ পায়জামা-জ্যাকেটটা পাভেলের ঠিক মাপের। সে জামা খুলতে যে অসুবিধা হতে পারে কেউ তা ভাবেনি। ও বাহুদুটো প্রসারিত করতে ঘাড়ে টান লাগল। পাভেল কঁকিয়ে উঠল। কি বিশ্রী পরিস্থিতি ! বুঝদার, প্রবীণ নার্স ওলিমপিয়াডা ওকে জামার হাতা থেকে নিজের হাত বের করে আনতে সাহায্য করলেন। "আপনার বগলে কি ব্যথা লাগে ?" ডণ্ট্‌সোভা বললেন, "কোন অসুবিধা বোধ করেন ?"

"কেন, রোগটা বগলেও ছড়াতে পারে নাকি ?" পাভেলের গলার আওয়াজ এখন ডণ্ট্‌সোভার চেয়ে কম জোর। "হাত দুটো দুপাশে ছড়ান ত'।" ডণ্ট্‌সোভা এক মনে ওর দু'বগল টিপে টিপে দেখলেন।

"আমার কি ধরণের চিকিৎসা হবে ?" "ইন্‌জেকশন। আপনাকে ত' আগেই তা বলছি।"

"কোথায় ইন্‌জেকশন দেবেন, টিউমারের ওপর ?" "না, ইন্ট্রাভেনাস (শিরার

মাধ্যমে) ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে।”

“কত ব্যবধানে ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে?” “সপ্তাহে তিনবার। আপনি এখন পোষাক পরে নিতে পারেন।”

“আর অপারেশন?…অপারেশন কি অসম্ভব?” এই প্রশ্নের কারণ, শল্য চিকিৎসা ভীতি। আর সব রোগীর মত পাভেলও শল্য চিকিৎসার চেয়ে আর কোন দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা পছন্দ করে।

“আপনার ক্ষেত্রে অপারেশন অর্থহীন হবে,” তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে ডণ্ট্‌সোভা বললেন।

পাভেল স্বস্তি বোধ করল। তবু একবার কাপার সঙ্গে কথা বলতে হবে। ব্যক্তিগত প্রভাব যেখানে সরাসরি কাজে লাগানোর উপায় নেই সেখানে ঘুরপথে তা দিয়ে কাজ হাসিল করা কখনই সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া যতটুকু প্রভাব থাকলে ও খুশি হ'ত, এবং ও যে প্রভাবের ভান করছিলো, বাস্তবে ওর তা নেই। কমরেড ওস্টাপেঙ্কোকে ফোন করা আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। “বেশ। আপনার বক্তব্য সম্পর্কে ভেবে দেখব। আগামীকাল আপনি আমার সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন।”

“না,” “ডণ্ট্‌সোভা কঠোর হলেন, “আপনার আজই সিদ্ধান্ত করতে হবে। আগামীকাল শনিবার। শনিবারে ইন্‌জেকশন দেওয়া যাবে না।”

আবার নিয়মের কথা! ভদ্রমহিলা কি এও বোঝেন না যে নিয়মগুলো কেবল প্রয়োজনমত ভাঙার জন্যই তৈরী হয়? “শনিবারে ইন্‌জেনশন দেওয়া যাবে না কেন?”

“কারণ ইন্‌জেকশনের দিন এবং তার পরদিন সযত্নে আপনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে হবে। রবিবারে তা করা যাবে না।” “কেন…এটা কি খুব জটিল এবং গুরুতর ইন্‌জেকশন?”

ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা পাভেলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। উনি ইতিমধ্যে কস্টোগলোটভের বেডের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন।

“ইন্‌জেকশনটা সোমবার পর্যন্ত স্থগিত…” “কমরেড পাভেল রুসানভ্! একটু আগেই আপনি আপনার আঠারো ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তারপরও আপনি কি করে বাহাত্তর ঘণ্টা স্থগিত রাখার কথা বলেন? আপনি আমাদের চিকিৎসা মেনে নিলে আমরা চিকিৎসা করব, নইলে করব না। যদি রাজী হন, আজ সকাল এগারোটায় প্রথম ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে। এবং চিকিৎসায় রাজী না থাকলে, সেই মর্মে লিখে জানান। আমি আজই আপনাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে দেব। কিন্তু চিকিৎসা ছাড়া আপনাকে এখানে তিন দিন আটকিয়ে রাখার কোন অধিকারই আমাদের নেই। আমি এই ঘরের রাউণ্ড শেষ করার মধ্যে আপনি ভেবে স্থির করুন, এবং কি স্থির করলেন আমাকে জানান।”

পাভেল দুহাতে মুখ ঢাকল। গলা পর্যন্ত আঁট সাদা কোট পরা গ্যাঙ্গার্ট নীরবে ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। সবকটা পাল তুলে দিয়ে চলা উদ্বেগ-

বিহীন জাহাজের মত তাঁর পেছনে ওলিমপিয়াডা।

শ্রান্ত ডণ্ট্সোভার আশা ছিল পরের বেডে উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা শুনবেন। "কেমন আছেন, কস্টোগলোটভ্? আপনার কোন বক্তব্য আছে?"

কয়েকটা অবাধ্য চুলের গোছাকে মসৃণ করতে করতে সুস্থ মানুষের মত তেজী, আস্থায় পরিপূর্ণ গলায় কস্টোগলোটভ্ বলল, "খুব ভাল আছি ডাঃ ডণ্টসোভা। এর চেয়ে ভাল থাকার কথা ভাবতেও পারি না।"

দু'জন ডাক্তার চোখ চাওয়া-চাউয়ি করলেন। গ্যাঙ্গার্টের ঠোঁটে হাল্কা হাসি, কিন্তু চোখে আনন্দের হাসি সুস্পষ্ট।

"বেশ," "ডণ্ট্সোভা ওর বেডে বসে পড়লেন। "আপনি ঠিক কেমন বোধ করছেন তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করুন ত'। এখানে আসার পর থেকে কি তফাৎ বুঝছেন?"

"সানন্দে বলছি," এমন শ্রোতা কস্টোগলোটভ্ আর পাবে কোথায়। "দ্বিতীয় রশ্মি চিকিৎসার পর থেকে ব্যথা কমতে লাগল। চতুর্থ দিনের পর পুরোপুরি চলে গিয়েছে। জ্বরও কমেছে। এখন দিব্যি ঘুমোই। রাতে দশ ঘণ্টা। যেভাবেই শুই না কেন, আর ব্যথা লাগে না। আগে ত' কোনভাবে শুয়েই স্বস্তি পেতাম না। তখন খাবারের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করত না। এখন যা দেয় তার সবটুকু ত খাইই, আরেকবার করে চেয়ে নিই। অত খেয়েও কষ্ট হয় না।"

"অত খেয়েও কষ্ট হয় না!" গ্যাঙ্গার্ট হো-হো করে হাসলেন। "আপনাকে আরেকবার খাবার দেয়?" ডণ্ট্সোভাও হাসছিলেন।

"কখনো-কখনো। আর কি বলব? দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীই বদলিয়ে গিয়েছে। যখন এসেছিলাম, তখন ছিলাম এক মরা মানুষ। এখন পুরোপুরি সজীব।"

"বমি নেই?" "না।"

ডাক্তার দু'জন প্রীত হাসি হাসলেন। প্রিয় ছাত্র কোন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষকের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেছে দেখে শিক্ষক যেমন গর্বিত হন, সেই ধরণের আনন্দ। "আপনি কি এখনো টিউমারটা অনুভব করতে পারেন?" "ওতে আমার কোন অসুবিধা হয় না।"

"কিন্তু টিউমারটার উপস্থিতি কি আপনি এখনো বুঝতে পারেন?" "যখন শুই তখন মনে হয় ভারী মত কি যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওতে আমার কোন অসুবিধা হয় না," কস্টোগলোটভ্ শেষের কথাগুলোর ওপর জোর দিল।

"বেশ, শুয়ে পড়ুন।" কস্টোগলোটভ্ নিয়ম মাফিক পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'ল। গত মাসে বিভিন্ন হাসপাতালে বহু ডাক্তার আর ডাক্তারির ছাত্র ওর টিউমার পরীক্ষা করেছে। ওরা আবার অন্য বিভাগ থেকে নিজেদের সহকর্মীদের ডেকে এনে দেখিয়েছে। সবাই ওর টিউমারের আকার দেখে অবাক হয়েছে।

বালিশটা একপাশে সরিয়ে রেখে কস্টোগলোটভ্ চিৎ হয়ে শুয়ে পেট খুলে

দেখাল। ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল জীবন সঙ্গিনী এই ব্যাঙটা দেহের কত গভীরে ঢুকে পড়েছে এবং ওকে চেপে ধরেছে।

ওর পাশে বসা ডণ্ট্‌সোভা হাত দিয়ে আলতোভাবে বৃত্তাকারে অনুসন্ধান করতে করতে টিউমারের কাছাকাছি পৌঁছলেন। "পেটটা ফোলাবেন না, শক্ত করবেন না," ডণ্ট্‌সোভা ওকে স্মরণ করালেন। কস্টোগলোটভ্‌ ও জানত, পেট শক্ত করা উচিত নয়। কিন্তু স্বভাবজ প্রতিরক্ষার ফলে ও বারংবার পেট শক্ত করে পরীক্ষার অসুবিধা ঘটাল। অবশেষে ওকে পূর্ণ আস্থাসহ পেট সহজ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে ডণ্ট্‌সোভা হাত দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলেন। ওর পেটের গভীরে, পাকস্থলির পাশে, টিউমারের একটা ধারের উপস্থিতি টের পেলেন। উনি প্রথমে আলতোভাবে, তারপর একটু চাপ দিয়ে, শেষে আরো চাপ দিয়ে টিউমারের চারপাশে হাত দিয়ে টিপে পরীক্ষা করলেন।

ডণ্ট্‌সোভার পেছনে দাঁড়ানো গ্যাঙ্গার্ট সব দেখছিলেন। কস্টোগলোটভ্‌ও গ্যাঙ্গার্টকে দেখছিল। ভেরা গ্যাঙ্গার্টকে সবার ভাল লাগে। উনি কড়া হতে চেয়েও পারেন না। রোগীরা সহজে ওঁর গা সওয়া হয়ে যায়। প্রবীণ ব্যক্তির হাব-ভাব এনেও লাভ হয় না। ওঁর ছেলেমানুষি ভাব কিছুতে চাপা পড়ে না।

"আমি টিউমারটা আগের মতই সহজে অনুভব করতে পারছি," ডণ্ট্‌সোভা বললেন, "আগের চেয়ে চ্যাপ্টা হয়েছে, সন্দেহ নেই। পাকস্থলি ছেড়ে দিয়ে আরো গভীরে ঢুকেছে। এই জন্য রোগীর কষ্ট হয় না। আগের চেয়ে নরম হয়েছে। আয়তন কিন্তু প্রায় একই রয়েছে। তুমিও দেখবে নাকি?"

"না, দেখব না," গ্যাঙ্গার্ট জানালেন, "আমি রোজই দেখি। রক্তের কোষ গণনার ফল, পঁচিশ। শ্বেত কণিকা, ৫৮০০। থিতানো·····ওটা আপনি নিজেই দেখে নিতে পারবেন··"

পাভেল হাত থেকে মাথা তুলে ফিসফিস করে ওলিম্পিয়াডাকে জিজ্ঞেস করল, "ঐ ইন্‌জেকশনগুলো · ওগুলো কি অত্যন্ত বেদনাদায়ক?"

ওদিকে কস্টোগলোটভ্‌ ও প্রশ্ন করল, "ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা, আমার আর কটা রশ্মি বিকিরণের বৈঠকে বসতে হবে?" "সেটা এই মুহূর্তে সঠিক ভাবে বলা যাবে না।"

"তবু, আনুমানিক ক'টা? আমি কবে নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে পারি?" "কি বললেন?" ডণ্ট্‌সোভা রোগের ইতিবৃত্ত থেকে মাথা তুললেন, "কি বললেন আপনি?"

"আপনারা কবে আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবেন?" কস্টোগলোটভ্‌ বলল। ও দুহাতে দু হাঁটু জড়িয়ে বসেছিল। রোগীসুলভ ভীরু ভাব একটুও নেই। ডণ্ট্‌সোভার চোখে আর প্রিয় ছাত্রের জন্য সপ্রশংস দৃষ্টি ছিল না। প্রিয় ছাত্রটি এখন এক অবাধ্য, ঝঞ্ঝাট বাধানো রোগীতে রূপান্তরিত।

"আমি সবে আপনার চিকিৎসা শুরু করতে চলেছি। কাল থেকে শুরু করব। এ পর্যন্ত আমরা কেবল চিকিৎসার লক্ষ্যবস্তু হাতড়িয়ে বেড়িয়েছি।"

কস্টোগলোটভ্ অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। "ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা, আমি আপনাকে একটা কথা বোঝাতে চাই। আমি বুঝি যে এখনো আমার রোগ পুরোপুরি সারেনি, কিন্তু পুরোপুরি সারা আমি চাই না।"

বিচিত্র রোগী বটে! প্রতিটি রোগী আগেরটির চেয়ে চমৎকার! ডণ্ট্‌সোভার কপাল ভ্রূকুটি কুটিল হ'ল। উনি সত্যিই রেগে গিয়েছিলেন। "আপনি কি বলছেন, কে জানে? আপনার মাথা ঠিক আছে ত'?"

"ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা," কস্টোগলোটভ্ কথা কাটাকাটি চাপা দেওয়ার জন্য এক হাত তুলল, "সমকালীন মানবের মানসিক প্রকৃতিস্থতা বা তার অভাব সম্পর্কে বাদানুবাদ, আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যাবে· আমাকে এই আনন্দপ্রদ শারীরিক অবস্থা ফিরিয়ে দেবার জন্য আমি সত্যি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি এই ফিরে পাওয়া জীবন কিছুটা কাজে লাগিয়ে উপভোগ করতে চাই। কিন্তু আর চিকিৎসা করিয়ে আমার কোন্ উপকার হবে· আমি তা জানি না।" কস্টোগলোটভের কথা শুনতে শুনতে ডাঃ ডণ্ট্‌সোভার নিচের ঠোঁট বিরক্তি আর অধৈর্যে বেরিয়ে পড়ছিল। গ্যাঙ্গার্টের কপালও বারবার কুঁচকিয়ে উঠছিল। উনি দুজনের মধ্যে মধ্যস্থতা এবং আপোষ করার আগ্রহে বারবার দুজনের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর ওলিম্‌পিয়াডা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বিদ্রোহী রোগীকে দেখছিলেন। কস্টোগলোটভ্ আবার বলল, "সত্যি বলতে কি সুদূর ভবিষ্যতে সুন্দর জীবন লাভের আশায় আমি বর্তমানে তার জন্য খুব বেশী মূল্যে চোকাতে নারাজ। আমি দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর অধিকতর নির্ভর করতে চাই···"

"আপনি এবং আপনার দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা মাত্র কিছু দিন আগে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এই হাসপাতালে, এসেছিলেন, মনে নেই?" তীব্র ধিক্কারসহ ডণ্ট্‌সোভা ওর বেড থেকে উঠে দাঁড়ালেন, "যে বিপজ্জনক খেলা খেলতে চাইছেন, তার কিচ্ছু বোঝার ক্ষমতাও আপনার নেই। আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না।"

পুরুষের মত এক হাত আস্ফালন করে ডণ্ট্‌সোভা কস্টোগলোটভ্‌কে বর্জন করে দিয়ে আজভ্‌কিনের কাছে চললেন। কস্টোগলোটভ্ কম্বলের নিচে হাঁটু উঁচু করে শুয়ে রইল। তখনো হার-না-মানা, অদম্য।

"ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা, আমি তবু আমার প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। রোগী হিসাবে আমার প্রসঙ্গে আপনার কৌতূহল, কেবল একটা পরীক্ষার কি ফল হয় অতুটুকু দেখাতেই সীমাবদ্ধ। আমি শান্তিতে বাঁচতে চাই। তা যদি মাত্র এক বছর হয়, তাই মন্দ কি। মোটামুটি এই আমার বক্তব্য।"

ডণ্ট্‌সোভা মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিলেন, "আপনাকে ডেকে পাঠানো হবে।" উনি আজভ্‌কিনকে দেখছিলেন। তখনো ওঁর মুখ বা স্বর থেকে বিরক্তির রেশ দূর হয়নি।

আজভ্‌কিন উঠে দাঁড়াল না। দুহাতে পেট ধরে বসে মাথা হেলিয়ে

ডাক্তারদের স্বাগত জানাল। ওর ঠোঁট দুটো যেন মুখ থেকে আলাদা, এবং দুটি ঠোঁটই পৃথক ভাবে কষ্টের কথা জানাতে চায়। চোখদুটোয় শুধুই মিনতি। যারা কথা শুনতে পায় না তাদের কাছে সাহায্যের মিনতি।

দু'হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে ডঃট্‌সোভা বললেন, "কেমন আছো, কোলিয়া ?"

"খা-রা-প," আজভ্‌কিন খুব ধীরে জবাব দিল। কথা বললে, শুধু ওর মুখ নড়ে। ও চেষ্টা করে যাতে বুক থেকে ন্যূনতম হাওয়া বেরোতে পারে। কারণ ফুসফুসে সামান্যতম ধাক্কা লাগলে তা নিম্নগামী হয়ে পাকস্থলী আর টিউমারে আঘাত করে।

ছ'মাস আগেও ত' ও যুব কমিউনিস্ট রবিবারীয় দলের নেতা হিসেবে কোদাল কাঁধে, গলা ছেড়ে গান করতে করতে অভিযান করত। আর এখন নিজের ব্যথার কথা বলতে ফিসফিসের বেশী গলা চড়াতে পারে না।

"শোনো, কোলিয়া, এসো আমরা দু'জনে মিলে তোমার সমস্যার কথা ভাবি," ডঃট্‌সোভা ওরই মত নরম সুরে বললেন, "হয়ত তুমি এ চিকিৎসার ফলে ক্লান্ত বোধ করছ। হয়ত হাসপাতালে বন্দী থাকাও আর ভাল লাগছে না। কি, ঠিক ত' ?" "হ্যাঁ, ঠিক · "

"তুমি ত' এ শহরেরই ছেলে। বাড়ীতে বিশ্রাম নিলে তোমার আরেকটু ভাল হতে পারে। তুমি তাই চাও ? তোমাকে এক-দেড় মাসের ছুটি দিতে পারি।" "তারপর···আপনারা কি আমাকে আবার নেবেন ?"

"অবশ্যই নেব। তুমি ত' আমাদেরই একজন হয়ে গিয়েছ, কোলিয়া। বাড়ীতে ছুটির মধ্যে ক'দিন ইন্‌জেকশন থেকে অব্যাহতি পাবে, বিশ্রামও হবে। তার বদলে আমি ওষুধ লিখে দেব। ডাক্তারখানা থেকে কিনে দিনে তিনবার খেও।"

"কোন্‌ ওষুধ, সিনেস্ট্রল ?" "হ্যাঁ।"

ডঃট্‌সোভা আর গ্যাঙ্গার্ট জানতেন না যে আজভ্‌কিন গত কয়েক মাস ধরে নার্স আর রাত ডিউটিতে আসা ডাক্তারদের কাছে বাড়তি ওষুধের জন্য পাগলের মত পীড়াপীড়ি করত। ওর নামে বরাদ্দ ওষুধ আর ইন্‌জেকশনের ওপর বাড়তি ঘুমের বড়ি, ব্যথার বড়ি, সম্ভাব্য সব রকমের গুঁড়ো ওষুধ এ হিসেবের অন্তর্গত। এই বাড়তি ওষুধের যোগান আজভ্‌কিন একটা ছোট্ট কাপড়ের থলেয় ঠেসে রেখে দিত সেই দিনের প্রস্তুতি হিসেবে, যেদিন ডাক্তাররা বাড়তি ওষুধ যোগান দেওয়া বন্ধ করবেন। "তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন, কোলিয়া···বাড়ীতে বিশ্রাম।"

ওয়ার্ডে নৈঃশব্দ ফিরে এসেছিল। হাত থেকে মাথা তুলে, পাভেল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ওর বক্তব্য সারা ঘরে ধ্বনিত হ'ল, "ডাক্তার, আমি আপনার কথায় রাজী আছি। আমি ইন্‌জেকশন নেব।"

ডাক্তারদের দুর্ভাবনা

মনের ঐ অবস্থাটাকে কি নাম দেওয়া যায়—হতাশা? নিম্নচাপ? বিষাদের আগমনে এক অদৃশ্য, কিন্তু ঘন আর ভারী কুয়াশা দেহ এবং হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে তার প্রাণকেন্দ্রটাকে অবরোধ করে। চতুর্দিকে ঐ কুয়াশায় আচ্ছন্ন আমরা ঐ অবরোধ অনুভব করি। কিন্তু কে যে আমাদের চেপে ধরেছে প্রথমে বুঝতে পারি না।

রাউন্ড শেষ করে ডণ্ট্সোভার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ডাঃ ভেরা গ্যাঙ্গার্টের‌ও ঐ ভাব হয়েছিল। কি যেন এক অস্থির, বিচলিত ভাব। ঐ পরিস্থিতিতে তার কারণ অনুসন্ধানসহ আত্মসমীক্ষা করে নিজের চারদিকে এক সুরক্ষা বলয় গড়ে তুলতে পারলে কিছু সুবিধে হয়। কিন্ত আত্মসমীক্ষা করার মত সময় হাতে ছিল না।

ব্যাপারটা এই ধরনের ঃ উনি 'মা'-এর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। রেডিওথেরাপি (রশ্মি চিকিৎসা) বিভাগের তিনজন সহকারী ডাক্তারই নিজেদের গণ্ডিতে ডাঃ লুডমিলা ডণ্ট্সোভাকে 'মা' বলেন। ঐ তিন সহকারীর বয়স তিরিশের কাছাকাছি, আর ডণ্ট্সোভার প্রায় পঞ্চাশ। অংশতঃ ওঁর বয়ঃপ্রবীণতা এবং যে বিশেষ উৎসাহ নিয়ে তাঁদের কাজ শেখান সেজন্য সহকারীরা ওঁকে মা বলেন। ঐকান্তিক আগ্রহসহ কাজ করা ওঁর নেশা। উনি চান ওঁর 'মেয়ে'দেরও কাজে নেশাগ্রস্তের মত ঐকান্তিকতা আসুক। উনি সেই ধরণের চিকিৎসকদের এক অবশিষ্ট প্রতিনিধি যারা রশ্মি দ্বারা রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসায় সমান পারদর্শী। কিছুকাল যাবৎ জ্ঞান এবং পারদর্শিতা বিভাজনের যে সাধারণ প্রবণতা এসেছে তা সত্ত্বেও উনি সহকারীদের দুটি বিষয়েই সমান পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা করেন।

ডণ্ট্সোভা কোন কিছু লুকিয়ে রাখেন না। সব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং পারদর্শিতাতেই মেয়েদের অংশীদার করেন। ভেরা গ্যাঙ্গার্টের মধ্যে কখনো 'মা'য়ের চেয়ে বেশি পারদর্শিতা দেখলে খুব খুশি হন। ভেরা ডাক্তারি পাশ করে বেরোনোর পর থেকে আট বছর হ'ল ওঁর কাছে কাজ করছেন। এবং যা কিছু যোগ্যতা ভেরা অর্জন করেছেন—ওঁর কাছে মিনতি জানানো রোগীদের নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা—তার প্রতিটি পরমাণু ডণ্ট্সোভার সাহচর্যের ফলে অর্জিত হয়েছে।

ভেরা গ্যাঙ্গার্টের দুর্ভাবনা পাভেল রুসানভ্ লোকটা মায়ের কাছে এক বিরক্তিকর আপদ হয়ে দাঁড়াবে। সত্যি কথা হ'ল, কেবল কোন যাদুকরই দেহে মাথা জোড়া লাগাতে পারে। সে মাথাটা কেটে নামাতে কোন এক মূর্খই যথেষ্ট।

তবু পাভেলের মত যদি একটি মাত্র রোগী থাকত। অন্তরে তিক্ততার

কারণ থাকলে সব রোগীই ওর মত আচরণ করতে পারে। খ্যাপা কুকুরকে চুপ করতে বললেই চুপ করে না। অথচ ধমকা-ধমকিতে জলে দাগ না পড়লেও, মনে হ'ল কর্ষণের মত গভীর খাত হয়। হল কর্ষণের খাত মাটি বা বালি দিয়ে বোজানো যায়। কিন্তু সমস্যা হ'ল কোনো মদমত্ত ব্যাধ যখন হুঙ্কার করে 'ডাক্তাররা নিপাত যাক,' 'ইঞ্জিনিয়াররা নিপাত যাক,' সে শিকারী হুঙ্কারের সঙ্গে চাবুকও মারে! [এটা স্ট্যালিনের 'ডাক্তারদের ষড়যন্ত্র' মামলা সম্পর্কিত মন্তব্য]

সাদা কোটধারীদের ঘিরে এক সময় সন্দেহের যে কালো বিষ বাষ্প উঠেছিল তার ছিটে-ফোঁটা এখানে-ওখানে রয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি এম. জি. বি'র [রুশ আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সংস্থা, অধুনা কে জি. বি নামে অভিহিত] এক ড্রাইভার পাকস্থলির টিউমার নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ওর শল্য চিকিৎসা প্রয়োজন। ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট রাত-ডিউটিতে ছিলেন। উনি সন্ধ্যের রাউণ্ড দেওয়ার সময় রোগী জানাল সে যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারছে না। গ্যাঙ্গার্ট 'ব্রোমিউরাল' ওষুধ দিতে লিখলেন। নার্স জানাল শুধু ছোট ডোজ-এর (মাত্রা) ওষুধ মজুত আছে। গ্যাঙ্গার্ট তাই বললেন, দুটো ছোট ডোজের পাউডার একত্র করে এক ডোজ্ করে রোগীকে দাও। রোগী ওষুধ নিল বটে কিন্তু তখন তার অদ্ভুত চাউনি গ্যাঙ্গার্টের চোখে পড়ল না। এবং ওকথা কেউ জানতেও পারত না যদি ঐ রোগীর সন্নিহিত ফ্ল্যাটের বাসিন্দা একজন পরীক্ষাগার সহায়িকা ওয়ার্ডে রোগীর সঙ্গে দেখা করতে না আসত। মেয়েটি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে গ্যাঙ্গার্টকে জানাল, রোগী ওষুধ খায়নি। কারণ, এক সঙ্গে দুটো ডোজ্ দেওয়া হয়েছে কেন? রোগী সারা রাত জেগে থেকেছে, আর ঐ মেয়েটি দেখা করতে গেলে বলেছে, "ঐ ডাক্তারের পদবী 'গ্যাঙ্গার্ট' নয়? উনি কি ধরনের মানুষ? উনি আমাকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিলেন। ওঁর সম্পর্কে বিশেষ খোঁজ-খবর করতে হবে।"

গ্যাঙ্গার্ট ঐ বিশেষ খোঁজ-খবরের জন্য ডাকের অপেক্ষা করে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছেন। তার মধ্যে নিষ্ঠা, পারদর্শিতা, পুঙ্খানুপুঙ্খতা, এমন কি অনুপ্রেরণা সহ রোগ নির্ণয়, ওষুধের মাত্রা নিরূপণ করেছেন। ক্যানসারের বিষাক্ত গণ্ডীর মধ্যেও ওঁর নিজের সম্পর্কে রোগীদের ধারণার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে স্নেহ দৃষ্টি আর হাসি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে করতে সর্বদাই ত্রস্ত থেকেছেন, এই বুঝি কোন রোগী বলল, "আপনি কি বিষ খাইয়ে খুন করেন?"

আর যে কারণে আজকের রাউণ্ড বিশেষ অসুবিধাজনক মনে হয়েছে তা হ'ল কস্টোগলোটভ্। কোন এক অজানা কারণে গ্যাঙ্গার্টের ওর ওপর মায়া পড়েছিল। ও বেশ ভালই সেরে উঠছিল। আর ওই কিনা 'মা-কে এমন সন্দেহদুষ্ট প্রশ্ন করল যেন ওর ওপর কোন ক্ষতিকর পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

ডণ্ট্সোভাও অত্যন্ত ভগ্ন মনে রাউণ্ড শেষ করলেন। কুখ্যাত ঝামেলা বাধানোওয়ালী পলিনা জাভ্দাচিকোভা-কে জড়িয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাটা মনে

পড়ল। রোগী পলিনা নন, তাঁর পুত্র। ছেলের সেবা করার জন্য পলিনা হাসপাতালে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন। আভ্যন্তরীণ অপারেশন করে ওঁর ছেলের টিউমার তুলে ফেলা হয়েছিল। টিউমারের একটা টুকরো পাওয়ার জন্য পলিনা বারান্দায় ডাক্তারদের ধরলেন। লেভ্ লিওনিডোভিচ্ আপত্তি না করলে, তিনি পেয়েও যেতেন। ওঁর মতলব ছিল টুকরোটা আর কোন চিকিৎসালয়ে নিয়ে গিয়ে জানবেন, রোগনির্ণয় সঠিক হয়েছে কিনা। ডণ্টসোভা ভুল প্রমাণিত হলে, আদালতে টেনে নিয়ে যেতেন কিংবা ক্ষতিপূরণ দাবি করতেন।

হাসপাতালের প্রতিটি কর্মী আরো অনেক এ ধরণের ঘটনার কথা জানে।

রাউণ্ড শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চললেন।

ক্যানসার ওয়ার্ডে ঘরের এত অভাব যে এ ধরণের কাজের জন্য রশ্মি-চিকিৎসকরা কোন ঘর পাননি। গামা রশ্মি কেন্দ্রে ওঁদের কাজের উপযোগী ঘর নেই। ১২০,০০০ থেকে ২০০,০০০ ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন দূর-বিকিরণ এক্স-রে কেন্দ্রেও জায়গা নেই। এক্স-রে দ্বারা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে জায়গা ছিল। কিন্তু সে ঘরটা সব সময় অন্ধকার। ওঁরা তাই নিকট-বিকিরণ এক্স-রে কেন্দ্রের ঘরের একটা টেবিলে নিজেদের কাজ সারতেন। ঐ টেবিলেই তাঁরা দৈনন্দিন সমস্যাদি আলোচনা করতেন এবং রোগীদের ইতিবৃত্ত লিখতেন। যেন ঐ ভ্যাপসা, এক্স-রে'র বিরক্তিকর গন্ধওলা ঘরে বছরের পর বছর কাজ করাই যথেষ্ট নয়, লেখা-লিখিও ঐ ঘরেই করতে হ'ত।

ডাঃ ডণ্টসোভা আর ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট দেরাজবিহীন, অমসৃণ বড় টেবিলটায় পাশাপাশি বসলেন। গ্যাঙ্গার্ট হাসপাতালের আবাসিক রোগীদের কার্ডগুলো দুভাগে সাজালেন। প্রথম ভাগ সেই রোগীদের, যাদের সম্পর্কে উনি একাই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। দ্বিতীয় ভাগের রোগীদের জন্য ডণ্টসোভার পরামর্শ প্রয়োজন। ডণ্টসোভা বিষণ্ণ মুখে টেবিলে পেনসিল ঠুকছিলেন। ওঁর নিচের ঠোঁট ঈষৎ বেরিয়ে এসেছিল।

গ্যাঙ্গার্ট সহানুভূতিভরা চোখে ডণ্টসোভাকে দেখলেন। কিন্তু পাভেল, না কস্টোগলোটভ্, না ডাক্তারদের সাধারণ দুর্ভাগ্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু করবেন, ভেবে পেলেন না। হাসপাতালের সবাই যা জানে তার পুনরাবৃত্তি করে কি হবে। অনেক সাবধানে বিষয় এবং শব্দ চয়ন ক'রে কথা শুরু করতে হবে। নইলে বেচারীকে সান্ত্বনার জায়গায় আঘাত দেওয়া হবে।

ডণ্টসোভাই কথা আরম্ভ করলেন, "আমরা কত ক্ষমতাহীন দেখেছ?... অত্যন্ত বিরক্তি লাগে।" উনি আবার পেনসিল ঠুকতে লাগলেন। "এখনকার কোন রোগীর ব্যাপারে আমরা একটুও ভুল করিনি, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। একজনের রোগ নির্ণয়ে একটু ভুল হয়েছিল বটে, কিন্তু চিকিৎসা নির্ভুল হয়েছে। যে ডোজ্ দেওয়া হয়েছে, তার কম দিলে কিছুতেই চলত না।"

উনি আসলে সিব্‌গাটভের কথা ভাবছিলেন। কয়েকটি এমন জটিল রোগী

আসে যেক্ষেত্রে তিনগুণ উদ্ভাবনী শক্তি ব্যয় করেও রোগীকে বাঁচানো যায় না। সিবগাটভ্‌কে যখন প্রথম স্ট্রেচার করে নিয়ে এসেছিল এক্স-রেতে দেখা গিয়েছিল ওর ত্রিকাস্থির প্রায় পুরোটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এক অধ্যাপকের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে রোগীর ত্রিকাস্থির সংযোজক অস্থির হানিকর টিউমার হয়েছে। ঐ সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। পরে জানা গিয়েছিল যে ঐ রোগীর সমস্যার মূলে আছে এক বৃহৎ-কোষী টিউমার যার ফলে অস্থিতে অর্দ্ধ-তরল রসের সঞ্চার ঘটে এবং ঐ রস পরে জেলির মত কোষ-সমষ্টির রূপ ধারণ করে। সে যাহোক, উভয় ক্ষেত্রেই একটি মাত্র চিকিৎসা চলে।

ত্রিকাস্থিকে কেটে বাদ দেওয়া চলে না, কারণ ত্রিকাস্থি শারীরিক ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু। একমাত্র চিকিৎসা হ'ল অবিলম্বে বড় মাত্রায় এক্স-রে বিকিরণ। ছোট মাত্রায় উপকার হত না। সিব্‌গাটভ্‌ তাতে আরোগ্যের পথে এগোলো। ত্রিকাস্থি দৃঢ় হ'ল। কিন্তু সিব্‌গাটভ্‌ সাময়িক আরোগ্যের মুখ দেখলেও ওকে যে মাত্রার বিকিরণ দিতে হয়েছিল তা কোন ঘোড়ার পক্ষেও বড় মাত্রা গণ্য হ'ত। ফলে সন্নিহিত কোষ-সমষ্টি অতি সচেতন হয়ে নতুন নতুন ক্ষতিকর টিউমার উৎপাদনের উপক্রম করল। সম্প্রতি ওর রক্ত আর কোষ-সমষ্টি রশ্মি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিল না। ওদিকে নতুন নতুন টিউমার গজাচ্ছিল, যাদের কিছু দিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলেও পরাস্ত করা অসম্ভব।

কোন চিকিৎসাই যেখানে কার্যকর হয় না, এক শোচনীয় হতাশা ডাক্তারদের ঘিরে ধরে। সভ্য, নম্র তাতার যুবক সিব্‌গাটভ্‌, যে সামান্যতম সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যগ্র, তার জন্য যা করা যাবে তা তার রোগ-ভোগ প্রলম্বিত করা।

এই সকালে নিজামুদ্দিন বহরামোভিচ্‌ এক বিশেষ কারণে ডণ্ট্‌সোভাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—প্রতি বেডে নতুন রোগী ভর্তির সংখ্যা বাড়াতে হবে। যে রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা নেই তাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতীক্ষালয়ে হাসপাতালে ভর্তির আবেদনকারীদের লম্বা লাইন লেগে থাকে। অনেক সময় একাধিক দিন লাইন দিতে হয়। তার ওপর প্রাদেশিক হাসপাতাল থেকে রোগীদের এখানে পাঠানোর অনুরোধ আছে। ডণ্ট্‌সোভা নীতিগতভাবে নিজামুদ্দিনের সঙ্গে একমত। আর সরাসরি ঐ শ্রেণীভুক্ত হওয়ার মত রোগী সিবগাটভ্‌ ছাড়া কে আছে। অথচ ওকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া ডণ্ট্‌সোভার পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ একটি ত্রিকাস্থির জন্য অতি দীর্ঘ এবং শ্রান্তিকর সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই মুহূর্তে নিজামুদ্দিনের ঐ দাবী মেনে নিয়ে, সে দাবী যত সরল এবং যুক্তিযুক্ত হোক না কেন, চিকিৎসার বাকী অংশটুকু পূরণ না করে পারা যায় না—বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে অতি ক্ষীণ হলেও আশা আছে যে ডাক্তার নয়, মৃত্যুই, শেষ ভুলটা করবে। সিব্‌গাটভের জন্য ডণ্ট্‌সোভার বিজ্ঞান প্রীতি এক নতুন খাতে বইতে শুরু করেছে। উনি সম্প্রতি যে অস্থি রোগ চর্চায় ডুবে থাকেন তা শুধু সিব্‌গাটভ্‌কে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে।

হয়ত সিব্‌গাটভেরই মত জোরালো দাবী নিয়ে আরো অন্য রোগীরা ও'র হা-পিত্যেশ করে আছে। তবু ও'র পক্ষে সিব্‌গাটভ্‌কে অবহেলা করা সম্ভব নয়। সিব্‌গাটভ্‌কে রক্ষা করার জন্য তিনি বড় ডাক্তারের সঙ্গে সব রকম চাতুরির আশ্রয় নিতেও প্রস্তুত।

নিজামুদ্দিন এও দাবী করেছিলেন যে, যাদের নিরাময়ের আশা নেই তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হোক। মৃত্যু যথাসম্ভব হাসপাতালে না ঘটাই শ্রেয়। তাতে প্রতি বেডে নতুন রোগী ভর্তির সংখ্যা বেড়ে যাবে। ওতে হাসপাতালে আবাসিক রোগীদের বিষণ্ণতা ত' কমবেই, পরিসংখ্যানেও উন্নতি সাধিত হবে। কারণ হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া রোগীরা 'মৃত' হিসাবে তালিকাভুক্ত হবে না, 'অবস্থার অবনতির দরুণ ছাড়ানো' হিসাবে নথিভুক্ত হবে।

শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত আজভ্‌কিনকে আজ ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা। কয়েক মাস ব্যাপী ওর রোগের ইতিবৃত্ত একগাদা খসখসে, বাদামী কাগজ একসঙ্গে এঁটে একটা বইয়ের আকার নিয়েছে। বেগুনী-নীল কালিতে রেখা আর সংখ্যা লিখতে গেলে ঐ কাগজগুলোয় রয়ে যাওয়া ছোট ছোট সাদাটে কাঠের কুচিতে কলম আটকিয়ে যায়। ঐ কাগজগুলোর অন্তরালে ডাক্তাররা এক শহুরে ছেলেকে দেখতে পান যে ব্যথায় ঘামতে ঘামতে কুঁকড়িয়ে বসে থাকে। ইতিবৃত্তে লেখা সংখ্যাগুলো যত শান্ত এবং নিচু গলায় পড়া যাক না কেন তা যেকোন সামরিক আদালতের বজ্র-নির্ঘোষের চেয়ে অকাট্য, এবং সে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলে না। এ পর্যন্ত ওকে ২৬,০০ র‍্যাড্‌ রশ্মি, পঞ্চাশটি সিনেস্ট্রল ইন্‌জেকশন এবং পাঁচবার রক্ত দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ওর রক্তে শ্বেত কণিকা রয়েছে মাত্র ৩,৪০০, আর লোহিত কণিকা ‥ওর শারীরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে মূল ব্যাধি থেকে উপজাত উপ-সর্গগুলি ট্যাঙ্ক আক্রমণের মত ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। উপসর্গগুলি ফুসফুসের দেওয়ালে কাঠিন্য এনেছে এবং ফুসফুসে দেখা দিয়েছে ; তাছাড়া, কণ্ঠমূল এবং বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অক্ষকাস্থির অস্থিসন্ধিগত আবগুলি ফুলিয়ে দিয়েছে। শরীরের প্রাণ ধারণ ব্যবস্থা তাদের অগ্রগতি রোধে অক্ষম।

ডাক্তাররা তখনো রোগীদের কার্ড দেখেছিলেন। কিছু কার্ড বেছে এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। সেগুলিতে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করছিলেন। এক্স-রে পরীক্ষাগারের নার্স বহির্বিভাগের রোগীদের সেবা করছিল। নার্সটি তখন কেবল নীল পোষাক পরা একটি চার বছরের মেয়ের সেবা শেষ করেছে। মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে এসেছিল। সংবহন নালিকা সংক্রান্ত রোগে ওর মুখে লাল-লাল ফোলা দেখা দিয়েছে। ফোলাগুলো এখনো ছোট-ছোট এবং ক্ষতিকর নয়। ক্ষতিকর চরিত্রে রূপান্তরিত হওয়া রোধ করতে ওগুলির আশু রশ্মি চিকিৎসা প্রয়োজন। ছোট্ট মেয়েটির তাতে এতটুকু আপত্তি নেই। শিশুটির পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে ওর পাপড়ির মত ঠোঁটে মৃত্যুদূত মুখোশে মুখ ঢেকে অপেক্ষমান। এটা ওর হাসপাতালে প্রথম আগমন নয়, তাই ভীতি চলে গিয়েছে। চার পাশের ঝকঝকে দুনিয়ায় মশগুল শিশুটি পাখীর মত কিচির-মিচির করতে

করতে হাত বাড়িয়ে রশ্মি বিকিরণ যন্ত্রের নিকেল-করা অংশগুলি ধরছে। ওর বিকিরণ গ্রহণ বৈঠকের দৈর্ঘ্য মাত্র তিন মিনিট। ঐটুকু সময়ও ও ওর মুখের দুষ্ট স্থানগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কেন্দ্রিত সরু নলের নিচে স্থির হয়ে থাকবে না। ও অনবরত অস্থিরপনা করে মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল। এক্স-রে যন্ত্রের কারিগর ঘাবড়িয়ে গিয়ে বারবার বিকিরণ বন্ধ করে দিচ্ছিল। শেষে মা একটা খেলনা দিতে, আর আরো খেলনার প্রতিশ্রুতি দিতে ও স্থির হ'ল।

শিশুটির পর এক বিষণ্ণ বদন বৃদ্ধা এলেন, এবং নিজের জামা আর স্কার্ফ খুলে দেখাতেই এক যুগ লাগিয়ে দিলেন। তার পর এল ধূসর পোষাক পরা এক আবাসিক রোগিণী। তার পায়ের তলায় ছোট আকারের রঙীন, বর্তুলাকার টিউমার। নিজের জুতোর পেরেক ফুটে ঐ টিউমারের উৎপত্তি। রোগিণী সহর্ষে নার্সকে রোগের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করছিল, অথচ বেচারী সম্পূর্ণ অনবহিত যে অনধিক এক সেণ্টিমিটার প্রস্থ ঐ গোলকটিই ক্ষতিকারক টিউমারদের রাণী মেলানোব্লাস্টোমা। ডাক্তাররা চান বা না চান, এ ধরনের রোগীদের সেবা করতেই হয়। ওঁরা রোগিণীকে দেখে নার্সকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। এতক্ষণে ডাঃ গ্যাঙ্গার্টের পাভেলকে এমবিকুইন ইন্‌জেকশন দেওয়ার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেল। গ্যাঙ্গার্ট শেষ কার্ডটি বের করে ডণ্টসোভার সামনে রাখলেন। গ্যাঙ্গার্ট ইচ্ছে করেই কার্ডটি এ পর্যন্ত ডণ্ট্‌সোভার সামনে রাখেননি। কারণ কার্ডটি কস্টোগলোটভের। উনি বললেন, "হাসপাতালে আসার আগে এর চিকিৎসা অত্যন্ত বিশ্রীভাবে অবহেলিত হয়েছে। কিন্তু এখানকার চিকিৎসায় চমৎকার সাড়া দিতে শুরু করেছিল। মুশকিল হ'ল, লোকটা অত্যন্ত জেদী। হয়ত সত্যিই শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা করাবে না।"

"ও সে চেষ্টা করে দেখুক না, "ডণ্ট্‌সোভা টেবিলে চাপড়ালেন। "কস্টোগ্-লোটভ্ আর আজভ্‌কিনের রোগের মধ্যে মিল আছে। তফাৎ শুধু কস্টোগ-লোটভের চিকিৎসায় কাজ হচ্ছে। ও কোন্ সাহসে আপত্তি করছে?"

"ও আপনার মুখের ওপর জেদ বজায় রাখার সাহস করবে না," গ্যাঙ্গার্ট বললেন, "কিন্তু আমি ওকে বশ করতে পারব, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি না। ওকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলব?" হাতের নখে আটকিয়ে যাওয়া কাগজের কুচি বের করার জন্য একটু থেমে, গ্যাঙ্গার্ট যোগ করলেন, "সম্প্রতি আমাদের সম্পর্ক একটু অসুবিধাজনক ··ওকে কর্তৃত্বের সুরে কিছু বলতে পারি না—কেন তা বলতে পারব না।"

ওদের সম্পর্ক অসুবিধাজনক, প্রথম দেখা হওয়ার সময় থেকেই।

* * * * *

জানুয়ারী মাসের মেঘাচ্ছন্ন রাত। বৃষ্টির বিরাম নেই। ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট তখন সবে ডিউটি শুরু করেছেন। প্রায় ন'টায় একতলার হৃষ্টপুষ্ট, স্বাস্থ্যবতী পরিচারিকা এসে অভিযোগ জানাল, "একটি রোগী বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়েছে। আমি একা ওর সঙ্গে পেরে উঠছি না। এক্ষুণি কিছু না করলে সবাই মিলে

আমাদের ঝামেলায় ফেলবে।"

ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট একতলায় গিয়ে দেখলেন সিঁড়ির পাশে মেট্রনের অন্ধকার, ছোট্ট কামরার বন্ধ দরজার সামনে একটা লোক শুয়ে আছে। রোগা হিড়হিড়ে লোকটার পায়ে উঁচু বুট, গায়ে রঙ ওঠা ফৌজী গ্রেটকোট, মাথায় কান ঢাকা ফারের টুপি। টুপিটা আয়তনে অত্যন্ত ছোট, তবু টেনেটুনে পরেছে। মাথার তলায় পশমের মোটা, খসখসে থলে। স্পষ্টতঃ ঘুমোনোর জোগাড় করছে। সুডৌল পায়ে উঁচু বুটপরা (গ্যাঙ্গার্ট কখনো অযত্নে সাজগোজ করতেন না)। গ্যাঙ্গার্ট ওর সামনে গিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন। ওকে লজ্জিত করার চেষ্টা। গ্যাঙ্গার্টকে দেখেও ওর ভাবের কোনও পরিবর্তন হল না। লোকটা এক ইঞ্চিও নড়ল ত' নাই, সত্যি বলতে কি চোখও বুজল না।

"আপনি কে?" গ্যাঙ্গার্ট প্রশ্ন করলেন। "এক মানব সন্তান," লোকটা শান্ত অবিচলিত জবাব দিল।

"আপনার এখানে ভর্তি হওয়ার কার্ড আছে?" "হ্যাঁ, আছে।"

"আপনি কবে কার্ড পেয়েছেন?" "আজ।"

লোকটির কাছাকাছি মেঝের দাগ দেখে বোঝা গেল ওর কোট ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। বুট আর মাথার নিচে রাখা থলেও।

"আপনি এখানে শুতে পারবেন না। নিয়ম নেই। তাছাড়া, দেখতেও বিশ্রী।" "যথেষ্ট সুশ্রী," লোকটি অস্ফুট জবাব দিল, "এটা আমার দেশ। আমি অত কুণ্ঠিত হ'ব কেন?"

গ্যাঙ্গার্ট ঘাবড়িয়ে গেলেন। ওর সঙ্গে চেঁচামেচি বা ধমকাধমকি করা ওঁর কাজ নয়। আর, ও যে ধমক দিলেই উঠে চলে যাবে তা মনে হ'ল না।

গ্যাঙ্গার্ট একবার প্রতীক্ষালয়ের দিকে তাকালেন। দিনে ওখানে রোগী আর লোকজনের ভীড় লেগে থাকে। ওখানে তিনটে হেলান দেওয়ার উপযোগী বেঞ্চি থাকে। রোগীদের আত্মীয়-স্বজন তাতে বসেন। রাতে হাসপাতালের চিকিৎসালয়ে চাবি লাগানোর পর যে দূরাগত ব্যক্তিদের কাছাকাছি থাকার জায়গা নেই তাদের ঐ বেঞ্চিতে রাত কাটাতে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ মুহূর্তে প্রতীক্ষালয়ে মাত্র দুটো বেঞ্চি ছিল। তার একটায় এক বৃদ্ধা শুয়ে, অপরটায় রঙীন স্কার্ফ জড়ানো এক উজবেক তরুণী ছেলেকে শুইয়ে তার পাশে বসেছিল। লোকটিকে প্রতীক্ষালয়ের মেঝেয় রাত কাটানোর অনুমতি দেওয়া যেত, কিন্তু মেঝেটা মানুষের জুতোর কাদায় ভরে আছে। আর কাঁচের দরজার এধারে সবকিছু নির্বীজন করা হয়ে গিয়েছে; এদিকে আসতে হলে হাসপাতালের পোষাক আবশ্যক।

ভেরা গ্যাঙ্গার্ট আরেকবার উদভ্রান্তের মত দেখতে রোগীটার দিকে তাকালেন। ওর তীক্ষ্ন, শীর্ণ মুখে মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করার ভাব সুস্পষ্ট। "এ শহরে আপনার কোন থাকার জায়গা নেই?" "না।"

"আপনি হোটেলগুলোয় দেখেছেন?" "হ্যা, দেখেছি," লোকটি যেন

কৈফিয়ৎ দিতে দিতে বেজার।

"এ শহরে পাঁচটা হোটেল আছে—" "তারা আমার কথা কানেই নেয়নি।" লোকটি চোখ বুজল। অর্থাৎ, ও আর কথা বলতে চায় না।

গ্যাঙ্গার্ট ভাবলেন তবু যদি লোকটা একটু আগে আসত, তাহলে হয়ত কিছু ব্যবস্থা করা যেত। উনি বললেন, "আমাদের কয়েকজন নার্স রোগীদের রাতে তাদের বাড়ীতে থাকতে দেয়। বেশী পয়সাও নেয় না।"

চোখ বুজে পড়ে থাকা লোকটা কোন জবাব দিল না। "এ বলছে, এর নাকি একটা গোটা সপ্তাহ এই মেঝেয় শুয়ে থাকতে আপত্তি নেই," পরিচারিকা ফোড়ন কাটল, "বলুন ত', এভাবে লোকজনের পথ আটকিয়ে শুয়ে থাকা! বলছে, যতক্ষণ আমাকে বেড না দিচ্ছে এখানেই শুয়ে থাকব - ন্যাকামি! ওঠো, বাপু, ন্যাকামি ছাড়ো। এ ঘরের মেঝেও নির্বীজন করা হয়েছে।"

"এখানে দুটো বেঞ্চি কেন? তিনটে ছিল না?" গ্যাঙ্গার্ট বিস্ময় প্রকাশ করলেন। "ঐযে, ঐ খানে সরিয়ে রেখেছে," পরিচারিকা কাঁচের দরজার ওপারে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

পরিচারিকার কথাই ঠিক। একটা বেঞ্চি রশ্মি বিকিরণ যন্ত্রের ঘরের সামনের বারান্দায় পাতা হয়েছিল। দিনের বেলায় বহির্বিভাগের রোগীরা তাতে রশ্মি নেওয়ার অপেক্ষায় বসে। গ্যাঙ্গার্ট পরিচারিকাকে বারান্দার দরজা খুলে দিতে বলে লোকটিকে বললেন, "আপনাকে এর চেয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে যাব। উঠুন।"

লোকটি তাকাল, প্রথমে সন্দেহ দৃষ্টি। তারপর ব্যথায় কোঁকাতে কোঁকাতে ধীরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। প্রতিটি অঙ্গক্ষেপ, দেহের প্রতিটি বাঁকের জন্য ওর রীতিমত চেষ্টা করতে হচ্ছিল। ও উঠে দাঁড়ালেও থলেটা মেঝেয় পড়ে রইল। থলেটা তোলার জন্য আবার নুয়ে দাঁড়ানো ওর পক্ষে দারুণ কষ্টকর।

গ্যাঙ্গার্ট অনায়াসে নুয়ে পরিষ্কার আঙুল দিয়ে নোংরা, ভিজে সপ্‌সপে থলেটা তুলে ওকে দিলেন। "ধন্যবাদ," লোকটা কোনমতে হাসল, "আমার বরাত তাহলে সত্যিই খুলছে দেখছি···"

ও যেখানে শুয়েছিল সেখানে একটা আঁকাবাঁকা ভিজে ছাপ লেগে। "আপনি কি খুব বৃষ্টি ভিজেছেন?" গ্যাঙ্গার্ট সহানুভূতিসহ বললেন। "কোট খুলে ফেলুন। বারান্দায় যথেষ্ট গরম আছে। আপনার জ্বর হয়েছে?"

লোকটির কপাল আঁট, কালো টুপিতে পুরো ঢাকা। গ্যাঙ্গার্ট ওর গালে হাত দিতেই বুঝলেন, জ্বর আছে। "কোনো ওষুধ খেয়েছেন?"

লোকটি তাকাল। এবারের চাউনিতে পুরোপুরি বিরক্তি ছিল না। "এ্যানালজিন খেয়েছি।"

"আরো এ্যানালজিন আছে?" "উঁহু।"

"আপনাকে ঘুমের বড়ি এনে দেব?" "দিলে বাধিত হব।"

"ও, হ্যাঁ," গ্যাঙ্গার্টের হঠাৎ মনে পড়ল, "আপনার ভর্তির কার্ড দেখি।"

লোকটির ঠোঁট নড়ল। ব্যথায় না হাসিতে বোঝা গেল না! "কার্ড না

থাকলে ত' আমাকে বৃষ্টির মধ্যে বের করে দেবেন, তাই নয় ?" ও গ্রেটকোটের ওপর দিকের হুক খুলল। তার নিচে ফৌজী জামার পকেট থেকে কার্ড বের করে আনল। গ্যাঙ্গার্ট কার্ডটা দেখলেন। ঐ দিন সকালে হাসপাতালের বহির্বিভাগ থেকে ওকে ঐ কার্ড দেওয়া হয়েছে। লোকটি রশ্মি চিকিৎসা বিভাগের রোগী। সুতরাং তাঁর রোগী। উনি কার্ড নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হলেন। "আমি ঘুমের বড়ি নিয়ে আসতে চললাম। আপনি এখানে শুয়ে বিশ্রাম করুন।"

"এক মিনিট, একটু দাঁড়ান," লোকটি হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল, "আমাকে কার্ডটা ফেরৎ দিন। ওসব চালাকি আমার জানা আছে।"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না ?" আহত গ্যাঙ্গার্ট ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন। "আপনার কিসের ভয় ?"

লোকটি সন্দেহ দৃষ্টিতে চেয়ে বেজার গলায় বলল, "আপনাকে কেন বিশ্বাস করব ? আপনার কি আমার সঙ্গে একই পাত্র থেকে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়েছে ···" [রণাঙ্গনে সৈনিকেরা তাই করতে বাধ্য হয়] লোকটি কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার গিয়ে শুয়ে পড়ল।

গ্যাঙ্গার্ট হঠাৎ ওর ওপর বিরক্ত হলেন। নিজে না এসে, একজন পরিচারিকার মাধ্যমে ভর্তির কার্ড আর ঘুমের বড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কার্ডের মাথায় 'জরুরী' লিখে তার নিচে লাইন টেনে দিলেন।

আবার যখন ওকে দেখতে এলেন তখন বেশ রাত হয়েছে। লোকটি ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুমানোর জন্য বেঞ্চিটা বেশ ভালই। ভেতর দিকে ঢালু হয়ে হেলান দেওয়ার জায়গার সন্ধিস্থলে আরামপ্রদ ফাঁদল হয়ে গিয়েছে। ফলে, পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। ও গ্রেটকোট খুলে কাঁধে চাপা দিয়েছে, পায়েরও এক দিক চাপা পড়েছে। বুট পা থেকে খুলে বেঞ্চির প্রান্তে ঝুলছে। বুটের কোথাও আস্ত নেই। লাল আর নীল চামড়ার অজস্র তালি লাগানো। বুটের মাথায় ধাতুর টুপি লাগানো। গোড়ালিতে ঘোড়ার খুর ঠোকা।

পরদিন সকালে গ্যাঙ্গার্ট মেট্রনকে ওর কথা জানালেন। মেট্রন দোতলায় সিঁড়ির বাঁকে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

* * * * *

সেই প্রথম দিনের পর কস্টোগলোটভ্ আর কখনো রূঢ় ব্যবহার করেনি। গ্যাঙ্গার্টের সঙ্গে কথা বলতে হলে নম্রভাবে বলত, আচরণে ছিল ভদ্র এবং সভ্য। দেখা হলে, ওই প্রথম সুপ্রভাত জানাত, এমন কি অনাবিল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করত। কিন্তু গ্যাঙ্গার্টের মনে ভয় লেগে থাকত, ও হয়ত অদ্ভুত কিছু করে বসবে।

আর ঘটলও ঠিক তাই। ওর রক্তের শ্রেণী জানার উদ্দেশ্যে একটা পরীক্ষার জন্য পরশু দিন গ্যাঙ্গার্ট ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। উনি একটা শূন্য সিরিঞ্জের সাহায্যে ওর রক্ত নেওয়ার উদ্যোগ করতেই কস্টোগলোটভ্ জামার

আস্তিন নামিয়ে দিয়ে দৃঢ়তা-সহ বলল, "আমি দুঃখিত, ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট। আপনার আমার রক্তের নমুনা ছাড়াই কাজ চালাতে হবে।" "কেন, আপনার কি অসুবিধে ঘটল?"

"ওরা ইতিমধ্যে আমার অনেক রক্ত চুষেছে। আমি আর দেব না। যে চায় সে দিক। যার রক্তের প্রাচুর্য আছে সে দিতে পারে।"

"আপনার লজ্জা হওয়া উচিত! আপনি পুরুষ মানুষ নন?" গ্যাঙ্গার্ট নারী সুলভ বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকালেন, যা পুরুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। "আমি মাত্র তিন সি.সি. রক্ত নেব।"

"তিন সি সি রক্ত! আপনি ঐ রক্ত কি করবেন?"

"আপনার রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করা হবে, এবং তা কোন্ শ্রেণীর সঙ্গে খাপ খায় বোঝা যাবে। আসল উদ্দেশ্য হ'ল, আমাদের ভাণ্ডারে উপযুক্ত শ্রেণীর রক্ত থাকলে তা আপনার শরীরে ঢোকানো হবে।"

"আমার শরীরে অপরের রক্ত! ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, পরের রক্তের আমার কি প্রয়োজন? আমি কারো এক বিন্দু রক্ত নেব না, কাউকে দেবও না। আমার রক্তের শ্রেণী বলছি। লিখে নিন। যখন রণাঙ্গনে ছিলাম তখন জেনেছি।"

গ্যাঙ্গার্ট যাই বলুন না কেন ও মত পাল্টাবে না। বরাবরই নিজের মতের স্বপক্ষে নতুন নতুন যুক্তি খাড়া করবে। ওর বদ্ধমূল ধারণা যে রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি কেবল সময় অপব্যয়।

অবশেষে গ্যাঙ্গার্ট রেগে বললেন, "আপনার জন্য এক বিশ্রী, হাস্যকর পরিস্থিতিতে পড়তে হবে দেখছি। আচ্ছা, এই প্রথমবার আপনি রাজী হন। আর বলব না, প্লিজ।"

ঐভাবে নিজের মান খোয়ানো গ্যাঙ্গার্টের পক্ষে অবশ্যই উচিত হয়নি। ওকে অত সাধার কি দরকার? কিন্তু কস্টোগলোটভ্ সঙ্গে সঙ্গে আস্তিন গুটিয়ে বাহু বাড়াল। 'বেশ। আপনার কথাই রাখলাম। আপনি তিন সি. সি. নিতে পারেন।"

গ্যাঙ্গার্টের সত্যিই অস্বস্তি লাগছিল। লোকটি কোন্ দিন আবার কোন্ কাণ্ড করবে, কে জানে? কস্টোগলোটভ্ বলল, "আপনাকে দেখে ত' জার্মান মনে হয় না। গ্যাঙ্গার্ট কি আপনার স্বামীর পদবী?" "হ্যাঁ" গ্যাঙ্গার্টের অজানিতে কথাটা মুখ থেকে বেরোল।

তা, গ্যাঙ্গার্ট ঐ কথা বললেন কেন? কারণ ঐ মুহূর্তে আর কিছু বলাও যে অসুবিধাজনক। কস্টোগলোটভ্ও আর প্রশ্ন করল না।

বাস্তবে কিন্তু ভেরা'র বাপ এবং ঠাকুর্দার পদবী গ্যাঙ্গার্ট। ওঁরা রুশ হয়ে যাওয়া জার্মান। কিন্তু ভেরা গ্যাঙ্গার্ট অত কথা বলতে পারলেন না। আর, "আমি বিবাহিতা নই···এখনো বিয়ে হয়নি"—এই বা বলবেন কি করে? সে প্রশ্নই ওঠে না।

কোন এক বিশ্লেষণের কাহিনী

ডাঃ ডন্ট্সোভা কস্টোগলোটভ্কে প্রথমে চিকিৎসার কামরায় নিয়ে গেলেন। একটি রোগিনী রশ্মি বিকিরণ গ্রহণ করে ঘর থেকে বেরোলো। চাল থেকে ঝুলন্ত ১,৮০,০০০ ভোল্ট-এর অতিকায় এক্স-রে নলটা সকাল আটটা থেকে থেকে অবিরাম কাজ করেছে। বাতাস চলাচলহীন ঘরটায় ঈষৎ অপ্রীতিকর এক্স-রে'র তাপ আর মিষ্টি গন্ধ লেগে ছিল।

ঐ তাপ (যদিও তাপই একমাত্র কথা নয়) ফুসফুসে অনুভূত হয় এবং ছ'টি বিকিরণ বৈঠকের পর রোগীদের তা ভাল লাগে না। ঐ তাপ প্রীতিকর কিনা ডন্ট্সোভা কখনো তা লক্ষ্য করেননি, এবং এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। কুড়ি বছর আগে যখন কাজ আরম্ভ করেছিলেন রশ্মি বিকিরণ যন্ত্রে তখন কোন সুরক্ষা বর্ম লাগানো থাকত না। একবার ত' উচ্চ বিদ্যুৎ প্রসারণ শক্তি সম্পন্ন তারে পা জড়িয়ে মরতে চলেছিলেন। রোজ নিষিদ্ধ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিকিরণের কামরায় বিকিরণের ছবি পরীক্ষা করেন। আধুনিকতম বর্ম এবং দস্তানা ব্যবহার করা সত্বেও অবশ্যই তাঁর দেহে সর্বাধিক গ্রহণক্ষম এবং মারাত্মক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ বিকিরণ প্রবেশ করে। শুধু কেউ গোণে না কতখানি বিকিরণ তাঁর দেহে গেল, এই যা তফাৎ।

ডন্টসোভার সেদিন খুব তাড়া ছিল। শুধু এজন্য নয় যে তিনি তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চান, বরং এজন্য যে বিকিরণের নির্ঘণ্টে এক মিনিটেরও দেরী করা চলে না। উনি কস্টোগলোটভ্কে এক্স-রে নলের নিচে শুয়ে পেট অনাবরিত করতে ইশারা করলেন। একটা শীতল, সুড়সুড়ি লাগানো বুরুশ দিয়ে ওর ত্বকে কয়েকটি রেখা, হয়ত কোন সংখ্যা, আঁকলেন। এর পর নার্সকে 'বৃত্তের এক-চতুর্থাংশ' ঃ পরিকল্পনা, এবং প্রতিটি এক-চতুর্থাংশে কিভাবে এক্স-রে নল প্রয়োগ করতে হবে, বুঝিয়ে দিলেন। কস্টোগলোটভ্কে উপুড় হতে ইঙ্গিত করলেন। ওর পেছন দিকেও বুরুশ দিয়ে কয়েকটা রেখা এঁকে, ওকে বললেন, "রশ্মি বিকিরণ বৈঠকের পর আমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

ডন্ট্সোভা ঘর থেকে বেরোনোর পর নার্স কস্টোগলোটভ্কে আবার চিৎ হতে বলল, আর প্রথম এক-চতুর্থাংশের চারপাশ সীসের চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর দেহের যে অংশগুলির সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ রশ্মি বিকিরণ গ্রহণ করার কথা নয়, সেগুলি সীসের আস্তর লাগানো ভারী রবারের তোয়ালেয় ঢেকে দিল। দেহের খাঁজের সঙ্গে খাপ খাওয়া, ভারী তোয়ালেগুলো আরামপ্রদ মনে হ'ল।

অতঃপর নার্সও বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। নার্স শুধু পুরু দেওয়ালে বসানো ছোট্ট একটা জানলা দিয়ে রোগীকে লক্ষ্য করতে পারবে। একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হ'ল। সহকারী বাতি জ্বলে উঠল। মূল এক্স-রে

নলও জবলে উঠতে লাগল।

রোগীর পেটের নিশানাঙ্কিত অংশ দিয়ে, দেহত্বকের পরত আর দেহের মালিক দেহের যে ক্ষুদ্র অঙ্গগুলির নামও জানেনা সেগুলি ভেদ করে, মণ্ডুকাকার টিউমারের তাল ভেদ করে, পাকস্থলি এবং নাড়ি-ভুঁড়ি ভেদ করে, শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্তধারা ভেদ করে, কোষ এবং লসিকা ভেদ করে, শিরদাঁড়া এবং অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন অস্থিগুলি ভেদ করে, আবার মাংসের পরত, ধমনী-শিরা-উপশিরা, নালিকা এবং পিঠের চামড়া ভেদ করে, অতঃপর নরম কোচের নিচে শক্ত কাঠের তক্তা ভেদ করে, চার সেণ্টিমিটার পুরু মেঝের আস্তর ভেদ করে একেবারে ইমারতের পাথরের ভিত পর্যন্ত অবিরাম বর্ষিত হতে থাকল সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত এক্স-রে রশ্মির নির্মম ধারা বা অগুণিত কম্পমান বৈদ্যুতিক ভেক্টর আর চুম্বকক্ষেত্র, অথবা কথঞ্চিৎ সহজবোধ্য ভাষায় যাকে বলা চলে একাধিক কামান থেকে নিক্ষিপ্ত অগুণতি গোলা, যারা তাদের যাত্রাপথের সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

আক্রান্ত কোষসমূহের ওপর অলক্ষিত, নিঃশব্দ, নির্মম এবং ভারী পরিমাণ রশ্মি-আঘাতের বারোটি বৈঠকের পর কস্টোগলোটভ্ খিদে, বাঁচার ইচ্ছে আর স্বাদ, এমন কি ফুর্তি ফিরে পেয়েছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৈঠকের পর, অস্তিত্ব বিপন্নকারী ব্যথা থেকে মুক্ত হয়ে, রশ্মি বিকিরণ কি করে দেহের অন্য অংশের ক্ষতিসাধন এড়িয়ে কেবল টিউমারকেই আক্রমণ করে, তা জানতে উৎসুক হয়েছিল। অন্ততঃ ঐ পদ্ধতির তাত্ত্বিক দিকটি না বুঝে, এবং তাতে আস্থাবান না হয়ে, ও নিঃশর্তভাবে নিজেকে ঐ চিকিৎসায় সমর্পিত করতে চাইছিল না।

ও যার থেকে রশ্মি চিকিৎসার তত্ত্ব জানতে চেষ্টা করেছিল তিনি ডাঃ ভেরা গ্যাঙ্গার্ট—সেই মিষ্টি ভদ্রমহিলা, যিনি সিঁড়ির কাছাকাছি জায়গাটায় প্রথম পরিচয়ের পর ওর সব সাবধানতা আর ভুল ধারণা এমন ভেঙে দিয়েছিলেন যে ও সিদ্ধান্ত করেছিল, অগ্নি নির্বাপক সংস্থা বা ফৌজ ওকে টেনে নিয়ে যেতে এলে ও সহজে হাসপাতাল ছেড়ে যাবে না। ডাঃ গ্যাঙ্গার্টকে আশ্বস্ত করতে, ও বলেছিল, "আপনি অকারণ ভয় না করে আমাকে তত্ত্বটা বোঝান। আমার আচরণ এক বুদ্ধিমান সৈনিকের মত। যুদ্ধে নামার আগে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ভাল করে চিনে নিতে চাই। অপর কোষ সমূহের ক্ষতি না করে এক্স-রে কিভাবে টিউমার ধ্বংস করে, আমাকে বোঝান।"

ভেরা গ্যাঙ্গার্টের মনোভাব প্রথম ধরা পড়ত ওঁর চোখে নয়, ঠোঁটে। ভারি পাতলা, সংবেদনশীল ঠোঁটদুটো। অনেকটা ছোট্ট পাখীর ডানার মত। ঠোঁটদুটো দ্বিধায় কম্পিত হ'ল। "দেখুন, আমার পক্ষে ওসব বলা···ঠিক হবে না···আচ্ছা বলছি। এক্সরে'র সংস্পর্শে আসা সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। সুস্থ-স্বাভাবিক কোষসমূহ তাড়াতাড়ি পুনর্জ্জীবন লাভ করে, টিউমারগ্রস্ত কোষসমূহ পুনর্জ্জীবিত হতে পারে না।"

হয়ত ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট যা বলেছেন তাই সত্যি, কিংবা তা নয়। যাহোক

কস্টোগলোটভ্ ঐ ব্যাখ্যায় খুশি হ'ল। "ধন্যবাদ। আপনার ব্যাখ্যায় আমি আস্থাশীল। আমি সানন্দে ঐ চিকিৎসা মেনে নেব। বিশ্বাস করি, এবার পুরোপুরি সেরে যাব।"

ও সত্যিই সেরে উঠেছিল। প্রতিটি বৈঠকে ও এক্স-রের তলায় সাগ্রহে শুয়ে পড়ে মনে মনে দুষ্ট কোষ সমূহকে আজ্ঞা করত, ভেঙে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাও, নিষ্ক্রিয় হও। কখনো কখনো আর যা কিছু মনে আসত তাই ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়ত। আবার কখনো ওপরে ঝুলন্ত নল আর তারগুলো দেখে ভাবত, অত বেশী সংখ্যক তার এবং নল কি প্রয়োজন? ওদের কোন্ পদার্থের সাহায্যে শীতল করা হয়—জল না তেল? সদুত্তর পেত না।

থেকে থেকে ভেরা গ্যাঙ্গার্টের কথাও মনে পড়ত। ঐ রকম মিষ্টি মহিলা কখনো উশ্-টেরেক-এ দেখেনি। অত মিষ্টি স্ত্রীলোকরা সব সময় বিবাহিতা হয়ে থাকে। যাহোক ওঁর স্বামীর অস্তিত্বের কথা ভুলে, ও শুধু ভেরা গ্যাঙ্গার্টের কথাই ভাবত। ওঁর সঙ্গে মাত্র কয়েক মুহূর্তের আলাপ নয়, অনেকক্ষণ ধরে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে বেড়াতে পারলে কি সুন্দর হ'ত। হয়ত কোন কোন বিষয়ে কস্টোগলোটভের মতামতের রূঢ়তায় উনি ব্যথিত হতেন, কিন্তু ওঁর ঘাবড়িয়ে যাওয়া চেহারাও কি যে মিষ্টি। যতবারই দেখা হয় মৃদু হাসেন, তা সে ঘটনাচক্রে বারান্দায় দেখা হলে, এমন কি ওয়ার্ডে এলেও হাসেন। আর সে হাসিতে নবোদিত সূর্যের মত শুভ্রতা প্রতিভাত হয়। মহিলা কেবল পেশাগত কারণে ভালমানুষ নন, ভালমানুষি ওঁর মজ্জাগত। ওঁর হাসিটি শুভ্র, ঠোঁটদুটির শুভ্রতা আরো বেশী। সারা মুখের মধ্যে ওঁর ঠোঁটদুটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অধরোষ্ঠ যেন যুগল ডানা মেলা নভাকাঙ্খী বিহঙ্গ। আর সব অধরোষ্ঠের মত ঐ অধরোষ্ঠও চুম্বনের জন্য তৈরী হয়েছে বটে, তবু ওদের আরো গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ করতে হয় তা হ'ল, শুভ্রোজ্জ্বল সুন্দরের জয়গান।

এক্স-রে নলটা তখনো মৃদু গুঞ্জন করে চলেছিল।

ভেরা গ্যাঙ্গার্টের প্রসঙ্গে জোয়ার কথা এসে গেল। সারা সকালই মাঝে-মাঝে ওর কথা মনে পড়েছে। বেশী মনে পড়েছে এই কারণে যে গতরাতে ওর বুক-দুটোকে মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল একটা তাক মনে হয়েছে। ওরা যখন গতরাতে গল্প করছিল তখন খাতায় লাইন টানার কাজে ব্যবহৃত একটা ভারী রুলার টেবিলে রাখা ছিল। প্লাইউডের তৈরি সাধারণ রুলার নয়, কাঠের গুঁড়ি কেটে বানানো ভারী, মজবুত রুলার। কথা বলতে বলতে কস্টোগলোটভের বারবার ইচ্ছে হয়েছে রুলারটা জোয়ার তাকে রেখে দেখা যাক, গড়িয়ে পড়ে কিনা। ওর ধারণা, পড়ত না।

পেটের নিচের অংশে চাপা দেওয়া সীসের পুরু আস্তর লাগানো তোয়ালের কথা মনে পড়ে ওর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। তোয়ালেটা যেন ওর দেহে নিজের ভার রেখে ওকে আশ্বস্ত করছিল – ভয় পেওনা, আমি তোমাকে রক্ষা করব।

কিন্তু যদি রক্ষা করতে না পারে? যদি যথেষ্ট পুরু না হয়ে থাকে? যদি

সঠিক জায়গায় লাগানো না হয়ে থাকে ?

গত বারো দিনে কস্টোগলোটভ্ শুধু জীবনই ফিরে পায়নি—অর্থাৎ খিদে, চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য আর ফূর্তিবাজ মন—তার সঙ্গে জীবনের সেই সুন্দরতম অনুভূতিও ফিরে পেয়েছে, যে অনুভূতি বিগত ক'মাসের রোগ যন্ত্রণায় সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সীসের আস্তর লাগা না তোয়ালে গুলো সত্যিই ওর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করায় সহায়ক।

তবু শরীরে শক্তি থাকতে হাসপাতাল থেকে চলে যেতেই হবে।

গুঞ্জন থেমে গিয়ে গোলাপী তারগুলো কখন যে ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে কস্টোগলোটভ তা লক্ষ্যও করেনি। নার্স এসে বর্ম আর আচ্ছাদনগুলো সরিয়ে দিল। কস্টোগলোটভ্ উঠে বসে নিজের পেটে আঁকা বেগুনী রেখাগুলো ভাল করে দেখল। "আমি এগুলো নিয়ে স্নান করব কি করে?" ও নার্সকে বলল।

"স্নান করতে হলে ডাক্তারদের অনুমতি নেবেন।" "কেন? চমৎকার ব্যবস্থা দেখছি। এগুলো নিয়ে মাস খানেক স্নান না করে থাকতে হবে নাকি?"

ও ডণ্ট্সোভার সঙ্গে দেখা করতে চলল। ডণ্ট্সোভা হ্রস্ব-দৈর্ঘ বিকিরণ যন্ত্রের ঘরে কাজ করছিলেন। উনি আলোর সামনে রাখা কয়েকটা বড় বড় এক্স-রে ফিল্মকে কোণাগুলো গোল করা চৌকো চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। দুটো এক্স-রে যন্ত্রই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দুটো জানলাই খোলা। ঘরে আর কেউ নেই। "বসুন," ডণ্ট্সোভা উত্তাপ বিহীন অভ্যর্থনা জানালেন।

কস্টোগলোটভ্ বসল। ডণ্ট্সোভা এক্স-রে ফিল্ম দেখতে থাকলেন। কস্টোগলোটভ্ ও'র সঙ্গে কথা কাটাকাটি করল, কিন্তু সে শুধু ও'র নির্দেশিত অকারণ বেশি ওষুধের বিরুদ্ধে। ও'র ওপর কস্টোগলোটভের আস্থা ছিল। এক্স-রে ফিল্ম পরীক্ষা যন্ত্রের পর্দায় চোখ রেখে উনি যে যথাযথ নিদের্শগুলি দিয়ে চলেছিলেন শুধু তাদের পুরুষসুলভ দৃঢ়তার জন্যই যে আস্থা অর্জিত হয়েছিল তা নয়. বরং ও'র বয়স, কাজ এবং একমাত্র কাজে ও'র সন্দেহাতীত নিষ্ঠা, এবং সর্বোপরি একেবারে প্রথম দিনেই উনি যে পারদর্শী ভাবে টিউমারের অবয়র রেখা চিহ্নিত করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার পরিধি নিরূপণ করেছিলেন তাতেও কস্টোগলোটভের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এবং পারদর্শিতা সহ উনি টিউমারটা অনুভব করলেন তাতে আরো একটা কথা বোঝা গেল। কেবল একজন রোগীই অনুভব করতে পারে ডাক্তার তাঁর আঙ্গুল দিয়ে টিউমারের পরিধি এবং অবস্থান সঠিক ধরতে পেরেছেন কিনা। কস্টোগলোটভের টিউমারের আকার, পরিধি এবং অবস্থান ডণ্ট্সোভা আঙুলের সাহায্যে এত নির্ভুল ভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ও'র এক্স-রে ফটোর প্রয়োজন ছিল না।

এক্স-রে ফটোগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখে ডণ্ট্সোভা কস্টোগলোটভ্কে বললেন, "আপনার রোগের ইতিবৃত্তে একটা বিরাট ফাঁক রয়েছে অথচ, আপনার প্রাথমিক টিউমারের প্রকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন।"

ডণ্ট্সোভা ডাক্তার হিসেবে কথা বললে অত্যন্ত দ্রুত কথা বলেন। কঠিন কঠিন ডাক্তারি শব্দ এবং লম্বা লম্বা বাক্য এক নিঃশ্বাসে বলে থাকেন। "গত বছরের আগের বছরে আপনার অপারেশন সম্বন্ধে যা বলেছেন এবং মূল ব্যাধি থেকে উপজাত দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্তমান উপসর্গগুলো আমাদের রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে মিলছে। কিন্তু আরো যে সম্ভাবনাগুলো রয়েছে সেগুলো অগ্রাহ্য করা চলে না, আর তাতেই চিকিৎসার জটিলতা দেখা দিয়েছে। আশা করি আপনি বোঝেন, আপনার মূল ব্যাধি থেকে উপজাত দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গগুলোর নমুনা সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব।"

"ঈশ্বর রক্ষা করুন ! আমি আপনাদের নমুনা নিতে দেব না।"

"আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনার প্রাথমিক টিউমারের তন্তু-বিন্যাস বিশ্লেষণের আণুবীক্ষণিক স্লাইড (কাঁচ খণ্ড) কেন যোগাড় করা যাবে না। আপনি কি নিঃসংশয় যে তন্তুবিন্যাস বিশ্লেষণ সত্যিই করা হয়েছিল ?"

"হ্যা, আমি নিঃসংশয়।" "তবে কেন আপনাকে তার ফলাফল বলা হয়নি ?" ব্যস্ত মানুষ যেমন করে থাকে, ডণ্ট্সোভাও ঐ প্রশ্নের সঙ্গে বিড়বিড় করে আরো কিছু বললেন, যা কেবল অনুমান করা সম্ভব।

কস্টোগলোটভ্ তৎক্ষণে চটপট উত্তর দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করেছিল। "ফলাফল ? আমি যেখানে ছিলাম সেখানে এমন ঝড়ের গতিতে ঘটনা ঘটছিল, পরিস্থিতি ছিল এতই প্রতিকূল যে, বিশ্বাস করুন ডাঃ ডণ্ট্সোভা, আমার রোগগ্রস্ত কোষের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার মত তুচ্ছ জিনিষের জন্য আব্দার করতে হলে আমি লজ্জায় মরে যেতাম। তখন কার মাথা কাটা যায় এই নিয়ে আমরা চিন্তিত …তাছাড়া কোষ পরীক্ষা-টরীক্ষা ওসব কেন করা হয় তা আমি বুঝতামই না।"

"আপনি না বুঝতে পারেন, সেখানকার ডাক্তাররা অবশ্যই বুঝতেন। ওগুলো, আর যাহোক, খেলার জিনিষ নয়।"

"ডাক্তাররা ?" কস্টোগলোটভ্ ডণ্ট্সোভার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল। ডণ্ট্সোভা পাকা চুলগুলো কলপ বা আর কিছু দিয়ে ঢাকেন না। ও'র উঁচু কপোলযুক্ত মুখে অতিশয় কর্মনিষ্ঠ ভাব লেগে থাকে।

জীবনের এও এক পরিহাস যে কোন এক শুভ চিন্তকের মুখোমুখি বসে, উভয়ে একই ভাষাভাষী হলেও সরলতম কথাটি তাকে বোঝানো যায় না। এই পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ত্যাগ করতে হয়, নয় অনেক পেছন থেকে শুরু করতে হয়। কস্টোগলোটভ্ শেষোক্তটাই করল। "ডাঃ ডণ্ট্সোভা, ওখানকার ডাক্তাররা কিছুই করতে জানত না। প্রথম সার্জন ছিলেন এক ইউক্রেনীয় ভদ্রলোক। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন আমাকে অপারেশন করা উচিত। উনি আমাকে তার জন্য প্রস্তুত করলেন। আর ঠিক তখনই, অপারেশনের আগের রাতে সেই সার্জনকে বন্দী চালানের গাড়ী করে নির্বাসনে পাঠাল।"

"তারপর ?" "তারপর আর কিছুই না। ও'কে নির্বাসনে চালান করে দিল।"

"আহা, বেচারী—উনি আগে জানতে পারেননি ? উনি ত'…"

"কস্টোগলোটভ্‌ হাসিতে ফেটে পড়ল। ওর খুব মজা লাগছিল। "কার কবে বন্দী চালানের গাড়ীতে সওয়ার হয়ে নির্বাসিত হতে হবে তা কেউ আগে জানতে পারে না। ঐটাই আসল সমস্যা। ওরা একেবারে আচমকা ধরে নিয়ে যায়, ডাঃ ডন্ট্‌সোভা।"

'ডন্ট্‌সোভার চওড়া কপাল কুঞ্চিত হ'ল। কস্টোগলোটভ্‌ নিঃসন্দেহে বাজে কথা বলছে। "কিন্তু, সে সার্জনের যে একটি রোগীকে অপারেশন করার কথা ছিল—"

"হুঁ! অপারেশনের কথা! শুনুন, ওরা একজন লিথুয়ানীয়কে নিয়ে এসেছিল। সে আমার চেয়ে অনেক বেশী ধড়িবাজ। লিথুয়ানীয়টি একটা এ্যালুমিনিয়মের চামচ গিলে ফেলেছিল।" "কি করে গিলল?"

"ও ইচ্ছাকৃতভাবে গিলেছিল। মতলব ছিল, নির্জন বন্দী দশা থেকে অব্যাহতি লাভ। কিন্তু, ও কি করে জানবে যে ওর মুশকিল-আসান সার্জনকেই ওরা নির্বাসনে টেনে নিয়ে যাবে?"

"তারপর কি হ'ল? ইতিমধ্যে আপনার টিউমার অতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল না?"

"যাচ্ছিলই ত'। সকাল-সন্ধ্যেয় বাড়ছিল। তাতেই ত' এত বড় হয়েছে। যাহোক পাঁচ দিন পর ওরা আরেক বন্দীশালা থেকে এক জার্মান সার্জনকে নিয়ে এল। নাম, কার্ল ফিওদরোভিচ্‌। কার্ল নতুন কাজে বহাল হওয়ার পরদিন আমাকে অপারেশন করলেন। কিন্তু 'ক্ষতিকারক টিউমার' বা 'দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গ', এই ধরনের কথাগুলো সম্পর্কে কেউ আমাকে কিছুই বলেনি। আমি ওসব এর আগে শুনিওনি।"

"ডাঃ কার্ল কি কোষ সমূহের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠিয়েছিলেন?"

"পাঠিয়ে থাকলেও, আমি তা জানতে পারিনি। আমি তখন ওসব কথা জানতামও না। অপারেশনের পর আমি স্রেফ শুয়ে ছিলাম। আমার শরীরের ওপর কয়েকটা ছোট ছোট বালির বস্তা চাপানো থাকত। সপ্তাহের শেষে আবার উঠে দাঁড়াতে পারলাম। এমন সময় হঠাৎ আবার আমাদের শিবির থেকে চালান দেওয়ার জন্য আরো বেশী সংখ্যক—শুনেছিলাম, মোট সাতশো জন—'বদমাইশ' খোঁজার হিড়িক পড়ল। যে ডাঃ কার্লের মত নম্র-ভদ্র ব্যক্তি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়, তিনিও বাদ গেলেন না। তাঁকে তাঁর কুটীর থেকে ধরে সোজা চালানের গাড়ীতে ওঠাল। বেচারাকে রোগীদের শেষ রাউন্ডটা সম্পূর্ণ করতেও দিল না।"

"অসম্ভব!" "প্রকৃতই অসম্ভব ঘটনা শোনা পর্যন্ত আপনি অনুগ্রহ করে ধৈর্য ধরুন।" কস্টোগলোটভ্‌ সাধারণতঃ যতটা হয় এতক্ষণে তার চেয়ে বেশী সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। "এক বন্ধু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে কানে কানে বলল, আমার নাম নাকি চালানী বন্দীদের তালিকায় আছে। চিকিৎসালয়ের কর্ত্রী মাদাম দুবিনস্কায়া একথা জানা সত্ত্বেও নাকি আমাকে চালান দেওয়ায় আপত্তি

জানাননি যে, তখনো আমার সেলাই কাটা হয়নি এবং আমি চলতে পারি না— হাড় পাজী কুত্তি কোথাকার! খারাপ ভাষা ব্যবহার করার জন্য আমাকে মাফ করুন……ভেবে দেখলাম, সেলাই না-কাটা অবস্থায় পশু বইবার গাড়ীতে চালান হলে অপারেশন বীজাণু সংক্রামিত হয়ে নির্ঘাত মারা যাব। তাই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হ'ল। ওরা যখন এল, সোজা ওদের মুখের ওপর বললাম, 'আমাকে এখানেই গুলি করে মারো। আমি আর কোথাও যাব না।' কিন্তু ওরা আমাকে নিতে আসেনি। আর, আমাকে যে নিতে আসেনি, তার মূলে দুবিনস্কায়ার করুণা নয়। আমাকে নেয়নি দেখে উনি বেশ অবাকই হয়েছিলেন। ওরা আসলে অফিসে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, আমার কয়েদের মেয়াদ পূর্ণ হতে এক বছরেরও কম সময় বাকি আছে। কিন্তু আমি অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েছি……হ্যাঁ, তারপর আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। চিকিৎসালয়ের জ্বালানি কাঠের স্তূপের প্রায় কুড়ি মিটার পেছনে একটা কুচ-কাওয়াজের মাঠ ছিল। সেখানে চালানী বন্দীদের তাদের জিনিষ-পত্র সহ জড়ো করা হচ্ছিল। জানলায় আমায় দেখতে পেয়ে ডাঃ কার্ল সেখান থেকে চিৎকার করলেন, 'কস্টোগলোটভ্, জানলা খোলো!' পাহারাদাররা অমনি ও'কে ধমকিয়ে উঠল, 'চোপরও, শুয়ারের বাচ্চা!' কিন্তু ডাঃ কার্ল তবু চিৎকার করে বললেন, 'কস্টোগলোটভ্, একথাটা মনে রেখো। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। আমি তোমার টিউমারের একটা টুকরো ওমস্ক্ হাসপাতালের শারীরস্থান সম্পর্কিত রোগবিদ্যা বিভাগে পাঠিয়েছিলাম…… তন্তুবিন্যাস বিশ্লেষণের জন্য। মনে রেখো……ভুলো না…… বিশ্লেষণ……' তারপরই ডাঃ কার্লকে ওরা ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চলে গেল। এই ক'টি ডাক্তারই আমি পেয়েছিলাম। আপনার কাছে আসার আগে। আমার চিকিৎসার ত্রুটির জন্য কি ও'দের দায়ী করা চলে?"

কস্টোগলোটভ্ চেয়ারে এলিয়ে বসল। ও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। ও তখনো আগের হাতপাতালের পরিমণ্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

অপ্রয়োজনীয় কথার ভিড় থেকে অত্যাবশ্যকীয় কথাগুলি জেনে নিয়ে— কেন না রোগীদের বক্তব্যে একগাদা বাজে কথা থাকেই—ডণ্ট্সোভা তাঁর জ্ঞাতব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে এলেন, "বেশ, ওমস্ক্ থেকে কি জবাব পাওয়া গেল? কোন জবাব পাওয়া গিয়েছিল? ওরা কিছু জানায়নি?"

কস্টোগলোটভ্ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে কাঁধ ঝাঁকাল। "না, কেউ কিছু জানায়নি। আর ডাঃ কার্ল চিৎকার করে আমাকে ঠিক কি বলতে চেয়েছিলেন তাও তখন বুঝিনি। তারপর গত শরতে, নির্বাসনে রোগে যখন পুরোপুরি কাহিল হয়ে পড়েছি, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ আমার এক পুরানো বন্ধু চাপ দিতে লাগলেন যাতে আমি ঐ ব্যাপারে খোঁজ-খবর করি। আমার প্রাক্তন বন্দি শিবিরে চিঠি লিখলাম। জবাব নেই। অগত্যা শিবির প্রশাসককে লিখিত অভিযোগ জানালাম। প্রায় দু'মাস পরে জবাব পেলাম: 'আপনার সম্পর্কিত

কাগজপত্রের ফাইল সযত্নে অনুসন্ধান করে উল্লেখিত বিশ্লেষণের হদিশ পাওয়া যায়নি।' এর মধ্যে টিউমারটা এত বেড়ে গিয়েছিল যে আমার আর বিশ্লেষণের ফলাফলের জন্য চিঠি চালাচালির ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু, আর যা হোক কামেন্দাতুরা [রুশ নির্বাসন শিবিরের পুলিশ] কোন মতেই আমাকে বাইরে চিকিৎসার জন্য ছুটি দেবে না। তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে ওমস্ক্ হাসপাতালের শারীরস্থান সম্পর্কিত রোগবিদ্যা বিভাগে চিঠি লিখলাম। কয়েক দিনেই জবাবও পেলাম। তার মানে জানুয়ারি মাসে জবাব পেলাম, ঠিক এখানে আসার অনুমতি পাওয়ার আগে।"

"তাই নাকি? কি জবাব পেলেন?" "যা পেলাম, তার চেয়ে তাচ্ছিল্যকর কোন কিছু তার আগে পাইনি। ছাপানো প্যাডের কাগজ দূরে থাক, কোন রকম সীল-মোহর বিহীন একটা চোথা কাগজে ঐ বিভাগের এক নগণ্য মহিলা কর্মী জবাব দিয়েছিলেন। কর্মীটি দয়া করে জানিয়েছিলেন যে আমার দ্বারা উল্লেখিত তারিখে এবং আমি যে শিবিরে বন্দী ছিলাম ঠিক সেখান থেকে নমুনা সত্যিই এসেছিল, নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণে রোগ সম্পর্কে অনুমান সমর্থিত হয়েছে। হ্যাঁ, যে ধরনের টিউমার আপনি, ডাঃ ডণ্টসোভা সন্দেহ করেছেন, তাই সমর্থিত হয়েছিল। মহিলা আরো জানিয়েছিলেন, যে চিকিৎসালয় নমুনা পাঠিয়েছিল, জবাবও তাদেরই পাঠানো হয়েছে, অর্থাৎ আমার শিবিরের চিকিৎসালয়ে। এর পরবর্তী যা ঘটল তা আমাদের দেশেই ঘটে থাকে। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে জবাব সত্যিই এসেছিল এবং তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেনি। আর মাদাম দুবিনস্কায়া……"

না, ডাঃ ডণ্টসোভার পক্ষে এ ধরনের যুক্তি বোঝা সম্ভব নয়। উনি বুকের ওপর বাহুদুটো আড়াআড়ি করে বসে এক মুঠি দিয়ে অধৈর্যভরে কনুই থাবড়াচ্ছিলেন। "আমরা অবশ্যই ধরে নিতে পারি ওমস্ক্ হাসপাতালের জবাবে যা ছিল তার অর্থ আপনার অবিলম্বে রশ্মি চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল।"

"কি বললেন?" কস্টোগলোটভের চোখ দুটো হাসিতে কুঁচকিয়ে গেল "রশ্মি চিকিৎসা?"

হা ভগবান! প্রায় পনেরো মিনিট হ'ল ডণ্টসোভা ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন; কিন্তু উনি নিজের বক্তব্য বোঝাতে কতটুকু সফল হয়েছেন? না একটুও এগোতে পারেননি।

"ডাঃ ডণ্টসোভা," কস্টোগলোটভ্ বোঝানোর চেষ্টা করল, "ওখানকার বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দূরে থাক……আবছা ধারণাও খুব অল্প মানুষেরই আছে। আপনি রশ্মি চিকিৎসার কথা বলছিলেন? আমার অপারেশন করা জায়গাটায় তখনো ব্যথা ছিল, যেমন এখানকার আহমদজানের আছে। কিন্তু ঐ ব্যথা নিয়েই আমার নির্বাসন শিবিরের সাধারণ কাজে আবার লেগে যেতে হয়েছিল। কংক্রিট ঢালার কাজ করতাম। একথা ভাবতে

পারিনি যে আমার তাতে অসন্তুষ্ট হওয়ার অধিকার আছে। তরল কংক্রিটের পাত্রটা দু'জন কয়েদী মিলে তুলে ধরতাম। কত গভীর আর কত ভারী হতে পারে ঐ পাত্রটা, আপনি তা অনুমান করতে পারেন ?"

ডন্ট্‌সোভা মাথা নিচু করলেন। উনিই যেন ওকে কংক্রিট বইবার কাজে পাঠিয়েছিলেন। হ্যাঁ, এর রোগের ইতিবৃত্ত দেখা যাচ্ছে বেশ জটিল। জট ছাড়াতে বেগ পেতে হবে। "সব বুঝলাম। কিন্তু ওমস্ক্‌ হাসপাতালের চিঠিতে কোন শীলমোহর ছিল না কেন ? চোথা কাগজে ব্যক্তিগত চিঠি লিখল কেন ?"

"ঐ চোথা কাগজে লেখা চিঠি যে পেয়েছি, এই আমার সৌভাগ্য," কস্টোগলোটভ্‌ তখনো ডন্ট্‌সোভাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল, "ওমস্ক্‌ হাসপাতালের পরীক্ষাগারের কর্মীটি নিঃসন্দেহে এক দয়াবতী মহিলা। আর যাহোক, দয়া-প্রবণতা পুরুষের চেয়ে নারীদেরই বেশী, অন্ততঃ তাই আমার ধারণা······ব্যক্তিগত চিঠি কেন? আমাদের গোপনীয়তা ব্যাধির জন্য! মহিলাটি পরে জানিয়েছিলেন, 'টিউমারের নমুনার সঙ্গে রোগীর নাম লেখা ছিলনা। রোগীর কোন পরিচিতি আমাদের কখনই জানানো হয়নি। সেজন্য আমরা আপনাকে নিয়ম-মাফিক প্রমাণপত্র দিতে পারিনা। নমুনাও ফেরৎ দিতে পারিনা।" কস্টোগলোটভের মুখ রাগ আর বিরক্তিতে থমথম করছিল। ঐদুটি মনোভাবের ছাপ ওর মুখে খুব সহজে পড়ে। "রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা গণ্য হওয়ার উপযুক্ত জিনিষ বটে! মুর্খের দল! পাছে সরকারের আরেক দপ্তর জেনে ফেলে যে কোন এক নির্বাসন শিবিরে কস্টোগলোটভ্‌ নামে এক বন্দী ভুগে মরছে, তাই ঐ ব্যবস্থা। কস্টোগলোটভ্‌ যেন ফ্রান্সের রাজার যমজ ভাই! তার চেয়ে পরিচয় বিহীন রোগীর চিঠি যেখানে পারে পচুক, আর আমার চিকিৎসার কথা ভেবে ভেবে আপনার মাথা খারাপ হোক। ওদের গোপনীয়তা বজায় থাকলেই হ'ল !"

ডন্ট্‌সোভা ওর দিকে সোজা তাকালেন। মনোভাব একই রকম দৃঢ়। "তবু আপনার রোগের ইতিবৃত্তে ঐ চিঠিটা রেখে দেওয়া প্রয়োজন।" "বেশ। আমার গ্রামে ফিরে গিয়ে, আপনাকে পাঠিয়ে দেব।"

"না। অত দেরী করা চলবে না। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ আপনার বন্ধুকে ঐ চিঠিটা খুঁজে এখানে পাঠাতে বলতে পারেন না ?" "হ্যাঁ, উনি হয়ত পাঠাতে পারেন······কিন্তু আমি জানতে চাই, আমি কখন আমার গ্রামে ফিরতে পারব ?" কস্টোগলোটভের মুখভাব বেশ গম্ভীর।

"আপনি গ্রামে ফিরবেন," ডন্ট্‌সোভা প্রতিটি শব্দ ওজন করে, জোর দিয়ে বললেন, "যখন আমি মনে করব চিকিৎসার বিরতি ঘটানো দরকার। আর তখনো যাবেন অস্থায়ীভাবে।"

কস্টোগলোটভ্‌ আলোচনার এই বিন্দুটির প্রতীক্ষায় ছিল। ও বিনা লড়াইয়ে কারো কথা মানার পাত্র নয়। "ডাঃ ডন্ট্‌সোভা, আপনি ঐ সুরে কথা কওয়া কি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন না ? যেন কোন বয়স্ক মানুষ

শিশুকে শাসন করছে। দু'টি সাবালক যেমন কথা বলে থাকে সেভাবে কথা বলুন না? সত্যি বলতে, আজ আপনার সকালের রাউণ্ডে……"

"হ্যাঁ, আমার সকালের রাউণ্ডে," ডণ্ট্সোভার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল উনি ধমকাচ্ছেন, "আপনি এক লজ্জাকর কাণ্ড করেছেন। কোন্ উদ্দেশ্যে তা করেছেন, রোগীদের ঘাবড়িয়ে দিতে? আপনি রোগীদের কি বোঝাতে চাইছিলেন? আপনি কি করতে চাইছিলেন?"

"আমি কি করতে চাইছিলাম?" কস্টোগলোটভ্ সোজা হয়ে বসে ডণ্ট্সোভার মতই দৃঢ়তাসহ, উষ্মা ব্যতীত জবাব দিল, "আমি স্রেফ আপনাকে আমার নিজের জীবন শেষ করার অধিকারের কথা স্মরণ করাতে চাইছিলাম। এটা ত' মানেন যে প্রতিটি মানুষেরই তার নিজের জীবন শেষ করার অধিকার আছে, নেই?"

ডণ্ট্সোভা ওর বিবর্ণ, কাটা দাগওলা মুখের দিকে তাকালেন। কোন মন্তব্য করলেন না। কস্টোগলোটভ্ বলে চলল, "আপনারা, চিকিৎসকরা একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করে থাকেন। কোন রোগী আসামাত্র তার সব চিন্তা শক্তি আপনারা আত্মসাৎ করেন। তারপর থেকে সে ভার তুলে নেয় আপনাদের স্থায়ী হুকুমনামা, আপনাদের পাঁচ মিনিটের আলোচনা বৈঠক, আপনাদের কাজের নির্ঘণ্ট, আপনাদের পরিকল্পনা এবং আপনাদের স্বাস্থ্য বিভাগের মান-সম্মান বোধ। ফলে আমি নির্বাসন শিবিরে যেমন ছিলাম, এখানেও সেই ধূলিকণায় পরিণত হয়েছি। সেই পরিস্থিতি আবার ফিরে এসেছে যেখানে কিছুই আর আমার ওপর নির্ভরশীল নয়।"

"এ হাসপাতাল প্রতিটি অপারেশনের আগে রোগীর লিখিত অনুমতি নেয়,' ডণ্ট্সোভা স্মরণ করালেন।

ডণ্ট্সোভা অপারেশনের কথা বললেন কেন? অথচ ইতিপূর্বে ত' কখনে অপারেশনের উল্লেখও করেননি। নাকি ওটা একটা সাধারণ মন্তব্য কস্টোগলোটভ্ বলল, "অনুমতির প্রসঙ্গ স্মরণ করানোর জন্য ধন্যবাদ, যদিও সে অনুমতি হাসপাতালের আত্মরক্ষার জন্যই নেওয়া হয়ে থাকে। সুতরা অপারেশন প্রয়োজন না হলে রোগীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। এমন কি তাদে কিছু বলারও দরকার নেই। কিন্তু রশ্মি চিকিৎসার কাজও ত' অপারেশনে ধরনের, তাই নয়?"

"রশ্মি চিকিৎসা সম্পর্কে এই গুজবগুলো কোত্থেকে শুনলেন? র‍্যাবিনোভি বলেছে?" "আমি কোনো র‍্যাবিনোভিচ্‌কে চিনি না'" কস্টোগলোটভ্ দৃঢ়তাস বলল, "আমি কেবল রশ্মি চিকিৎসার মৌলিক নীতি সম্পর্কে বলছিলাম।"

(রশ্মি চিকিৎসার পরবর্তী কুফল সম্পর্কে কস্টোগলোটভ্ সত্যি র‍্যাবিনোভিচের থেকে জেনেছিল। কস্টোগলোটভ্ কথা দিয়েছিল যে সে ঐ জ্ঞা এবং তার উৎস গোপন রাখবে। র‍্যাবিনোভিচ্ হাসপাতালের বহির্বিভাগের এ রোগী। ইতিমধ্যে দু'শোর বেশী বৈঠকে বিকিরণ গ্রহণ করেছে। প্রতি বারো বিকিরণ বৈঠকের পর ওর নিজেকে আরোগ্যের চেয়ে বরং মৃত্যুর আরো কাছাকা

মনে হয়েছে। ও যে ফ্ল্যাটে থাকত সেই বাড়ী, এমন কি সারা পাড়াতেও কেউ ওকে বুঝতে চাইত না। কারণ তারা সুস্থ মানুষ। তারা নিজেদের সফলতা বা বিপর্যয় নিয়ে দিন-রাত মাথা ঘামায়, যেহেতু ঐ বস্তুগুলি তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ক্যানসার হাসপাতালের চওড়া সিঁড়ির ধাপগুলোর বসা রোগীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওর কথা শুনত। আর সমবেদনা জানাত। দেহের একটি ছোট্ট ত্রিকোণাকার জায়গা হাড়ের মত কঠিন হয়ে যাওয়া, কিংবা চামড়ার ওপর রশ্মি বিকিরণের দাগ পড়ে পড়ে পুরু হয়ে যাওয়ার কি অর্থ তা তারা ভালই বোঝে।)

কস্টোগলোটভ্ অবশ্য, শুধু রশ্মি চিকিৎসার মৌলিক নীতি সম্পর্কে কিছু বলছিল। কিন্তু ডন্ট্সোভা আর তাঁর সহকারীরা কি যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হবে তার মৌলিক নীতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রোগীদের বুঝিয়ে বলেন না? তারপর চিকিৎসার আর কতটুকু সময় মেলে?

প্রতি পঞ্চাশটি রোগীর মধ্যে র‍্যাবিনোভিচের মত একজন একগুঁয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু থাকে, যারা নিজের চিকিৎসার ধারা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা আদায় করে ছাড়ে। কস্টোগলোটভের ব্যাপারটা, অবশ্য, বিশেষ ধরনের। যে অসাধারণ অবহেলা সহ ওর চিকিৎসা করা হয়েছে তাতে ওর ব্যাপারটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ডন্ট্সোভার রঙ্গমঞ্চে আগমণ পর্যন্ত, অর্থাৎ কস্টোগলোটভের এ হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়ার অনুমতি লাভের সময় পর্যন্ত, যেন ওকে মৃত্যুর গণ্ডীতে ঠেলে দেওয়ার এক হীন চক্রান্ত চলছিল। তাছাড়া রশ্মি-চিকিৎসার ফলে ও যে অদ্ভুত দ্রুতগতি আরোগ্য লাভ করছে সে কারণেও ওর ব্যাপারটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

"কস্টোগলোটভ্, রশ্মি বিকিরণের বারোটা বৈঠক মৃতপ্রায় আপনাকে জীবন্ত মানুষ করে তুলেছে। তারপরও আপনি কি করে এই চিকিৎসার বিরুদ্ধে কথা বলেন? আপনি অভিযোগ করেছেন যে বন্দী শিবির এবং নির্বাসনে ওরা আপনাকে অবহেলা করেছে, কোন চিকিৎসাই করেনি। অথচ আমরা যে আপনার চিকিৎসা করছি, সেবা করছি, তাও আপনি নিতে চান না। এর কি যুক্তি, বলবেন?"

"আপাত-দৃশ্যমান কোন যুক্তি নেই," কস্টোগলোটভ্ ওর কালো, ঝাঁকড়া চুলগুলো এপাশ থেকে ওপাশে সরাল। "হয়ত কোন যুক্তির দরকারও নেই, ডাঃ ডন্ট্সোভা। আর যাহোক, মানুষ জটিল প্রাণী। তাকে যুক্তি দ্বারা বা অর্থনীতির নিয়ম অথবা শারীরবিদ্যা দ্বারা ব্যাখ্যা-যোগ্য কেন হতে হবে? আমি মৃতপ্রায় অবস্থায় এখানে এসেছিলাম, এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য কাতর আবেদন করেছি এবং সিঁড়ির ধারে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছি—এ সবই সত্যি। আর তারই ওপর ভিত্তি করে আপনারা যে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত নিলেন তা হ'ল, আমি যেকোন মূল্যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যগ্র। কিন্তু, ঠিক ঐটিই আমি চাই না। পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা আমি যেকোন মূল্যে পেতে চাই!" ও খুব

দ্রুত কথা বলতে লাগল, যা ও সাধারণতঃ করে না। কিন্তু ওর এত কিছু বলার ছিল, আর ডন্ট্‌সোভা ওর বক্তব্যে বাধা দিচ্ছিলেন। "আমি আসলে কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এসেছিলাম। বলেছিলাম, 'আমার দারুণ ব্যথা। ব্যথা দূর করার ব্যবস্থা করুন!' আপনারা তা করেছেন। এখন আর ব্যথা নেই। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং ঋণী। শুধু এবার আমাকে ফিরে যেতে দিন। আমাকে এক আহত কুকুরের মত হামাগুড়ি দিয়ে নিজের খুপরিতে ফিরে যেতে দিন, যাতে সেখানে আরামে নিজের ক্ষত চেটে আরোগ্য লাভ করতে পারি।"

"রোগ আবার বেড়ে গেলে হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসবেন বলে?" "হয়ত। হয়ত হামাগুড়ি দিয়েই ফিরে আসব।"

"আর, আমাদের আপনাকে ফেরৎ নিতে হবে?" "হ্যাঁ, ডাঃ ডন্ট্‌সোভা। ঐটাই ত' আপনাদের করুণার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, আপনি আসলে কিসের জন্য চিন্তিত, রোগারোগ্যের শতকরা হিসেব? আপনাদের খাতাপত্র? যেখানে জাতীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের মতে রোগীকে অন্যূন ষাটটি রশ্মি বিকিরণ বৈঠক দেওয়া উচিত সেখানে মাত্র পনেরোটি বৈঠকের পর রোগীকে ছেড়ে দেওয়ার কি কৈফিয়ৎ দেবেন, এই ভেবে অধীর হচ্ছেন?"

ডন্ট্‌সোভার জীবনে কখনো এত অসংলগ্ন, বাজে কথা শুনতে হয়নি। সত্যি বলতে কি, ওকে এখন ছাড়িয়ে দিলে হাসপাতালের কিছু সুবিধাই হবে। খাতা পত্রে মন্তব্য লিখলেই হবে, 'লক্ষণীয় উন্নতির পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' কিন্তু পঞ্চাশটি বিকিরণ বৈঠকের পর তা করা চলবে না।

ওদিকে কস্টোগলোটভ্‌ নিজের বক্তব্য বলে চলেছিল। "আপনাদের সঙ্গে আমার যেটুকু সম্পর্ক তা হ'ল আপনারা আমার টিউমারের বৃদ্ধি রোধ করেছেন, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এখন টিউমারের ভূমিকা আক্রামক নয়, প্রতিরোধ মূলক। আমার ভূমিকাও প্রতিরোধ মূলক। একজন সৈনিকের জীবনে প্রতিরোধের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ পর্যায়। তাছাড়া, আর যাহোক আপনারা আমাকে পুরোপুরি সারাতে পারবেন না। ক্যানসারে সম্পূর্ণ আরোগ্য বলে কিছু নেই। প্রকৃতির তাবৎ প্রক্রিয়া ঊন-আগম-নীতি দ্বারা নিয়মিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ কোন এক বিন্দুতে পেঁছিনোর পর সব বড় প্রচেষ্টার ফলের আকার হ্রাস পেতে থাকে। প্রথম প্রথম আমার টিউমার যত দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল এখন তা হবে না। সুতরাং যতটুকু রক্ত আমার দেহে অবশিষ্ট আছে তাই নিয়ে যেতে দিন।"

"এসব তথ্য আপনি কোথা থেকে জোটালেন, জানতে পারি?" ডন্ট্‌সোভার ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল। "ছেলেবেলা থেকে আমি বই পড়তে ভালবাসি। ডাক্তারি বইও পড়েছি।"

"কিন্তু আমাদের চিকিৎসা সম্পর্কে আপনি ঠিক কোন্‌ কারণে ভীত?" "ডঃ ডন্ট্‌সোভা, আপনি একজন ডাক্তার, আমি নই। ঠিক কোন্‌ কারণে আমি ভীত হতে পারি আমি তা জানি না। ধরুন, ডাঃ ভেরা গ্যাঙ্গার্ট আমাকে এক

কোর্স গ্লুকোজ্ ইন্‌জেকশন দিতে চান ...”

“ওটা আবশ্যক।” “কিন্তু, আমি নিতে চাই না।”

“কেন চান না ?” “চাই না, যেহেতু ইন্‌জেকশন জিনিষটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আমার দেহের শর্করা প্রয়োজন হয়ে থাকলে তা মুখের মাধ্যমে দেহে ঢোকানো যাবে না কেন ? কেন এই বিংশ শতাব্দীর কারিগরি কৌশল ? অপর প্রাণীরা ত' এ কৌশল অবলম্বন করে না, করে ? আরো এক শতাব্দী পরে ওরা আমাদের বিদ্রূপ করে বলবে, বর্বর প্রাণী। তারপর ইন্‌জেকশন দেওয়ার যে ছিরি ! একজন নার্স যদি ঠিকমত ইন্‌জেকশন দেয় ত' পরের জন... অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির গ্রন্থি-সঙ্কোচক পেশীর ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। না, আমি মোটেই গ্লুকোজ্ ইন্‌জেকশন নেব না। তার ওপর শুনেছি, আপনারা আমাকে নতুন রক্তও দিতে চান...”

“আপনার তাতে আনন্দিত হওয়া উচিত, কস্টোগলোটভ্। কেউ আপনাকে তার রক্ত দান করতে ইচ্ছুক, এত' আনন্দের কথা। রক্তের আরেক নাম জীবন।”

“আমি রক্ত চাই না। চেচেন্ উপজাতির এক রোগীকে এই হাসপাতালে আমার সামনে রক্ত দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে চেচেন্‌টি ঝাড়া তিন ঘন্টা নিজের দেহ দুমড়িয়েছে আর মুচড়িয়েছে। ডাক্তাররা বললেন নতুন রক্ত ওর দেহে পুরোপুরি খাপ খাচ্ছে না। তারপর অন্য আরেকজনের রক্ত নতুন করে দিতে গিয়ে চেচেন্‌টির শিরাই পাওয়া গেল না। রক্ত দিতে গিয়ে বেচারীর হাতের এক জায়গা তালের মত ফুলে গেল। ও এখন সারা মাস ধরে গরম ভাপ লাগাচ্ছে। আমি রক্তও নেব না।”

“নতুন রক্ত না নিলে রীতিমত রশ্মি চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না।”

“তাহলে করবেন না। একথা কেন ধরে নিচ্ছেন যে অপরের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আপনাদের আছে ? একথা কি স্বীকার করেন যে ঐ অধিকারটি একান্ত ভীতিজনক, এবং তাতে কদাচ সুফল হয় ? সত্যি বলতে, কারো ঐ অধিকার নেই। ডাক্তারের ও নেই।”

“কিন্তু, চিকিৎসকদের ঐ দাবীর হক্ আছে। আর কারো হক্ না থাকতে পারে, চিকিৎসকদের আছে,” ডন্ট্‌সোভা দৃঢ় প্রত্যয় সহ বললেন। উনি এতক্ষণে সত্যিই রেগে গিয়েছিলেন। “ঐ অধিকার বিনা চিকিৎসা নামে কোন বস্তুই থাকবে না।”

“বেশ। এবার দেখা যাক এ বিতর্ক কোথায় পেঁছিয়। আশা করি আপনি এর পরই রশ্মি-অসুস্থতার ওপর এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেবেন, দেবেন না ?”

“কি করে জানলেন ?” ডন্ট্‌সোভা সত্যিই অবাক হলেন। “জানা বিশেষ কঠিন নয়। আমি অনুমান করেছি...”

সত্যিই কঠিন নয়। কস্টোগলোটভ্ লক্ষ্য করেছিল, ডন্ট্‌সোভার টেবিলে টাইপ করা কাগজ ঠাসা একটা মোটা ফাইল পড়ে আছে। ফাইলের শিরোনাম ওর বিপরীতে থাকলেও, ও কথোপকথনের ফাঁকে তা পড়ে মানেও বুঝেছিল। ও বলে চলল, “—হ্যাঁ, অনুমান করেছি। যেহেতু রশ্মি-অসুস্থতা কথাটার

আজকাল চল হয়েছে, সুতরাং তার ওপর একটা ভাষণও হওয়া সঙ্গত। অথচ কুড়ি বছর আগে তার চিকিৎসা সম্পর্কে ভীতি এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনারা আরেক কস্টোগলোটভের রশ্মি-চিকিৎসা করার সময় তাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তার ভীতি অমূলক, যেহেতু তখন আপনারা রশ্মি-অসুস্থতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। আজ আমার অবস্থা ঐ কস্টোগলোটভের অনুরূপ। চিকিৎসার ঠিক কোন্ উপাদানটি সম্পর্কে ভীত হতে হবে, আমি তাও জানি না। অতএব বলি, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি স্বীয় শক্তি বলে আরোগ্য লাভ করতে চাই। হয়ত তাতে আমার সার্বিক উন্নতিও ঘটবে। আমার বক্তব্য আপনাকে যথাযথভাবে বোঝাতে পেরেছি কি?"

চিকিৎসকরা একটি পবিত্র নীতি মেনে চলেন—রোগীকে ভয় দেখালে হবে না, উৎসাহিত করতে হবে। কিন্তু নাছোড়বান্দা কস্টোগলোটভের বেলায় বরং তার বিপরীত পদ্ধতি, চমক এবং ভীতিই শ্রেয়ঃ। "উন্নতি? আপনার অবস্থার উন্নতি হবে না। আপনি পরিষ্কার বুঝে নিন", ডন্ট্সোভা মাছি মারার ভঙ্গীতে টেবিলে চাপড়ালেন. "না, ভাল ত' হবেই না, উল্টে আপনি চলেছেন—মরতে!"

ডন্ট্সোভা কস্টোগলোটভের দিকে তাকালেন। ভেবেছিলেন, ও বিচলিত হবে। ও শুধু নীরব হয়ে ছিল। ডন্ট্সোভা বলে চললেন, "আপনার ঠিক আজভ্কিনের দশা হবে—ওর অবস্থা ত' দেখেছেন। আপনাদের দু'জনের একই রোগ। অবহেলাও ঘটেছে একই ধরনের। আমরা আহমদজানকে সারিয়ে তুলতে পারছি কারণ ওর অপারেশনের ঠিক পরই রশ্মি-চিকিৎসা শুরু করা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু আপনার দু'বছর অহেতুক নষ্ট হয়েছে—ভাবতে পারেন, দুটি বছর! আপনার দেহের যে জায়গায় অপারেশন করা হয়েছে ঠিক তার পাশে লসিকা গ্রন্থির মূলে একটা অপারেশন করা উচিত ছিল। তা না করার ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গগুলির অবাধ বিস্তার ঘটেছে। আপনার টিউমার অতি মারাত্মক ধরনের ক্যানসার। এর বৃদ্ধির হার যেমন ভয়াবহ দ্রুত, এর ক্ষতিকারক শক্তি তেমনি অতি মারাত্মক। যার অর্থ, এর দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গগুলি বাড়ে তেমনি দ্রুত তালে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, এ ক্যানসারে মৃত্যুর হার ৯৫%। জেনে সন্তুষ্ট হয়েছেন ত'? সবুর করুন, আপনাকে দেখাচ্ছি—"

ডন্ট্সোভা এক পাঁজা ফাইল থেকে একটা ফাইল বের করে তার পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলেন। কস্টোগলোটভ্ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, শান্তভাবে কথা বলতে লাগল। এখন আর ওর কয়েক মিনিট আগের আত্মবিশ্বাস ছিল না। "সত্যি বলতে কি, আমি জীবনকে খুব একটা আঁকড়িয়ে ধরতে চাই না। আমার সামনে বা পেছনে কোন টান নেই। ছ'মাস আয়ু পেলে তাই পুরোপুরি উপভোগ করে আমি ধন্য হ'ব। সেজন্য আমি দশ-বিশ বছরের পরিকল্পনা করতে অপারগ। আরো চিকিৎসার অর্থ আরো দুর্ভোগ। রশ্মি-অসুস্থতা, বমি আরো কত কি—কি লাভ?"

"হ্যাঁ, এই যে, পেয়েছি। এই দেখুন, আমাদের পরিসংখ্যান।" ডন্ট্সোভা

দু'ভাঁজ করা একটা বড় কাগজ মেলে ধরলেন। কাগজটার মাথায় কস্টোগলোটভ্ যে টিউমারে ভুগছে, তার নাম। বাঁ দিকের স্তম্ভে লেখা আছে 'ইতিমধ্যে মৃত'। ডান দিকে, 'এখনো জীবিত'। বিভিন্ন সময়ে কালি আর পেনসিলে লেখা কয়েক সারি রোগীর নাম। বাঁ দিকের স্তম্ভে কাটাকুটি নেই। ডান দিকে ঘন-ঘন কাটা-কুটি। "এই আমাদের নথি-পত্রের রীতি। কোন রোগীকে ছেড়ে দেওয়ার সময় তার নাম ডান দিকে লেখা হয়, তারপর বাঁ দিকে আনতে হয়· এখনো কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি ডান দিকে রয়ে গেছেন। দেখেছেন ত'?"

উনি কস্টোগলোটভ্‌কে অল্প কিছুক্ষণ ধরে কাগজটা দেখতে আর ভাবতে সুযোগ দিলেন। তারপর আবার সোৎসাহে আক্রমণ করলেন, "ভেবেছেন, আপনার রোগ সেরে গিয়েছে। যে অবস্থায় এসেছিলেন, তার থেকে একটুও তফাৎ এ পর্যন্ত হয়নি। শুধু একটা কথা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে। তা হ'ল, আপনার টিউমারের বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব। এখনো সব আশা শেষ হয়ে যায়নি। আর এখনই আপনি চলে যেতে চাইছেন। ঠিক আছে, যান! আজই বিদায় নেওয়ার যোগাড়-যন্ত্র করুন! আমি এক্ষুণি সে ব্যবস্থা করছি। তারপর আপনার নামও ডান দিকের স্তম্ভে লেখা হবে—'এখনো জীবিত'।"

কস্টোগলোটভ্ চুপ করে রইল। "বলুন, কি চান বলুন?"

"ডাঃ ডণ্ট্সোভা", কস্টোগলোটভ্ এতক্ষণে আপোষের জন্য প্রস্তুত, "দেখুন, যদি যুক্তিযুক্ত কয়েকটা বিকিরণ বৈঠকে কাজ চলে, ধরুন পাঁচ কি দশটা···"

"না। পাঁচ-দশের কথাই নয়! রশ্মি বিকিরণ নিতে হলে যে ক'টা বৈঠক প্রয়োজন তার সবটাই নিতে হবে। তার মানে আজ থেকে একটার জায়গায় রোজ দুটো করে রশ্মি বৈঠক, এবং তার আনুসঙ্গিক চিকিৎসাদিও। হ্যাঁ, ধূমপান নিষিদ্ধ। আরেকটা অত্যাবশ্যক শর্ত—এই সম্পূর্ণ চিকিৎসা প্রক্রিয়া কেবল আস্থাসহ মানলে চলবে না, সানন্দে গ্রহণ করতে হবে। আপনার রোগ সারার আর কোন পথই নেই!"

কস্টোগলোটভের মাথা ঝুঁকে গেল। ও যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ডাক্তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করেছিল তার একটা হ'ল, ও আরেকটা অপারেশন এড়াতে ব্যগ্র। কারণ, শল্য চিকিৎসা ভীতি। রশ্মি চিকিৎসা অবশ্য, মন্দ বিকল্প নয়। তাছাড়া ও এক গোপন ভেষজ ওষুধের সন্ধান পেয়েছিল। ইসিক্-কুল অঞ্চলের এক বিষাক্ত জলজ উদ্ভিদের মূল। ঐ ভেষজ চিকিৎসার জন্যই ও তৃণাঞ্চলে নিজের গ্রামে ফিরে যেতে চাইছিল। ঐ চিকিৎসা করাতে পারলে, ও সুযোগ মত মাঝে-মাঝে হাসপাতালে এসে জেনে নিত রোগ কতখানি সেরেছে।

ডণ্ট্সোভা লক্ষ্য করলেন তিনি জিতেছেন। অতএব তাঁর পক্ষে কিছু ছাড় দেওয়া সম্ভব। "বেশ, আপনাকে গ্লুকোজ্ দেওয়া হবে না। তার বদলে অন্য একটা পেশী-বাহিত ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে।"

কস্টোগলোটভ্ মৃদু হাসল, "বুঝতে পারছি, হার না মেনে উপায় নেই।"

"আরেকটা কথা—ওমস্ক্ হাসপাতালের ঐ চিঠিটা তাড়াতাড়ি আনানোর ব্যবস্থা করুন।"

ডন্টসোভার কামরা থেকে বেরিয়ে ওর মনে হ'ল ও দু'টি শাশ্বত সত্যের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছে, যার এক পাশে অসংখ্য, অনিবার্য কাটাকুটিওলা জীবিতদের তালিকা, আর অপর পাশে অনন্ত নির্বাসন। নক্ষত্রলোকের মত নিত্য এবং অনন্ত।

চিকিৎসা করার অধিকার

অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল এই যে কস্টোগলোটভ্ যদি তার প্রশ্ন যুদ্ধ চালিয়ে যেত—নতুন ইন্জেকশনটা কি ধরনের? কোন্ উদ্দেশ্যে ঐ ইন্জেকশন দেওয়া হয়? ইন্জেকশনটা সত্যিই প্রয়োজন এবং নৈতিক দিক থেকে যুক্তিযুক্ত কিনা?—এবং ঐ ইন্জেকশনের ক্রিয়া পদ্ধতি আর তার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে ডাঃ ডন্টসোভাকে বাধ্য করত, তবে সম্ভবতঃ ও ঐ চিকিৎসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। কিন্তু ঐ মুহূর্তে শাণিত যুক্তিগুলোর ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গিয়ে ও হার মানতে বাধ্য হয়েছিল।

ডন্টসোভা বাধ্য হয়ে চালাকির আশ্রয় নিয়েছিলেন। উনি এমন ভাব করেছিলেন যেন গ্লুকোজের বিকল্প হিসেবে কোন এক গুরুত্বহীন ইন্জেকশন দেওয়া হবে। কারণ উনিও বোঝাতে বোঝাতে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া উনি বুঝেছিলেন, বিশুদ্ধ রশ্মি-চিকিৎসার পর টিউমারকে আরেকটা মোক্ষম আঘাত হানার ঐটাই প্রকৃষ্ট সময়। অত্যাধুনিক বিশেষজ্ঞরা কস্টোগলোটভের ধরনের টিউমারের জন্য ঐ ইন্জেকশনটি বিশেষভাবে অনুমোদন করেন। রশ্মি-চিকিৎসায় অনুমিত বিস্ময়কর সুফলের পরিপ্রেক্ষিতে কস্টোগলোটভের একগুঁয়েমিকে প্রশ্রয় দিয়ে উনি যে অস্ত্রগুলির কার্যকারিতায় অত বিশ্বাসী সেগুলির সাহায্যে টিউমারকে আঘাত করার ব্যাপারে অবহেলা ও'র পক্ষে অসম্ভব। টিউমার কোষের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণের কাঁচ খণ্ড পাওয়া যায়নি বটে। কিন্তু ও'র তাবৎ পর্যবেক্ষণ শক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং সহজাত বুদ্ধির স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে উনি যা সন্দেহ করেছেন কস্টোগলোটভের টিউমার প্রকৃতই সেই শ্রেণীর, অর্থাৎ নিছক টেরাটোমা বা সারকোমা নয়···

ঠিক ঐ ধরনের টিউমার আর তার দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গগুলির ওপর ডন্টসোভা তাঁর পি.এইচ.ডি উপাধির জন্য গবেষণাপত্র প্রস্তুত করছিলেন। অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গবেষণাপত্রের কাজ করতে পেরেছেন এমন নয়। অতীতে কোন এক সময় শুরু করে মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কাজ করেছেন। ও'র গবেষণা-শিক্ষক ডাঃ ওর্শচেন্কভ্ এবং বন্ধু-বান্ধবরা ও'কে বোঝাতেন, গবেষণাপত্রটি খুব চমৎকার হবে। কিন্তু

পরিস্থিতির চাপে পিষ্ট ডন্ট্‌সোভা কিছুতেই অনুমান করতে পারতেন না কোন্‌ সুদূর ভবিষ্যতে গবেষণাপত্রটা প্রস্তুত করে উঠতে পারবেন। অভিজ্ঞতা বা উপাদানের অভাবে নয়। বরং দুটোই ছিল অঢেল। প্রতি দিনই ওঁকে হয় রোগীদের রশ্মি বিকিরণের ছবি দেখতে, নয় পরীক্ষাগারে, আর নয়ত কোন না কোন রোগীর বেডে ডেকে নিয়ে যেত; তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এক্স-রে ফটো নির্বাচন এবং ব্যাখ্যা, তাদের শ্রেণী বিভাজন এবং নিয়মানুসারে সাজানো.—প্রাথমিক পরীক্ষা পাশের ঝামেলার কথা নয় ছেড়ে দেওয়া গেল,—এত সব করে গবেষণা চালানো ওঁর দৈহিক ক্ষমতায় কুলাত না।

গবেষণার জন্য যে ছ'টা মাস ছুটি নেবেন তারও কত বাধা। না একটা রোগী একটা দিনও যথেষ্ট সুস্থ থাকত, না তিনটি সহায়ক চিকিৎসকের প্রশিক্ষণে কাট-ছাঁট করা চলত।

বিশ্ব-বিশ্রুত সাহিত্যিক লিও টলস্টয় নিজের ভাইয়ের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, তার প্রকৃত সাহিত্যিকের সবক'টি গুণ আছে কিন্তু একটিও দোষ নেই। হয়ত ডন্ট্‌সোভার পি. এইচ. ডি'র দোষ-গুণ কোনটাই নেই। উনি যাতায়াতের পথে এ চাপা গুঞ্জন শুনতেও তেমন আগ্রহী ছিলেন না—'ইনি যে-সে ডাক্তার নন, পি. এইচ. ডি পাওয়া গবেষক-ডাক্তার'। নিজের লেখা প্রবন্ধে—এক ডজনের বেশী ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, সবক'টি হ্রস্ব কিন্তু বক্তব্য সুস্পষ্ট—নামের পেছনে ঐ তিনটে ক্ষুদ্র, কিন্তু ওজনদার অক্ষর সন্নিবিষ্ট করতেও তেমন ব্যগ্র ছিলেন না। পি. এইচ. ডি হতে পারলে রোজগার কিছু বাড়ে বটে, আর বাড়তি টাকা কখনো ফেল্না যায় না। তা, না হতে পারলে কি আর করা যাবে।

গবেষণা-পত্রটা ছাড়াই ডন্ট্‌সোভার দৈনন্দিন বৈজ্ঞানিক কাজ-কর্ম যথেষ্ট লেগে থাকে। হাসপাতালে নিদানিক শারীরস্থান বিদ্যার ওপর আলোচনা সভা, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা বিশ্লেষণ, চিকিৎসার নতুন নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে চিকিৎসকদের অবহিত করা তার অন্তর্গত। ঐগুলিতে উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। রশ্মি-চিকিৎসক এবং শল্য চিকিৎসকরা চিকিৎসার ভুল-ভ্রান্তি শোধরানো আর নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে রোজই একবার মিলিত হন বটে। কিন্তু আলোচনা সভাগুলির উপকারিতা অনেক বেশী। এর ওপর ঐ শহরেও রশ্মি-বিশেষজ্ঞরা এক বিজ্ঞান চক্র গড়েছেন; ঐ চক্রে নিয়মিত বক্তৃতা আর প্রদর্শনী হয়ে থাকে। সম্প্রতি ক্যানসার বিশেষজ্ঞরাও এক সমিতি গড়েছেন। ডন্ট্‌সোভা শুধু তার সদস্যই নন, সম্পাদিকাও বটে। আর, সব নতুন প্রতিষ্ঠানের মত এখানেও হাঁফ ফেলার অবসর মেলে না। এসব কিছুর সঙ্গে আছে প্রাগ্রসর চিকিৎসা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিজ্ঞান বিদ্যালয়, ক্যানসার পত্রিকা, রশ্মি-চিকিৎসা পত্রিকা, এবং বিবিধ তথ্যকেন্দ্র। জনসাধারণের ধারণা প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চা কেবল মস্কো আর লেনিনগ্রাদে কেন্দ্রীভূত, এবং এসব হাসপাতালের বিজ্ঞান চর্চা মাত্র দৈনন্দিন

চিকিৎসাদিতে সীমাবদ্ধ। বাস্তবে কিন্তু, প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চা বর্জিত নির্ভেজাল চিকিৎসায় বোধ করি একটা দিনও কাটে না।

আজকের কথাই ধরা যাক। নিজের আগামী বক্তৃতা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়ার জন্য রশ্মি-চিকিৎসা সমিতির সভাপতিকে ফোন করতে হ'ল। তার সঙ্গে একটি পত্রিকার দু'টি প্রবন্ধে চোখ বোলাতে হ'ল। দূর বনাঞ্চলের এক ক্যানসার চিকিৎসালয় চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশদ ব্যাখ্যা চেয়ে লিখেছিল। তার জবাব এবং মস্কোর একটা চিঠিরও জবাব দিতে হ'ল। আর মিনিট কয়েক পরে প্রবীণা শল্য চিকিৎসক শল্য চিকিৎসাগারে দিনের কাজ সেরে তাঁর স্ত্রীরোগগ্রস্ত একটি রোগী সহ ডণ্ট্সোভার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসবেন। তারপর বহির্বিভাগের শল্য চিকিৎসাগারের কাজের শেষ দিকে ডণ্ট্সোভার এক শিক্ষার্থিনী চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে তাসহাউজ্ থেকে আগত এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের টিউমার সন্দেহে ভীত হওয়া এক রোগীকে দেখতে যেতে হবে। এতেই শেষ নয়। রশ্মি-চিকিৎসা বিভাগের যন্ত্রপাতির অধিকতর পারদর্শী উপযোগ সম্পর্কে বিভাগীয় কর্মীদের সঙ্গে যে আলোচনা সভার আয়োজন উনি স্বয়ং করেছিলেন সেটা আজই হওয়ার কথা। পাভেলকে এমবিকুইন ইন্জেকশন দেওয়ার কথা ভোলা চলবে না। ওকেও একবার দেখে আসবেন। পাভেল যে—বিশেষ রোগগ্রস্ত তার চিকিৎসা এ হাসপাতালে এই প্রথম হচ্ছে। এ পর্যন্ত ঐ রোগীদের মস্কোয় পাঠানো হ'ত।

একগুঁয়ে আর অবুঝ কস্টোগলোটভ্টার সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। ও'র নিয়ম নিষ্ঠ স্বভাবের পটভূমিকায় ওটা একটা বিলাসিতা বলতে হয়। খুলে ফেলা গামা রশ্মি বিকিরণ যন্ত্র পুনর্গঠনের ভারপ্রাপ্ত কারিগররা কস্টোগলোটভের সঙ্গে কথাবার্তার মাঝে দু'বার দরজায় উঁকি দিয়ে গিয়েছে। ওরা ডণ্ট্সোভাকে বলতে চাইছিল যে কয়েকটি কাজ যা পুনর্গঠনের আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তুত করার সময় প্রয়োজন মনে হয়নি, এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে; ওরা সেই মর্মে একটি কাগজে ডণ্ট্সোভার সই নিয়ে তা প্রবীণ চিকিৎসককে দেখাতে চাইছিল। ওরা অবশেষে ডণ্ট্সোভাকে ধরতে পেরে তাঁর সঙ্গে বারান্দায় কথা বলছিল। বারান্দায় যেতে যেতে একটি নার্স ও'কে একটা টেলিগ্রাম দিল। নভোচের্কাস্ক্ থেকে শ্রীমতী আন্না জাৎসুকো টেলিগ্রাম করেছেন। দু'জনের পনেরো বছরে দেখা বা পত্রালাপ না হলেও আন্না ডণ্ট্সোভার পুরানো বান্ধবী। ডণ্ট্সোভা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে দুজনে সারাটভ্ শহরে ধাত্রীবিদ্যা শিখতেন। আন্না টেলিগ্রামে জানিয়েছেন তাঁর বড় ছেলে ভাদিম আজ অথবা আগামীকাল হাসপাতালে আসবে। ও একটা ভূ-তাত্ত্বিক অভিযানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডণ্ট্সোভা কি ভাদিমকে পরীক্ষা করার পর তার ঠিক কি হয়েছে তা বান্ধবীকে খোলাখুলি লিখে জানাবেন? বিচলিত ডণ্ট্সোভা কারিগরদের ছেড়ে মেট্রনের খোঁজে চললেন। মেট্রনকে বলবেন, দিনের শেষ পর্যন্ত আজভ্কিনের বেড ভাদিমের জন্য সংরক্ষিত করে রেখে দিন। মেট্রন মিটা, নানা কাজে হাসপাতালময় ছোটাছুটি করে বেড়ান, তাঁকে ধরা সহজ ব্যাপার

নয়। অবশেষে যখন মিটাকে পাওয়া গেল এবং ভাদিমের জন্য বেডের প্রতিশ্রুতি মিলল, মিটা একটা নতুন সমস্যা তুলে ধরলেন—অনুরোধ এসেছে, রশ্মি চিকিৎসা বিভাগের সেরা নার্স ওলিমপিয়াডাকে যেন ঐ শহরে শ্রমিক সংগঠনের কোষাধ্যক্ষদের যে দশ দিন ব্যাপী বক্তৃতা এবং আলোচনা সভা হতে চলেছে তাতে যোগ দিতে দেওয়া হয়। ঐ ক'দিনের জন্য ওলিমপিয়াডার বদলি নার্স জোগাড় করতে হবে। না, এ অসম্ভব, এবং অনুমতি দানের অযোগ্য অনুরোধ। মিটাকে সঙ্গে নিয়ে ডন্ট্‌সোভা কামরার পর কামরা পেরিয়ে রেজিস্ট্রার-এর দপ্তর থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা সমিতিকে ফোন করে ঐ অনুরোধ রদ করতে চললেন। প্রথমে দেখা গেল পার্টি অফিসের লাইন ব্যস্ত আছে; তারপরের চেষ্টায় হাসপাতালের লাইন ব্যস্ত। অবশেষে যখন পার্টির লাইন পাওয়া গেল তারা বলল, শ্রমিক সংগঠনের আঞ্চলিক সমিতিকে বলুন। শ্রমিক সংগঠন ত' ডাক্তারদের রাজনৈতিক কান্ডজ্ঞান হীনতায় রীতিমত অবাক—ডাক্তাররা কি মনে করেন শ্রমিক সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাদি স্বয়ংচালিত হয়ে যাবে? স্পষ্টতঃ না কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের, না শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের, আর না তাদের পরিবারের কোন সদস্যকে টিউমার কামড়িয়ে ধরেছে, এবং তারা মনেও করে না যে ভবিষ্যতে কামড়াতে পারে। নিরুপায় ডন্ট্‌সোভা রশ্মি-চিকিৎসা সমিতিকে ফোন করলেন। তারপর প্রবীণ ডাক্তার নিজামুদ্দিনকে বলতে চললেন, আপনি মধ্যস্থতা করুন। কিন্তু ডাঃ নিজামুদ্দিন কয়েকজন বাইরের লোকের সঙ্গে হাসপাতালের ইমারতের একটা অংশ মেরামত করার সবচেয়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী উপায় সম্পর্কে কথা বলছিলেন বলে, তাঁকে ওলিমপিয়াডা সম্পর্কিত সমস্যার কথা বলা হ'ল না। ব্যাপারটা শূন্যেই ঝুলে রইল। উনি রশ্মি সাহায্যে রোগ নির্ণয় বিভাগের মধ্যে দিয়ে—ঐ বিভাগে সেদিন ও'র কাজ নেই—নিজের কামরায় ফিরে চললেন। ঐ বিভাগের কর্মীরা তখন একটু অবসর পেয়ে, একটা লাল আলোর কাছে বসে কিছু হিসেব মেলাচ্ছিলেন। ডন্ট্‌সোভাকে দেখতে পেয়ে ও'রা সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, মজুত এক্স-রে ফিল্মগুলি গোনা হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমান হারে খরচ অনুযায়ী মাত্র তিন সপ্তাহের ফিল্ম মজুত আছে। তার মানে জরুরী অবস্থা। এক মাসের ফিল্ম মজুত থাকতে নতুন সরবরাহের বরাত দিতে হয়। সুতরাং হয় ঐ দিনই, অন্ততঃ পরদিন, কমপাউন্ডার আর ডাঃ নিজামুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলে, যা আদৌ সহজ ব্যাপার নয়, নতুন সরবরাহের বরাত পাঠাতে হবে।

গামা-রশ্মি কারিগররা বারান্দায় ডন্ট্‌সোভার পথরোধ করলেন। উনি তাঁদের কাগজপত্র সই করে দিলেন। এবার এক্স-রে কারিগরদের কাজে মন দিতে হবে; উনি ও'দের কাজ সম্পর্কে কিছু হিসেব করতে বসলেন। প্রাথমিক কারিগরি নির্দেশাবলীতে যদিও বলা আছে যে এক্স-রে যন্ত্রগুলিকে এক ঘন্টা চালানোর পর আধ ঘন্টা বিশ্রাম দিতে হবে, সে নির্দেশ অনেক কাল আগেই লঙ্ঘন করে যন্ত্রগুলি এক নাগাড়ে ন'ঘন্টা চালানো হ'ত। যন্ত্রগুলির ওপর এত চাপ বৃদ্ধি করে, এবং প্রশিক্ষিত কারিগররা যথাসম্ভব দ্রুত রোগীদের রশ্মি বিকিরণ করেও

যে ক'টি বাড়তি বিকিরণ বৈঠক প্রয়োজন তার আয়োজন করা যাচ্ছে না। ওদের টিউমারের ওপর আক্রমণ তীব্রতর করতে এবং বেডগুলির উপযোগ ত্বরান্বিত করতে বহির্বিভাগীয় রোগীদের জন্য দিনে একবার, আর কয়েকজন আবাসিক রোগীর জন্য (যেমন এখন থেকে কস্টোগলোটভের জন্য) দিনে দু'বার বৈঠকের আয়োজন করতে হয়। তাই কারিগরি তত্ত্বধায়কের অজ্ঞাতে নির্দিষ্ট দশ মিলি-এ্যাম্প-এর জায়গায় কুড়ি মিলিএ্যাম্প বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে কাজকর্ম দ্বিগুণ ত্বরান্বিত হয়েছে বটে, এক্স-রে নলগুলিও ঐ হারে ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে। তবু সবক'টি বিকিরণ বৈঠক আয়োজন করা যাচ্ছে না। তাই ডন্টসোভা সেই রোগীদের তালিকা প্রস্তুত করতে বসেছেন যাদের ক্ষেত্রে এক মিলিমিটার পুরু তামার ত্বক-আবরণের পরিবর্তে আধ মিলিমিটার পুরু আবরণ ব্যবহার করা চলবে। এতে বিকিরণ বৈঠকে আর্দ্ধেক সময় লাগবে।

অতঃপর ডন্ট্‌সোভা পাভেলকে দেখতে চললেন। ইন্‌জেকশন দেওয়ার পর পাভেলকে দেখা হয়নি। পাভেলকে দেখে হ্রস্ব দূরত্বে বিকিরণ কামরায় যেতে হ'ল; ওখানে রোগীদের আবার বিকিরণ দেওয়া হচ্ছিল। সব সেরে যখন চিঠি-পত্র আর প্রবন্ধগুলো নিয়ে আবার বসলেন তখন দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। এলিজাভেতা কথা বলার অনুমতি চাইছিল।

এলিজাভেতা আনাতোলিয়েভ্‌না রশ্মি-চিকিৎসা বিভাগের এক মামুলি পরিচারিকা। কিন্তু হাসপাতালের অধিকাংশ কর্মী, এমন কি জোয়ান ডাক্তাররাও বয়স্ক এলিজাভেতাকে লিজা মাসী বলে ডাকে। এলিজাভেতা ভালই লেখাপড়া করেছে। রাত-ডিউটিতে ফরাসী ভাষায় লেখা বই পড়ে সময় কাটায়। ও বেশ কিছুকাল হ'ল ক্যানসার চিকিৎসালয়ে কাজ করছে। ঐ চিকিৎসালয়ে কাজ নেওয়ার জন্য ওর মাইনে দেড়গুণ বেড়েছে। তার ওপর মাইনের ৫০% ভাতা বিকিরণ-বিপদের দরুন পায়। সম্প্রতি ঐ ভাতা কমিয়ে ১৫% করা হলেও ও কাজ ছাড়েনি।

"ডাঃ ডন্ট্‌সোভা," অতিশয় ভদ্র ব্যক্তিরা ওপরওলার কাছে আবেদন করতে হলে যেমন করে থাকেন এলিজাভেতাও তেমনি মাথা নিচু করে বলল, "একটা তুচ্ছ ব্যাপারে আপনাকে বিব্রত করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু এই দিকদারিতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সাফ-সুতর করার একটাও ঝাড়ন নেই। ঝাড়-পোঁছ করব কি দিয়ে, বলুন ত'?"

দিকদারিই বটে। ক্যানসার হাসপাতালকে রেডিয়াম সূচ, গামা-রশ্মি বিকিরণ বন্দুক, ভোল্টেজ-স্টেবিলাইজার, আধুনিকতম রক্ত প্রদানকারী যন্ত্র, সর্বাধুনিক ওষুধ ইত্যাদি সরবরাহ করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কার্পণ্য নেই। কিন্তু সে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দ্রব্যাদির ফিরিস্তিতে ঝাঁটা, ঝাড়নের মত তুচ্ছ জিনিষ স্থান পায় না। ডাঃ নিজামুদ্দিনকে অভিযোগ জানালে, বলেন," স্বাস্থ্য মন্ত্রক যদি ওগুলো সরবরাহ না করে, আমি তবে কি করতে পারি? নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে কিনব?" এক সময় পুরানো পর্দা, ঢাকনা ইত্যাদি ছিঁড়ে কাজ চালানো

হত। কিন্তু গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি সরবরাহ বিভাগ তাতে আপত্তি জানায়—ওদের ধারণা, নতুন পর্দা ইত্যাদি ছিঁড়ে ঝাড়ন বানানো হয়। ওরা বলেছে, পুরোনো পর্দা ওদের অফিসে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে। ছেঁড়ার আগে, ওরা পরীক্ষা করে দেখবে।

"আমি একটা ফন্দি স্থির করেছি," এলিজাভেতা বলল, "রশ্মি-চিকিৎসা বিভাগের প্রত্যেক কর্মী যদি বাড়ী থেকে একটা করে ছেঁড়া কাপড় নিয়ে আসে তাহলে সমস্যা সমাধান হতে পারে। আপনি কি বলেন ?"

"কি আর বলব," ডন্ট্‌সোভা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "মনে হয়, ওটাই একমাত্র পথ। বেশ, আমি তোমার সঙ্গে সহমত। তুমি কি ওলিম্পিয়াডাকে একথা বলে দেবে ?"

কিন্তু ওলিম্পিয়াডার কি হবে ? ট্রেড ইউনিয়নের বক্তৃতা-আলোচনা সভায় ওর যোগদান কোন্ উপায়ে এড়ানো যাবে ? ওর মত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ নার্সকে দশ দিনের জন্য হাসপাতালের কাজ থেকে সরিয়ে রাখা যে নিছক পাগলামি। ডন্ট্‌সোভা ওর ব্যাপারে ফোন করতে চললেন। এবারও কাজ হ'ল না।

অগত্যা তাসহাউজ্ থেকে আসা রোগীটিকে দেখতে চললেন। রোগীটিকে দেখার আগে কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে চোখ দুটোকে অভ্যস্ত করে নিলেন। তারপর রোগীর ক্ষুদ্রান্ত্রে গলিত বেরিয়ামের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রথমে তাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন, তারপর তাকে একবার এক কাতে এবং পরের বার অপর কাতে শুইয়ে ফটো নিলেন। শেষে নিজের রবারের দস্তানা পরা হাতে ওর পেট টিপে টিপে দেখলেন। রোগী মাঝে মাঝে 'লাগছে' বলছিল। এক্স-রে ফিল্মে আবছা রেখা, দাগ আর ছায়া পড়তে থাকল। ওগুলি সংকেত লিপি। ডন্ট্‌সোভা ঐগুলি একত্রিত করে রোগ নির্ণয় করবেন।

এত কাজের ভিড়ে দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময় কখন যে চলে গেল তা টেরও পাননি। খাবার সময়ের কথা মনেই থাকে না। শেষে হয়ত একটা স্যান্ডউইচ্ নিয়ে বাগানে বসে চিবোন।

একজন এসে জানাল, একটি রোগিণী সম্পর্কে আলোচনার জন্য আপনার ডাক পড়েছে। প্রথমে প্রবীণ শল্য চিকিৎসক ডন্ট্‌সোভাকে রোগিণীর রোগের ইতিবৃত্ত জানালেন। এর পর রোগিণীকে ডেকে এনে পরীক্ষা করা হ'ল। দুই চিকিৎসক সিদ্ধান্ত করলেন, রোগিণীকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় তার জরায়ু অপসারণ। চল্লিশের কম বয়সী রোগিণী কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওঁরা রোগিণীকে মিনিট কয়েক কাঁদতে দিলেন। "…আমি যে শেষ হয়ে যাব… স্বামী নির্ঘাৎ আমাকে ছেড়ে পালাবে…"

"কেন, স্বামীকে একথা জানাবেন না," ডন্ট্‌সোভা বোঝালেন, "সে কি করে জানবে ? কেউ জানতে পারবে না। আপনি অনায়াসে পুরো ব্যাপারটা চেপে যেতে পারবেন।"

ডন্ট্‌সোভার কাজ প্রাণ বাঁচানো। ক্যানসার হাসপাতালে সাধারণতঃ প্রাণ

বাঁচানোই দুষ্কর হয়ে থাকে। সুতরাং, প্রয়োজন বোধে কোন এক অঙ্গের বিনিময়ে যদি প্রাণ বাঁচাতে হয় তাই শ্রেয়ঃ।

আজকের দিনটা হাসপাতালে যতই ছোটাছুটি করে কাটুক না কেন, কি যেন একটা অসুবিধে ডণ্ট্সোভার দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তার অভাব ঘটাচ্ছিল। পেটের যে ব্যথা উনি অত পরিষ্কার টের পান, সেটাই কি তার মূলে? হয়ত কয়েক দিন ব্যথার অস্তিত্বই রইল না, হয়ত কোন দিন তার তীব্রতা কম থাকল, আজ ব্যথাটা একটু তীব্র বৈকি। উনি নিজে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ না হলে ব্যথাটাকে হয় পাত্তা দিতেন না, নয় নির্ভয়ে পরীক্ষা করাতেন। কিন্তু ঐ পথটা ডণ্ট্সোভার ভাল করে চেনা—আত্মীয়-স্বজনদের জানাতে হবে, সহকর্মীদের বলতে হবে ইত্যাদি। আসলে নিজের জন্য কিছু করতে হলে উনি আর পাঁচটা রুশ নাগরিকের মত আচরণ করেন—ও হয়ত আপনা থেকে দূর হবে; হয়ত আমার মনের ভুল।

ব্যথাটা, কিন্তু, নিজ থেকে দূর হওয়ার মত সহজ কিছু নয়। হাতে চোঁচ ফোটার মত সারা দিনই, মৃদু হলেও, খচ্‌খচ্ করেছে। এতক্ষণে নিজের কামরায় ফিরে, শ্যেণদৃষ্টি কস্টোগলোটভ্ য়ে ফাইলটা দেখেই চিনেছিল 'রশ্মি-অসুস্থতা' বিষয়ে সেই ফাইলটা টেনে নিলেন, এবং উপলব্ধি করলেন যে চিকিৎসা করার অধিকার সম্পর্কে কস্টোগলোটভের সঙ্গে কথা কাটাকাটির ফলে সারা দিন উনি শুধু বিচলিতই নয়, আহত বোধও লালন করেছেন।

কস্টোগলোটভের কথাগুলো তখনো কানে বাজছিলঃ "কুড়ি বছর আগে তার চিকিৎসা সম্পর্কে ভীতি এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনারা আরেক কস্টোগলোটভের রশ্মি চিকিৎসা করার সময় তাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তার ভীতি অমূলক, যেহেতু তখন আপনারা রশ্মি-অসুস্থতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।" আর উনিই কিছু দিনের মধ্যে রশ্মি-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ সমিতিতে যে বক্তৃতা করবেন তার বিষয় বস্তু 'রশ্মি-চিকিৎসার বিলম্বে নির্ণীত কুফল'। রশ্মি-চিকিৎসায় কস্টোগলোটভের আপত্তিও ত' ঐ কারণে।

গত দুবছরে মস্কো এবং বাকু'র কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মত ডাঃ ডণ্ট্সোভাও কয়েকটি রোগীর কিছু রশ্মি-চিকিৎসা পরবর্তী লক্ষণ লক্ষ্য করেছেন, যেগুলি চিকিৎসার অব্যবহিত পরে দেখা দেয়নি। প্রথমে সন্দেহ, তারপর অনুমান। বিশেষজ্ঞরা পরস্পর পত্রালাপ করলেন। তাঁরা ঐ পর্যায়ে বিষয়টির ওপর বক্তৃতা দান সমীচীন মনে করেননি বটে, অপর বিষয়ে বক্তৃতার ফাঁকে বিষয়টির ওপর মত বিনিময় অব্যাহত রাখেন। এমন সময় কোন এক মার্কিন পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ বেরোল। কোন এক সভায় কেউ একটা প্রবন্ধ পড়ে শোনাল। মার্কিন বিশেষজ্ঞ মহলে বিষয়টির ওপর চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকল। ক্রমে ঐ বিশেষ রোগাক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ল। বিষয়টি 'রশ্মি চিকিৎসার বিলম্বে নির্ণীত কুফল' আখ্যা পেল। বক্তৃতাদি করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ও এল।

যা জানা গেল তার সারমর্ম হ'ল দশ-পনেরো বছর আগে বেশী মাত্রায় রশ্মি বিকিরণের সাহায্যে যে রোগীদের আরোগ্য নিরাপদে এবং অতি চমৎকার ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল সেই রোগীদেরই বিকিরণ প্রাপ্ত অঙ্গে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি বা বিকৃতি দেখা দিয়েছে।

যে রোগীদের অতীতে ক্ষতিকারক টিউমারের জন্য রশ্মি-চিকিৎসা করতে হয়েছিল অধুনা তার কুফল দেখা গেলেও ঐ চিকিৎসার স্বপক্ষে কিছু যুক্তিও আছে। আজও তাদের রোগের আর কোন চিকিৎসা নেই। ঐ একটি মাত্র চিকিৎসার দ্বারা তাদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করা হয়েছে। বেশী মাত্রায় বিকিরণ দিতে হয়েছে, যেহেতু কম মাত্রায় ফল হত না। আর যদি কোন রোগী এখন তজ্জনিত অঙ্গ বিকৃতির অভিযোগ তোলে তবে তার বোঝা উচিত যে বাড়তি ক'টা বছর সে ইতিমধ্যে বেঁচেছে এবং ভবিষ্যতে বাঁচবে, ওটা তার মূল্য মাত্র।

আরো, দশ-বিশ বছর আগে যখন 'রশ্মি-অসুস্থতা' সজ্ঞাটির অস্তিত্বও জানা ছিল না রশ্মি-চিকিৎসাকে তখন এমনই এক ঋজু, বিশ্বাসযোগ্য এবং অভ্রান্ত পদ্ধতি এবং আধুনিক চিকিৎসা কৃৎকৌশলের চোখ ধাঁধানো সফলতার নিদর্শন মনে করা হত যে, তা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে অপর কোন সমান্তরাল বা ঘোরা পথ নির্বাচন. প্রগতি-বিরোধী এমন কি জনস্বাস্থ্যের প্রতি নাশকতামূলক আচরণ গণ্য হত। তখন কেবল অস্থি এবং কোষ সমূহের চরম, তাৎক্ষণিক ক্ষতি সম্পর্কে ভয় করা হত। কিন্তু অত কাল আগেও বিশেষজ্ঞরা ঐ ক্ষতি এড়িয়ে কাজ করার কৌশল চটপট আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন। সুতরাং তাঁরা রশ্মি-চিকিৎসাই করতেন। উদ্দাম আনন্দেই করতেন। অ-ক্ষতিকর টিউমার, এমন কি শিশুদের রশ্মি-চিকিৎসা করতেন।

সেই শিশুরাই আজ বড় হয়েছে। যুবক, যুবতী, এবং অনেকে বিবাহিতও হয়েছে। চিকিৎসকরা একদা তাদের শরীরের যে অংশে সোৎসাহে রশ্মি-চিকিৎসা করেছিলেন তারা ঠিক সেই অংশের অপরিবর্তনীয় বিকৃতির চিকিৎসার জন্য আসছে।

গত শরতে একটি পনেরো বছরের ছেলে এসেছিল। ক্যানসার ওয়ার্ডে নয়, সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। ডণ্ট্সোভা ছেলেটিকে দেখেছিলেন। ওর মাথার খুলির এক দিক, সেই দিকের হাত এবং পায়ের হাড়ের হার ছিল অপর দিকের বাড়ের হারের চেয়ে কম। ফলে মাথা থেকে পা অব্দি ছেলেটিকে ধনুকের মত বাঁকা দেখাত। ছেলেটির ইতিহাস ঘেঁটে ডণ্ট্সোভা জানলেন, আড়াই বছর বয়সে ওর মা ওকে একাধিক হাড়ের বিকৃতি এবং দেহের রাসায়নিক পদ্ধতি বিকৃতির চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এনেছিলেন। হাড় বিকৃতির কারণ ছিল অজ্ঞাত, কিন্তু ধরন নিঃসন্দেহে টিউমারধর্মী নয়।

সার্জনরা শিশুটিকে এই ক্ষীণ আশায় ডণ্ট্সোভার কাছে পাঠিয়েছিলেন, যদি রশ্মি-চিকিৎসায় সুফল হয়। ডণ্ট্সোভার ব্যবস্থাপনায় রশ্মি-চিকিৎসায়

সত্যিই সুফল হয়েছিল। এতই সুফল হয়েছিল যে শিশুটির মা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে বলেছিলেন, যে-মহিলা তাঁর শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাঁর ঋণ তিনি কোন দিন ভুলবেন না। কিশোরটি এখন একাই এসেছে—মা বেঁচে নেই। কোন চিকিৎসক ওর নতুন ব্যাধি উপশম করতে পারেনি। পারেনি ওর শিশু হাড় থেকে রশ্মি বিকিরণ মুছে নিতে।

গত জানুয়ারির শেষ দিকে এক যুবতী মা এসেছিল। ওর বুকে দুঃখ হয় না। সরাসরি আসেনি, কয়েক বিভাগ ঘুরে ক্যানসার বিভাগে এসেছিল। যুবতীর অতীত সম্পর্কে ডণ্ট্সোভার কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু ক্যানসার বিভাগে রোগীর ইতিহাসের কার্ড সূচীবদ্ধ ভাবে স্থায়ীভাবে রাখা থাকে। হাসপাতালের ইতিহাস দপ্তরে লোক পাঠিয়ে খোঁজ করতে ওর কার্ড মিলল। ও প্রথম এসেছিল শৈশবে, ১৯৪১ সালে। একটা অ-ক্ষতিকর টিউমার চিকিৎসার জন্য ওকে পূর্ণ আস্থাসহ এক্স-রে নলের নীচে শোয়ানো হয়েছিল, যা আজ কেউ করবে না। যুবতীটির নতুন ব্যাধি সম্পর্কে ডণ্ট্সোভা যা করতে পারতেন তা হ'ল কয়েকটি নতুন শব্দ ওর কার্ডে সংযোজন করা। উনি লিখলেন—নরম কোষ তন্তুগুলি ক্ষয়ে গিয়ে বিনষ্টপ্রায় হয়েছে, যা দেখে মনে হয়, রশ্মি-চিকিৎসার বিলম্বে দৃষ্ট কুফল। ঐ কিশোরটি কিংবা ঐ ঠকে যাওয়া যুবতী মা-টিকে জানানো হয়নি যে, শৈশবে তাদের ভুল চিকিৎসা হয়েছে। ঐকথা জেনে তাদের ব্যক্তিগত লাভ ত' কিছু হতই না উল্টে তা স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচার সম্পর্কে জনমানসে সাধারণ বিভ্রান্তি আনত।

এই ঘটনাগুলি ডণ্ট্সোভাকে অত্যন্ত আঘাত করেছিল। মনে অনবরত খচ্খচ্ করতে থাকা একটা গভীর এবং অমার্জনীয় অপরাধবোধের গ্লানি এনে দিয়েছিল। ঐ আঘাতের ক্ষতস্থানেই আজ কস্টোগলোটভ্ প্রচণ্ড আঘাত করেছে।

ডণ্ট্সোভা হাত দুটি বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে, সুইচ বন্ধ করে দেওয়া দুটো যন্ত্রের মাঝখানে এক ফালি জায়গায় দরজা থেকে জানলা পর্যন্ত বারবার পায়চারি করতে লাগলেন।

চিকিৎসকদের চিকিৎসা করার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন—এও কি সম্ভব? আগামী দিনে ধিকৃত কিংবা পরিত্যক্ত হতে পারে ভেবে কেউ যদি আজকে বিজ্ঞান সম্মত বলে স্বীকৃত সবক'টা পদ্ধতি বর্জন করতে চায়, তবে এসব কোথায় শেষ হবে তা ঈশ্বরই জানেন। আর যাহোক সামান্য এ্যাস্পিরিন খেয়ে মৃত্যুর নজিরও আছে। এমন ত' হতেই পারে যে, কেউ জীবনে প্রথম এস্পিরিন খেল আর তার ফলে মারা গেল। কিন্তু ঐ যুক্তি খাড়া করলে চিকিৎসাই অসম্ভব। ঐ যুক্তির ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিত্য প্রগতির সুবিধাগুলি জলাঞ্জলি দিতে হয়। আর, এ ত' সর্বজন বিদিত সত্য যে, যে কাজ করে সে যেমন ভাল করে মন্দও তেমন কিছু করে। তার কাজের ফল কারো ক্ষেত্রে দাঁড়ায় ভালই বেশী, তেমনি অপর কারো ক্ষেত্রে মন্দই বেশী।

ডণ্ট্সোভা নিজেকে বোঝালেন : ঐ ধরনের সবক'টি দুর্ঘটনা, ভুল রোগ

নির্ণয়, আর অত্যন্ত দেরীতে এবং ভুল ব্যবস্থা গ্রহণ, এসবগুলির যোগফল ও'র কর্মযজ্ঞের ২% হবে না। আর উনি যাদের সারিয়ে তুলেছেন, সেই যুবক এবং বৃদ্ধ, নারী এবং পুরুষরা আজ চাষের ক্ষেতে কিংবা বিস্তীর্ণ তৃণাঞ্চলে কাজ করছে, অন্য শহুরে নাগরিকদের মত আনন্দে পিচ বাঁধানো পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরোপ্লেনে উড়ছে, টেলিগ্রাফের থামে উঠছে, ক্ষেতে তুলো তুলছে, পথঘাট সাফ করছে, কাউণ্টারে কিংবা অফিসে কাজ করছে, চায়ের দোকান চালাচ্ছে, হয়ত ফৌজেও কাজ করছে। ওদের সংখ্যা কয়েক হাজার ত' হবেই। ওদের সবাই ও'কে ভোলেনি, হয়ত ভুলবেও না। কিন্তু উনি নিজে হয়ত ও'র ঐ সবচেয়ে কঠোর লড়াই করে সুঅর্জিত বিজয় স্বরূপ, সবচেয়ে সফল আরোগ্যের ঘটনাগুলি ভুলে যাবেন। কিন্তু হতভাগ্য কয়েক বেচারাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারবেন না। ঐটাই স্মৃতির বৈশিষ্ট্য।

না, আজ আর বক্তৃতা তৈরির কাজ করতে পারবেন না। দিন প্রায় শেষও হয়ে এসেছে। ফাইলটা বাড়ী নিয়ে যাবেন নাকি? না, অনেকবার বাড়ী নিয়ে গিয়েছেন। প্রতিবারই ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। ওতে লাভ নেই। না, হাসপাতালের ফাঁকেই ঐ কাজটার জন্য সময় করে নিতে হবে।

তার চেয়ে 'রশ্মি বিকিরণের চিকিৎসাগত দিক' বইটার বাকীটুকু পড়ে ফেলে লাইব্রেরিতে ফেরৎ দেওয়া ভাল। দুটো ছোট ছোট প্রবন্ধও পড়া বাকি আছে। তাহ্‌তা-কুপির থেকে আসা চিঠিটার উত্তর দেওয়াও বাকী আছে।

জানলা দিয়ে আসা দিনের আলোর উজ্জ্বলতা আগেই চলে গিয়েছিল। ডণ্ট্‌সোভা টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে বসলেন। হাসপাতালের পোষাক ছেড়ে নিজের পোষাকে সজ্জিতা একটি সহায়ক চিকিৎসক উঁকি দিলেন: "বাড়ী যাবেন না, ডাঃ ডণ্টসোভা?" তারপর ডাঃ ভেরা গ্যাঙ্গার্টও উঁকি দিলেন: "বাড়ী যাবেন না?"

"পাভেল রুসানভ্ কেমন আছে?" "ঘুমোচ্ছে। বমি করেনি, কিন্তু জ্বর আছে।" গ্যাঙ্গার্ট হাসপাতালের সাদা কোট খুলে ফেললেন। ও'র পরনে রইল সৌখীন সবুজ-ধূসর টাফেটার পোষাক, যা পরে কেউ কাজ করে না।

"এত ভাল পোষাক পরে রোজ কাজ করতে তোমার মায়া লাগে না, ভেরা?" "আমি রেখে দিয়েই বা কি করব ··কার জন্যই বা রাখব?" গ্যাঙ্গার্ট হাসলেন। হাসিটা বেদনা ক্লিষ্ট।

"ভাল কথা, ভেরা, পাভেলকে পরের বার পুরোমাত্রা, অর্থাৎ দশ মিলিগ্রাম ইন্‌জেকশন দিও।" ডণ্ট্‌সোভা কাজের কথা ভোলেন না। ও'র ধারণা, কথায় সময় অপব্যয় হয়। উনি কথা বলতে বলতে তাহ্‌হা-কুপির থেকে পাওয়া চিঠিটার জবাব লিখছিলেন।

"কস্টোগলোটভ্ কি বলল?" প্রস্থানোদ্যত গ্যাঙ্গার্ট জিজ্ঞেস করলেন।

"অনেক লড়াই করতে হয়েছে। ও হেরেছে, আত্মসমর্পণ করেছে,"

ড'ট্‌সোভা মৃদু হাসলেন। ঐ হাসতে গিয়ে যেটুকু নিঃশ্বাস নিতে হ'ল তাতেই পেটটা ব্যথায় মোচড় দিল। ড'ট্‌সোভার মনে হ'ল, তক্ষুণি ভেরাকে ব্যথার কথা জানাই। ওই প্রথম জানবে। চোখ তুলে ভেরাকে দেখলেন। দেখলেন প্রদোষের আলো-আঁধারি ভরা কামরায় ফ্যাশনদুরস্ত পোষাকের সঙ্গে হাই হিল জুতোপরা ভেরা প্রস্থানোদ্যতা। ড'ট্‌সোভা সিদ্ধান্ত করলেন—থাক, আরেক সময় বলব।

সবাই চলে গেল। ড'ট্‌সোভা রইলেন। রশ্মি বিকিরণে ভরে থাকা ঘরটায় সত্যিই ও'র বাড়তি আধ ঘণ্টা কাটানো অনুচিত। কিন্তু রোজই কাটাতে হয়। বার্ষিক ছুটির কাছাকাছি ও'র চামড়া ফ্যাকাশে-ধূসর হয়ে যায়। রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা সারা বছর একঘেঁয়েমি ধরানো দু'হাজারের ওপরে ওঠে না, যা কোন রোগীর ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ গণ্য হয়। অন্যূন তিনটি পাকস্থলি পরীক্ষা করা রশ্মি বিশেষজ্ঞদের দৈনিক সাধারণ কর্তব্য। ড'ট্‌সোভা পরীক্ষা করেন দশটি, যুদ্ধের সময় পঁচিশটিও করেছেন। বার্ষিক ছুটিতে যাওয়ার আগে ও'র প্রতিবার রক্ত নিতে হয়, এবং ছুটি থেকে ফেরার পর দেখা যায় গত বছরের ক্ষতি পূরণ হয়নি।

কাজের চাপ এত বাধ্যতামূলক যে এড়ানো ভারি মুশকিল। রোজই দিনের শেষে ড'ট্‌সোভা বিরক্তিভরে লক্ষ্য করেন যে আরেকটা দিন এমন ভাবে কাটল যাতে উনি যা কিছু করবেন ভেবেছিলেন তার সবটুকু করার সময় পাননি। আজকে কাজের মধ্যেই হতভাগ্য সিব্‌গাটভের কথা মনে পড়েছিল। ডাইরিতে লিখে রাখলেন, রশ্মি বিশেষজ্ঞ সমিতির সভায় দেখা হলে, ডাঃ ওর্শচেঙ্কভের সঙ্গে সিব্‌গাটভের ব্যাপারে আলোচনা করবেন। উনি নিজে যেমন সহকারী চিকিৎসকদের হাতে ধরে কাজ শেখান, যুদ্ধের আগে ডাঃ ওর্শচেঙ্কভও ও'র হাত ধরে কাজ শিখিয়েছেন, সযত্নে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে ড'ট্‌সোভা একদিন ও'র মত চিকিৎসা শাস্ত্রের বিবিধ বিভাগে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেন। ওর্শচেঙ্কভ্‌ সাবধান করে দিতেন, "কখনো বিশেষজ্ঞ হওয়ার পাগলামি করো না। আর সবাই মহানন্দে বিশেষজ্ঞ বনার চেষ্টা করুক। তুমি তোমার ব্রতে অটল থেকো। তুমি একধারে রশ্মি দ্বারা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসায় পারদর্শিতা অর্জন করাই জীবনের ব্রত হিসেবে নাও। হয়ত পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কেউ ঐ ধরনের চিকিৎসক হবে না ···" ওর্শচেঙ্কভ্‌ এখনো বেঁচে আছেন। এ শহরেই থাকেন।

ড'ট্‌সোভা বাতি নিভিয়ে দিলেন, কিন্তু আগামীকালের কয়েকটা কাজ মনে পড়ে দোরগোড়া থেকে ফিরে এলেন। একটা নীল রঙের ওভারকোট গায়ে দিলেন। ওভারকোটটা আর নতুন নেই। নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে একটা জরুরী কথা মনে পড়ে ডাঃ নিজামুদ্দিনের অফিসে উঁকি দিলেন। দরজায় তালা লাগানো।

অবশেষে চওড়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে, পপলার গাছের সারি দেওয়া

হাসপাতালের পথে। মন পড়ে রইল কাজে। ড°ট্‌সোভা কখনো মনকে কাজ থেকে বিযুক্ত করার চেষ্টাও করতেন না। আবহাওয়ায় তেমন পরিবর্তন নেই। আবহাওয়া কেমন ড°ট্‌সোভা তা লক্ষ্যই করলেন না। প্রাক-গোধূলি বেলা। পথে যাদের দেখলেন উনি তাদের চেনেন না। ওরা কেমন পোষাক পরেছে, কি জুতো পরেছে, কেমন টুপি মাথায় দিয়েছে এসব দেখার নারীসুলভ স্বাভাবিক ইচ্ছেও হ'ল না। শুধু ভুরু দুটো কুঁচকিয়ে, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মানুষগুলির মুখ দেখতে দেখতে হেঁটে চললেন—যেন যে টিউমার এখন দেখা না দিলেও আগামীকাল দেখা দিতে পারে, তার সংকেত খোঁজার চেষ্টা।

হাসপাতালের কাফেটারিয়ার পাশ দিয়ে, কাগজের ঠোঙায় বাদাম বিক্রি করতে থাকা নাছোড়বান্দা উজবেক ছোকরাকে পেরিয়ে হাসপাতালের মেন গেটে পৌঁছলেন। মোটা, বদমেজাজী, নিদ্রাহীন, বুড়ী পাহারাদার সুস্থ মানুষদের গেট পেরিয়ে যেতে দিচ্ছিল, আর গলা ফাটিয়ে ধমকিয়ে রোগীদের ফেরৎ পাঠাচ্ছিল।

হাসপাতালের বাইরে এসে কর্মজীবন ত্যাগ করে গার্হস্থ্য জীবনে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। কিন্তু ড°ট্‌সোভার সময় এবং উদ্যম দুটি সমান ভাগে বিভাজিত নয়। জাগরণের মহত্তর এবং তাজা অংশটি হাসপাতালে কাটে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েও অনেকক্ষণ কাজের চিন্তা মৌমাছির মত ওঁকে ঘিরে ভোঁ-ভোঁ করে। সকালেও হাসপাতালে ঢোকার অনেক আগে থেকে ঐ ভোঁ-ভোঁ।

ড°ট্‌সোভা তাহ্‌তা-কুপিরের চিঠির জবাব ডাকে ফেলে দিয়ে রাস্তা পেরোলেন। ট্রলি-বাস স্টপেজে গিয়ে দাঁড়ালেন। সঠিক নম্বরের একটা ট্রলি-বাস ধাতব শব্দ তুলে সামনে এসে থামল। সামনে, পেছনে, দুই দরজাতেই ভিড়। ড°ট্‌সোভা একটা সীট বাগানোর জন্য সচেষ্ট হলেন। এ প্রচেষ্টাই ওঁকে রোগীদের ভাগ্য বিধাতা থেকে এক সাধারণ, সীটের জন্য ধাক্কাধাক্কি করা যাত্রীতে রূপান্তরিত করল।

এক-মুখো লাইনে বাসটা ঠং-ঠং করে চলল। এক এক জায়গায় পাশের লাইনে সরে উল্টো দিক থেকে আসা বাসকে পথ করে দিল। মুরসালিমভের ফুসফুসের দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাধি আর পাভেলের ইন্‌জেকশনের সম্ভাব্য বিক্রিয়া শূন্যদৃষ্টিতে জানলা দিয়ে চেয়ে থাকা ড°ট্‌সোভার মনে পাক খেতে থাকল। সকালের রাউণ্ডে পাভেলের বিরক্তিকর পণ্ডিতীভাব আর ধমকের ওপর সারা দিনে অন্যান্য প্রভাবের পরত পড়েছিল বটে। কিন্তু দিনের শেষে সে পরত মুছে গিয়ে সারা সন্ধ্যা মনে খচ্‌খচ্‌ করবে।

ড°ট্‌সোভার মত বাসের অনেক মহিলার হাতে ছোটখাটো ব্যাগ নয়, বড় বড় ব্যাগ। এত বড় বড় ব্যাগ যে তাতে জ্যান্ত শুয়োর ছানা এঁটে যাবে। জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া প্রতিটি দোকান আর বাস-স্টপে ড°ট্‌সোভার মন ক্রমশঃ বাড়ীর কাজে ফিরছিল। বাড়ী ওঁর একার দায়িত্ব আর মাথা ব্যথা। পুরুষদের থেকে

কি বা আশা করা যায়? কোন সভা বা কাজে উনি মস্কোয় গেলে, ও'র স্বামী আর ছেলে সারা সপ্তাহের বাসনপত্র না ধুয়ে জমা করে রেখে দেবে। এ নয় যে ওরা চায় উনি ঐ কাজটা করুন। ওরা স্রেফ ঐ কখনো শেষ না হওয়া, স্বতঃস্বীকৃত, পৌণঃ পৌণিক কাজ করার কোন অর্থই খুঁজে পায় না।

ড্‌স্ট্‌সোভার একটি মেয়ে। বিবাহিতা। তার একটি শিশুও আছে। কিন্তু যেকোন দিন বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটার সম্ভাবনায় বিড়ম্বিতা। সারা দিনে ঐ প্রথম মেয়ের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ে, ড্‌স্ট্‌সোভা ফুর্তি পেলেন না।

আজ শুক্রবার। জমা হওয়া একগাদা কাপড়-চোপড় রবিবার কাচতেই হবে। সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য রান্না শনিবার সন্ধ্যেয় (ড্‌স্ট্‌সোভা সপ্তাহে দুদিন রাঁধেন) সেরে ফেলতেই হবে। কাচার জন্য কাপড়গুলো আজই ভিজিয়ে দিতে হবে, তাতে শুতে যত রাত হয় হোক। বাসটা খুব ঢিকিয়ে চলছে। তবু আজ বাজার না সেরে উপায় নেই। ভাগ্য ভাল, সন্ধ্যে একটু না গড়ালে দোকানে তেমন বেশি ভিড় হয় না।

ট্রলি বদলানোর জন্য নেমে কাছাকাছি মুদির দোকানের কাঁচের জানলায় চোখ পড়তে ভাবলেন, ভেতরে ঢুকি। মাংসের বিভাগ রসদ শূন্য। ভারপ্রাপ্ত কর্মী তাই ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে। মাছের বিভাগে নেওয়ার মত কিছুই নেই— কয়েকটা হেরিং, নোনা মাছ আর ডিবাজাত মাছ পড়ে আছে। পিরামিডের মত সাজানো মদের বোতলের প্রদর্শনী আর শুয়োরের মাংসের সসেজের মত দেখতে পনীরের বাদামী লাঠিগুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে উনি মুদিখানায় ঢুকলেন। উনি দু'বোতল সূর্যমুখীর তেল (আগে শুধু তুলা বীজের তেল পাওয়া যেত) আর কিছু বালির নির্যাস চাইলেন। এরপর মুদিখানা কাউণ্টার থেকে শান্ত পরিবেশওলা দোকানটার ক্যাশ কাউণ্টারে চললেন। জিনিষগুলো সেখানে পাওয়া যাবে।

ড্‌স্ট্‌সোভা দুটি পুরুষের পেছনে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন সময় হঠাৎ দোকানে হৈচৈ লেগে গেল। রাস্তা থেকে অনেকগুলি লোক ঢুকে এসে চটপট মুখরোচক দ্রব্যের কাউণ্টারে লাইন দিল। ড্‌স্ট্‌সোভাও মুদিখানা বিভাগে দাম চোকানো জিনিষগুলি সংগ্রহ করার কথা না ভেবে মুখরোচক কাউণ্টারে লাইন দিলেন। কাউণ্টারের কাঁচের পর্দার পেছনে কি আছে তা দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু কোলাহলরত এবং পরস্পরকে ঠেলে এগিয়ে যেতে ব্যগ্র নারী-পুরুষ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে টুকরো করে কাটা শুয়োরের মাংসের সসেজ বিক্রি হবে। প্রতি ক্রেতা এক কিলো করে পাবেন।

কি দারুণ বরাত জোর! আরেকবার লাইন মেরে দু'কিলো জোগাড় করা মন্দ কি?

মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে ?

ক্যানসার গলায় অমন কামড় না বসালে ইয়েফ্রেম পড্‌ড়ুয়েভ হত জীবনোপভোগের তুঙ্গে এক মানুষ। বয়স পঞ্চাশের এদিকে! হাত-পা মজবুত, বলিষ্ঠ কাঁধ আর সতেজ মন। ও ঠিক গাড়ী টানা ঘোড়ার মত তাগড়া নয়, বরং দুটো কুঁজওলা উটের মত বলিষ্ঠ। আট ঘণ্টা ব্যাপী প্রথম শিফ্‌টে কাজ করে দ্বিতীয় শিফ্‌টে কাজ করতে হলেও প্রথমটার মতই সতেজে কাজ করে। যৌবনে কামা নদীর ওপর কাজ করার সময় ১২৫ কিলো ওজনের বস্তাগুলো অনায়াসে তুলত-নামাত। সে শক্তি সামন্যই কমেছে। শরীরের এই অবস্থাতেও ও কংক্রিট মিশ্রণ যন্ত্র ঠেলে কোন পাটাতনে তুলতে শ্রমিকদের মদত দিতে কুণ্ঠিত হত না। ও সারা দেশে ঘুরে পাহাড় প্রমাণ কাজ করেছে—ইমারত ভাঙা এবং তৈরী, মাটি কাটা, মাল বওয়া ইত্যাদি। ও দশ রুবলের নোট দিয়ে তার ভাঙানি ফেরৎ নেওয়ার পরোয়া করত না। দু'বোতল ভদ্‌কা টেনে বেসামাল হত না, কিন্তু তৃতীয় বোতলের জন্য হাত বাড়াত না। ও নিজের দৈহিক শক্তির কোন সীমা রেখা টানত না, ভাবত চিরকালই সে শক্তি অব্যাহত রয়ে যাবে। যুদ্ধকালীন জরুরী ইমারতি কাজে লিপ্ত ছিল বলে অত দৈহিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও ওকে কখনো যুদ্ধে যেতে হয়নি। যুদ্ধ জনিত ক্ষত এবং সামরিক হাসপাতালের স্বাদ তাই ওর অজানা। জীবনে এক দিনও অসুস্থ হয়নি। কোন গুরুতর ব্যাধি, সংক্রামক ফ্লু, মড়ক ইত্যাদি ত' ওকে স্পর্শই করেনি, এমন কি কখনো দাঁতের ব্যথাও হয়নি। ও জীবনে প্রথম অসুস্থ হয় গত বছরের আগের বছর, আর সে অসুস্থতা হ'ল ক্যানসার!

'ক্যানসার' কথাটা উচ্চারণ করতে ওর এখন অসুবিধে হয় না। কিন্তু বেশ ক'বছর ধরে নিজেকে বলেছে, ও কিছু নয়, একটুও মাথা ঘামানোর দরকার নেই। যত দিন পেরেছে ডাক্তার দেখানো এড়িয়েছে। কিন্তু একবার দেখাতে গিয়েই ওরা ওকে অবশেষে ক্যানসার চিকিৎসালয়ে পাঠানোর আগে পর্যন্ত এ-দরজা ও-দরজা ঘুরিয়ে মেরেছে। কিন্তু ওরাও রোগীদের সর্বদা বলে, তোমার ক্যানসার হয়নি। সুতরাং কি হয়েছে ইয়েফ্রেম তা বুঝতেও পারল না। ও নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় আস্থা রাখত না; যা বিশ্বাস করতে ভালবাসত তাই আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে চাইত। মনে করত, কানসার হয়নি এবং অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে।

ক্যানসার ধরেছিল জিভে। সেই ক্ষিপ্র, সদা-প্রস্তুত জিভ যার অস্তিত্ব সম্পর্কে ও প্রকৃত পক্ষে খুব বেশী অবহিত না হলেও, যা জীবনভর এত সেবা করেছে। পঞ্চাশ বছরে জিভটা অনেক কাজ করেছে। ঐ জিভটার জন্যই ত' ও যে কাজ আদো করেনি তার দরুণ পয়সা পেয়েছে, যার বিন্দু-বিসর্গও জানে না তার সম্পর্কে দিব্যি গেলেছে, যেসব কাজ-কর্ম আর মানুষের ওপর মোটেই

বিশ্বাস নেই তাদের জন্য জামিন থেকেছে, ওপরওলাদের তম্বি করেছে আর সহকর্মী শ্রমিকদের গলা কাটিয়ে গালমন্দ করেছে। ঐ জিভ দিয়েই ও সবচেয়ে প্রিয় আর পবিত্র বস্তুগুলোকে মসীলেপণ করে মাতোয়ারা কোকিলের মত পুলকিত হয়েছে। স্থূলতম রুচির, কিন্তু রাজনীতির ছোঁয়াচ বর্জিত, গল্পের জাল বুনেছে। দেশময় ছড়িয়ে থাকা শ'কয়েক স্ত্রীলোককে ধাপ্পা দিয়েছে; বলেছে ও অবিবাহিত এবং ওর সন্তানাদি থাকার প্রশ্নই ওঠে না, আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ফিরে ওরা দুজনে মিলে ঘর বাঁধবে। এক ঠিকে শাশুড়ী ত' ওকে অভিশাপই দিয়েছিল, "তোমার জিভে পোকা পড়ে না!" কিন্তু বেহেড মাতাল হওয়ার আগে পর্যন্ত জিভ কখনো ওর অবাধ্যতা করেনি।

তারপর হঠাৎ জিভটা ফুলতে লাগল। অনবরত দাঁতে ঠেকত। লালাসিক্ত নরম মুখ গহ্বরে যেন জিভটার স্থান অকুলান হত। ও তবু বন্ধু-বান্ধবদের সামনে বাহাদুরি দেখিয়ে বলত, "আমি? সারা পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যাকে আমি ভয় পাব!" বন্ধুরাও সায় দিয়ে বলত, "ইয়েফ্রেমের মনের জোর আছে বটে।"

কিন্তু ওর যা ছিল তা মনের জোর নয়, নিছক অন্ধ, হিম-শীতল ভীতি। ঐ ভীতি আঁকড়িয়ে থেকেই ও যতক্ষণ পেরেছে কাজ করেছে, অপারেশন এড়িয়েছে। সারাটা জীবনই ওকে বাঁচার কথা শিখিয়েছে, মরতে শেখায়নি। পরিবর্তন মেনে নেওয়া ওর সাধ্যের অতীত। সে পথে পা বাড়াতে ও জানে না। তাই যতকাল পেরেছে, দাঁড়িয়ে থেকেছে। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব নিয়ে রোজ কাজ করতে গিয়েছে, আর লোকের মুখে মনের জোরের প্রশংসা শুনে প্রবোধিত হয়েছে।

ইয়েফ্রেম অপারেশনে আপত্তি করেছিল। ওরা তাই ছুঁচ চিকিৎসা শুরু করল। নরকের এক পাপীর মত জিভে অনেকগুলো ছুঁচ গেঁথে বেশ ক'দিন রেখে দিল। ইয়েফ্রেম কত আশা করেছিল, এতেই রোগ সেরে যাবে। তা হ'ল না। জিভ ফুলতে থাবল। ও আর নিজের বিখ্যাত ইচ্ছা শক্তি কাজে লাগাতে পারল না। চিকিৎসাগারের সাদা টেবিলে তেজী ষাঁড়ের মত মাথাটা রেখে ডাক্তারদের কথা মেনে নিল।

অপারেশন করেছিলেন লেভ্ লিওনিডোভিচ্। চমৎকার অপারেশন হয়েছিল, ঠিক ডাঃ লিওনিডোভিচ্ যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একটু সরু আর খাটো হয়ে যাওয়া জিভটা দ্রুত এদিক-ওদিক মুড়তে, আর আগে যা কিছু বলত একটু কম স্পষ্ট উচ্চারণে সে সবই বলতে শিখল। আরেকবার ছুঁচ ফোটানো হ'ল। হাসপাতাল থেকে ছেড়েও দিল। আবার ডেকে পাঠাল। ডাঃ লিওনিডোভিচ্ বললেন, "তিন মাস পরে একবার আসবেন। আপনার ঘাড়ে একটা অপারেশন করতে হবে। খুব মামুলি অপারেশন।"

ইয়েফ্রেম এর মধ্যে ঘাড়ের 'মামুলি' অপারেশন যথেষ্ট দেখে ফেলেছে। ও সময় মত ফিরে এল না। ওরা ডাকে সমন পাঠাল। ও পাত্তা দিল না। কোন

এক জায়গায় বেশী দিন না থাকা ওর অভ্যাস। সহজেই যেদিন খুশি কোলিমা বা থাকাসিয়া'র মত দূর অঞ্চলে গা ঢাকা দিতে পারত। কারণ ওর না ছিল নাম মাত্র পরিবার, না কোথাও বাড়ি-ঘর বা কোন সম্পত্তির পিছটান। ও যে দুটো জিনিষ ভালবাসে, অর্থাৎ বন্ধনহীন জীবন আর টাকার যোগান, তা সম্প্রতি ফিরে পেয়েছিল। হাসপাতাল থেকে প্রায়ই লিখত, "আপনি স্বেচ্ছায় হাসপাতালে না এলে পুলিশকে আপনাকে ধরে আনতে বলা হবে।" ক্যানসার হাসপাতালের সে ক্ষমতা ছিল ; যাদের আদৌ ক্যানসার হয়নি তাদের ওপরও ঐ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ছিল।

ও ফিরে গেল। অবশ্য, তখনো আপত্তি করতে পারত। কিন্তু ডাঃ লিওনিডোভিচ্ ওর ঘাড় পরীক্ষার পর এত দিন অপারেশন এড়ানোর জন্য দু'কথা শোনালেন। ওরা ইয়েফ্রেমের ঘাড়ের ডান আর বাঁ দিকে চাক্কুবাজদের মত খুবলিয়ে নিল। আঁটসাঁট ব্যাণ্ডেজ জড়ানো অবস্থায় অনেক দিন পড়ে থাকতে হ'ল। যখন ছাড়া পেল, ডাক্তাররা নৈরাশ্যব্যঞ্জক মাথা নাড়লেন।

এত দিনে ও বন্ধনহীন জীবনের স্বাদ ভুলে গিয়েছিল। তার সঙ্গে জীবন উপভোগ করাও। কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। ধূমপান আর মদ্যপানও ছেড়েছিল। ঘাড়টা আগের মত নমনীয় হচ্ছিল না। ক্রমশঃ ফুলছিল। ঘাড়ের ব্যথা মাথায় ধাক্কা দিত ! মূল অসুখটাই প্রায় কান পর্যন্ত পৌঁচেছিল।

তারপর এক মাসও হয়নি ও সেই সুপরিচিত পুরানো ধূসর ইটের ইমারতে ফিরে এসেছে। পপলার গাছের সারি দেওয়া রাস্তা ধরে, হাজার হাজার পায়ের ছোঁয়ায় পালিশ হওয়া সিঁড়ি বেয়ে চেনা গাড়ী বারান্দায় উঠে এসেছে। সার্জনরা সঙ্গে সঙ্গে চেনা বন্ধুর মত জাপটিয়ে ধরে সেই চেনা ডোরাকাটা পায়জামা পরিয়েছেন. আর অপারেশন থিয়েটারের কাছাকাছি সেই ওয়ার্ডে ভর্তি করে দিয়েছেন, যার জানলা দিয়ে হাসপাতালের পেছন দিকের বেড়া দেখা যায়। ও সেখানে ঘাড়ে দ্বিতীয়বার, অর্থাৎ মোট তিনটি, অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করে থেকেছে। কিন্তু ইয়েফ্রেমের আর ন্যাকামি করার হেতু ছিল না। ও ন্যাকামি করতও না। ও জানত ওর হয়েছে ক্যানসার।

তাই অপরের জ্ঞানের খামতি শোধরাতে তৎপর ইয়েফ্রেম পড়শী রোগীদের বলত, তাদেরও ক্যানসারই হয়েছে, এবং তারা সবাই একদিন এ হাসপাতালেই ফিরে আসবে। এ নয় যে ও ওদের মনোবল চূর্ণ করে দিয়ে আনন্দ পেত। ওর বক্তব্য, ওরা কেন ন্যাকামি ত্যাগ করে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় ?

তৃতীয় অপারেশন হ'ল। আরো গভীর, আর আরো কষ্টদায়ক অপারেশন। অথচ অপারেশনের পরে ব্যাণ্ডেজ করার সময় ডাক্তারদের মুখে ফুর্তি দেখা গেল না। ও'রা রুশ ছাড়া আর কোন ভাষায় অনেক বকর-বকর করলেন, আর ব্যাণ্ডেজ ক্রমে মোটা আর উঁচু হয়ে মাথাটা দেহের সঙ্গে আঁট করে সেঁটে দিল। মাথায় ছুরি ঢোকানোর মত ব্যথা আরো তীব্র আর ঘনঘন, প্রায় অবিরাম, হতে থাকল।

আর ভান করে লাভ কি ? ক্যানসারই যখন হয়েছে তখন তার পরে যা হবে

তাও মেনে নিতে হবে। ও দুটি বছর রোগটার দিকে পেছন ফিরে থেকেছে, চোখ বুজে থেকেছে। এবার সময় এসেছে দুম করে মরে যাওয়ার। হ্যাঁ, স্রেফ মরা নয়, দুম করে মরা। ও কটুতাপূর্ণ ভাবেই কথাগুলো বললেও, শুনতে মন্দ লাগত না।

কিন্তু কথাটা বলা যথেষ্ট সহজ হলেও ওর মন, ওর অন্তঃকরণ তা মানতে পারছিল না। ওবও মৃত্যু হবে? তাহলে কি করতে হবে? এ পর্যন্ত ও কাজের আড়ালে নিজেকে লুকিয়েছে, মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে থেকেছে। কিন্তু মৃত্যু যে এখন হাসপাতালেই হাজির হয়েছে, আর তার মোকাবিলা করতে হবে ওর একার। পুরু ব্যাণ্ডেজের ওপর দিয়ে মৃত্যু যে ঘাড় চেপে ধরেছে।

ওর নিজের ওয়ার্ডের, ওপর এবং নিচতলার আর বারান্দার লোকগুলো যা বলে তাতে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ওসব কথা অনেকবার শোনা হয়েছে, কোনটাতেই সুফল ফলেনি। তারপর থেকেই ও ঘরময় পায়চারি করতে আরম্ভ করেছে। দরজা থেকে জানলা অব্দি, আবার জানলা থেকে দরজা। রোজ পাঁচ ঘণ্টা করে। এক এক দিন ছ'ঘণ্টা। সাহায্যের জন্য ব্যাকুল দাপাদাপি।

ইয়েফ্রেম সারা জীবনে যত জায়গায় গিয়েছে—ও বড় শহরগুলো বাদে রাশিয়ার সর্বত্র ত' গিয়েছিলই, সবক'টা প্রদেশও ঘুরেছে—আর সে সব জায়গায় যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তারা সবাই জানত পুরুষের ঠিক কি থাকা প্রয়োজন। পুরুষের থাকতে হবে কোন একটা ভাল পেশা আর জীবনের ওপর দখল। ঐ দুটোতেই টাকা আসে। দুটি মানুষের পরিচয় হলে নাম-ধাম জানার পরই যে প্রশ্ন দুটি করা হয় তা হলঃ 'আপনি কি করেন?' আর 'আপনি কত আয় করেন?' রোজগার যদি তেমন না হয় তবে মানুষটি হয় এক মূর্খ নয় এক হতভাগ্য, এবং মোটের ওপর পুরুষ নামের উপযুক্ত নয়।

এই ধরনের জীবনই ইয়েফ্রেম ভাল চিনত। ইয়েনিসি নদীর ওপর, কামা নদীর ওপর, ভর্কুতায়, রুশ দূরে এবং মধ্য প্রাচ্যে ও এই ধরনের জীবনই দেখেছে। পুরুষ সেখানে মোটা টাকা রোজগার করে আর শনিবার কিংবা ছুটির দিনে তা স্রেফ ফুটিয়ে দেয়।

এ ত' তোফা জীবন। পুরুষদের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেত চমৎকার। কিন্তু যতক্ষণ না ক্যানসার বা ঐ ধরণের মারাত্মক কিছু হয় ততক্ষণ। একবার ক্যানসার বা আর কোন মারাত্মক রোগ ধরলে পেশা, চাকরি, মোটা মাইনে আর জীবনের ওপর দখলে একটা ফুটো পয়সারও কাজ হয় না। পুরুষরা তখন অসহায়ের মত শেষ পর্যন্ত ন্যাকামি করে যে তাদের ক্যানসার হয়নি। দেখে মনে হয় প্রাণরস বঞ্চিত আগাছার দল। কিন্তু, শুধুই কি প্রাণ-রস বঞ্চিত? তার বেশী নয়?

ইয়েফ্রেম যখন কিশোর ও তখন নিজের আর বন্ধুদের সম্পর্কে শুনত এবং জানত যে ওরা বয়োবৃদ্ধদের চেয়ে চালাক-চতুর হয়ে উঠছে। বয়োবৃদ্ধরা যেখানে কখনো শহরে যাওয়ার সাহস করেননি, কিশোর ইয়েফ্রেম সেখানে তেরো

বছর বয়সে ঘোড়া ছুটিয়ে আর পিস্তল ছুঁড়ে বেড়াত। আর পুরুষ যেমন স্ত্রীলোককে খাবলিয়ে ধরে, পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে ও গোটা দেশটাকে তেমনি খাবলিয়ে ধরেছে। কিন্তু এখন ওয়ার্ডে পায়চারি করতে করতে রুশ গ্রামাঞ্চলে, যেমন কামা'র কাছাকাছি জায়গাগুলোয় বৃদ্ধরা—রুশ, তাতার ভোতুয়াক ইত্যাদি নানা জাতির বৃদ্ধরা—মৃত্যুর বয়স হলে কেমন আচরণ করে, মনে পড়ল। তারা কখনো গর্বে বুক ফুলিয়ে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না। শান্ত ভাবে মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যু বরণ করার জন্য ধীরে-সুস্থে প্রস্তুত হয়; কে ঘোড়া পাবে, গরু পাবে কে, কে পাবে কোট আর বুট কে পাবে ইত্যাদি বিলি বন্দোবস্ত করে। তারপর এমন সহজ ভাবে বিদায় নেয়, যেন এক নতুন বাড়ীতে উঠে যাচ্ছে। ক্যানসার হলেও বিচলিত হত না। অবশ্য, ওদের কারো ক্যানসার হতও না।

আর এই হাসপাতালে অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাস নেওয়া, চোখের মণি স্থির হয়ে যাওয়া রোগীদের জিভ তবু আউড়িয়ে চলেছে, "আমি মরব না! আমার ক্যানসার হয়নি।"

যত সব মুর্গী'র ছানা। শানিত ছুরি সামনে দেখেও অনবরত ক্যাক্-ক্যাক্ করতে কবতে খাবার খোঁজা মুর্গী'র ছানা। একটাকে ধরে নিয়ে বাকি ক'টার সামনেই মাথা কেটে দাও, ওরা সমানই খাবারের জন্য কামড়া-কামড়ি করবে।

বিচিত্র আওয়াজ ওঠা কাঠের মেঝেয় দিনের পর দিন লাগাতার পায়চারি করেও ইয়েফেম ঠিক কি করে মৃত্যুর মোকাবিলা করবে ভেবে পেত না। চিন্তা-ধারা ঠিক মত কাজ করত না। কেউ যে সুযুক্তি দেবে, তাও ছিল না। বইয়ে যে সদুত্তর পাবে এমন মনে হত না।

অনেক কাল আগে ইয়েফেম চার বছর স্কুলে পড়েছিল। ইমারত নির্মাণ পাঠক্রমও সম্পূর্ণ করেছিল। ওর তবু কখনো পড়তে ভাল লাগত না। ও রেডিও শুনত, খবরকাগজ পড়ত না। দৈনন্দিন জীবনে বই পড়ার কোন উপযোগিতা আছে মনে করত না। দেশের যে দূর, দুর্গম এবং বসবাসের অনুপযোগী অঞ্চলে ও জীবন কাটিয়েছে—কারণ সেখানে অনেক বেশী আয় হত—গ্রন্থকীটরা সেখানে টিকতেই পারতেন না। ও একান্ত নিরুপায় না হলে পড়ত না—যেমন উৎপাদনের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত পুস্তিকা, ভারোত্তলন যন্ত্রাদির বর্ণনা এবং চালানোর নির্দেশাবলী, প্রশাসনিক নির্দেশাবলী, আর চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত 'সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।' [স্ট্যালিনের লেখা 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,' যার চতুর্থ অধ্যায়, অর্থাৎ মার্ক্সীয় দর্শন সম্বলিত অধ্যায় পর্যন্ত, রুশ নাগরিক মাত্রের অবশ্য পাঠ্য ছিল] বই কেনা কিংবা বইয়ের জন্য গ্রন্থাগারে যাতায়াত বাতুলতা মনে করত। লম্বা সফরে কিংবা কোথাও অপেক্ষা করতে গিয়ে বই পেলে, কুড়ি-তিরিশ পাতা পড়ে রেখে দিত। বুদ্ধিদীপ্ত, আধুনিক মানুষের যা কিছু প্রয়োজন সে সবে ওর একান্ত অনীহা।

বেডের পাশের টেবিলে যে বইগুলো রাখা থাকত ও সেগুলো ছুঁয়েও দেখত না। আর, এক শূন্য, হতচ্ছাড়া সন্ধ্যায় কস্টোগলোটভ্ যে নীল মলাটের ওপর

সোনালী হরফে নাম লেখা বইটা দিয়েছিল, সেটা একটা উপন্যাস হলে পড়ার চেষ্টাই করত না। পড়তে আরম্ভ করেছিল যেহেতু বইটা ছোট গল্প সংগ্রহ বলে। বেশীর ভাগ গল্প পাঁচ পৃষ্ঠা'র বেশী নয়, কোন কোনটা এক পৃষ্ঠার। পরপর সাজানো দুটো বালিশে হেলান দিয়ে বইটা ওল্টাচ্ছিল। কয়েকটা গল্পের শিরোনাম—'কর্ম', অসুস্থতা এবং মৃত্যু', 'মূল নীতি', 'উৎস', 'তিন বৃদ্ধ', 'আগুন নিয়ে খেললে আগুন তোমায় নিয়ে খেলবে' আর 'দিন থাকতে দিনের কাজ সারা' —মনকে নাড়া দিল। মনে হ'ল উপকারী হবে।

ও সবচেয়ে ছোট গল্প দিয়ে শুরু করল। পড়ে, ভাবতেও হ'ল। গল্পটা আবার পড়তে ইচ্ছে হ'ল। প'ড়ে, আবার ভাবল। দ্বিতীয় গল্পটার বেলায়ও তাই করল।

এমন সময় ওরা বাতি নিভিয়ে দিল। ইয়েফেম বইটা তোষকের নিচে লুকিয়ে রাখল। কেউ চুরি করে নিতে পারবে না। ও সকালে উঠেই পড়তে পাবে। ও অন্ধকারে আহমদজানকে সেই গল্পটা বলল, যাতে বলা আছে আল্লা কিভাবে মানুষের আয়ুকে বিভক্ত করে দিয়েছেন, এবং ফাউ হিসেবে মানুষকে কত বছর অপ্রয়োজনীয় আয়ু দিয়েছেন। ও অবশ্য, গল্পের মূল কথা নিজে মেনে নিতে পারছিল না ; এবং এও ভেবে পাচ্ছিল না, যে ক'টা বছর মানুষ সুস্থ-সবল থাকে তার মধ্যে ক'টা বছর ফাউ এবং অপ্রয়োজনীয় কি করে হতে পারে।

মাথায় ছুরি চালানো ব্যথা অনবরত চিন্তাধারা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল! ইয়েফেম গল্পগুলোর সার মর্ম ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

শুক্রবার সকাল হাসপাতালের আর সব সকালের মতই নিরানন্দ, ভারী ভাবে আরম্ভ হ'ল। তবু শুক্রবারে একটা তফাৎ ঘটল। রোজ সকাল শুরু হত ইয়েফেমের কয়েকটা বিষাদময় ভাষণ দিয়ে। কেউ কোন আশা বা ইচ্ছে ব্যক্ত করলে ও সিধে সে আশায় জল ঢেলে দিয়ে, রোগীটিকে গুঁড়িয়ে দিত। কিন্তু সেদিন ও মুখ খুলল না। তার বদলে বই খুলে বসল। চোয়াল ব্যাণ্ডেজে আটকানো, সুতরাং মুখ ধোয়ার প্রশ্ন নেই। প্রাতরাশ খাওয়া বেডে বসেই সারা যেতে পারে। অপারেশন হওয়া রোগীদের আজ ডাক্তররা দেখতে আসবেন না। ইয়েফেম বইটার মোটা, খসখসে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পড়তে আর ভাবতে লাগল।

রশ্মি-চিকিৎসা বিভাগের রোগীদের রাউণ্ড হয়ে গেল। সোনালী ফ্রেমের চশমাপরা যে রোগীটা ডাক্তারদের ওপর তম্বি করেছিল সে সুড়সুড় করে লেজ গুটিয়ে ইন্‌জেকশন নিল। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প কস্টোগলোটভ্ ঘরে ঢুকছিল আর বেরোচ্ছিল। আজভ্‌কিনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। ও ব্যথায় দুহাতে পেট চাপতে চাপতে বিদায় নিল। যাদের রশ্মি-বিকিরণ আর রক্ত দেওয়া হবে, তাদের ডাক পড়ল। এত সত্ত্বেও ইয়েফেম ঘরময় পায়চারি ত' করলই না, বেড থেকে উঠলও না। চুপ করে পড়তে লাগল। বইটা ওর সঙ্গে কথা বলছিল। ও অমন বই কখনো পড়েনি। কখনো দেখেওনি। বইটা ওকে বেডে আটকিয়ে রাখল।

গল্পগুলো হয়ত কোন সুস্থ লোকের মনে মোটেই দাগ কাটত না। ঘাড় আর মাথায় অসহ্য ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে বন্দী থাকতে না হলে ইয়েফেমও পড়ত মনে হয় না।

গতকালই একটা গল্পের শিরোনাম দেখে পছন্দ হয়েছিল। নামটা যেন ওরই দেওয়া। গত কয়েক সপ্তাহে পায়চারি করার সময় মনে ঘুরপাক খেতে থাকা অজস্র অনামা ভাবনার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল সে ত' ঐ গল্পের শিরোনাম —'মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে ?'

তেমন ছোট গল্প নয়। কিন্তু এমন নরম, সহজ ভঙ্গীতে লেখা যে সোজা বুকে দাগ কাটে : 'এক মুচি তার স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে একবার এক চাষীর বাড়ীতে উঠেছিল। মুচির না ছিল ঘর-বাড়ী না জায়গা-জমি। মুচিগিরি করে কোন মতে সংসার পালত। শ্রমের মূল্য ছিল না বললেই হয়, আর খাদ্য-শস্যের ছিল আক্কাড়া। মুচি যা রোজগার করত পরিবারের অন্ন জোটাতেই তা শেষ হয়ে যেত। মুচি আর স্ত্রীর মিলে ছিল একটি মাত্র এখানে-ওখানে খসে পড়া ফারের কোট।'

এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল। আরো জানা গেল মুচির নাম সেমিওন। সেমিওন বেজার-মুখো মানুষ। সেমিওনের সাকরেদ মিছাইলো হাড় বের করা রোগা মানুষ। কিন্তু জমিদার 'যেন আরেক জগতের মানুষ। বড়-সড় লাল মুখ। ষাঁড়ের মত মজবুত ঘাড়। সারা শরীরটা যেন লোহা ঢালাই করে গড়া। যেমন তাঁর জীবনযাত্রা তাতে তিনি কর্কশ না হয়ে পারেন না। অমন কঠিন মাটিতে মরণও কামড় বসাতে পারে না।'

ঐ জমিদারের মত মানুষ ইয়েফেম বেশ ক'টা দেখেছে। কয়লাখনি সমাহারে ওর ওপরওলা কারাশ্চুক একজন, এ্যান্টনভ্ আরেকজন ; চেচেভ্ আর কুর্ধ্‌তিকভ্ ও ছিল। ইয়েফেম নিজেই কি ওদের মোকাবিলা করেনি ?

ইয়েফেম ধীরে ধীরে, প্রতিটি শব্দে মন দিয়ে, গল্পটা আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলল। গল্প শেষ হতে দুপুরের খাওয়ার সময় হ'ল। ওর না ইচ্ছে করছিল পায়চারি করতে, না ভাল লাগছিল কথা বলতে। চোখ আর মুখ যেন স্বস্থানে নেই। মনে কি একটা কথা পাক খাচ্ছিল। এর আগেই হাসপাতাল ওর রুক্ষতা কমিয়ে দিয়েছিল। এবার মসৃণ করার পালা।

ও কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিল। ও উঁচু হয়ে থাকা হাঁটুর ওপর বন্ধ করে দেওয়া বইটা রেখে, শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালে চেয়ে রইল। বাইরে দিনটাও ম্যাড়মেড়ে লাগল।

ওর উল্টোদিকের বেডে ঘোলের মত ফ্যাকাশে মুখো রোগীটি ঘুমিয়ে নিজের ক্ষতের জ্বালা ভুলছিল। জ্বর প্রশমনের জন্য ওকে কয়েকটা কম্বল চাপা দেওয়া হয়েছে। পাশের বেডে আহমদজান আর সিবুগাটভ চেকার্স খেলছে। ওদের দুজনের ভাষায় বিশেষ মিল নেই বলে ওরা রুশ ভাষায় কথা বলছিল। সিবুগাটভ খুব সাবধানে বসেছে। যাতে ওর নিতম্বে চাপ না পড়ে সেদিকে সজাগ

দৃষ্টি। যৌবন না পেরোলেও, বেচারীর মাথা প্রায় ফাঁকা।

অথচ ইয়েফেমের একটা চুলও পড়েনি। চুল ত' নয়, যেন শেয়াল-রঙ বুনো শিকড়ের একটা বড় চাঙড়, যার মধ্যে দিয়ে চিরুনি চলে না। আর, মেয়ে-ছেলের জন্য বাসনা একটুও কমেনি। কিন্তু এখন যে তাতে কোন উপকার হবে না।

ইয়েফেমের জীবনে কত যে মেয়ে এসেছে আর গিয়েছে তার লেখা-জোখা নেই। প্রথম প্রথম ও নিজের বৌদের হিসেব আলাদা রাখত। পরে আর আলাদা হিসেব রাখত না। ওর প্রথম বৌ আমিনা ছিল ইয়েলাবুগা অঞ্চলের তাতার কন্যা। ভারি সুন্দরী আর তেমনি অভিমানী। গালে টোকা দিলে যেন রক্ত ঝরে পড়ত। খুব অবাধ্যও ছিল। আমিনাই ওকে ছেড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ওদের শিশু কন্যাকে। তারপর থেকে ইয়েফেম ঠিক করেছিল যে ও আর বোকা বনবে না। ওই মেয়েছেলেদের ছেড়ে পালাত। ওর জীবন ছিল একেবারে ঝাড়া-হাত-পা। কোন জায়গায় কাজ নিয়ে সেকাজ ফুরনোর আগেই আর কোথাও নতুন কাজের জন্য চুক্তি করত। সেদিক থেকে ওর পরিবার থাকলে তাদের টেনে বেড়াতে হত এবং তারা ওর পথের বাধা হয়ে দাঁড়াত। প্রত্যেক নতুন জায়গায় ঘর-গেরস্থালির জন্য ও মেয়েছেলে জুটিয়ে নিত। অনেকের সঙ্গে পথেও আলাপ হয়ে যেত। ও কারো নামও জিজ্ঞেস করত না। স্রেফ স্বীকৃত মূল্য দিত। তাদের নাম, অভ্যাস, কিভাবে প্রথম আলাপ হয়েছিল ইত্যাদি বৃত্তান্ত এতদিনে ওর স্মৃতিতে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। শুধু অসাধারণ গুলিই মনে আছে। সেজন্যই এক ইঞ্জিনিয়ারের বৌ ইয়েভ্‌দোশ্‌কা-কে মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে কেমন করে ইয়েভ্‌দোশ্‌কা আল্‌মা-আতা'র প্লাটফর্মে হ্যাংলা চোখে দাঁড়িয়ে পাছা দোলাচ্ছিল। তখন যুদ্ধ পুরো দমে চলছে! ইয়েফেমদের কর্মীদলের সবাই ইলি-তে নতুন যুদ্ধকালীন নির্মাণ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য রেল স্টেশনে জমায়েত হয়েছিল। ওদের বিদায় জানাতে আসা মানুষের ভিড়ই হয়েছিল বলা চলে। ইয়েভ্‌দোশ্‌কার ছোট-খাটো, চোখে না পড়ার মত চেহারা স্বামী কাছাকাছি একজনের সঙ্গে কোন এক তুচ্ছ বিষয়ে তর্কাতর্কি করছিল। ছাড়বার আগে যাত্রীদের সাবধান করতে ইঞ্জিন একটা হ্যাঁচকা টান দিল। "এই, এদিকে!" ইয়েফেম এক বাহু বাড়িয়ে ডাকল, "আমায় পছন্দ হলে, উঠে এসো না! এসো!" অতগুলো মানুষ আর স্বামীর চোখের ওপর দিয়ে ইয়েভ্‌দোশ্‌কাকে ইয়েফেম জানলা গলিয়ে তুলে নিল। ওরা বেশ ক'সপ্তাহ এক সঙ্গে ছিল। ইয়েভ্‌দোশ্‌কাকে কি করে রেলের কামরায় তুলে নিয়েছিল, ইয়েফেম এখনো সেকথা ভোলেনি।

মেয়েদের সম্পর্কে ইয়েফেম সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যা জেনেছিল তা হ'ল, ওরা জড়িয়ে ধরে। মেয়ে জোটানো সহজ, ছাড়ানো সহজ নয়। আজকাল নারী-পুরুষের সমতা বলে যে কথাটা খুব বেশী চালু হয়েছে ইয়েফেম কখনো তার বিরূপ মন্তব্য করেনি বটে, কিন্তু ও কোন দিনই মেয়েদের—প্রথমা স্ত্রী আমিনা

বাদ—পুরোপুরি সাবালক বলে মেনে নিতে পারেনি। তাই মেয়েদের প্রতি ওর আচরণকে কেউ অসদাচরণ অভিহিত করলে, ও বিস্মিত হয়।

অথচ বইটায় যা লিখেছে তা থেকে ত' মনে হয় সব দোষ ওরই।

সন্ধ্যের অনেক আগেই ওয়ার্ডে বাতি জেবলে দিল।

চোয়ালের কাছাকাছি, ঘাড়ের ওপর আব্ হওয়া ছোট-খাটো, রোগাটে লোকটা কম্বলের নিচ থেকে টাকপড়া মাথা বের করে দেখল, আর চট করে চশমা এ'টে অধ্যাপক বনে গেল। ও সকলকে সুখবর জানাতে দেরী করল না—ও ইন্জেকশনটা যত খারাপ হবে ভেবেছিল সত্যিই তত খারাপ নয়। ও এবার নিজের বেডের পাশের টেবিল থেকে মুর্গীর মাংসের টুকরো নেওয়ার জন্য ঝ্ঁকল।

যত সব দুধের শিশু! ইয়েফ্রেম লক্ষ্য করেছে ওরা সব সময় মুর্গীর মাংস চায়। ভেড়ার মাংসও নাকি ওদের কাছে দুষ্পাচ্য।

ওকে দেখে কাজ নেই। ইয়েফ্রেম বরং আর কাউকে দেখবে। কিন্তু আর কাউকে দেখতে হলে যে ওর সারা দেহ ঘোরাতে হবে। অথচ সামনে তাকালে মুর্গীখেকো দুধের শিশুকে না দেখে উপায় নেই।

ইয়েফ্রেম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডান দিকে ফিরল, আর হে'ড়ে গলায় ঘোষণা করল, "সবাই শোনো—একটা গল্প আছে, নাম ঃ মানুষ কি নিয়ে বে'চে থাকে।" ও হাসল। "কে বলতে পারে,—মানুষ কি নিয়ে বে'চে থাকে?"

সিব্গাটভ্ আর আহমদজান চেকার্স খেলা থেকে চোখ তুলে তাকাল। আহমদজানের অবস্থা ভালর দিকে যাচ্ছিল। ও আস্থাসহ জবাব দিল, "র‍্যাশন, ইউনিফর্ম আর নানা রকম অন্য জিনিষ সংগ্রহ করা নিয়ে বে'চে থাকে।" যুদ্ধে যোগদানের আগে আহমদজান নিজের গ্রামে থাকত। মাতৃভাষা উজ্বেক্ ছাড়া জানত না। যুদ্ধের দৌলতে যতটুকু রুশ শিখেছে তা কেবল ফৌজী শৃঙ্খলা এবং বন্ধুদের কল্যাণে হয়েছে।

"আর কেউ বলবে?" ইয়েফ্রেম কোলা ব্যাঙের মত গলায় বলল। বইটার ধাঁধায় ও যেমন চিন্তায় আন্দোলিত, বাকী রোগীরাও তেমন উত্তর দিতে অসুবিধে বোধ করছিল। "কেউ বলবে—মানুষ কি নিয়ে বে'চে থাকে?"

বুড়ো মুরসালিমভ্ রুশ ভাষা জানলে উত্তর দিত। কিন্তু ঠিক তখন চিকিৎসা-সহায়ক তুর্গুন মুরসালিমভ্কে ইন্জেকশন দিতে এল। "মানুষ মাইনে পাওয়ার জন্য বে'চে থাকে, আর কি?" তুর্গুন বলল।

কোণে দাঁড়ানো ঈষৎ কালচে প্রোশ্কা এমন ভাবে তাকাল যেন কোন দোকানের দিকে চেয়ে দেখছে। ওর মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। তবু কিছু বলছিল। "বলবে? বলো!" ইয়েফ্রেম ওকে বলল।

ডিওম্কা নিজের হাতের বই রেখে দিয়ে ভুরু কু'চকে প্রশ্নটা ভাবল। ও একবার ইয়েফ্রেমের হাতের বইটা নিয়ে এসেছিল, কিন্তু বেশী দূর পড়তে পারেনি। গল্পং'ক'টার বক্তব্য সঠিক মনে হয়নি। অনেকটা বধির মানুষের সঙ্গে গল্প জমানোর চেষ্টায় বারবার ভুল জবাব পেয়ে থেমে যাওয়া আর কি।

ও যখন নিজের সমস্যার সমাধান খংজতে উদ্‌গ্রীব, বইটা তখনই ওর বুদ্ধি ঘুলিয়ে দিয়ে ওকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ও তাই 'মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে' পড়েনি, এবং ইয়েফ্রেম যে উত্তর প্রত্যাশা করছিল, তা ছিল ওর অজানা। ও তখনো উত্তর ভাবছিল। ইয়েফ্রেম বলল, "কিহে ছোকরা, বলবে?"

"হ্যাঁ · মানে আমার মনে হয়," ডিওম্‌কা ধীরে ধীরে বলল, যেন সে স্কুলে শিক্ষকের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে এবং একটি ভুলও করা চলবে না। ডিওম্‌কা কথাগুলির ফাঁকে আরো ভেবে নিয়ে বলল। "……প্রথমতঃ বাতাস, তারপর জল, এবং সবশেষে খাদ্যের জন্য মানুষ বেঁচে থাকে।"

অতীতে ইয়েফ্রেমও হয়ত প্রশ্নটার ঐ জবাবই দিত। ও ঐ তালিকার সঙ্গে সংযোজন করত, মদ। কিন্তু সেটা গল্পটার প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে দূরে সরে যাওয়া হত। "আর কেউ বলবে?"

"কারিগরী উৎকর্ষ লাভের জন্য," প্রোশ্‌কা অবশেষে বলল। ইয়েফ্রেম আবার ভাবল, অতীতে ও নিজে হয়ত ঐ জবাবটা দিত। ও মাথা নাড়ল।

"মাতৃভূমির জন্য" সিব্‌গাটভ্ লাজুক জবাব দিল। "কি বললে?" ইয়েফ্রেম সবিস্ময়ে বলল।

"··· মানে মানুষ যে মাটিতে, যে দেশে জন্মায়, ····· মাতৃভূমি। নিজের স্বদেশ, আর কি।" "না, না, কেউ স্বদেশ নিয়ে বেঁচে থাকে না। যেমন ধরো না, আমি কামা নদীর ধারে জন্মেছিলাম। জোয়ান বয়সে কামা ছেড়েছি। এখন জানিও না, কামা আছে না নেই। তাছাড়া একটা নদীর সঙ্গে আরেকটার কি তফাৎ হে?"

"না, মানে মানুষ যেখানে জন্মায় সেখানে সে অসুখে পড়ে না,," সিব্‌গাটভ্ ছাড়বার পাত্র নয়, "মাতৃভূমিতে সবই কেমন বেশ সহজ, অনায়াস হয়।" "বুঝেছি। আর কেউ বলবে?"

"কি হ'ল? প্রশ্নটা কি?" নতুন করে উৎফুল্ল পাভেল বলল।

ইয়েফ্রেম ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে বাঁ দিকে ফিরল। জানলার কাছাকাছি একটি মাত্র বেডে রোগী ছিল, অর্থাৎ ঘোল-মুখোটা। ঘোল-মুখো দু'হাতে একটা মুর্গীর ঠ্যাঙ ধরে খাচ্ছিল। ইয়েফ্রেম ওর মুখোমুখি বসল। যেন শয়তান দুষ্ট কৌতুক উপভোগ করার জন্য ওদের সামনা-সামনি বসিয়েছে। "প্রশ্নটা, অধ্যাপক, এই ধরনের—মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে?"

পাভেল একটুও অপ্রস্তুত হ'ল না। মুর্গীর ঠ্যাঙ থেকে চোখ না সরিয়ে জবাব দিল, "এটা কোন কঠিন প্রশ্ন নয়।" ও একটু থেমে বলল, "জেনে রাখুনঃ মানুষ মতাদর্শ এবং সমাজের হিত সাধনের জন্য বেঁচে থাকে।" পাভেল মুর্গীর ঠ্যাঙের রসাল গ্রন্থিতে পৌঁছে গিয়েছিল। আর যেটুকু বাকি ছিল তা আহারের অনুপযুক্ত। ও সেটুকু টেবিলের ওপর একটা কাগজে রেখে দিল।

ইয়েফ্রেম কিছু বলতে পারল না। ঐ ছিঁচকে ঘোল-মুখোটা চালাকি করে প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে গেল দেখে ওর খারাপ লাগছিল। কিন্তু ছিঁচকেটা যেখানে

মতাদর্শের কথা তুলেছে সেখানে বাদানুবাদ না করাই সুবুদ্ধির কাজ।

ও বইটা খুলে, দেখতে লাগল। নিজেই সঠিক উত্তর সন্ধানের চেষ্টা। "ওটা কি বই? বইটায় কি বলছে?" চেকার্স খেলা থেকে চোখ তুলে সিব্‌গাটভ্ প্রশ্ন করল।

"এই যে, শোনো······" ইয়েফ্রেম প্রথম কয়েকটা লাইন পড়ল: " 'এক মুচি তার স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে একবার এক চাষীর বাড়ীতে উঠেছিল। মুচির না ছিল ঘর-বাড়ী, না জায়গা-জমি····· ' "

কিন্তু গল্প পড়ে শোনানো এক ঝকমারির কাজ। ইয়েফ্রেম তাই কয়েকটা বালিশে ঠেস দিয়ে বসে সিব্‌গাটভ্‌কে নিজের ভাষায় গল্পটা শোনাল। তার সঙ্গে আরেকবার গল্পের সারমর্ম বোঝার চেষ্টাও করতে থাকল। ইয়েফ্রেম বলল:

"অবশেষে মুচি মদ খাওয়া ধরল। এক রাতে সে মাতাল অবস্থায় ঘরে ফিরছিল, এমন সময় মিহাইলো নামে একজনের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। মিহাইলো শীতে জমে মরছিল। মুচি তাকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। মুচির স্ত্রী ধমক দিয়ে স্বামীকে বলল, 'একি! আরেকজনের খাবার কোথা থেকে জোটাব?' কিন্তু মিহাইলো যতটুকু পারত কাজ করে মুচির সাহায্য করত। সে মুচির থেকে সুন্দরভাবে জুতো সেলাই করতে শিখল। তারপর শীতের দিনে জমিদার ওদের দেখতে এলেন। উনি সঙ্গে নিয়ে আসা খুব দামী চামড়ার একটা বড় অংশ দেখিয়ে বললেন, 'এমন এক জোড়া বুট জুতো বানিয়ে দাও যা দোমড়াবে না, কিংবা ছিঁড়বে না। আর যদি চামড়াটা নষ্ট করে ফেল, তোমার দেহের চামড়া দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।' মিহাইলো জমিদারের কথা শুনে অদ্ভুত ভাবে হাসল, কারণ সে নাকি জমিদারের কাঁধে একটা তাৎপর্যপূর্ণ চিহ্ন দেখেছিল। যাহোক, জমিদার বিদায় নেওয়ার পরই মিহাইলো এমন ভাবে চামড়াটা কাটল যাতে অত বড় চামড়াটা অকেজো হয়ে গেল। ওটা বুট বানানোর পক্ষে অনেক ছোট হয়ে গেল। বড় জোর একটা চটি বানানো যেত। মুচি তাই কপাল চাপড়িয়ে দুঃখ করল, 'একি করলে? এ যে আমার গর্দান যাওয়ার ব্যবস্থা করেছ?' মিহাইলো জবাব দিল, 'কিছু চিন্তা করবেন না। একটা সন্ধ্যেও বাঁচবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই সারা বছরের জন্য রসদ সংগ্রহ করা মানুষের স্বভাব।' হ'লও তাই। সেই সন্ধ্যেয় বাড়ী ফেরার পথেই জমিদার পটল তুলল। আর জমিদার গিন্নি মুচির কাছে যে বার্তা বাহক পাঠালেন সে বলল, 'বুট বানানোর দরকার নেই। চটপট এক জোড়া চটি তৈরি করে দাও। মৃতদেহের জন্য।' "

"ছি ছি, কি বিশ্রী গল্প!" পাভেল ফোঁস করে উঠল। "যেমন গল্প তার তেমনি উপদেশ। হ্যাঁ, মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে—গল্পটায় কি বলেছে?"

ইয়েফ্রেম গল্প বলা ছেড়ে ভাঁটা-ভাঁটা চোখে উল্টো দিকে টাক মাথা পাভেলের দিকে তাকাল। পাভেল উত্তরটা অনুমান করেছে বলে ওর রাগ। গল্পে

বলতে চেয়েছে যে মানুষ কেবল নিজের সমস্যা নিয়েই বেঁচে থাকে না, বাঁচে অপরকে ভালবেসে। অথচ ছিঁচকে টেকো বলেছিল, সমাজের হিত চিন্তা করে। দুটো কথায়, অবশ্য, খুব তফাৎ নেই।

"মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে?" ইয়েফ্রেম তেমন চেঁচিয়ে বলতে পারল না। ওর মনে হ'ল, চেঁচিয়ে বলা এক্ষেত্রে একান্ত বেমানান।

"মানুষ প্রেম অবলম্বন করে বেঁচে থাকে।"

"প্রেম? · · ধ্যুৎ, আমাদের ধরণের নৈতিকতার (মার্ক্সীয় নৈতিকতা) সঙ্গে প্রেমের কোন সম্পর্কই নেই।" সোনালী ফ্রেমের চশমা পরা পাভেল বিদ্রূপ করল। "আচ্ছা, ওকথা কে লিখেছে, জানতে পারি?"

"কি বললেন?" ইয়েফ্রেম বিরক্ত, কারণ পাভেল মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল।

"বইটা কে লিখেছে, লেখক কে? ঐ যে, প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় লেখা আছে।"

নাম দিয়ে কি হবে? মূল বিষয়বস্তু, ক্যানসার ব্যাধি এবং ক্যানসার রোগীর জীবন-মরণের সঙ্গে ঐ নামের কি সম্পর্ক? ইয়েফ্রেম কোন বইয়ের লেখকের নাম দেখে না, আর দেখলেও সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যায়। এবার বইটার প্রথম পৃষ্ঠা খুলে জোর গলায় পড়ল, "টলস্‌······টয়।"

"অসম্ভব!" পাভেল বিশ্বাস করতে চাইল না। "টলস্টয় [পাভেল এখানে লেখক আলেক্সি টলস্টয়ের কথা বলছে] আশাবাদী এবং দেশপ্রেমী লেখা ছাড়া লেখেননি। তিনি ঐ ধরণের লেখা না লিখলে ওঁর 'রুটি', 'প্রথম পিটার' বইগুলো ছাপাই হত না। আরো শুনুন, এঁকে তিন-তিনবার স্ট্যালিন পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।"

"আরে, না-না," ঘরের কোণা থেকে ডিওম্‌কা মন্তব্য করল, "এ বইটা ঐ টলস্টয়ের লেখা নয়। এর লেখক লিও টলস্টয়।"

"ঐ টলস্টয় নয়?" পাভেল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ঠোঁট ওল্টালো, "ভাতের মণ্ডের ভক্ত টলস্টয়ের লেখা! [লেনিন বিশ্ব-বিশ্রুত কথা সাহিত্যিক লেভ্ টলস্টয়ের নিরামিষ-প্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করতেন] ঐ প্যানপেনে টলস্টয় এমন অনেব কিছু লিখত যা ও নিজেই বুঝত না। না, হে ছোকরা, তোমাদের ওসব ভ্রষ্টাচার প্রতিরোধ করা উচিত। সংগ্রাম করো!"

"আমি একমত," ডিওম্‌কা নিরুৎসাহ জবাব দিল।

টিউমার কর্ডিস

প্রবীণ সার্জন শ্রীমতী ইউজেনিয়া উস্টিনোভ্‌না'র না ছিল চাহনির দৃঢ়তা, না দৃঢ়তা ব্যঞ্জক চোয়াল কিংবা কপালে রেখা। ওঁর পেশার মানুষদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় তার একটাও ছিল না। এমন কি ওঁর চেহারায়

প্রাজ্ঞতার খজ্ন ভাবও ফন্টত না। বয়স পঞ্চাশের কিছন্ ওপরে হলেও, মাথার চন্লগন্লো জড়ো করে যদি ডাক্তারি টুপির নিচে লন্কোতেন তবে পন্রন্ষরা পেছন থেকে দেখে বলতে পারত, "একটু সরন্ন, মিস ·· " বরং পেছন থেকে দেখে অগ্রগামী যন্ব দলের সদস্যা মনে হত। ফোলা-ফোলা চোখ, ভারী নিচের পাতা আর মন্খে পাকাপাকিভাবে লেগে থাকা শ্রান্তির ছাপের দরন্ণ সামনে থেকে দেখে মনে হত এক পেনশনভোগী। উনি উজ্জবল লিপস্টিকের সাহায্যে এ খামতি দন্র করার চেষ্টা করতেন। দিনে একাধিক বার লিপস্টিক লাগাতে হত, কারণ সিগারেটে লিপস্টিক মন্ছে যেত।

অপারেশন থিয়েটারের বাইরে, তা সে অপারেশনের পরেই ক্ষতে পটি বাঁধার ঘর বা ওয়ার্ড যেখানেই হোক না কেন, ইউজেনিয়া এক মন্হন্র্তও সিগারেট ছাড়া থাকতে পারতেন না। সুযোগ পেলে এমন করে সিগারেটের জন্য হাত বাড়াতেন যেন ধন্মপান করবেন না, খাবেন। ওয়ার্ডে রাউন্ড দেওয়ার সময়ও থেকে থেকে ঠোঁটে দন্'আঙন্ল ঠেকাতেন। লোকে মনে করত তখনো সিগারেট খাচ্ছেন।

লম্বা-লম্বা হাত-পা-ওলা, অত্যন্ত লম্বা মানন্ষ, প্রধান সার্জন লেভ্ লিওনিডোভিচ্ আর বন্স্কা, দড়ি পাকানো চেহারা ইউজেনিয়া ক্যানসার ওয়ার্ডের যাবতীয় অপারেশন করতেন। এই মহিলাই হাত-পা কেটে বাদ দিতেন, গলার মধ্যে ট্র্যাকিওটমি নল (শ্বাসনালির চিকিৎসা সংক্রান্ত) বসাতেন, ক্ষন্দ্র এবং বৃহদান্ত্রের অভ্যন্তরে উঁকি দিতেন আর শ্রোণী-বেষ্টনীর অভ্যন্তরে তস্করতা করতেন। প্রায়ই এমন হত যে সারাদিন অপারেশন করার পর দেখা যেত দন্-একটি রোগিনীর কয়েকটি ক্যানসার হওয়া দন্গ্ধদায়ী গ্রন্থি অপারেশন করতে হবে। এই সহজ অপারেশনে উনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার ওপর এমন কোন মঙ্গল আর শন্ক্রবার থাকত না যেদিন উনি স্তন অপারেশন করেননি। বস্তুতঃ অপারেশনগন্লির পর শ্রান্ত, সিগারেট লাগানো ঠোঁটে অপারেশন থিয়েটার পরিষ্কারের ভারপ্রাপ্ত পরিচারিকাকে মাঝে-মাঝে বলতেন, উনি যে কটা স্তন এ পর্যন্ত কেটেছেন তা একত্রিত করলে একটা ছোট-খাটো পাহাড় হয়ে যাবে।

ইউজেনিয়া সার্জন হিসেবেই জীবন কাটিয়েছেন। সার্জারি বাদ দিয়ে ওঁকে ভাবা যায় না। তবন্ও উনি টলস্টয়ের এক নায়ক ইয়েরোশ্কা'র পাশ্চাত্যের ডাক্তারদের সম্পর্কে মন্তব্য বিস্মৃত হননি, এবং তার মর্ম উপলব্ধি করেন: 'ওরা জানে শন্ধন্ কাটতে। যত আহম্মক! সত্যিকার ডাক্তার দেখা যায় পাহাড়-পর্বতে, যারা গাছ-গাছড়ার প্রয়োগ জানে।"

তাই আগামীকাল যদি কোন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি—রশ্মি-বিকিরণ, রাসায়নিক, ভেষজ, এমন কি আলোক কিংবা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন চিকিৎসা পদ্ধতি—আবিষ্কৃত হয় যদ্দ্বারা শল্য চিকিৎসা নিষ্প্রয়োজন গণ্য হয়ে বিস্মৃত বিদ্যা হয়ে যাবে, ইউজেনিয়া নিজের পেশাকে একটুও সমর্থন করার চেষ্টা করবেন না, এবং তা ওঁর প্রতীতির দরন্ণ নয়, বরং এই জন্য যে উনি সারা জীবনই কেটেছেন, কেটেছেন আর কেটেছেন, অর্থাৎ জীবনটাই রক্ত আর মাংসে

মাখামাখি। অথচ মধ্য বয়সে হঠাৎ নতুন পেশা নেওয়া যে কত কষ্টকর তা কারো অজানা নয়।

ও'রা সাধারণতঃ তিন-চারজন একত্র হয়ে রাউণ্ড দেন—লেভ্ লিওনিডোভিচ, ইউজেনিয়া আর কয়েকটি শিক্ষার্থী চিকিৎসক। কিন্তু ডাঃ লিওনিডোভিচ্ দিন কয়েক আগে একটি শিক্ষণ-আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করতে মস্কোয় গিয়েছিলেন। নানা কারণে শনিবার ইউজেনিয়ার অত্যন্ত একাকী আর ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। উনি তবু একা, শিক্ষার্থী চিকিৎসক বা নার্স ছাড়া, ওপরতলায় পুরুষদের ওয়ার্ড দেখতে গেলেন।

সোজা ওয়ার্ডে না ঢুকে, ইউজেনিয়া কিশোরীর মত দরজার কপাটে হেলান দিয়ে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঐ রকম করে শুধু কিশোরীরাই দাঁড়ায়, কারণ তারা জানে যে মাথা এবং কাঁধ সোজা করে দাঁড়ানোর চেয়ে ঐ ভঙ্গীতে আরো ভাল দেখায়।

ঐ ভাবে বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে থেকে ইউজেনিয়া ডিওম্কাকে লক্ষ্য করলেন। ডিওম্কা তার রোগগ্রস্ত পা মেলে দিয়ে ভাল পায়ের পাতা সেই পায়ের নিচে ঢুকিয়ে বসেছিল। ভাল পায়ের ওপর একটা খাতা রেখে, ও দুহাতে ধরা চারটে লম্বা পেনসিল দিয়ে খাতায় কিছু জ্যামিতিক নক্সা করছিল। ও অনেকক্ষণ ধরে নক্সাটা দেখল। মনে হ'ল আরো অনেকক্ষণ দেখবে। এমন সময় কারো ডাক শুনে ও মাথা তুলল। "তুমি কি করছ, ডিওম্কা ?" ইউজেনিয়া প্রশ্ন করলেন।

"একটা জ্যামিতিক উপপাদ্য তৈরি করছি", ডিওম্কা সানন্দে, স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক জোর গলায় জানাল।

দু'জনের বাক্য বিনিময় হল ঐটুকু, কিন্তু দৃষ্টি বিনিময় হ'ল অনেক বেশী, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে ওরা অপর কোন বিষয়ে অনেক বেশী চিন্তিত।

"সময় বয়ে যাচ্ছে", ডিওম্কা যেন কৈফিয়তের সুরে বলল।

ইউজেনিয়া ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন, কিন্তু কথা বললেন না। দরজার কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—না, কিশোরী সাজার জন্য নয়, অত্যন্ত ক্লান্তির জন্য। একটু পরে বললেন, "দেখি, তুমি কেমন আছো, দেখি।"

ডিওম্কা এমনিতে বেশ নম্র, কিন্তু এবার একটু জোর দিয়ে আপত্তি জানাল, "ডাঃ ডণ্ট্সোভা আমাকে কাল দেখেছেন। বলেছেন, আমার রশ্মি-চিকিৎসা চলতে থাকবে।"

ইউজেনিয়া মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন। চোখে বিষণ্ণ আভিজাত্যের ছায়া। "বেশ, তবু আমি একবার তোমার পা দেখতে চাই।"

ডিওম্কার কপাল ভ্রূকুটি কুটিল হ'ল। ও জ্যামিতিক সমস্যা তুলে রেখে একটু সরে ইউজেনিয়ার বসার জায়গা করে দিল, আর রোগগ্রস্ত পা হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন করল।

ইউজেনিয়া ওর পাশে বসলেন। অনায়াসে নিজের ইউনিফর্মের আস্তিন কনুই অব্দি গুটিয়ে নিলেন। ও'র ক্ষিপ্র, নরম হাতদুটো ডিওম্কার পায়ের

ওপর থেকে নিচ অব্দি দুটো ছোট-ছোট প্রাণীর মত দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল।

ইউজেনিয়া মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে থাকলেন, "এখানে লাগে? এখানে? লাগে?" আর ডিওম্‌কা আরো, আরো ব্যথা-কুঞ্চিত মুখে জানাতে থাকল, "হ্যাঁ · হ্যাঁ, লাগছে।"

"রাতে কি পায়ের ব্যথা টের পাও?" "হ্যাঁ······কিন্তু, ডাঃ ডন্ট্‌সোভা···"

ইউজেনিয়া সমব্যথীর মত মাথা হেলালেন আর ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, ভাই। তুমি রশ্মি-চিকিৎসাই চালিয়ে যাও।"

আরেকবার দু'জনে চোখ চাওয়া-চাউয়ি হ'ল। ওয়ার্ড তখন নীরব হয়ে গিয়েছে। ওদের দু'জনের বাক্যালাপের প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল।

অন্য রোগীদের দেখার উদ্দেশ্যে ইউজেনিয়া উঠে দাঁড়ালেন। প্রোশ্‌কাকে ঘর গরম রাখার চুল্লীর কাছাকাছি বেডে সরানোর কথা ছিল। কিন্তু ও নিজেই গত সন্ধ্যেয় জানলার পাশের বেডে উঠে গিয়েছে, যদিও রোগীরা সাধারণতঃ এমন বেডে যেতে চায় না যে বেডের রোগীকে মৃত্যু হবে বলে সবে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। চুল্লীর পাশের বেডে এসেছে ফ্রিড্‌রিশ ফেদেরো নামে ঈষৎ হলুদ চুলওলা, বেঁটে, শান্ত প্রকৃতির রোগী। ও এই ওয়ার্ডে আনকোরা নতুন আমদানি নয়। ইতিমধ্যে সিঁড়ির বাঁকে তিন দিন কাটিয়েছে। প্যান্টের সেলাই হাত দিয়ে টানাটান করতে করতে ফ্রিড্‌রিশ উঠে দাঁড়াল। স্বাগত আর শ্রদ্ধা ফোটা চোখে ইউজেনিয়ার দিকে তাকাল। ও ইউজেনিয়ার চেয়ে বেঁটে।

ফ্রিড্‌রিশ সম্পূর্ণ নিরোগ এবং স্বাস্থ্যবান। কোথাও কোন ব্যথা-বেদনা নেই। প্রথম অপারেশনেই ওর সব অসুস্থতা দূর হয়েছে। ও সব কাজে অত্যন্ত যথাযথ তাই ক্যানসার চিকিৎসালয়ে দেখা করতে এসেছিল, কোন শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসেনি। প্রথম অপারেশনের পর ওর ছুটির কাগজে লেখা ছিল, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ তারিখে হাসপাতালে দেখিয়ে যেতে হবে। ফ্রিড্‌রিশ সেজন্য অতি অসুবিধাজনক যানবাহনের সাহায্যে কয়েক শ' মাইল অতি বিশ্রী রাস্তা প্রথমে ভেড়ার চামড়ার কোট আর ফেল্ট জুতো পায়ে লরিতে চড়ে, তারপর শ্যু আর হাল্কা ওভারকোট গায়ে রেলে পেরিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছিল। ও ৩১ শে জানুয়ারি বা ২রা ফেব্রুয়ারি উপস্থিত হয়নি। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ যেমন সুনির্দিষ্ট সময় এবং তারিখে ঘটে, ও তেমনি নির্দিষ্ট দিনে হাজির হয়েছিল।

ওকে আবার কেন হাসপাতালে ভর্তি করে নিল, ফ্রিড্‌রিশ তা জানে না। ওর আশা, ও আজই ছাড়া পাবে।

মরা মাছের মত চোখ, ঢ্যাঙা মারিয়া একটা তোয়ালে নিয়ে এল। ইউজেনিয়া তোয়ালেয় হাত মুছে নিয়ে দু'হাতে অনেকক্ষণ ধরে নীরবে, বৃত্তাকার গতিতে ফ্রিডরিশের ঘাড় মালিশ করলেন। তারপর ওকে জামা খুলতে বললেন। এবার ওর বগল আর কণ্ঠমূল এবং বাহুসন্ধির মধ্যবর্তী অক্ষকাস্থির গর্তগুলো মালিশ করলেন। অবশেষে বললেন, "খুব ভাল হয়েছে, ফ্রিড্‌রিশ। যতদূর দেখছি,

তোমার সবকিছু চমৎকার রয়েছে।"

ফ্রিড্রিশের মুখভাব উজ্জ্বল হ'ল, যেন এক পুরস্কার পেয়েছে। "সবকিছু চমৎকার রয়েছে," ইউজেনিয়া ওর মুখে হাত বোলাতে বোলাতে ওর চোয়ালের তলায় হাত দিলেন, "আরেকটা খুব ছোট্ট অপারেশন করলেই হয়ে যাবে।"

ফ্রিড্রিশের উৎফুল্ল ভাব অন্তর্হিত হ'ল। "কিন্তু, ডাঃ উস্টিনোভ্না, আমার সবকিছু চমৎকার হলে····· " "তুমি তাহলে আরো ভাল হয়ে যাবে," ইউজেনিয়া ম্লান হাসলেন।

"কোথায়·····এখানে?" ফ্রিড্রিশ নিজের ঘাড়ে আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে বলল। ওর নরম মুখভাবে আবেদন পরিস্ফুট।

"হ্যাঁ, ওখানে। কিন্তু তুমি একটুও ভেবো না। কয়েকটি রোগীর চিকিৎসা যেমন অবহেলিত হয়েছে তোমার তা হয়নি। আগামী মঙ্গলবার আপারেশনের জন্য তোমাকে প্রস্তুত করা হবে"—মারিয়া এই নির্দেশটি লিখে রাখল—"তারপর ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ তুমি একেবারে বাড়ী ফিরে যাবে। আর এখানে আসতে হবে না।"

"একবারও দেখাতে আসতে হবে না?" ফ্রিড্রিশ হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

"হ্যাঁ, একবার হয়ত দেখাতে আসতে হতে পারে," ইউজেনিয়া আপোষ করার জন্য হাসলেন। ওকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য আর কি বা করতে পারেন? ওকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ইউজেনিয়া চললেন। ও বসল আর নতুন করে চিন্তায় ডুবল। আহমদজানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইউজেনিয়া আহমদজানকে দেখে মৃদু হাসলেন। তিন সপ্তাহ আগে ওর তলপেটে অপারেশন করেছেন। অবশেষে ইয়েফ্রেমের কাছে এসে থামলেন।

ইয়েফ্রেম ইতিমধ্যে যে নীল বইটা পড়ছিল সেটা সরিয়ে রেখে ইউজেনিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। ব্যাণ্ডেজের ফলে অসম্ভব স্ফীত ঘাড়, চওড়া মাথা আর কাঁধ নিধে করে, ও দুপা গুটিয়ে এক বড়সড় বামনের মত বসেছিল। ও ইউজেনিয়ার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

ইউজেনিয়া এক হাতে ওর বেডের রেলিং ধরে, অপর হাতের দুটো আঙুল সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গীতে মুখে তুললেন। "ইয়েফ্রেম, আজ মেজাজ কেমন?"

মেজাজের কথা জিজ্ঞেস করা ছাড়া আর কি কোন কাজ নেই? কাজের কথাটি বলে বিদেয় হও না। "আমার কাটাকাটিতে ঘেন্না ধরে গিয়েছে," ইয়েফ্রেম জবাব দিল।

ইউজেনিয়া চোখ কপালে তুললেন। কাটাকাটিতে কারো ঘেন্না ধরতে পারে? উনি কিছু বললেন না। ইয়েফ্রেম এর মধ্যে যথেষ্ট বলে ফেলেছে।

"ঐ একই জায়গায় আবার অপারেশন করবেন?" ইয়েফ্রেম প্রশ্ন করল। ও আরো বলতে চাইল, আপনারা আগে কি করেছেন? ও ওপরওলাদের সহজে ছেড়ে দেয় না। তবু ইউজেনিয়াকে ছেড়ে দিল। উনি নিজেই ওর মনের ভাব

বুঝে নিতে পারবেন।

"ঠিক তার পাশেই," ইউজেনিয়া বললেন। বেচারী ইয়েফ্রেম। ওকে কি করে বোঝাবেন যে জিভের ক্যানসার আর নিচের ঠোঁটের ক্যানসার এক কথা নয়। চোয়ালের নিচের কয়েকটা লসিকা-গ্রন্থি অপারেশন করে তুলে নেওয়ার পর হয়ত দেখা গেল অনেক ভেতর দিকে লসিকা-নালিও রোগগ্রস্ত হয়েছে, যেগুলি আগে অপারেশন করার প্রশ্নই ওঠেনি।

ইয়েফ্রেম মুখ দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করল, যেন কোন ভারী ওজন তুলছে। "আমি অপারেশন চাই না। আর কোন অপারেশন প্রয়োজন নেই।" ইউজেনিয়া ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন না।

"আমি আর কোন কাটা-ছেঁড়া চাই না। একটুও চাই না," ইয়েফ্রেম আবার বলল। ইউজেনিয়া ওর দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না।

"আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিন!" ইয়েফ্রেম লালচে চোখে ইউজেনিয়ার চোখে তাকাল। ওর এত বেশী ভয় অতিক্রম করতে হয়েছে যে ও তার ফলে ভয়শূন্য হয়ে গিয়েছে।

ইউজেনিয়ার মনে হ'ল যদি ছুরি চালিয়েও ওর দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গগুলো রোধ না করা যায় তাহলে ওকে অযথা কষ্ট দেওয়া কেন? "সোমবার তোমার ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হবে। তারপর····· দেখা যাবে।"

[ইয়েফ্রেম মুখে বলেছিল, "আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিন।" কিন্তু, ও আশা করেছিল ইউজেনিয়া বলবেন, "সেকি ইয়েফ্রেম? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আমরা তোমার চিকিৎসা করব। তোমাকে সারিয়ে তুলব।" কিন্তু ইউজেনিয়া ওকথা না বলে, ওকে ছেড়ে দেওয়ার দাবী এক প্রকার মেনে নিলেন। অর্থাৎ ওর আরোগ্যের আশা নেই।]

ইয়েফ্রেমের মাথা হেলাতে হলে সারা দেহ হেলাতে হয়। ও ঐভাবে ইউ-জেনিয়ার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করল।

ইউজেনিয়া প্রোশ্‌কা'র বেডে গেলেন। প্রোশ্‌কা উঠে হাসল। ইউজেনিয়া ওর অসুস্থতা যাচাই করলেন না। বললেন, "কেমন বোধ করছ?"

"তোফা!" প্রোশ্‌কা'র হাসি প্রশস্ত হ'ল, "এই ট্যাবলেটগুলোয় সত্যিই কাজ হয়েছে।" ও মাল্টি-ভিটামিনের একটা বোতল ইঙ্গিত করল। ওর সব প্রয়াসের লক্ষ্য ইউজেনিয়াকে বোঝানো, ওর ক্ষেত্রে অপারেশন নিষ্প্রয়োজন।

ইউজেনিয়া ট্যাবলেটগুলোর উদ্দেশে ইতিবাচক মাথা হেলালেন। তারপর এক হাত দিয়ে বুকের বাঁ দিক ইঙ্গিত করে বললেন, "এখানে মাঝে-মাঝে ব্যথা লাগে নাকি?" "হ্যাঁ, একটু লাগে।"

উনি আবার ইতিবাচক মাথা হেলালেন। "আমরা তোমাকে আজই ছেড়ে ।"

প্রোশ্‌কার কালো ভুরু দুটো আনন্দে নেচে উঠল। "তার মানে···আমার অপারেশন করা হবে না?" ইউজেনিয়া মাথা নেড়ে, মৃদু হাসলেন।

ডাক্তাররা এক সপ্তাহ ধরে ওর রোগ ধরার চেষ্টা করেছেন। ওর চারবার রশ্মি-চিকিৎসা কামরায় যেতে হয়েছে। সেখানে দাঁড়ানো, বসা এবং শোয়া অবস্থায় ওর রোগ নির্ণয় করার চেষ্টা হয়েছে। ও এত বেশী সংখ্যক সাদা কোট পরা বৃদ্ধদের দেখেছে যে ওর ধারণা হয়েছে যে ওর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। তারপর কিনা হঠাৎ বিনা অপারেশনে ছেড়ে দিচ্ছে!

"আমি তাহলে পুরোপুরি ভাল হয়ে গিয়েছি?" "না, পুরোপুরি নয়।"

"এই ট্যাবলেটগুলো খুব ভাল, তাই নয়?" প্রোশ্‌কার কালো চোখ কৃতজ্ঞতায় চক্‌চক্‌ করে উঠল। ওর রোগ অত সহজে সেরেছে দেখে ইউজেনিয়া যে খুশি হয়েছেন, ও তা লক্ষ্য করেছে।

"তুমি এই ট্যাবলেটগুলো ওষুধের দোকান থেকে কিনে নিও। তার সঙ্গে তোমার জন্য আরো কিছু লিখে দিচ্ছি ··" ইউজেনিয়া নার্সের দিকে ফিরে বললেন, "এ্যাসকার্বিক এ্যাসিড।" মারিয়া মাথা হেলিয়ে, খাতায় লিখে নিল।

"খুব সাবধানে থাকবে," ইউজেনিয়া প্রোশ্‌কাকে বললেন, "দ্রুত চলাফেরা করবে না, ভারী জিনিষ তুলবে না। কখনো বেঁকে দাঁড়াতে হলে খুব সাবধানে বেঁকবে।"

প্রোশ্‌কা হাসিতে উচ্ছল হ'ল, যেহেতু ইউজেনিয়া দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটা সুপরিচিত তথ্য সম্পর্কে অনবহিত।

"আমি ভারী জিনিষ না তুলে পারব কি করে—আমি যে ট্র্যাক্টর ড্রাইভার?"

"তুমি এখন কাজ করতে পারবে না।"

"কেন? আমি কি অসুস্থতার দরুণ ছুটি পাব!" "না। আমরা তোমাকে যে প্রমাণপত্র দেব তাতে বলা থাকবে, তুমি পঙ্গু।"

"পঙ্গু!" প্রোশ্‌কা প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাল। "পঙ্গুর প্রমাণপত্রে আমার কি দরকার? ও নিয়ে পেট চালাব কি করে? আমার এখনো যৌবন আছে। আমি কাজ করতে চাই।" ও রুক্ষ নখওলা, একটা সুস্থ হাত প্রসারিত করল। কাজ করার অনুমতি যাচঞার ভঙ্গীতে।

কিন্তু ইউজেনিয়ার মন গলল না। "যে কামরায় অপারেশনের পর ব্যান্ডেজ করা হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে দেখা করবে। ওরা তোমার প্রমাণপত্র তৈরি করে রাখবে। আমি তোমায় সব বুঝিয়ে দেব।" ইউজেনিয়া চলে গেলেন। তাঁর পেছন পেছন ঢ্যাঙা, লম্বা মারিয়া।

সঙ্গে সঙ্গে একাধিক রোগী এক সঙ্গে কথা বলতে লাগল। প্রোশ্‌কা পঙ্গু প্রমাণপত্র কি এবং কেন, জানতে চাইল। ও ওয়ার্ডের যুবকদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছিল। কিন্তু, ওরা ফিড্‌রিশ ফেদেরো'র প্রসঙ্গ আলোচনা করতে উৎসুক। বস্তুতঃ ওরা ফিড্‌রিশের ব্যাপারে হতচকিত—বেচারীর মসৃণ, অকলঙ্কিত, ব্যথা-বেদনাহীন ঘাড়টায় অপারেশন করা হবে!

পা গুটিয়ে বসা ইয়েফেম দু'হাতে ভর দিয়ে এমন করে ঘুরে বসল যে ওকে পা-হীন মানুষ মনে হ'ল, ও রাগ থমথমে মুখে ঘোষণা করল, "মোটেই মেনে নিও

না, ফিড্রিশ ! আহম্মক বনো না ! ওরা একবার কাটতে আরম্ভ করলে তোমার জীবনই কেটে বাদ দেবে। যেমন আমার দিয়েছে।"

আহমদজানের বক্তব্য ছিল। "ওদের তোমাকে অপারেশন করতেই হবে, ফিড্রিশ। ওরা অকারণে অপারেশন করে না।"

"ব্যথাই যদি লাগছে না, তবে অপারেশন করতেই হবে কেন ?" ডিওম্কা বিরক্তি জানাল।

"ব্যাপার কি ভাই ? সুস্থ ঘাড় কাটা ত' অবিশ্বাস্য ব্যাপার !" কস্টোগলোটভ্ বলল।

অত জোর গলায় বাদানুবাদ হওয়া সত্ত্বেও পাভেল কাউকে ধমকাল না। কেবল মুখ বেজার করল। গতকাল সকালে ইন্জেকশনের পর ও অনেক প্রফুল্ল বোধ করেছিল। ইন্জেকশন নিয়ে তেমন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু গত রাত আর আজ সকালে ঘাড়ের নিচের দিকে টিউমারের জন্য মাথা ঘোরাতে আগের মতই অসুবিধা হচ্ছিল। আর আজ ত' মনেই হচ্ছিল যে টিউমার একটুও সারছে না। ও বেশ মনমরা হয়ে গিয়েছিল।

গতকাল সকাল, রাত এবং আজ সকালে ডাঃ ভেরা গ্যাঙ্গার্ট ওকে দেখে গিয়েছেন। ওর শারীরিক অবস্থার নানা দিক খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছেন। ও কতখানি দুর্বল বোধ করছে, জানতে চেয়েছেন। ওকে বুঝিয়ে বলেছেন যে প্রথম ইন্জেকশনের পরই যে টিউমারটা নরম হয়ে যাবে এমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। বরং তা না হওয়াই স্বাভাবিক। ডাঃ গ্যাঙ্গার্টের কথায় পাভেলের মন কিছুটা শান্ত হয়েছিল। ও গ্যাঙ্গার্টকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছিল। মুখ দেখে আদৌ আহম্মক মনে হয়নি। কেবল নামটাই যা সন্দেহজনক। না, এ হাস-পাতালের কোন ডাক্তারই অকাজের নয়। সবারই কিছু অভিজ্ঞতা আছে। কেবল তাদের কাজ করাতে জানা চাই।

পাভেলের মানসিক শান্তি, কিন্তু, ক্ষণস্থায়ী হ'ল। ডাক্তার রাউন্ড দিয়ে চলে গেলেন। ওর ঘাড় থেকে চোয়ালের দিকে ঠেলে আসা টিউমার একটুও কমেনি। রোগীরা বক্বক্ থামায়নি। কোন রোগীর ঘাড় সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ঘাড়ে অপারেশনের সার্থকতা সম্পর্কে ওরা আলোচনা করছিল। পাভেলের টিউমার যথেষ্ট বড়, তবু ওরা অপারেশন করবে না। তবে কি ওর টিউমারটা খুব একটা ক্ষতিকারক নয় ?

পাভেল যখন পরশু দিন প্রথম ওয়ার্ডে আসে তখন কল্পনাও করতে পারেনি যে এত তাড়াতাড়ি এদের সঙ্গে একাত্মবোধ আসবে। তখন ছিল ওদের ঘাড়ের দায়। এখন যে তিনজনেরই ঘাড়ের দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফিড্রিশ ফেদেরো অত্যন্ত বিচলিত। ও সবার উপদেশ শুনে কোন মতে হাসল। ওর কি করণীয় তা বলার বেলায় সবাই নিঃসংশয়। ওই একমাত্র মানুষ যার নিজের অবস্থান সম্পর্কে সংশয় ছিল—ঠিক যেমন অন্য রোগীদের নিজের অবস্থান সম্পর্কে সংশয় থাকে। অপারেশন মেনে নেওয়া মানে যেমন

বিপদের ঝুঁকি নেওয়া, আপত্তি করাও ঠিক তাই। আগের বার ওর নিচের ঠোঁটে রশ্মি-চিকিৎসার সময়—যেমন এখন এগেনবের্দিয়েভ্‌কে দেওয়া হচ্ছে—ও বেশ কিছু দেখেছে আর খোঁজ-খবরও নিয়েছে। ঐ চিকিৎসার পর ওর ঠোঁটের ঘা শুকিয়ে খসে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে ওর ঘাড়ের গ্রন্থিতে অপারেশনের উদ্দেশ্য রোগ বিস্তারের পথ রোধ করা।

তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ইয়েফেমের যে দু'দু'বার অপারেশন হয়েছে তাতেই বা তার কি উপকার হয়েছে? ফিড্‌রিশ ভাবল, যদি আমার ক্যানসার অপারেশন ছাড়াই বিস্তার লাভ না করে? যদি আপনা থেকে সেরে যায়?

অপারেশনে সম্মতি দানের আগে ফিড্‌রিশ নিজের স্ত্রী, বিশেষতঃ মেয়ে হেনরিয়েটার—পরিবারের সবচেয়ে শিক্ষিত এবং নির্ণায়ক ব্যক্তিত্ব—সঙ্গে পরামর্শ করবে। কিন্তু ও যে হাসপাতালের একটা বেড জুড়ে রেখেছে, হাসপাতাল ত' চিঠির জবাবের অপেক্ষায় বসে থাকবে না। ওর পরিবার থাকে সুদূর তৃণভূমি অঞ্চলের গভীরে, যেখানে রাস্তা খারাপ না হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে মাত্র দু'বার ডাক বিলি হয়। হাসপাতাল থেকে নাম কাটিয়ে বাড়ীতে পরামর্শ করতে যাওয়া যে কত অসুবিধাজনক, তা যে রোগীরা ওকে অত অনায়াসে পরামর্শ বিতরণ করছে তারা কল্পনাও করতে পারে না। বাড়ী যেতে হলে ও বাড়ী থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত সফর করার যে অনুমতি অত কষ্টে সংগ্রহ করেছে তাতে এই শহরের কমেনদাতুরা-কে দিয়ে সীল মোহর করাতে হবে, আর এখানকার কমেন-দাতুরা'র কাছে অস্থায়ী বাসিন্দার যে তালিকা আছে তা থেকে নাম কাটাতে হবে। তবে এখান থেকে রওনা হতে পারবে। তারপর সেই ছোট্ট রেল স্টেশনটায় যেতে হবে যেখানে সবে পরিচিত এক দয়ালু ব্যক্তির জিম্মায় ও নিজের ফারের কোট আর ফেল্ট বুট রেখে এসেছে। ওর গ্রামাঞ্চলে এ সময় বরফ জমানো হিমেল হাওয়া বয়, সেজন্য ঐ পোষাক প্রয়োজন। সব শেষে খোলা লরিতে দাঁড়িয়ে বরফ জমা ঠাণ্ডায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে ১৫০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এম টি. এস-এ [মেশিন আর ট্র্যাক্টর কেন্দ্র ; ওরা রুশ যৌথ খামার গুলিকে চাষের সরঞ্জাম সরবরাহ করে] পৌঁছানো। এম. টি. এস থেকে বাড়ী পৌঁছেই জেলা কমেন-দাতুরাকে চিঠি লিখে জানাতে হবে, আর আবার বাড়ী ছেড়ে হাসপাতাল ফেরার অনুমতি পাওয়ার জন্য দু'থেকে চার সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। সে অনুমতি এলে, কাজ থেকে ছুটির আবেদন করতে হবে। ততক্ষণে ঐ অঞ্চলে বরফ গলতে আরম্ভ করবে। পথ-ঘাট এত পেছল হয়ে থাকবে যে যানবাহন চলার অসুবিধে হবে। আবার সেই ছোট্ট রেল স্টেশনে। ওখানে সারা দিন-রাতে দুটি ট্রেন এক মিনিট করে দাঁড়ায়। ট্রেনে জায়গা পেতে হলে ঐ অল্প সময়ের মধ্যে প্রতি কামরার রেল কর্মচারীর অনুমতি লাভের জন্য ছোটাছুটি করতে হবে। হাস-পাতালে ফিরেই আবার স্থানীয় কমেনদাতুরা'র অস্থায়ী বাসিন্দাদের তালিকায় নিজের নাম তুলতে হবে। সব শেষে হাসপাতালে জায়গা পাওয়ার জন্যও কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

ইত্যবসরে ওরা প্রোশ্‌কা প্রসঙ্গ আলোচনা করছিল। ওর বেডটাই আসলে অপয়া। ওরা অভিনন্দন জানাল আর পরামর্শ দিল, "যে পঙ্গু প্রমাণপত্র পাচ্ছ তাই নিয়ে নাও। ওরা যখন দিচ্ছে, তখন ওটা নিশ্চয় প্রয়োজন। এখন যদি না নাও, পরে হয়ত ওরাই দিতে চাইবে না।" প্রোশ্‌কা জানাল, সে কাজ করতে চায়, পঙ্গু প্রমাণপত্র দিয়ে তার কি লাভ হবে? "থামো! কাজ করার ঢের সময় পাবে, বাছা। জীবন যথেষ্ট বড়।" প্রোশ্‌কা প্রমাণপত্র নিতে চলে গেল। ওয়ার্ড শান্ত হয়ে এল। ইয়েফ্রেম তার বই খুলে বসল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না। ও যে বুঝতে পারছে না, তা বুঝতে দেরী হ'ল না।

ইয়েফ্রেম যা পড়ছিল তা বুঝছিল না কারণ মন ছিল চঞ্চল এবং ওয়ার্ড আর বারান্দায় যা কিছু ঘটছিল ও তাতে বিচলিত হয়েছিল। কাহিনীগুলির মর্মার্থ বোঝার জন্য ওর এ আশ্বাস প্রয়োজন যে ও আর কোথাও অপসারিত হবে না; ওর আর কাউকে কোন কিছু বোঝানোর প্রয়োজন নেই; এবং ওর জীবনের মাত্র ক'টা দিনই বাকি আছে, যার মধ্যে ব্যক্তিগত বোঝাপড়া সেরে নিতে হবে। কেবল মাত্র তখনই বইটার মর্মার্থ প্রকটিত হতে পারে। এমনিতে বইটা সাদা কাগজে ছোট-ছোট সাধারণ হরফে ছাপা একগাদা কথার সমষ্টি। অথচ শুধু অক্ষরজ্ঞানই তো বোঝার পক্ষে অপ্রতুল।

এর মধ্যে প্রোশ্‌কা প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল। সিঁড়ির বাঁকে বারান্দায় কস্টোগলোটভের সঙ্গে দেখা। প্রোশ্‌কা নিজের কাগজপত্র দেখিয়ে বলল, "দ্যাখো, কি বড় বড় সীল-মোহর লাগিয়েছে।"

একটি প্রমাণপত্র রেল স্টেশনের জন্য। তাতে লেখা, অমুক ব্যক্তিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকিট দেওয়া হোক, যেহেতু তার সবে অপারেশন হয়েছে। অপারেশনের উল্লেখ না থাকলে সাধারণ যাত্রীদের মত দু'তিন দিনে টিকেট মেলে। অপর প্রমাণপত্রটি ওর গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্দেশে ল্যাটিনে লেখা: 'টিউমার কর্ডিস, কেসাস ইনঅপারেবিলিস।'

দ্বিতীয় প্রমাণপত্রে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রোশ্‌কা বলল, "এতে কি লেখা আছে আমি বুঝতে পারছি না। কি লিখেছে বলতে পারো?"

"আমাকে একটু ভাবতে দাও," কস্টোগলোটভ্ ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, "এটা নাও। আমি ওটা ছাড়াই ওর অর্থ ভাবতে পারব।"

প্রোশ্‌কা দুটো মূল্যবান প্রমাণপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিজের জিনিষপত্র গোছাতে চলে গেল। কস্টোগলোটভ্ সিঁড়ির রেলিঙের ওপর দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াল। ওর এক গোছা চুল কপাল থেকে নিচে দুলতে থাকল।

কস্টোগলোটভের কখনো ল্যাটিন বা আর কোন বিদেশী ভাষা নিয়মিতভাবে শেখার সুযোগ হয়নি। ও শিখেছিল ভূ-সংস্থান, বিশেষতঃ তার সামরিক দিকটি। ও এমনিতে নিয়মিত শিক্ষালাভ করাকে বিদ্রূপ করত বটে, কিন্তু নিজের জ্ঞান বুদ্ধির জন্য চোখ আর কান এত বেশী সজাগ আর খোলা রাখত যে ক্ষুদ্রতম তথ্যও ওর নজর এড়াত না। ও ১৯৩৮ সালে এক বছর ভূ-পদার্থবিদ্যা

শিখেছিল। তাছাড়া ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে এক বছরের কিছু কম সময় ভূ-গণিত শিখেছিল। এর মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়েছে এবং ও তখন ফৌজে কাজ করেছে। ঐ পরিস্থিতি আর যাহোক, বিজ্ঞানচর্চার জন্য আদর্শ নয়। কিন্তু কস্টোগলোটভ্ কখনই ওর প্রিয় ঠাকুর্দার বাণী ভোলেনি: 'মূর্খ ভালবাসে শেখাতে, বুদ্ধিমান ভালবাসে শিখতে।' ফৌজে থাকা কালীন ও সর্বদাই কান পেতে বিজ্ঞব্যক্তিদের কথোপকথন শুনত, তা সে অপর রেজিমেন্টের অফিসারদের বাক্যালাপই হোক আর নিজের প্লেটুনের সৈনিকদের কথোপকথনই হোক। ও এমন ভাণ করত যেন ঐ কথোপকথন শোনায় ওর একটুও আগ্রহ নেই, অথচ শুনত অত্যন্ত মন দিয়ে, এবং আত্মসম্মান জলাঞ্জলি না দিয়ে। কারো সঙ্গে নতুন আলাপ হলে নিজেকে জাহির করত না, কোন গরিমাও প্রকাশ করত না। ও প্রথমে মানুষটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করত—লোকটি কি রকম পরিবার থেকে এবং দেশের কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছে, কি প্রকৃতির মানুষ ইত্যাদি। ও এভাবে অনেক শুনতে আর জানতে পারত। কিন্তু ও যেখানে প্রাণভরে জানার সুযোগ পেয়েছিল তা হ'ল বুতুর্কি কারাগার। বিশ্বযুদ্ধের পর বুতুর্কির কুঠরীগুলোয় কয়েদীর ভিড় উপচিয়ে পড়ত। ঐ ভিড় ঠাসা কুঠরী-গুলোয় প্রতি সন্ধ্যেয় পারমাণবিক পদার্থ, পাশ্চাত্য স্থাপত্য, প্রজনন বিদ্যা, কবিতা, মৌমাছি পালন ইত্যাদি নানা বিষয়ে কোন অধ্যাপক, পি. এইচ. ডি উপাধিধারী বিশেষজ্ঞ এবং অন্য বিশেষজ্ঞরা বক্তৃতা দিতেন। কস্টোগলোটভ্ সে সব অত্যন্ত মন দিয়ে শুনত। ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়া কারাগারের নিচ থেকে ওপরে উঠে যাওয়া শোয়ার তক্তায় হোক, কারাগারের বন্দীবাহী গাড়ির অমসৃণ মেঝেয় বসে হোক, ঐ গাড়ী যাত্রাপথে কোথাও থামলে মাঠে বসে হোক বা বন্দীর সারিতে কুচকাওয়াজ করতে করতেই হোক, ও সর্বদাই ঠাকুর্দার বাণী অনুসরণ করে যা বিদ্যালয়ে জানার সুযোগ হয়নি তা ঐ পরিস্থিতিতে জানার সুযোগ হারাত না।

বন্দী শিবিরে থাকতে ও শিবিরের হাসপাতালের এক করণিকের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল। ছোট-খাটো, বয়স্ক, লাজুক প্রকৃতির লোকটির মাঝে মাঝে গরম জল বয়ে নিয়ে আসার কাজও করতে হত। কস্টোগলোটভ্ জানতে পারল, লোকটি এক সময় লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব এবং সাহিত্যের অধ্যাপক ছিল। কস্টোগলোটভ্ স্থির করল, ওর কাছে ল্যাটিন শিখবে। সেই উদ্দেশ্যে ওদের দু'জনের কোন পেনসিল বা কাগজ ছাড়াই বরফ জমা আবহাওয়ায় শিবিরের মাঠে পায়চারি করতে হত। ঐ করণিকটি হাতের দস্তানা খুলে, আঙুল দিয়ে বরফের ওপর কিছু লিখে দেখাত। এ শিক্ষাদানে ওর কোন স্বার্থ বিজড়িত ছিল না। কস্টোগলোটভেরও ওকে ঐ শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক দেওয়ার সামর্থ ছিল না। অথচ ঐ অল্প সময়ের লেনদেনে ওরা দু'জন কারাভ্যন্তরে মানবসত্তা ফিরে পেত। যাহোক ঐটুকু প্রাপ্তির জন্য ওদের বড় মূল্য চোকানোর সম্ভাবনা হয়েছিল। শিবিরের নিরাপত্তা আধিকারিক ওদের

পৃথকভাবে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে ওরা পালানোর উদ্দেশ্যে বরফে ঐ এলাকার মানচিত্র আঁকে। ল্যাটিন শেখার কথা কানেও তুললেন না। শিক্ষা বন্ধ করতে হ'ল।

ঐ ল্যাটিন শিক্ষার কিছু তালিম কস্টোগলোটভের মনে রয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ও জোয়া'র থেকে ধার নেওয়া 'রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত শারীরস্থান বিদ্যা' বইটাও মন দিয়ে পড়েছিল। অতএব ও প্রোশ্‌কার প্রমাণপত্রের ল্যাটিন কথাগুলির অনায়াসে অর্থ করল ঃ 'হৃৎপিণ্ডের টিউমার, অপারেশন করা চলবে না।' শুধু অপারেশন করা চলবে না নয়, যেহেতু ওকে এ্যাসকর্বিক এ্যাসিড খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং দুরারোগ্যও বটে।

কস্টোগলোটভ্ সিঁড়ির রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। ল্যাটিন থেকে অনুবাদের বিষয়ে নয়। ওর নিজস্ব নীতি সম্পর্কে, যা ও গত পরশু দিন ডাঃ ডণ্ট্‌সোভার কাছে উপস্থাপন করেছিল—এক রোগীর তার নিজের রোগ সম্পর্কে সবকিছু জানার অধিকার। কিন্তু ঐ নীতি কেবল ওরই মত কোন রোগী সম্পর্কে খাটে যে দুনিয়া সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল। কিন্তু প্রোশ্‌কার বেলায় ঐ কথা বলা যায় কি ?

প্রোশ্‌কার ব্যক্তিগত জিনিষপত্র ছিল না বললেই হয়। হাত দুটো খালি। সিব্‌গাটভ্, ডিওমকা আর আহমদজান ওকে বিদায় জানাতে ওর সঙ্গে এল। বিদায় জানাতে আসা তিনজনেরই খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। প্রথম জনের নিতম্ব সম্পর্কে সাবধান থাকতে হয়, দ্বিতীয় জনের পা সম্পর্কে, আর তৃতীয় জনের ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে হয়। প্রোশ্‌কা মুখভরা হাসি নিয়ে এগোচ্ছিল। হাসিতে ওর সাদা দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করছিল।

এ যেন কোন বন্দী শিবিরের এক বিরল দর্শন দৃশ্য। সেখানে কোন ভাগ্যবান বন্দী মুক্তি পেলে সবাই মিলে বিদায় দিতে আসে। অথচ মুক্তি পাওয়া বন্দীটি যে শিবিরের গেট পেরনো মাত্র আবার গ্রেফতার হবে, তা কি তাকে ঐ মুহূর্তে বলা সম্ভব ?

"ঐ প্রমাণপত্রে কি বলেছে, ভাই ?" প্রোশ্‌কা পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করল। প্রমাণপত্রের মর্মার্থ সম্পর্কে ও যে বিশেষ চিন্তিত ছিল, তা বলা চলে না।

"ভ-ভগবান জানে," কস্টোগলোটভের মুখ আর মুখের কাটা দাগ কথাদুটো বলতে গিয়ে বেঁকে গেল। "ডাক্তারগুলো আজকাল এত চালাক হয়েছে যে, ওরা যা লেখে তা বোঝাই যায় না।"

"তোমাদের সবার আরোগ্য কামনা করি। তোমরা সবাই তাড়াতাড়ি সেরে বাড়ী ফেরো, এই আমার প্রার্থনা। সবাই নিজের পরিবারে ফিরে যাবে।" প্রোশ্‌কা সবার করমর্দন করল। সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে আবার ফিরে সকলকে সানন্দে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ প্রোশ্‌কা—চলেছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে।

শিশুরা

মেয়েটি ডিওম্‌কা'র টিউমারে আলতোভাবে আঙুল বুলিয়ে হাল্কাভাবে ওর কাঁধ জড়ানোর বেশী কিছু করেনি। তারপর মেয়েটি ডিওম্‌কাকে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অতটুকুতেই বিপর্যয় ঘটে গেল, এবং ডিওম্‌কা তা অনুভব করতে পারল। ডিওম্‌কা'র আশালতাগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

ডিওম্‌কা ঠিক এখনই বুঝতে পারেনি। কারণ প্রথমতঃ ওয়ার্ডে সবাই কথাবার্তা বলছিল আর সবাই প্রোশ্‌কাকে বিদায় জানাচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ ডিওম্‌কা নিজে জানলার কাছে প্রোশ্‌কা'র ছেড়ে দেওয়া বেডে বদলি হওয়ার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছিল, কারণ বেডটা সম্প্রতি পয়া প্রমাণিত হয়েছে। ওখানে অনেক বেশী আলো পাওয়া যাব বলে পড়ার সুবিধে। বেডটা কস্টোগলোটভের বেডের অনেক কাছে, ফলে অনেক সহজে কথাবার্তা বলা যাবে। এমন সময় এক নতুন যুবক এল।

কুড়ির থেকে কিছু বেশী বয়সী যুবকটির মাথায় ঈষৎ ঢেউ খেলানো, পরিচ্ছন্ন, মসীকৃষ্ণ চুল। রোদে পোড়া গায়ের রঙ। যুবকের দু'হাতে মোট ছ'টা বই।

"সবাইকে আমার নমস্কার!" যুবক দোরগোড়া থেকে সকলের উদ্দেশে বলল। অনাড়ম্বর, অকপট আচরণ যুবকের। ডিওম্‌কা'র ওকে ভাল লাগল। "আমি কোন্ বেডে যাব ভাই?" যুবক চারদিকে দেখে নিয়ে, কোন কারণে বেডের দিকে না তাকিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

"আপনি কি অনেক পড়েন?" ডিওম্‌কা ওকে বলল। "হ্যা, সব সময় পড়ি।"

ডিওম্‌কা একটু ভেবে নিয়ে বলল, আপনি কি কোন কাজের জিনিষ পড়েন, না কেবল ভাল লাগে বলে পড়েন?" "আমার কাজের জন্য পড়ি।"

"তাহলে জানলার কাছাকাছি বেডটা নিন, বুঝলেন? এরা মিনিট কয়েকে রেডি করে দেবে। আপনার বইগুলো কোন্ বিষয়ে?"

"ভূ-তত্ত্ব, ভাই" নবাগত বলল।

ডিওম্‌কা একটা বইয়ের শিরোনাম পড়লঃ 'ভূ-গর্ভস্থ খনিজ সম্পদের ভূ-রাসায়নিক অনুসন্ধান'। "আপনি জানলার পাশের বেডটা নিন। আপনার কোথায় অসুখ করেছে?"

"পায়ে।" ডিওম্‌কা বলল, "আমারও পায়ে অসুখ।"

নবাগত সত্যিই একটা পা অত্যন্ত সন্তর্পণে ফেলছিল। অথচ ওর দেহের গড়ন বরফে স্কেটিং করার উপযুক্ত।

নবাগতের বেড প্রস্তুত হয়ে গেল। ও পাঁচটা বই জানলার আলসেতে রেখে,

ষষ্ঠ বইয়ে নাক ডুবিয়ে বসল। যেন ঐ করতেই হাতপাতালে এসেছে। কোন কথা না বলে টানা এক ঘণ্টা চুপ করে পড়ল। তারপর ডাক্তারদের ডাক পেয়ে দেখা করতে চলল।

ডিওম্‌কাও পড়ার চেষ্টা করল। প্রথমে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি ধরল। পেনসিলের সাহায্যে নক্সা খাড়া করল। কিন্তু উপপাদ্য মাথায় ঢুকল না। সরল রেখাগুলো কিছুতেই কোন সমাধান ইঙ্গিত করল না।

ও এক সহজতর বিষয় ধরল। বইটির নাম 'জল এবং জীবন', লেখক এ, কোজ্‌ভেন্নিকভ্‌। বইটি সম্প্রতি স্ট্যালিন পুরস্কার পেয়েছে। কোজ্‌ভেন্নিকভ্‌ পদবীধারী আরো দু'জন লেখক আছেনঃ যথাক্রমে এস. এবং ডি. কোজ্‌ভেন্নিকভ্‌। সত্যি কত যে লেখক আছে তার ইয়ত্তা নেই। গত শতকে ছিলেন প্রায় দশজন। সবকটি লেখকই মহান। এ শতকে লেখক হয়েছে হাজারে হাজারে। কেবল নামের আদ্যাক্ষর বদলিয়ে দিলেই একটি করে নতুন লেখক মেলে। স্যাফোনভ্‌ পদবীর লেখক আছেন বেশ ক'জন। আর সাফ্রনভ্‌-ই কি একজন? ওদের সকলের সবক'টা বই পড়া দূরে থাক, কোন এক লেখকের যেকোন একটা বই পড়লে মনে হয় এ কষ্ট না করলেই ভাল হত। সম্পূর্ণ অজানা লেখক ভেসে ওঠে, স্ট্যালিন পুরস্কার পায়, আবার চিরতরে হারিয়ে যায়। প্রায় সব আকারের সব বই বাজারে বেরনোর পরের বছরই কোন না কোন পুরস্কার পায়। বছরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা পুরস্কার এভাবে বিতরণ করা হয়।

বইগুলোর নামও ডিওম্‌কা'র প্রায়ই গুলিয়ে যায়। দুটো চলচ্চিত্র 'বড় জীবন' আর 'বড় পরিবার' নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছিল। প্রথমটির প্রভাব ছিল ক্ষতিকর, আর দ্বিতীয়টির প্রভাব শুভঙ্কর। কিন্তু ডিওম্‌কা দুটি ছবির কোন্‌টি শুভঙ্কর তা মনে রাখতে পারত না। বিশেষতঃ এই জন্য যে, ও কোনটাই দেখেনি। বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কেও একই কথা। ও যত পড়ত, তত সব তাল পাকিয়ে যেত। ও সবে বুঝেছিল যে অন্তর্নিহিত অর্থ নির্ভর বিশ্লেষণের অর্থ, কোন বস্তু বাস্তবে যা তা সেই ভাবে দেখা। অথচ ঠিক সেই সময় পানোভা নামে এক মহিলা ঔপন্যাসিক 'অন্তর্নিহিত অর্থ নির্ভর দৃষ্টিকোণের জলাভূমিতে বিচরণের দায়ে' অভিযুক্ত হলেন।

তবু ডিওম্‌কা এত পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার মধ্যে অধিকাংশ পঠিত বিষয়ের সারমর্ম উপলব্ধি করেছে এবং তা মনে রেখেছে।

'জল ও জীবন' পড়তে পড়তে ডিওম্‌কার মনে সন্দেহ হ'ল বইটা তেমন আকর্ষক নয়, না ওর নিজের মেজাজই ঠিক নেই?

মনে অবসাদ আর বিষাদের চাপ বাড়ছিল। কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বললে কি হাল্কা লাগবে? তেমন সমব্যথী মানুষ কোথায়? অথচ ও পড়েছিল সমবেদনা চাওয়া আর দেওয়া দুটোই সমান হীন প্রবৃত্তি। তবু মনে হ'ল, সমবেদনাই ওর মনের ক্ষতে প্রলেপ দিতে সক্ষম। বিশেষতঃ এই কারণে যে, সারা জীবনে ও কখনো সমবেদনা পায়নি।

হাসপাতালের রোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অন্য সময় মন্দ লাগে না। কিন্তু ঐ সময় তাতে উপকার হবে মনে হ'ল না। পুরুষের সান্নিধ্য এবং কথোপকথন ওর বিশেষ মানসিক অবস্থায় লাভদায়ী নয়।

ক্যানসার ওয়ার্ডে স্ত্রীলোকের অভাব নেই। বরং যথেষ্টই আছে। কিন্তু ডিওম্‌কা কখনো ওদের বড়সড়, কোলাহল মুখর ওয়ার্ডের চৌকাঠ পেরনোর মত মনকে প্রস্তুত করতে পারেনি। ওটা সুস্থ-স্বাভাবিক নারী নিবাস হলে তার সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কোন কিছু চোখে পড়তে পারত, কিন্তু অসুস্থ নারীদের নীড় থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়াই শ্রেয়ঃ! ওদের অসুস্থতা এমনই এক পর্দা যা নিছক লজ্জা-নিন্দার পর্দার চেয়ে অনেক মজবুত এবং দুর্ভেদ্য। সিঁড়িতে বা হলঘরে কয়েকজন রোগিনীর সঙ্গে দেখা হত বৈকি। কিন্তু তারা এত মনমরা আর উদাসীন যে নিজেদের স্খলিত নৈশবেশ দিয়ে অনাবরিত বক্ষ ঢাকার শালীনতাও ভুলে বসে থাকে। এ দৃশ্য দেখে ডিওম্‌কা পুলকিত ত' হতই না, বেদনার্ত হত। ওদের দেখে ডিওম্‌কা সর্বদাই চোখ নিচু করত। আলাপ জমানোর চেষ্টা করত না।

স্তোফিয়া মাসী ডিওম্‌কার হাবভাব লক্ষ্য করেছিল। প্রায়ই ওকে একথা-ওকথা জিজ্ঞেস করত। এভাবে ওদের পরিচয় হয়। স্তোফিয়া মাসীর নাতি-নাতনি ছিল। অন্য ঠাকুমাদের মত মাসীর মুখেও ছিল বলিরেখা আর মানুষের দুর্বলতায় সহাস্য প্রশ্রয়। ওরা দু'জন সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলত। এর আগে ডিওম্‌কার কথা কেউ এত মন আর সহানুভূতি দিয়ে শোনেনি। স্তোফিয়ার যেন ওর চেয়ে আপন আর কেউ নেই। ডিওম্‌কাও মাসীকে খুব সহজে নিজের কথা, এমন কি ওর মায়ের কথাও বলত, যা আর কারো কাছে বলার কথা ভাবতে পারত না।

ডিওম্‌কার দু'বছর বয়সে বাপ যুদ্ধে মারা যায়। মা আবার বিয়ে করল। সৎ-বাপ স্নেহশীল না হলেও অন্যায্য ব্যবহার করত না, এবং তার কাছে ডিওম্‌কার থাকাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ওর মা—ও স্তোফিয়া মাসীকে কথাটা না জানালেও, ও নিজে অনেক দিন আগেই সুনিশ্চিত ভাবে জানত—পতিতা হয়ে গেল। সৎ-বাপ ওর মাকে ছেড়ে চলে গেল। ঠিকই করেছে। তারপর থেকে ওর মা ওদের একটি মাত্র ঘরের মধ্যে নতুন নতুন পুরুষ আনতে লাগল। তারা মদ খেত, ডিওম্‌কাকেও খাওয়াতে চাইত, কিন্তু ও খেত না। ঐ পুরুষরা ওর মা'র সঙ্গে থাকত। কেউ মাঝ রাত অব্দি, কেউ রাত পেরিয়ে সকাল। ঘরটায় কোন পার্টিশনের বালাই ছিল না। রাস্তার আলো ঘরে পড়ত বলে অন্ধকারও ছিল না। ফলে যে প্রসঙ্গ আলোচনায় ওর বন্ধুরা অত পুলকিত হত তা ওর শূকর-বিষ্ঠার মত ঘৃণ্য মনে হত।

এভাবে ডিওম্‌কা বিদ্যালয়ের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণী পার হ'ল। সপ্তম শ্রেণীতে উঠে ও বিদ্যালয়ের বুড়ো পাহারাদারের সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করল। সেখানে দিনে দু'বার খেতেও পেত। ওর মা ওকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাই করল না।

বরং ওর থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচল।

ডিওম্‌কা স্বাভাবিকভাবে মায়ের কথা বলতে পারত না। রেগে যেত। স্তোফিয়া মাসী ওর কথা শ্‌নে মাথা নেড়ে বড় অদ্ভুত কথা বলত, "নানা ধরনের মান্‌ষ মিলে এ জগৎ তৈরি হয়। কাউকে বাদ দিলে এ সংসার গড়া হবে না, বাছা।"

গত বছরে ডিওম্‌কা এক কারখানার আবাসনে উঠে গিয়েছিল। সেখানে নৈশ-বিদ্যালয় ছিল। ও সেখানকার আবাসিক ছাত্র হ'ল। ও লেদ মেশিন চালকের শিক্ষানবিশী করত। পরে দ্বিতীয় চালকও হয়েছিল। ও কাজে খ্‌ব দক্ষ ছিল না বটে, কিন্তু ও বেপরোয়া মায়ের থেকে ভিন্ন ধরনের হতে চাইত বলে ও অন্য য্‌বকদের মত মদ খেত না, গলা ফাটিয়ে অভব্য গানও করত না। তার বদলে পড়ত। ও অষ্টম শ্রেণীতে ভাল ফল করে নবম শ্রেণীর প্রথমার্ধ শেষ করল।

ওর আরেক নেশা ছিল ফ্‌টবল। মাঝে মাঝে ছেলেদের সঙ্গে ফ্‌টবল খেলত। আর বরাত ওকে এই সামান্য আনন্দটুকুর জন্যই চরম শাস্তি দিয়েছিল। ফ্‌টবল নিয়ে কাড়াকাড়ি করার সময় এক দিন দ্‌র্ভাগ্যক্রমে ওর হাঁটুর নিচের হাড়ে এক খেলোয়াড়ের সজোরে ব্‌টের লাথি লাগে। ডিওম্‌কা তখন তার পরিণাম সম্পর্কে ভাবেওনি। দিন কয়েক লেংচিয়ে চলার পর ব্যথা চলে গেল। কিন্তু শরৎকালে ঐ ব্যথা আবার দেখা দিল আর তা উত্তরোত্তর ব্‌দ্ধি পেল। ও তাতেও গ্রাহ্য করেনি। অনেক পরে ডাক্তার দেখিয়েছে। ডাক্তার গরম সেঁক দিতে বলল। তাতে ব্যথা বাড়ল। শেষে ওরা ওকে প্রাদেশিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাল। তারপর ক্যানসার ওয়ার্ডে।

"বলতে পারো," ডিওম্‌কা প্রশ্ন করত, "ভাগ্যের বরাদ্দে এত অবিচার কেন? অনেক মান্‌ষ দেখা যায় যাদের জীবন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত রেশম-কোমল এবং মস্‌ণ, আর বাদ-বাকির জীবন খানা-খন্দে ভর্তি। কথায় বলে মান্‌ষই নাকি নিজের ভাগ্য-বিধাতা। অথচ বাস্তবে দেখা যায় ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে মান্‌ষের কোন হাতই নেই।"

"ঈশ্বরই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা, ডিওম্‌কা," স্তোফিয়া বোঝাত, "সবই ঈশ্বরের কর্‌ণায় নির্ভর। তুমিও ঈশ্বরের কর্‌ণায় নিজেকে সমর্পণ করো, বাবা।"

"ঈশ্বরই যদি বিধাতা হন তাহলে বলতে হয় তিনি সুবিচার করেন না। তিনি ত' সবই দেখতে পান। তবে কেন অল্প কিছ্‌ মান্‌ষকে দ্‌ঃখে পিষে মারেন? সম বণ্টনের কথা কি ভেবেও দেখেন কখনো..."

স্তোফিয়া মাসীর উপদেশ মেনে নেওয়া ছাড়া কি বা করণীয় ছিল? আর কি বা করতে পারত, ডিওম্‌কা?

স্তোফিয়া মাসী ঐ অঞ্চলেরই মান্‌ষ। মাসীর মেয়েরা, ছেলেরা, ছেলের বৌরা দেখা করতে আসত। খাবার জিনিষ নিয়ে আসত। মাসী তা থেকে

রোগিনীদের আর পরিচারিকাদের ভাগ দিত। ডিওম্‌কাকে তার ওয়ার্ডের বাইরে ডেকে নিয়ে কখনো একটা ডিম কখনো পেস্ট্রি খেতে দিত।

ডিওম্‌কার খিদে কখনো মিটত না। ও জীবনে কখনো পর্যাপ্ত খেতে পায়নি। খাবার জোগাড় করা নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগের দরুন ওর খিদে বাস্তবে যা তার থেকে বেশী মনে হত। ও তবু মাসীর থেকে অত নিতে বিব্রত বোধ করত। ডিম নিলে, প্যাটিস্‌ নিতে চাইত না। "নাও, নাও, এতে মাংসের পুর দেওয়া আছে। এর পরের সপ্তাহে ত' খেতেই পারবে না," মাসী পীড়াপীড়ি করত।

"পরের সপ্তাহে কেন খেতে পারব না?" "উহুঁ, খাওয়া নিষেধ। তুমি জানো না কেন?"

"কেন, এ সপ্তাহের পরে কোন্‌ সপ্তাহ হবে, মাসী?" "জানো না? এর পর শ্রোভ্‌টাইড্‌-এর [খৃষ্টানরা এ সপ্তাহে প্রায়শ্চিত্ত করেন] সপ্তাহ।"

"তা শ্রোভ্‌টাইড্‌-এর সপ্তাহ ত' ভালই মাসী। তোমার তাতে আপত্তি কেন?" "সব দিক থেকে ভাল, কিন্তু ঐ সপ্তাহে মাংস খাওয়া নিষেধ।"

"শ্রোভ্‌টাইড্‌ কি শেষ হয়, হয় না?" "কি বলছ? এক সপ্তাহেই চলে যায়।"

"তারপর কোন্‌ পরব আসে, মাসী?" ডিওম্‌কা মাংসের প্যাটিস-এ কামড় বসিয়ে সানন্দে প্রশ্ন করত। অমন সুস্বাদু, বাড়িতে বানানো প্যাটিস ও কখনো খায়নি। ওর নিজের বাড়ীতে ওসব বানানোর পাট ছিল না।

"হা, ভগবান, আজকাল কি কেউ আর খৃষ্টান নেই? কেউ কিছু জানে না। শ্রোভ্‌টাইড্‌-এর পর আসে মহা উপবাসের সপ্তাহ।"

"প্রথমে এক সাধারণ উপবাসের সপ্তাহ, তারপর মহা উপবাসের সপ্তাহ— এতগুলো উপোস কি দরকার, মাসী?"

"কারণ পেট যত খাবার দিয়ে ভরো, তার ভার ততই মানুষকে রসাতলে টানে। সেজন্য এক নাগাড়ে খেতে নেই। মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হয়।"

"বিরতি? বিরতি কি জন্য?" ওকথা ডিওম্‌কার বুদ্ধির অতীত। ওর জীবনে যে বিরতিই বেশী ঘটেছে। "বিরতির ফলে চিন্তা শক্তি পরিশ্রুত হয়। পেট ফাঁকা থাকলে যে শরীরও ঝরঝরে লাগে, তা কি কখনো বোধ করোনি?"

"না মাসী, আমি বোধ করিনি।" বোধ না করার যথেষ্ট কারণ ছিল। শৈশবে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লিখতে-পড়তে শেখার অনেক আগেই ওকে শেখানো হয়েছে, এবং ও নিঃসংশয়ভাবে জেনেছে যে ধর্ম এক নেশা ধরানো ওষুধ, এক অতি প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ, যা শুধু ঠগবাজদের উপকারে আসে। ঐ ধর্মের বাধার জন্য অনেক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ আজও শোষণমুক্ত হতে পারেনি, এবং ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারলেই তারা শোষণমুক্তির জন্য হাতিয়ার তুলে ধরবে। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে স্তোফিয়া মাসীর ধর্মীয় ব্রত পালনের নির্ঘণ্ট, সদা 'ঈশ্বর' নামোচ্চারণ, হাসপাতালের নিরানন্দ পরিবেশেও মাসীর নির্লিপ্ত হাসি, এসবই এক পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মাত্র।

শনিবার দুপুরের খাওয়ার পর ডাক্তাররা দেখে চলে গেলেন আর রোগীরা তাদের ভাবনারাশি নিয়ে পড়ে রইল। মেঘলা দিনের শেষ আলো অন্তর্হিত না হলেও সিঁড়ি আর বারান্দায় বাতি জেবলে দিয়েছিল। ডিওম্‌কা তার মতবাদ সত্ত্বেও খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাকে সারা জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে ঐ প্রতিক্রিয়াশীল মাসী, যে এক নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করা ছাড়া আর কোন কাজের কথাই বলতে জানত না।

ডিওম্‌কার ভয় ওরা পা-টা কেটে বাদ দেবে। এবং ওর তা মেনেও নিতে হবে। প্রশ্ন হ'ল, ও মেনে নেবে না নেবে না? ···নিরবচ্ছিন্ন ব্যথার যন্ত্রণায় মনে হত, হয়ত মেনে নেওয়াই সহজতর।

স্তেফিয়া মাসীকে সচরাচর যে জায়গাগুলোয় পাওয়া যায় তার একটাতেও দেখা মিলল না। ডিওম্‌কা নিচের তলার বারান্দায় নেমে এল। বারান্দার পরে একটা বসবার ঘর। ওটা ক্যানসার ওয়ার্ডের 'লাল কোণ' [অধিকাংশ সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানে একটা 'লাল কোণ' থাকে, যেখানে কমিউনিস্ট সাহিত্য এবং পত্রিকাদি রাখা থাকে]। নিচতলার ভারপ্রাপ্ত নার্সের টেবিল আর ওষুধের আলমারিও ঐ ঘরে। ঐ ঘরে হাসপাতালের ফিকে-ধূসর পোষাক গায়ে এক কিশোরীকে দেখে ডিওম্‌কা অবাক হ'ল। মেয়েটিকে চিত্রাভিনেত্রীর মত দেখতে। মাথায় ঢেউ খেলানো, রেশমের মত হলুদ চুল, যা বড় একটা দেখা যায় না।

ডিওম্‌কা মেয়েটিকে গতকাল প্রথম দেখেছিল। ওর ফুলের কেয়ারির মত সুন্দর চুল দেখে এত ভাল লেগেছিল যে ডিওম্‌কা লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অত সুন্দরীকে দুচোখ ভরে দেখা ওর সাধ্যের অতীত। ডিওম্‌কা মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল। মেয়েটির সমবয়সী এক ও ছাড়া—অবশ্য, সুরহ্যান ও ছিল; কিন্তু সুরহ্যানের পা ইতিমধ্যে কাটা পড়েছে—আর কেউ না থাকলেও, ডিওম্‌কার ধারণা অত সুন্দরীরা ওর নাগালের বাইরেই রয়ে যাবে।

আজ ডিওম্‌কা মেয়েটিকে আবার দেখেছে। পেছন থেকে। হাসপাতালের বেখাপ্পা পোষাক সত্ত্বেও ওর বোলতার মত সরু কোমর দেখে চিনতে ভুল হবার নয়। ওর মাথার হলুদ চুল একটু একটু নড়ছিল।

ডিওম্‌কা ওকে দেখবে আশা করে বেরোয়নি। ও জানত, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমানোর মত মনোবল কোনমতেই পাবে না, এবং সে চেষ্টা করতে গেলে মুখ বুজে গিয়ে নির্বোধ, দুর্বোধ্য কয়েকটা শব্দের বেশী কিছু বেরোবে না। তবু মেয়েটিকে দেখে ওর বুকের স্পন্দন যেন দু-একবার থেমে গেল। যথাসম্ভব ঋজু এবং না লেংচিয়ে হেঁটে লাল কোণে পৌঁছল। ইতিপূর্বে রোগীদের দ্বারা তাদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র মোড়ার কাজে ছিঁড়ে নিয়ে ব্যবহার করার ফলে পাতলা হয়ে যাওয়া প্রাভ্‌দা [সত্য] পত্রিকার কয়েকটা পুরানো সংখ্যার পাতা ওল্টাতে লাগল।

লাল টেবিল ক্লথে মোড়া টেবিলের অর্ধেক জুড়ে স্ট্যালিনের ব্রোঞ্জ নির্মিত আবক্ষ মূর্তি, যার মাথা আর কাঁধ বাস্তবের চেয়ে বড় আকারের। টেবিলের অপর

দিকে এক পরিচারিকা দাঁড়িয়ে। ঐ মূর্তির মতই তার বড় আকারের মুখ আর হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। যেন স্ট্যালিনের জুড়ি। শনিবারে তেমন ভিড় হবে না আশা করে ও টেবিলে একটা খবরকাগজ বিছিয়ে তার ওপর একগাদা সূর্যমুখী ফুলের বিচি বিছিয়েছে। ও ফুলের বিচি থেকে দানা বের করে নিয়ে খোসাগুলো খবরকাগজে ফেলছিল। ও হয়ত মিনিট কয়েকের জন্য এসেছিল, কিন্তু সূর্যমুখীর বিচি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেনি।

দেওয়ালে লাগানো লাউডস্পীকারে জোরালো, বেসুরো আওয়াজে নাচের বাজনা বাজছিল। একটা ছোট টেবিলে দু'জন রোগী চেকার্স খেলছিল।

ডিওম্‌কা যে মেয়েটিকে আড় চোখে দেখছিল সে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা সিধে চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে মাঝে মাঝে তার হাসপাতালের পোষাকের গলা হাত দিয়ে ঠিক মত আটকিয়ে রাখছিল। মেয়েদের পোষাকগুলোও হুক লাগানো থাকে না। রোগিনীরা নিজে লাগিয়ে নেয়।

হলুদ চুল কোমলাঙ্গী এমন স্পর্শ কালিমা থেকে দূরে বসেছিল যেন একটু পরে গলে যাবে কিংবা পরীর মত অদৃশ্য হয়ে যাবে। ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে কি যে ভাল হত···কোন কিছু সম্পর্কে···নিদেন নিজের ক্ষতদুষ্ট পা সম্পর্কে।

ডিওম্‌কার নিজের ওপর রাগ হ'ল। খবরকাগজের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ মনে পড়ল চুল ছাঁটার সময় ও নিজের কপালে নেমে আসা অলকগুচ্ছ কেটে ফেলতে বলেছিল। আসলে চুল ছাঁটার সময় তাড়িঘাড়ির ফলে ও বলেছিল টানা ক্লিপ চালিয়ে দাও। এখন মেয়েটা ত' ওকে দেখে নেহাৎ এক হাঁদা ভাবছে!

এমন সময় পরী বলে উঠল, "তুমি এত লাজুক কেন? এই নিয়ে আমাদের দু'বার দেখা হ'ল। এর মধ্যে আমার সঙ্গে আলাপ করতেও পারলে না?"

ডিওম্‌কা চমকিয়ে উঠে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল। মেয়েটা কাকে বলছে? ও নিশ্চয় আমাকেই বলছে! মেয়েটির মাথার কয়েক গোছা চুল ডাঁটির ওপর ফুলের মত দুলছিল। "কি ব্যাপার, তুমি কি ঘাবড়ানো ধরনের ছেলে নাকি? এসো, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসো। দু'জনে আলাপ করি।"

"আমি···আমি ঘাবড়াই না।" ডিওম্‌কার কণ্ঠস্বর এমন কেঁপে গেল যে স্বাভাবিক শোনাল না।

"তবে চেয়ার নিয়ে এসো। আমার কাছে বসো।"

ডিওম্‌কা চেয়ার তুলল। যাতে ল্যাংচাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে ও এক হাতে চেয়ারটা বয়ে দেওয়াল ঘেঁষে মেয়েটির পাশে রাখল। ও নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমার নাম ডিওম্‌কা।"

"আসিয়া," মেয়েটি তার কোমল ব্যাহু প্রসারিত করে করমর্দন করল। তারপর হাত গুটিয়ে নিল।

ডিওম্‌কা বসল। ওর ঐ পরিস্থিতি কৌতুকজনক লাগছিল। মনে হচ্ছিল ওরা বর-বৌয়ের মত পাশাপাশি বসে আছে। ঐভাবে ও আসিয়াকে ভাল করে

দেখতে পাচ্ছিল না। ও চেয়ারটা সুবিধাজনক জায়গায় সরিয়ে, ভাল করে বসে, বলল, "তুমি কিছু না করে এমন চুপচাপ বসে আছ কেন?"

"কেনই বা আমি কিছু করব? যাহোক, আমি ত' কিছু করছিই।" "কি করছ?" ডিওম্‌কা বলল।

"বাজনা শুনছি। বাজনা শুনতে শুনতে মনে মনে নাচছি! তুমি নাচতে পারো না?" "মনে মনে নাচতে পারি," ডিওম্‌কা বলল।

"শুধু মনে মনে? পা দিয়ে নাচতে পারো না?" আসিয়া বলল। ডিওম্‌কা নিজের ঠোঁট কামড়াল—অর্থাৎ, পারে না।

"দেখেই বুঝেছি, তুমি এক আনাড়ি। তা নইলে এ ঘরেই একটু নেচে নিতে পারতাম।" আসিয়া এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে যোগ করল, "এ ঘরে, অবশ্য, পর্যাপ্ত জায়গাও নেই। আচ্ছা, এটা কোন্ নাচের বাজনা বাজছে, বলতে পারো? আমার ভাল লাগে না, তাই কেবল শুনি। নিঃসঙ্গতায় আমার মন ভারী হয়ে

"কোন্ নাচটা তোমার ভাল লাগে?" ডিওম্‌কা'র এ কথোপকথন ভালই লাগছিল। "ট্যাঙ্গো ভাল লাগে?"

আসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "ট্যাঙ্গো! সে ত' আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা নাচত। আজকের যুগের নাচ, রক্-এ্যাণ্ড-রোল। এখানে ও নাচ এখনো চালু হয়নি বটে, মস্কোয় চলছে। মস্কোতেও শুধু পেশাদাররা নাচে।"

আসিয়া যা বলছিল ডিওম্‌কা তার সবটাই বিশ্বাস করছিল এমন নয়। ওর সোজাসুজি বসে কথা বলতে আর শুনতে ভাল লাগছিল। ভারি অদ্ভুত ওর চোখ দুটো। চোখে কেমন হাল্কা-সবুজ সজীবতা। এক অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

"রক-এ্যাণ্ড-রোলই আসল নাচ!" আসিয়া আঙুল দিয়ে তুড়ি বাজাল। "আমি, অবশ্য, নেচে দেখাতে পারব না। এখনো শিখিনি। তুমি কি করে সময় কাটাও, গান গেয়ে?"

"না। আমি গাইতে পারি না।" "কেন পারো না? আমি ত' নিঃসঙ্গ বোধ করলেই গান গাই। তবে কি করো, পিয়ানো-এ্যাকর্ডিয়ন বাজাও?"

"না-না।" ডিওম্‌কা লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। আসিয়া'র তুলনায় ও কি বা? অথচ আসিয়াকে বলবার উপায় নেই যে ও সামাজিক সমস্যাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে ভালবাসে।

আসিয়া হতবাক। কি হাঁদা ছেলে এই ডিওম্‌কা। "তবে কি তুমি এ্যাথলেট? খেলাধুলা করো? আমি নিজে পেন্টাথলনে মন্দ নয়। তাছাড়া চারশো মিটার দৌড় চার মিনিট তিন সেকেণ্ডে······"

"না-না, আমি এ্যাথলেট নই।" ডিওম্‌কা যে ওর দৃষ্টিতে কত অপদার্থ পরিগণিত হচ্ছে তা বুঝতে পারছিল। কিছু ভাগ্যবান মানুষ নিজের জীবন মনের মত করে গুছিয়ে নিতে পারে, যা ডিওম্‌কা কোন দিন পারেনি, পারবেও

না। ও শুধু একটু ফুটবল খেলতে পারত···আর, তারই ফল কি হয়েছে?

"তুমি সিগারেট খাও? মদ? না, শুধু বিয়ার?"

"বিয়ার" ডিওম্‌কা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ও যদিও কখনো বিয়ার চেখে দেখেনি তবু আসিয়া'র কাছে আর কত হীন হবে?

"ওহ!" আসিয়া হতাশা ব্যক্ত করল, "যত সব মায়ের আঁচল ধরা ছেলের দল! খেলোয়াড়ের মত কলজে নেই। দুগ্ধপোষ্য স্কুলের শিশুরা। গত সেপ্টেম্বরে ছেলেদের আমাদের স্কুলে পড়ার কথা হয়েছিল। [সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ তে রাশিয়ায় সহশিক্ষা পুনঃপ্রবর্তিত হয়] হেডমাস্টার কি করেছিল জানো? মাস্টারদের বাধ্য, কয়েকটা গ্রন্থকীট হতভাগাকে মেয়েদের সঙ্গে পড়ার অনুমতি দিয়েছিল।"

আসিয়া ওকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে ঐকথা বলেনি। বরং ওর দশা দেখে আসিয়ার খারাপই লাগছিল। কিন্তু আসিয়া যে ওকে এক 'হতভাগা' মনে করে এতেই ও আহত বোধ করছিল।

"তুমি কোন্ ক্লাসে পড়ো, আসিয়া?" "দশম ক্লাসে।"

"স্কুলে তোমার মত চুল রাখতে দেয়?" "দেবে আবার কে? আমরা এজন্য লড়াই করি।"

আসিয়া'র সোজাসুজি, অকপট কথাবার্তা। ডিওম্‌কা ভাবল, ওর কথার ঢঙে যদি আমার আঘাত লাগে, লাগুক, তবু ত' আরো খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কাটানো যাবে।

নাচের বাজনা থামল। ঘোষক লজ্জাকর প্যারী চুক্তির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম সম্পর্কে ভাষণ শুরু করল। চুক্তিটি ফ্রান্সের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফ্রান্স জার্মানীর গোলাম হয়ে পড়বে।

"তবে তুমি কি করো?" আসিয়া বলল। "আমি লেদ মেশিন চালক," ডিওম্‌কা সহজভাবে জবাব দিল।

আসিয়া ঐটুকু তথ্যে সন্তুষ্ট নয়। "তুমি কত রোজগার করো?" ডিওম্‌কার নিজের রোজগার সম্পর্কে গর্ব ছিল, যেহেতু ওটা ওর জীবনের প্রথম উপার্জন। কিন্তু এখন মনে হ'ল আসিয়াকে টাকার অঙ্কটা জানিয়ে কাজ নেই। "ও তেমন কিছু নয়। কিছুই না," ডিওম্‌কা সত্য চেপে বলতে বাধ্য হ'ল।

"ডাহা সময় নষ্ট," আসিয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিল, "স্পোর্টসম্যান হওয়া ওর চেয়ে ঢের ভাল। তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তোমার সে সবই আছে।" "কিন্তু, স্পোর্টসম্যান কি করে হওয়া যায় আমি যে তা জানি না ···"

"কি আর জানার আছে? যে কেউ স্পোর্টসম্যান হতে পারে। শুধু অনেক তালিম নিতে হয়। তাতে লাভ আছে। বিনা পয়সায় বেড়াতে পাওয়া যায়। দিনে তিরিশ রুবল করে খাওয়ার খরচ মেলে। অন্য শহর গেলে হোটেলে পয়সা লাগে না। আর, কত দেশ-বিদেশ দেখা যায়!"

"তুমি কোন্ কোন্ জায়গায় গিয়েছ?" ডিওম্‌কা বলল। "আমি দেখেছি লেনিনগ্রাদ, ভরোনিয়েজ্···"

"লেনিনগ্রাদ কেমন লেগেছে?" ডিওমকা বলল। "চমৎকার! গস্তিনী ভর্-এর দোকানগুলো কি সুন্দর! সব জিনিষের জন্য পৃথক দোকান। মোজা, জুতো লেডিজ্ ব্যাগ সব কিছুর জন্য আলাদা দোকান।"

ওসব ডিওম্‌কা'র কল্পনার অতীত। ওর মনে ঈর্ষা হ'ল। আসিয়া যেসব জিনিষের কথা বলছে যেসব সুন্দর জীবনযাত্রার সামগ্রী। ও নিজে যেসব জিনিষের ওপর নির্ভর করে এতকাল কাটিয়েছে সেগুলি গেঁয়ো আর অত্যন্ত সেকেলে।

পরিচারিকাটি তখনো মূর্তির মত টেবিলের ওধারে দাঁড়িয়ে সূর্যমুখীর দানা বাছছিল। সে ওদের দিকে তাকিয়েও দেখল না।

"তুমি এ্যাথলেট। তবে তুমি এখানে কেন এসেছ?" ওর দেহের কোন্ অঙ্গে কাল ব্যাধি ধরেছে ডিওম্‌কা তা শালীনতার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারল না।

"আমি নিজের দেহের শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য এসেছি। তিন দিনের মেয়াদে এসেছি।" আসিয়া হাত দিয়ে ইউনিফর্মের গলা চেপে ধরল। হুকের অভাবে ইউনিফর্ম খুলে পড়ছিল। "এখানে যে হতচ্ছাড়া পোষাক পরতে দেয় অন্য জায়গায় আমি তা ছুঁয়েও দেখতাম না। এখানে এক সপ্তাহ থাকতে হলে পাগল হয়ে যাব। তা তোমাকে কেন এখানে ভর্তি করেছে?"

"আমাকে?" ডিওম্‌কা ঠোঁট কামড়াল। ওর পায়ের কথা বলতে আপত্তি ছিল না। তবে, সুযোগমত রেখে-ঢেকে বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আসিয়ার বিদ্যুৎ-গতি আক্রমণ ওর সব সংযম তছনছ করে দিল। "আমার পায়ের জন্য।"

এর আগে পর্যন্ত 'আমার পায়ের জন্য' কথা ক'টা ছিল ডিওম্‌কার কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং তিক্ততাপূর্ণ। কিন্তু আসিয়া'র লঘু হাবভাবের সামনে ওর মনে সন্দেহ জাগছিল, হয়ত ওর অসুস্থতা অত চিন্তিত হওয়ার মত কোন ব্যাপার নয়। মাইনের কথা জানাতে ও যেমন কুণ্ঠা বোধ করেছিল, পায়ের কথা জানাতেও তাই বোধ করল। তার বেশী নয়।

"এরা তোমার পা সম্পর্কে কি বলছে?" "তেমন কিছু বলছে না···বলছে, কেটে বাদ দেবে।" একথা ক'টা বলতে ডিওম্‌কার মুখ বিষাদে কালো হয়ে গেল।

"বাজে কথা!" আসিয়া ডিওম্‌কার পিঠে পুরানো বন্ধুর মত হালকা চাপড় কষাল। "কেটে বাদ দেবে? ওদের মাথা খারাপ। ওরা আসলে চিকিৎসা করতে চায় না। কাটতে দিও না। একটা পা ছাড়া বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। প্রতিবন্ধীর জীবন একটা জীবন নাকি? জীবন ফূর্তি করার জন্য।"

সত্যিই ত'। আসিয়া ঠিক বলেছে। ক্রাচে ভর দেওয়া জীবনকে জীবন বলা চলে? আসিয়া'র পাশে বসতে হলে, ও ক্রাচটা কোথায় রাখবে? নিজে ত' একটা চেয়ারও বয়ে আনতে পারবে না। আসিয়াকেই অনুরোধ করতে হবে। না, পা-কাটা জীবন একান্ত অর্থহীন। জীবন শুধু ফূর্তি করার জন্য।

"তুমি এখানে কত দিন হল আছ?" "কত দিন?" ডিওম্‌কা একটু ভেবে নিয়ে বলল, "তিন সপ্তাহ।"

"কি সাঙ্ঘাতিক!" আসিয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "কি একঘেঁয়ে! না

রেডিও, না পিয়ানো-এ্যাকর্ডিয়ন! আর, রোগীদের মধ্যে যে খোশ-গল্প হয় অর বহর ত' বুঝতেই পারছি!"

আসিয়া'র কথা শোনার পর ডিওমকা'র আর বলতে ইচ্ছে করছিল না যে ও নানা বিষয়ে বই পড়ে সময় কাটায়। ওর সব মূল্যবোধের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। ঠুনকো মনে হচ্ছিল।

ডিওম্‌কা'র মনে হাসি না থাকলেও মুখে হাসি এনে বলল, "হ্যাঁ, আমরা যা আলোচনা করছিলাম তার বিষয় বস্তু হ'ল, মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে।" "তার মানে?"

"এই, মানুষ কেন বেঁচে থাকে, কি উদ্দেশ্যে...ইত্যাদি।"

"ওঃ!" আসিয়া'র সব প্রশ্নের জবাব জানা। "আমাদের স্কুলে একটা রচনা লিখতে দিয়েছিল যার বিষয় বস্তু ছিল, 'মানুষ কি উদ্দেশ্যের জন্য বেঁচে থাকে?' ঐ রচনার উপকরণ হিসেবে তুলো চাষী, গোয়ালিনী, গৃহযুদ্ধের বীর সেনানী ইত্যাদির জীবন দেওয়া হয়েছিল। যেমন 'পাভেল করচাগিন-এর বীরত্বমণ্ডিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তোমার কি ধারণা', আবার 'মাত্রসভ্-এর বীরত্ব সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' ইত্যাদি। [করচাগিন নিকোলাই অস্ত্রোভ্‌স্কি'র 'ইস্পাত কি উপায়ে মজবুত করা হ'ল' উপন্যাসের এক চরিত্র। মাত্রসভ্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক বীর শহীদ। তিনি জার্মান মেশিনগানের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মোকাবিলা করেছিলেন]

"তা তোমার কি ধারণা?" "আমার ধারণা—অর্থাৎ ওরা যা করেছিল আমিও তাই করব কিনা? মাস্টারদের মতে, তাই করা উচিত। আমরাও সেই কথা শিখলাম। পরীক্ষায় খারাপ ফল করে লাভ কি? সাশ্‌কা গ্রোমভ্ বলে আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিল, 'আমার মনের যা প্রকৃত ধারণা তা কি লিখতে পারি?' মাস্টার বলল, 'লিখতে পারো, কিন্তু তুমি সবচেয়ে কম নম্বর পাবে। আরেকটি ছাত্রী বলেছিল—তুমি ওখানে উপস্থিত থাকলে শুনতে—'আমি আমার দেশকে ভালবাসি কিনা তা জানি না।' মাস্টারণী তাতে হাঁসের মত ক্যাঁক-ক্যাঁক্ করে উঠল, 'কি মারাত্মক মতিগতি! তুমি স্বদেশকে ভালবাসো না, একথা কোন্ সাহসে বললে?' 'হয়ত ভালবাসি, কিন্তু আমি সে ভালবাসা সম্পর্কে সচেতন নই। আমি যাচাই করে দেখতে চাই সত্যিই ভালবাসি কিনা।' 'এতে যাচাই করার কি আছে? দেশপ্রেম এমনই জিনিষ যা মায়ের দুধের সঙ্গে মানুষের মধ্যে জন্মায়। শোনো, যেমন বললাম পরদিন সেই রকম ভাবে রচনা তৈরি করে এনো।' আমরা ঐ মাস্টারণীর নাম দিয়েছি 'ব্যাঙ'। ব্যাঙের মুখে একটুও হাসি নেই। কেন নেই, তা সবাই জানে। কারণ, ও একটা আইবুড়ো বুড়ী। ব্যক্তিগত জীবনে তেমন সফলতা পায়নি, তাই আমাদের ওপর ঝাল ঝাড়ে। ফুট-ফুটে মেয়েরা ব্যাঙের সবচেয়ে চোখের বিষ।"

আসিয়া বেশ সহজভাবে কথাগুলো বলছিল। সুন্দর মুখের যে কত দাম ও তা ভালই জানে। স্পষ্টতঃ কাল ব্যাধি ওকে ধরেনি; কাল ব্যাধির ব্যথা, কষ্ট,

নিদ্রা এবং ক্ষুধাল্পতা ওর অজানা। ওর দেহের তাজা ভাব এখনো যায়নি, মিলিয়ে যায়নি গালের আভা। ও স্রেফ কোন খেলাধূলা শিক্ষালয় কিংবা নাচের আলিম থেকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য তিন দিনের মেয়াদে হাসপাতালে এসেছে।

"স্কুলে ভাল মাস্টার-মাস্টারণী ও ত আছে, নেই?" ডিওম্‌কা যাতে আসিয়া'র মুখের দিকে চেয়ে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারে, তাই কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বলল। "না, একজনও ভাল নয়। যত পালখ ফোলানো মোরগের দল! আর, স্কুলের · স্কুলের গল্প কে করতে চায়? আমার ত' একটুও ভাল লাগে না।"

আসিয়া'র ফূর্তিভরা যৌবনের রঙ ডিওম্‌কার মন রাঙাল। ও সহজ ভঙ্গীতে বসে আসিয়া'র ঝর্ণাধারার মত অবাধ বাক্য রাশি কৃতার্থ চিত্তে গ্রহণ করছিল। নিজের বিশ্বাস এবং ধারণা জলাঞ্জলি দিয়ে ও আসিয়ার সব মতে ঐক্যমত প্রকাশ করতে ব্যগ্র। খোঁচাতে থাকা পায়ের ব্যথা একটু রেহাই দিলে ও আরেকটু সহজ বোধ করত। ব্যথাটা বারবার স্মরণ করাচ্ছিল, খেলতে গিয়ে যে আঘাত লেগেছে সে আঘাত তার পাওনা আদায় করে ছাড়বে। কতটুকু বাদ যাবে, হাঁটুর নিচের হাড় অনেকখানি রয়ে যাবে ত'? না, প্রায় উরু অব্দি কাটা পড়বে? পায়ের সমস্যার জন্যই 'মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে?' প্রশ্নটা ওর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ও তাই প্রশ্ন করল, "একটা কথা—এটা হাল্কা ব্যাপার নয়—তোমার কি ধারণা? মানে ··বলছিলাম, মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে?"

আসিয়াও জীবনের জটিল প্রশ্নগুলো একটু-আধটু বোঝে। ও নীল চোখ তুলে চাইল, যেন ডিওম্‌কা তামাশা করছে কিনা সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। "মানুষ কি জন্য বাঁচে···তুমি কি তাই জানতে চাও? অবশ্যই ভালবাসার জন্য। সোজা কথা।"

ভালবাসার জন্য! টলস্টয় ও ত' তাই বলেছেন। কিন্তু টলস্টয় কোন্ অর্থে 'ভালবাসা' কথাটা প্রয়োগ করেছেন? আসিয়াদের মাস্টারণীও বলেছেন, তোমরা লিখবে 'মানুষ ভালবাসার জন্য বেঁচে থাকে।' তিনি বা কোন্ অর্থ ইঙ্গিত করেছেন? সব ব্যাপারে যথাযথ ডিওম্‌কার মন ব্যাখ্যা ছাড়া কথাটা মেনে নিতে চাইল না। "কিন্তু···" বিষয়টার তাৎপর্য এবং শালীনতায় ওর গলা কেঁপে গেল, "ভালবাসাই···ভালবাসাই জীবনের সব নয়। ভালবাসা মানুষের জীবনে আসে···কোন এক বিশেষ বয়স থেকে আরেকটি বয়স পর্যন্ত।"

"বয়স! কোন্ বয়সে আসে?" আসিয়া ওর কথায় উত্তেজিত হ'ল, "আমাদের যা বয়স তা জীবনের সেরা সময়। এখন ভালবাসা না এলে আর কখন আসবে? ভালবাসা ছাড়া জীবনে আছে কি?"

আসিয়ার ভুরুদুটো কুঁচকিয়ে উঠল। ও এত নিঃসংশয় যে তার প্রতিবাদ অসম্ভব। ডিওম্‌কা প্রতিবাদ করল না। ও শুনতে চায়, তর্ক করতে চায় না।

আসিয়া ডিওম্‌কার দিকে একটু ঝুঁকল। নিজের হাতের পরিবর্তে দেহকে

ঐ ভাবে প্রসারিত করে ও যেন বিশ্বের তাবৎ ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীরের ওপর নিজেকে বিস্তৃত করল। "তুমি কি বলছ, এটা আমাদের যুগ। আজকে, এই মুহূর্তে তা উপস্থিত। চিরস্থায়ী হবে এ স্বর্ণময় যুগ। কি হবে আর কি হবে না নিয়ে বুড়োদের জিভ নাচানোয় কান দিও না। ভালবাসা! ভালবাসাই সব!"

আসিয়া এত অকপটভাবে কথাগুলো বলছিল, এটা যেন ওদের কয়েক শ' রাতের আলাপচারী। সূর্যমুখীর দানা বাছতে থাকা পরিচারিকা, চেকার্স খেলতে থাকা দু'টি রোগীর উপস্থিতি আর বারান্দায় অন্য রোগীদের অনবরত আনাগোনা লেগে না থাকলে আসিয়া হয়ত তখনই, ওদের জীবনের সুন্দরতম লগ্নে, ঐ লাল কোণে, মানুষ কি নিয়ে এবং কি জন্য বেঁচে থাকে তা ডিওম্কার বোধগম্য করে তুলতে প্রস্তুত হত।

ডিওম্কার পায়ের বেদনা যা ঘুমের মধ্যেও নিস্কৃতি দেয় না, ও এত বেশী ভুলেছিল যেন তার অস্তিত্বই নেই। আসিয়া'র জামার কলার খুলে উর্ধাঙ্গের কিছুটা অনাবরিত হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে ডিওম্কার মুখ হাঁ হয়ে গেল। ওর মাকে যে কাজ করতে দেখে ও অত বিরক্ত হত, এই প্রথম বার তা মনে হ'ল নিষ্পাপ, নিস্কলঙ্ক এবং সারা দুনিয়ার সব পাপকে হার মানানোর মত সৎকাজ।

"তুমি কি করেছ?" আসিয়া সহানুভূতি ভরে ফিসফিস করে বললেও, মনে হ'ল ও যেন হাসিতে ফেটে পড়বে, "কখনো না…? কখ্খনো না? ··বোকা তুমি সত্যি, না?"

একটা গনগনে উত্তাপের তরঙ্গ ডিওম্কার কান, মুখ আর কপালে আঘাত করল। ও যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ও আজন্ম যেসব ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করে এসেছে মাত্র কুড়ি মিনিটে আসিয়া সেসব ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। বিরূপ পরিস্থিতিতে করুণা যাণ্ডা করতে হওয়া মানুষের মত শুকিয়ে আসা গলায় ও প্রশ্ন করল, "আর, তুমি কি করেছ…?"

ওর পোষাকের নিচে যেমন অন্তর্বাস, বক্ষ, অন্তঃকরণ আর আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই, তেমনি আসিয়া'র কথার পেছনে কিছুই লুকানো রইল না। আসিয়া কিছুই লুকাবে না, লুকাতে জানে না। "ওহঃ, আমি ··আমি ত' নবম শ্রেণী থেকেই ··আমার এক বান্ধবী ত' অষ্টম শ্রেণীতেই পোয়াতি হয়েছিল! আরেকজন এক ফ্লাট বাড়ীতে ধরা পড়েছিল। ও টাকার জন্য করত · ভাবতে পারো? ওর ব্যাঙেকর পাশ বইও ছিল। কি করে জানা গেল জানো? ও ভুলে নিজের খাতার মধ্যে পাশ বই রেখেছিল, আর মাস্টারণী সেটা দেখে ফেলে! যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় ততই মজা, কি বলো? ·· অপেক্ষা করে কি হবে? এটা যে আণবিক যুগ!"

বার্চ্ গাছের ক্যানসার

কেউ সঠিক জানত না কোন্ কারণে, সব অসুবিধা সত্ত্বেও ক্যানসার ওয়ার্ডের শনিবার সন্ধ্যা এক অদৃশ্য রেহাই রূপে প্রতিভাত হত। সপ্তাহান্তে রোগীদের রোগ মুক্তি ঘটা দূরে থাক, রোগ সম্পর্কে দুর্ভাবনাও যে দূর হত না এটা ঠিকই। ওরা আসলে তখন ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের অধিকাংশ চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে রেহাই পেত। সম্ভবতঃ এটাই তাদের মানব সত্তার শাশ্বত শিশু অংশটিকে আমোদিত করত।

আসিয়া'র সঙ্গে কথা বলার পর ডিওম্কা পায়ের উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা ব্যথায় বাধ্য হয়ে অতি সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। ওয়ার্ডে ঢুকে দেখল, পরিমণ্ডল অসাধারণ মুখর। সব রোগীরা ত' ছিলই, সিব্গাটভ্ ও ছিল। তাছাড়া নিচ তলা থেকে দু'জন অতিথি এসেছে—একজন নবাগত, আর 'নি' নামে এক বৃদ্ধ কোরীয়, যে সবে এই ওয়ার্ডে উঠে আসার অনুমতি পেয়েছে। এতকাল নি'র জিভে রেডিয়াম ছুঁচ ফোটানো ছিল ওকে ব্যাঙ্কের ভল্টের মূল্যবান সামগ্রীর মত ঘরে চাবি দিয়ে রাখা হত। আরো একজন নবাগত রোগী এসেছে—চুল উল্টিয়ে আঁচড়ানো, সুদর্শন এক রুশ পুরুষ, যার গলায় রোগ হয়েছে। ফিসফিস করে ছাড়া কথা বলতে পারে না। ও ডিওম্কার বেডের অর্ধেক জুড়ে বসেছিল। সবাই কথাবার্তা শুনছিল। এগেনবেদিয়েভ্ আর মুরসালিমভ্ রুশ ভাষা জানে না। তারাও শুনছিল।

কস্টোগলোটভ্ ভাষণ দিচ্ছিল। ও নিজের বেডে না বসে, ঐ মুহূর্তটির গুরুত্বের ওপর জোর দিতে জানলায় বসেছিল। কোন কড়া নার্স ডিউটিতে থাকলে ও জানলায় বসতে পারত না। কিন্তু তুর্গুন নামে এক পুরুষ নার্স ডিউটিতে ছিল। তুর্গুনকে রোগীরা নিজেদের লোক মনে করত। তুর্গুনও ঠিকই সিদ্ধান্ত করেছিল যে কস্টোগলোটভ্ জানলায় বসার ফলে চিকিৎসা শাস্ত্র উল্টিয়ে যাবে না। বেডে একটা মোজা পরা পা ছড়িয়ে দিয়ে, অপর পা-টা ভাঁজ করে তার ওপর রেখে, কস্টোগলোটভ্ সারা ওয়ার্ড শুনতে পাওয়ার মত জোর গলায়, উত্তেজিতভাবে বলছিল, "দেকার্তে নামে এক দার্শনিক ছিলেন। তিনি বলতেন, সবকিছুই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে।"

খণ্ডন করার ভঙ্গীতে পাভেল এক আঙুল তুলে বলল, "তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে ঐ কথা বলেননি।"

"না, তা অবশ্য বলেননি," পাভেলের তর্কে বিস্মিত কস্টোগলোটভ্ বলল, "আমি যা বলতে চাই তার মোদ্দা কথা হ'ল আমাদের ভেড়ার পালের মত আচরণ করা উচিত নয়, এবং ডাক্তারদের পরামর্শ অন্ধের মত মেনে চলা ঠিক নয়। যেমন ধরো, আমি বইটায় পড়েছি," ও জানলা থেকে একটা মোটা, খুলে রাখা বই তুলে

স্বরে বলল, "এটা আব্রিস্‌কভ্‌ এবং স্ম্রুকভ্‌ লিখিত রোগ।ণণয় সম্পাক'ত শারীরস্থান বিদ্যা', ডাক্তারি পাঠক্রমের পাঠ্য পুস্তক। এতে বলছে, কেন্দ্রীয় স্নায়ু ব্যবস্থার সঙ্গে টিউমার বৃদ্ধির সম্বন্ধের বিষয়ে এ পর্যন্ত তেমন গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি। অথচ ঐ সম্বন্ধটি অতি বিস্ময়কর। এই বইয়ে ঐ বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে।" কস্টোগলোটভ্‌ বইয়ের সঠিক জায়গাটা বের করল। "এ রকম ঘটনা যদিও কদাচ ঘটে, তবু আত্মশক্তি বলে নিরাময়ের ঘটনা দেখা গিয়েছে। কথাগুলো লক্ষ্য করার মত। চিকিৎসা দ্বারা রোগ আরোগ্য নয়, এটা প্রকৃত রোগ মুক্তি। তফাৎ বুঝতে পারছ সবাই ?"

ওয়ার্ডে সাড়া পড়ে গেল। 'আত্মশক্তি বলে নিরাময়' যেন মোটা বইটা থেকে রামধনু রঙ প্রজাপতির মত উঠে বেরোল, আর তার পরশ পাওয়ার জন্য সবাই নিজের গাল বাড়িয়ে দিল।

"আত্মশক্তি বলে নিরাময়" কস্টোগলোটভ্‌ বইটা পাশে নামিয়ে রেখে, এক হাত তুলে বোঝাতে লাগল, "অর্থাৎ, হঠাৎ কোন ব্যাখ্যার অতীত কারণে দেখা যাবে টিউমারের বৃদ্ধি থেমে গিয়ে ক্রমে ছোট হয়ে শেষে পুরোপুরি মিলিয়ে যাবে। বুঝেছ ?"

সবাই নির্বাক বিস্ময়ে শুনছিল। টিউমার, সেই ক্ষতিকারক টিউমার যা ওদের সারা জীবন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, তা হঠাৎ আপনা থেকে শুকিয়ে গিয়ে শেষে মিলিয়ে যাবে ? ওরা মন্ত্রমুগ্ধের মত রঙীন প্রজাপতির পরশ পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে বসেছিল।

ইয়েফ্রেমের বেডে ক্যাঁচ্‌কোঁচ শব্দ হ'ল। গোঁয়াড়ের মত ভঙ্গীতে গোমড়া মুখো ইয়েফ্রেম মন্তব্য করল, "আমার ধারণা, তার জন্য প্রয়োজন···পরিচ্ছন্ন বিবেক।" ইয়েফ্রেমের মন্তব্য ওদের কথোপকথন সম্পর্কিত কিনা তা সবাই বুঝতে পারল না।

পাভেল ওর পড়শী কস্টোগলোটভের কথা সাগ্রহে, এমন কি সহানুভূতি সহ শুনছিল। ও হঠাৎ সচকিত হয়ে ইয়েফ্রেমকে সংশোধন করল, "এসব কি আদর্শবাদী আবর্জনা উপস্থিত করছেন ! কস্টোগলোটভ্‌ যা বললেন তার সঙ্গে বিবেকের সম্পর্ক কোথায় ? এ ধরণের সেকেলে ধারণা পোষণের জন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত !"

কস্টোগলোটভ্‌ আবার ভাষণ শুরু করল, "যথার্থ, যথার্থ বলেছ, ইয়েফ্রেম ! তোফা ! এমন অনেক কিছুই ঘটা সম্ভব যার সম্পর্কে আমাদের সামান্যতম ধারণা নেই। যেমন বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে আমি এক পত্রিকায় একটা অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় পড়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে 'জভিয়েজ্‌দা' [অর্থাৎ তারকা। এটি একটি বিখ্যাত রুশ সাহিত্য পত্রিকা। যুদ্ধের পর পত্রিকাটি 'উদার' দৃষ্টিভঙ্গীর দরুণ কর্তৃপক্ষের কটু সমালোচনা আকর্ষণ করেছিল] পত্রিকায় পড়েছিলাম মানুষের মাথা খুলির মূলে শোনিত-মস্তিষ্ক প্রতিবন্ধ বলে এক পদার্থ থাকে। যে পর্যন্ত জীবাণু বা অপর প্রাণহানিকর বস্তুগুলি

ঐ বাধা পেরিয়ে মস্তিষ্কে না পেঁছিয় মানুষ ততক্ষণ প্রাণ ধারণ করতে পারে। যে প্রতিবন্ধের কথা বললাম, সে এত শক্তি কোথা থেকে পেল ?"

ভূতাত্ত্বিক যুবকটি ওয়ার্ডে আসার পর থেকে বই ছাড়েনি। ও অপর জানলা ঘেঁষে, কস্টোগলোটভের কাছাকাছি, নিজের বেডে বসে পড়ছিল, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে কথোপকথন শুনছিল। ও আরেকবার মুখ তুলল। এ ওয়ার্ডের সবাই ত' ছিলই, অন্য ওয়ার্ড থেকে রোগীরাও এসে শুনছিল। চুল্লীর কাছাকাছি বেডে ফিড্রিশ্ ফেদেরো, যার ঘাড় নিশানা-বিহীন এবং নিষ্কলঙ্ক হয়েও ইতিমধ্যে বিনাশ অনিবার্য পরিগণিত হয়েছিল, এক পাশে কাৎ হয়ে শুয়ে শুনছিল।

"· সে শক্তির উৎস ঐ প্রতিবন্ধে বিদ্যমান পটাশিয়াম আর সোডিয়াম লবণের অনুপাত। কোন একটি লবণের, ধরা যাক সোডিয়াম—যেহেতু আমার সঠিক মনে নেই কোন্‌টি—, অনুপাত বৃদ্ধি পেলে কোন ক্ষতিকর পদার্থ ঐ প্রতিবন্ধ ভেদ করতে অক্ষম হবে। তেমনি তার বিপরীত ঘটলে প্রতিবন্ধ চুরমার হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটবে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, পটাশিয়াম-সোডিয়ামের অনুপাত কিসের ওপর নির্ভরশীল ? এটা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। এটা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর একান্ত নির্ভরশীল। অর্থাৎ কেউ ফুর্তিবাজ হলে তার শোনিত-মস্তিষ্ক প্রতিবন্ধে সোডিয়ামের আধিক্য ঘটবে, এবং কোন কিছুই তার মৃত্যু ঘটাতে পারবে না, বুঝেছ ? তেমনি যে মুহূর্তে সে মন-মরা হবে, তখন পটা-শিয়ামের আধিক্য ঘটবে। তখন তার শবাধার তৈরির বরাত দিতে হবে।"

ভূতত্ত্ববিদ শান্ত ভঙ্গীতে, ভাষণের প্রতিটি কথা মনে মনে ওজন করতে করতে শুনছিল। ও যেন এক মেধাবী এবং অভিজ্ঞ ছাত্র, যে শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে ঠিক কোন্ কথাটি এর পর লিখবেন তা অনুমান করতে সক্ষম। ও কস্টোগলোটভের বক্তব্যে সায় দিয়ে বলল, "বেশ বেশ, এ যে আশাবাদের শারীরবৃত্ত ব্যাখ্যান। তোফা ব্যাপারটা। তোফা !" পাছে সময় নষ্ট হয়, এই ভয়ে ও আবার বইয়ে নাক ডোবাল।

পাভেলও কোন আপত্তি তুলল না, কারণ হাড্ডিচুষ বেশ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টি উপস্থিত করছিল।

"অতএব, আমি একটুও অবাক হব না," কস্টোগলোটভ্ বলে চলল, "যদি আজ থেকে একশো বছর পরে কেউ আবিষ্কার করেন যে কেবলমাত্র যখন আমাদের বিবেক পরিচ্ছন্ন থাকে তখনই আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এক ধরনের সিজিয়াম্ লবণ উৎপন্ন হয়, এবং সেই লবণই নির্ধারণ করে কোন্ কোন্ কোষ টিউমারের রূপ নেবে বা কোন্ টিউমারটি আপনা থেকে মিলিয়ে যাবে।"

ইয়েফ্রেম ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেঁড়ে গলায় বলল, "আমি যে কতগুলো মেয়েকে নিয়ে ছিনিমিনি করেছি, ক'টার গলায় বাচ্চা ঝুলিয়ে দিয়েছি তার লেখাজোখা নেই। সবক'টা যা কেঁদেছে···আমার টিউমার কোন-দিন মিলিয়ে যাবে না।"

"ওকথা এখানে তোলার মানে কি?" পাভেল হঠাৎ সংযম হারিয়ে ফেলল, "আপনার ধ্যান-ধারণা বস্তাপচা ধর্মীয় আবর্জনা ছাড়া কিছু নয়! অত্যন্ত আজেবাজে জিনিষ পড়ে আপনি মতাদর্শগত সুরক্ষা বর্মটি খুইয়ে বসে আছেন। তাই আহাম্মকের মত নৈতিক ত্রুটিশূন্যতার বাঁধা বুলি আউড়িয়ে চলেছেন, কমরেড ইয়েফ্রেম পড্ডুয়েভ্!"

"নৈতিক ত্রুটিশূন্যতায় এত আপত্তি কেন, জানতে পারি কি?" কস্টোগলোটভ্ রুখে উঠল, "এ কথাটিতে আপনার পেট কামড়িয়ে উঠল কেন? ওতে ত' কারো—অবশ্য, নৈতিক ধ্বংসস্তূপে পরিণত ব্যক্তি বাদে সবাই—ক্ষতির সম্ভাবনা নেই!"

"সাবধান! আপনি যা বলছেন তা ভেবে বলুন।" এ কথাগুলি বলতে গিয়ে পাভেলের চশমা ঝক্ঝক্ করে উঠল। ও মাথা সোজা করে কথা বলছিল। যেন টিউমার ওর মাথা টেনে নিচে নামিয়ে দেওয়ার শক্তি হারিয়েছে। "কতকগুলি প্রশ্ন আছে যাদের সংশয়াতীত সমাধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, এবং আলোচনা নিষিদ্ধ।"

"কেন নিষিদ্ধ? কেন আলোচনা করতে পারব না?" কস্টোগলোটভ্ বড়-বড় চোখ পাকিয়ে তাকাল।

"থামো, ঢের হয়েছে," কয়েকজন রোগী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বলে উঠল।

"যাকগে, কমরেড," ডিওম্কার বেড থেকে কণ্ঠস্বর নষ্ট হওয়া রোগীটি ফিসফিস করে উঠল, "আপনি আমাদের বার্চ্ গাছের ছত্রাক সম্বন্ধে বলবেন বলেছিলেন।"

পাভেল বা কস্টোগলোটভ্ কারো হার মানার মন নেই। দু'জনে দু'জনের দিকে বেজার মুখে চেয়েছিল। পাভেল কস্টোগলোটভের প্রতিটি কথার সমুচিত জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, "নিজের মত জাহির করার আগে নিজের একটু প্রাথমিক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়াই সুযুক্তি। লিও টলস্টয়ের দলের নৈতিক ত্রুটিশূন্যতা সম্পর্কে লেনিন, কমরেড স্ট্যালিন এবং গোর্কি ইতিমধ্যে চিরস্থায়ী সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন।"

"মাফ করুন" কস্টোগলোটভ্ কষ্টে নিজেকে সংযত করে, পাভেলের দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "পৃথিবীর কোন মানুষেরই কোন বিষয়ে চিরস্থায়ী সিদ্ধান্ত ঘোষণার অধিকার নেই, এবং এতৎ সত্ত্বেও তাঁরা যদি তা করেন তবে জীবন থমকিয়ে দাঁড়াবে আর পরবর্তী প্রজন্ম ভাষা রহিত হয়ে পড়বে।"

হতবাক পাভেলের কান আর গাল লাল হয়ে গেল। ওর মনে হ'ল লোকটার সঙ্গে তর্কাতর্কি করা ঠিক হয়নি। ব্যাটার সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর করতে হবে—ও কি কাজ করে, কি ধরনের পরিবারে জন্ম এবং লালন-পালন হয়েছে এবং ওর ডাহা মিথ্যে ধ্যান-ধারণা ও যে পদে চাকরি করে তার পক্ষে বিপজ্জনক কিনা।

"আমি এ দাবী করি না," মনে জমে থাকা চিন্তারাশির ভার মুক্ত হতে সদা ব্যগ্র কস্টোগলোটভ্ বলে চলল, "যে আমি সমাজ বিজ্ঞানের অনেক কিছু জানি। আমার বরং কোন পড়াশোনা করারই তেমন সুযোগ মেলেনি। কিন্তু সীমিত বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে আমি এটুকু বুঝি যে লেনিন টলস্টয়ের নৈতিক ত্রুটিশূন্যতা অনুসন্ধানের কেবল সেখানে সমালোচনা করেছেন যেখানে তা স্বেচ্ছাচারী অপশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে বিচ্যুত করতে চেয়েছে। বেশ, চমৎকার! কিন্তু, ঐ অজুহাতে কোন মানুষের মুখে চাপা দেওয়া কেন?" —ও ইয়েফ্রেমকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে চলল—"বিশেষতঃ সেই মুহূর্তে যখন সে জীবনের অর্থ অনুসন্ধানে ব্যস্ত এবং স্বয়ং জীবন-মৃত্যুর সীমারেখায় দোদুল্যমান? সে যদি টলস্টয় পড়ে উপকৃত মনে করে তা আপনার উষ্মার কারণ হয় কেন বলতে পারেন? ওর ঐ টলস্টয় পাঠ কোন্ ক্ষতি সাধন করেছে বলুন ত'? নাকি আপনি মনে করেন, তাবৎ টলস্টয় গ্রন্থরাশি ভস্মীভূত করে দেওয়া উচিত? হয়ত ভাবছেন, সরকারী বিচার সভা ঐ কাজটুকু বাকি রেখে ঠিক করেনি? [জার শাসনে খৃষ্টান যাজকীয় বিচার সভা লিও টলস্টয়কে খৃষ্টান সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। সমাজ বিজ্ঞান না পড়া কস্টোগলোটভ্ যাজকীয় এবং সরকারী বিচার সভার প্রভেদ গুলিয়ে ফেলেছিল]

পাভেলের দুটো কানই লাল হয়ে উঠল। মুখও থমথম করছিল। এ যে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত—ঠিক কোন্ সরকারী প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হ'ল তা, অবশ্য, পাভেল তক্ষুণি নির্ণয় করতে পারল না—এবং গুটি কয়েক বাছাই করা লোকের সামনে নয়, এক ঘর নানা ধরনের মিশ্র জনতার সামনে আক্রমণের ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে। এখন যা করণীয় তা হ'ল, চতুরভাবে এ আলোচনা থামিয়ে দিতে হবে, আর প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র লোকটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ও ইয়েফ্রেমকে ইঙ্গিত করে কস্টোগলোটভ্‌কে বলল, "উনি বরং অস্ত্রোভ্স্কি পড়ুন। তাতে ও'র উপকার হবে।" [নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কি এক সোভিয়েত লেখক, যাঁর কাহিনীর অধিকাংশ চরিত্র মৃত্যু শয্যাতেও পার্টির জন্য কাজ করতে ব্যাকুল হত]

কস্টোগলোটভ্ পাভেলের চাতুরিতে ভুলল না। প্রতিপক্ষের বক্তব্যে কর্ণপাত না করে, ও নিজের ভাবনা রাশি উজাড় করে চলল, "মানুষের চিন্তাধারা রোধ করা কেন? আমাদের জীবন দর্শনের শেষ কথাটি কি?— 'আহ্ জীবন কি সুন্দর! জীবন, আমি তোমায় ভালবাসি। জীবন উপভোগের নিমিত্ত!' কি দারুন, ভাবগম্ভীর কথা। যে কোন প্রাণী, যেমন কুকুর, ভেড়া ইত্যাদিও অপরের সাহায্য বিনাই ঐকথা উচ্চারণ করতে পারে।"

"দোহাই আপনার," পাভেল ওকে আরো বলা থেকে নিরস্ত করতে চাইল। নাগরিক কর্তব্যবোধ থেকে নয়, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এক নায়কের ভূমিকাতেও নয়, নিতান্ত এক সাধারণ মানুষ হিসেবে অনুরোধ করল, "দয়া করে মৃত্যুর কথা

আনবেন না! আমাদের মধ্যে কাউকে ঐ বিষয়ে স্মরণ করানোর প্রয়োজন নেই।"

"আপনি অহেতুক অনুনয় করছেন," কস্টোগলোটভ্ নিজের কোদালের মত হাত প্রসারিত করে পাভেলের আপত্তি নস্যাৎ করে দিল, "মৃত্যুর প্রসঙ্গ যদি এখানেই না আলোচনা করতে পারি, তবে কোথায় করব? আপনি কি মনে করেন আমরা চিরজীবী হব?"

"চিরজীবী না হলেই বা কি?" পাভেল বলল, "আপনি কি চান আমরা সর্বদাই মৃত্যুর কথা ভাবি এবং আলোচনা করি,—যাতে পটাশিয়াম লবণ মুখ্য ভূমিকা পেতে পারে?"

"সর্বদা আলোচনা করব, এমন কথা বলিনি," কস্টোগলোটভ্ সংযত জবাব দিল। ও বুঝতে পারছিল, ও নিজেকে খণ্ডন করতে চলেছে। "সর্বদা নয়, কখনো কখনো। এর প্রয়োজন আছে। কারণ, ভেবে দেখুন আমরা আমাদের নাগরিকদের সারা জীবন কি বলে থাকি। আমরা বলি, 'তুমি যৌথ খামারের সদস্য!' 'তুমি যৌথ খামারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য!' মানুষ যত কাল বেঁচে থাকে তার শেষ দিন অব্দি ঐ কথা শুনিয়ে তার কানের পোকা বের করে দিই। আর, তার মৃত্যুর সময় এলে তাকে যৌথ খামার থেকে অব্যাহতি দিই। যেহেতু সে এক যৌথ খামারের সদস্য হলেও মরণটা তার একার ঘটছে, যৌথ খামারের নয়। টিউমার শুধু তারই হয়েছে, গোটা যৌথ খামারের হয়নি। এবার আপনি, হ্যাঁ, আপনি," কস্টোগলোটভ্ পাভেলকে রূঢ়ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করল, "বলুন ত' এই মুহূর্তে আপনি কোন্ বস্তু সম্পর্কে সবচেয়ে ভীত? মৃত্যু সম্পর্কে! কোন্ বিষয়ে কথা বলতে সবচেয়ে ভয় পান? মৃত্যুর কথা বলতে। অথচ তা স্বীকার করতেও লজ্জা পান—একে কি বলে জানেন, ভণ্ডামি!"

"কিছু দূর পর্যন্ত কথাটা খাঁটি," ভূতাত্ত্বিকটি আস্তে এ কথাগুলি বললেও সবাই শুনতে পেল, "আমরা মৃত্যুকে এত ভয় পাই যে মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সব চিন্তা-ভাবনা জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিই। তাদের কবরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভেবেও দেখি না।"

"এ অভিযোগ সত্যি," পাভেল সহমত হ'ল, "জাতীয় বীর পুরুষদের স্মৃতিসৌধগুলির ঠিকমত দেখভাল হওয়া উচিত। খবরকাগজগুলোতেও একথা বলছে।"

"না, শুধু জাতীয় বীর পুরুষদের নয়, জন সাধারণের কবরগুলোরও উপযুক্ত দেখভাল দরকার," ভূতাত্ত্বিক শান্ত স্বরে বলল। ও যেন গলা চড়াতেই জানে না। ওর শুধু কণ্ঠস্বরই নয়, দেহও অত্যন্ত রোগা। কাঁধদুটো শারীরিক শক্তির পরিচায়ক নয়। "আমাদের দেশের অনেক কবরই লজ্জাকর ভাবে অবহেলিত। এই প্রসঙ্গে আমার আল্তাই পর্বতমালা অঞ্চল এবং নভোসিবির্স্কএর কাছাকাছি কয়েকটা কবরের কথা মনে পড়ে। কবরখানা বেড়া দিয়ে ঘেরা নয়। গরু-ছাগল ভেতরে ঢোকে, শুয়োর কবর উপড়িয়ে দেয়। কিন্তু এটাই কি আমাদের জাতীয় চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য? না। কবরকে সম্মান জানানো আমাদের

াচীন প্রথা…"

"কবরে আমাদের নতশির হওয়া উচিত," কস্টোগলোটভ্ বলল।

পাভেল ওদের কথায় আর কান দিচ্ছিল না। ওর বিতর্কে রুচি ছিল না। ‍িজের শারীরিক অসুবিধের কথা ভুলে ও অসাবধানে নড়াচড়া করেছিল। যার লে ঘাড় আর মাথায় দপাদপানি ব্যথায় ও ওদের জ্ঞানালোক বিতরণ করা এবং দের ভুল ধারণার বুদবুদ ফাটিয়ে দেওয়ার আগ্রহ হারিয়েছিল। আর যাহোক হাৎই ঘটনা চক্রে ওর এই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। নইলে ওর স্তরের ানুষ অসুস্থতার অত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এই সব ধরনের মানুষের সাহচর্যে দিন াটাচ্ছে, একথা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আক্ষেপের কথা 'ল, পরশুদিন ইন্‌জেকশনের পর থেকে টিউমারটা একটুও নরম হয়নি, বসেও য়নি। একথা ভাবতে ওর পেটের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। হাড্ডিচুষ মৃত্যুর থা বলবে না কেন? ও যে ক্রমে ভাল হচ্ছে।

ডিওম্‌কার বেডের অতিথি, কণ্ঠস্বরবিহীন মোটাসোটা লোকটা, ব্যথা কমানোর দ্দেশ্যে গলায় হাত রেখে বসেছিল। ও অনেকবার অপ্রীতিকর আলোচনার াঝখানে নিজের বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেউ ওর ফিসফিস শুনতে ায়নি। বেচারীর গলা চড়ানোরও উপায় নেই। জিভ আর গলায় ক্যানসার লে কথা বলার ক্ষমতা প্রায় থাকে না এবং তা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। রাগীর মুখাবয়বে সেই অসুবিধা এবং কষ্ট প্রতিফলিত হয়। অনন্যোপায় লাকটি তর্কাতর্কি থামানোর উদ্দেশ্যে দু'হাত প্রসারিত করে ইঙ্গিত করল। র ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বর আরেকটু পরিষ্কার শোনা গেল। বেডগুলোর মাঝে লাচলের পথ দিয়ে ও এগিয়ে গেল।

"কমরেডগণ! কমরেডগণ!" ও ফ্যাসফ্যাসে করে বলল। গলার কষ্ট াদিও ওর একারই, তবু আর সবাই তা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারল। "এত নরানন্দ বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রোগ এমনিতেই আমাদের মন াথেষ্ট ভেঙে দিয়েছে। হ্যাঁ, আপনি—" ও প্রায় দেবতার কাছে আবেদনের ভঙ্গিতে এক হাত প্রসারিত করে (অপর হাত তখনো গলায় রাখা) জানলায় সা, আলুথালু মাথা কস্টোগলোটভের কাছে এগিয়ে গেল—"আপনি বার্চ্ াছের ছত্রাক সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কিছু বলছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে মারো বলুন।"

"হ্যাঁ, ওলেগ্, বার্চ্ গাছের ছত্রাকের বিষয়ে বলো। তুমি শেষে কি বলে-ছিলে যেন?" সিব্‌গাটভ্ বলল।

তামাটে গায়ের রঙ নি অতি কষ্টে নিজের জিভ নাড়তে পারে, কারণ জিভের কিছু অংশ আগের চিকিৎসায় খসে পড়েছিল আর বাকিটুকুও সম্প্রতি ফুলে ‍িগয়েছিল। সেও আকারে-ইঙ্গিতে কস্টোগলোটভ্‌কে বার্চ ছত্রাক সম্পর্কে বলতে অনুরোধ করল। বাকি রোগীরা ত' অনুরোধ করলই।

কস্টোগলোটভ্ দেহ-মনে এক অপরিচিত লঘুভাব অনুভব করছিল। স্বাধীন

মানুষদের সামনে মুখ বুজে, মাথা নিচু করে, হাত দুটো পেছনে রেখে দাঁড়ানো ওর অনেক বছরের অভ্যাস, এবং অভ্যাসটা স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। যেন ওর দেহ জন্ম থেকেই বাঁকা। নির্বাসনের এক বছর পরেও ঐ অভ্যাস যায়নি। এখনো হাসপাতালে ঘোরাফেরা করার সময় হাতদুটো পেছনে ধরে রাখাই ওর স্বাভাবিক মনে হত। আর এখন কিনা এই স্বাধীন মানুষগুলি, যারা বছরের পর বছর ধরে জেনে এসেছে যে ওকে নিজেদের সমান জ্ঞান করে ওর সঙ্গে কথা বলা, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা, ওকে চিঠি দেওয়া বা ওর থেকে চিঠি নেওয়া, এবং—যেটা সবচেয়ে জঘন্য—ওর করমর্দন করা নিষিদ্ধ, সেই স্বাধীন মানুষগুলিই কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ না করে ওর সামনে বসে আছে, আর ও কিনা সহজ ভাবে জানলায় বসে শিক্ষক মশায়ের ভূমিকা পালন করছে! তারা ওকে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করছে। ও নিজেও উপলব্ধি করছিল যে ও আর নিজেকে আগের মত স্বাধীন মানুষদের থেকে পৃথক করে রাখছে না, বরং এক সাধারণ দুর্ভাগ্যে সবাই মিলিত হয়েছে।

ভাষণ দেওয়ার অভ্যাস ওর অনেক কাল আগেই চলে গিয়েছিল। অথচ এখানে ওই ভাষণ দিচ্ছে। এসব কস্টোগলোটভের এক উদ্ভট, উন্মাদ এবং মজাদার স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। ও যেন পাহাড়ের ঢালে বরফের স্তরের ওপর বেগে ধাবমান এক খেলোয়াড়, গতিবেগের আনন্দে মাতোয়ারা, বেপরোয়া। রোগ মুক্তির অপ্রত্যাশিত, কিন্তু তবু বাস্তব প্রতিভাত, সম্ভাবনায় মশগুল কস্টোগলোটভ্ তেজী গলায় বলে চলল, "বন্ধুগণ! আমি একটি বিস্ময়কর কাহিনী শোনাব। কাহিনীটি এখানকার এক প্রাক্তন রোগীর কাছে শোনা। আমি এখানে ভর্তি হবার অপেক্ষায় বসেছিলাম, তখন ঐ প্রাক্তন রোগীটি তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন। ওঁর কাছে সব জেনে নিয়ে, এই হাসপাতালে আমার অবস্থান জানিয়ে সোজা একটা পোস্টকার্ড লিখে পাঠালাম। আর যা হোক তাতে আমার কোন লোকসানের সম্ভাবনা ত' ছিল না। জানো, আজই তার উত্তর এসেছে, হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি! মাত্র বারো দিনে জবাব পেয়েছি, ভাবতে পারো! শুধু ঐটুকু নয়, ডাঃ মাসলেন্নিকভ্ উত্তর দিতে দেরী হওয়ার জন্য মার্জনাও চেয়েছেন। বলেছেন, রোজ তাঁর গড়ে দশটি করে চিঠি লিখতে হয়, তাই জবাব দিতে দেরী হ'ল। তোমরা সবাই, আশা করি, একমত হবে যে আধ ঘন্টার কম সময়ে একটা চিঠি লেখা যায় না, যায়? সুতরাং সোজা হিসেব মতে ভদ্রলোক রোজ পাঁচ ঘন্টা চিঠি লেখেন, যার জন্য এক কপর্দকও মজুরি পান না।"

"তাছাড়া ঐ চিঠিগুলো ডাকে পাঠাতে রোজ তাঁর ডাক টিকিট বাবদ চার রুবল পকেট থেকে খরচ করতে হয়," ডিওম্‌কা সংযোজন করল।

"ঠিক, রোজ চার রুবল অর্থাৎ মাসে একশো কুড়ি রুবল খরচ করতে হয়, যে খরচ তিনি না করলেও পারেন। কারণ চিঠির জবাব দেওয়া তাঁর চাকরির একটা অঙ্গ নয়। তিনি এটা করেন, একটা ভাল কাজ মনে করে। নাকি আমার

বলা উচিত হবে···" কস্টোগলোটভ্ পাভেলের দিকে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, "একটা মানবতাপ্রেমী কাজ মনে করে?"

কিন্তু পাভেল খবরকাগজে বাজেটের ওপর একটা লেখা পড়ার শেষ দিকে পৌঁচেছিল। ও না শোনার ভাণ করল।

"ঐ ডাক্তারের না আছে কোন সহকারী, না কোন করণিক। ভদ্রলোক তাঁর কাজের জন্য কোন বাড়তি সম্মান বা গৌরবও পান না। আমরা সাধারণতঃ ডাক্তারদের খেয়াপারের মাঝি মনে করি; তাদের সঙ্গে আমাদের ঘণ্টাখানেকের প্রয়োজন মিটে গেলে তাদের অস্তিত্বই ভুলে যাই। অসুখ সেরে গেলেই তাদের চিঠিপত্র আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিই। যে চিঠিটা আজ পেয়েছি তার শেষ দিকে ডাঃ মাসলেন্নিকভ্ দুঃখ করেছেন যে তাঁর রোগীরা, বিশেষতঃ যারা তাঁর সহায়তায় সেরে উঠেছে, তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ থামিয়ে দেয়। তারা কি পরিমাণ ওষুধ খায় এবং তার ফল কি দাঁড়ায় তাও জানায় না। তিনি অনুরোধ করেছেন, যেন তাঁর সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করি—কোথায় আমরা নতজানু হয়ে তাঁকে অনুরোধ করব, তা না হয়ে তিনিই আমাকে অনুরোধ করেছেন!"

কস্টোগলোটভের বাক্যস্রোতের কারণ ও নিজেকে বোঝাতে চাইছিল যে ও মাসলেন্নিকভের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে মুগ্ধ হয়েছে; আর ও যে তাঁর বিষয়ে অত কথা বলছে এবং প্রশংসা করছে তার অর্থ এই যে ও নিজে ওঁর প্রাক্তন রোগীদের মত পুরোপুরি উচ্ছন্নে যায়নি। আসলে কিন্তু, ও ইতিমধ্যে এতটা উচ্ছন্নে গিয়েছিল যে ও মাসলেন্নিকভের মত দিনের পর দিন নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করতে পারত না।

"ওলেগ্, তুমি সব বৃত্তান্ত সাজিয়ে, সবিস্তারে বলো," আশার মৃদু হাসি মুখে নিয়ে সিব্‌গাটভ্ বলল। আরোগ্যলাভের জন্য ওর কি যে ব্যাকুলতা! মাসের পর মাস, কয়েক বছর ধরে, অবশ করে দেওয়া, অর্থহীন চিকিৎসার পর কিনা সহসা এই রোগমুক্তির আশা! ও মাথা উঁচু করে, ঋজু দেহে, দৃঢ় পদক্ষেপে সুস্থ মানুষের মত গিয়ে অভিবাদন জানাতে পারবে, "দেখুন ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছি!"

সব রোগী কোন এক যাদুকর চিকিৎসক কিংবা এখানকার চিকিৎসকদের অজানা কোন এক ঐন্দ্রজালিক ওষুধের সন্ধান পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। ওরা তা স্বীকার করুক বা না করুক ওদের প্রত্যেকে বিশ্বাস করত ঐ ধরণের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাসম্পন্ন চিকিৎসক, কিংবা ভেষজ ঔষধ বিশারদ কিংবা ডাকিনী বিদ্যা সম্পন্না কোন বৃদ্ধা অবশ্যই কোথাও আছেন, যাঁর সন্ধান মিললে ওদের রোগমুক্তি ঘটবে।

না, এ হতেই পারে না, এ অসম্ভব যে ওদের জীবনের অন্তিম দিন ইতিমধ্যে সমাগত।

সুস্থ এবং স্বচ্ছল অবস্থায় আমরা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা সম্পন্ন দৈব ওষুধের প্রসঙ্গে কত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে থাকি। আর জীবন সব দিক থেকে সঙ্কুচিত

এবং অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে আমরা ঐ অদ্ভুত, অসাধারণ দৈব ওষুধ আঁকড়িয়ে ধরি, মরীয়ার মত তাতে বিশ্বাস করি।

যে ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে বন্ধুরা ওর ঠোঁটের দিকে চেয়ে বসেছিল কস্টো-গলোটভের নিজের ঐকান্তিকতা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। চিঠিটা প্রথম পড়ার সময় ওর বিশ্বাসের যে গভীরতা আসেনি এখন তার দ্বিগুণ বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ে অনুপ্রেরিত হয়ে ও বলতে শুরু করল।

"আমি আগেই বলেছি এ হাসপাতালের এক প্রাক্তন রোগী আমাকে ডাঃ মাসলেন্নিকভের বিষয়ে বলেন। তাঁর থেকে জানলাম, মাসলেন্নিকভ্ প্রাক্-সোভিয়েত বিপ্লব যুগের এক গ্রামীন চিকিৎসক। বাড়ী মস্কোর কাছাকাছি আলেক্সান্দ্রভ্ জেলায়। তখনকার সময়ে আর সব চিকিৎসকের মত তিনিও এক যুগের ওপর একই হাসপাতালে কাজ করেন, এবং লক্ষ্য করেন যে ক্যানসার সম্পর্কে লেখালিখি যদিও বাড়ছে তাতে কৃষকদের ক্যানসারের উল্লেখ নেই, তাঁর হাসপাতালে যে কৃষকরা আসত তাদের মধ্যে ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। কি করে তা সম্ভব হ'ল?

"এমন কোন্ মানুষ আছেন রহস্য যাঁকে অশৈশব আকর্ষণ করেনি? যে দুর্ভেদ্য হয়েও মাঝে-মাঝে ফাটল ধরা প্রাচীরের অপর পারে মনে হয় কিছু নেই, অথচ কখনো-সখনো কারো অবয়ব রেখা দেখা যায়, তার হাতছানি ক'জন এড়াতে পেরেছেন? আমাদের যুক্তি নির্ভর দৈনন্দিন জীবনে যে রহস্যের স্থান নেই সে-ই সহসা সচকিত করে বলে, 'ভুলো না, আমি আছি, আমি থাকব!'

"মাসলেন্নিকভ্ অনুসন্ধান করতে লাগলেন, অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেন," কস্টোগলোটভ্ পুনরাবৃত্তি করল। ও সাধারণতঃ পুনরাবৃত্তি করে না, কিন্তু এখন পুনরাবৃত্তি করে তৃপ্তি পাচ্ছিল। "অবশেষে একটা অদ্ভুত কথা জানলেন— ও'র অঞ্চলের কৃষকরা চায়ের পয়সা বাঁচিয়ে তা দিয়ে 'চাগা', অর্থাৎ বার্চ্ গাছের ছত্রাক সেদ্ধ করে খায়·"

"তুমি বাদামী ছাতা'র কথা বলছ?" ইয়েফ্রেম প্রশ্ন করল। গত ক'দিন ও নিরাশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু সরল, অনায়াসলভ্য ওষুধের সম্ভাবনা ওর কাছে আশার উজ্জ্বল আলো হিসেবে প্রতিভাত হ'ল।

ইয়েফ্রেমের চারপাশে বসা রোগীরা রুশ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ, যারা হলুদ টুপি ছত্রাক দূরে থাক, জীবনে কখনো বার্চ গাছই দেখেনি। কস্টোগলোটভ্ যে ছত্রাকের সম্পর্কে বলছিল তাকে চেনা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

"না, ইয়েফ্রেম, হলুদ টুপি নয়। ওটা ঠিক বার্চের ছত্রাক নয়, ওটা আসলে বার্চের ক্যানসার। অতি পুরানো বার্চ গাছে এই অদ্ভুত বৃদ্ধিগুলি দেখা যায়· কতকটা শিরদাঁড়ার মত দেখতে, ওপরের ছাল কালো কিন্তু তার নিচে ঘন বাদামী।"

"তবে কি ওগুলো বার্চের ছত্রাক নয়? গ্রামের লোকে ত' ওগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে," ইয়েফ্রেম বলল।

"তোমার প্রশ্নটা এখন থাক। ডাঃ মাসলেন্নিকভের মনে একটা প্রশ্ন উঠল—

এমন কি হওয়া সম্ভব যে ঐ চাগা-ই ওদের অজানিতে যুগ যুগ ধরে রুশ কৃষকদের ক্যানসারের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে?"

"আপনি কি বলতে চান কৃষকরা ঐ ভেষজটি রোগ প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করে?" ভূতাত্ত্বিক যুবকটি জানতে চাইল। ও সারা সন্ধ্যায় একটি অনুচ্ছেদও পড়তে পারেনি। তা না পারুক, আলোচনাটি বিশেষ উপভোগ্য লাগছিল।

কস্টোগলোটভ্ বলে চলল, "মনে প্রশ্ন জাগা কিংবা কোন অনুমান করাই এসব ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। সঠিক সমাধানের জন্য আরো অনেক কিছু জানা প্রয়োজন। মাসলেন্নিকভ্ বহু বছর ধরে যারা দেশজ চা অর্থাৎ চাগা খায় এবং যারা খায় না, এ দুই দলের মধ্যে পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করলেন। তারপর যাদের টিউমার হয়েছে তাদের চাগা খেতে দিলেন এবং ঐ সময়ের জন্য তাদের অপর কোন ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা না করার দায়িত্ব স্বীকার করলেন। তার সঙ্গে ঐ চাগা কত তাপে সেদ্ধ করতে হবে, কি পরিমাণে খেতে হবে, খেলে কোন ক্ষতিকর বিক্রিয়া ঘটবে কিনা, কোন্ ধরনের টিউমারে চাগা সর্বাধিক উপকারী আর কোন্‌টিতে ন্যূনতম, এতগুলি অনুসন্ধান করতে হয়েছে। এই কাজগুলি করতে···"

"সব বুঝলাম, কিন্তু ঐ চাগা সেবনের সর্বাধুনিক পরিস্থিতি কি ধরনের?" অধৈর্য সিব্‌গাটভ্ প্রশ্ন করল।

ডিওম্‌কার মনে আশা জাগল, চাগা সেবনে পায়ের রোগ সারবে না? সারা সম্ভব নয়?

"বর্তমান পরিস্থিতি? হ্যাঁ, এই যে আমার চিঠির জবাব পেয়েছি। আমি নিজেই কোন্ উপায়ে নিজের চিকিৎসা করতে পারব তা এতে বলা আছে।"

"ডাক্তারের ঠিকানা আছে ঐ চিঠিতে?" ফ্যাসফেসে আওয়াজ লোকটি এক হাতে গলা ধরে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল। ও এর আগেই জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা নোটবই আর কলম বের করে রেখেছিল। "কিভাবে খেতে হবে তাও কি বলা আছে? উনি কি বলেছেন যে, গলার টিউমারেও কাজ দেবে?"

পাভেল নিজের মনোবল বজায় রেখে কস্টোগলোটভ্‌কে চরম অবজ্ঞা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর মনে হ'ল এমন কাহিনী আর সুযোগকে অবজ্ঞা করা চলে না। ও সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনে পেশ করা ১৯৫৫ সালের খসড়া বাজেট প্রস্তাবের সংখ্যাগুলির অর্থ আর বুঝতে পারছিল না। ও এবার ভাণ ত্যাগ করে খবরকাগজটা নামিয়ে রেখে ধীরে কস্টোগলোটভের দিকে মুখ ফেরাল। এক রুশ নাগরিক হিসেবে এই সরল রুশ গ্রামীণ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করতে চাওয়ায় লজ্জা বা সঙ্কোচের স্থান কোথায়? ও যথাসম্ভব নরম সুরে—যেহেতু ও হাড়িচষকে আর চটাতে চাইছিল না—প্রশ্ন করল, যার মধ্যে তবু কিছু কটুতা রয়ে গিয়েছিল, "এই পদ্ধতিটি কি সরকার দ্বারা স্বীকৃত? কোন সরকারী দপ্তর কি এটি মেনে নিয়েছে?"

কস্টোগলোটভ্ হাসল, "সরকারের কথা আমি বলতে পারব না। এই যে চিঠিটা"—ও সবুজ কালিতে লেখা একটা ছোট্ট হলদেটে কাগজ শূন্যে আন্দোলিত করল—"চাগা চূর্ণ করে কিভাবে তা প্রস্তুত করতে হবে সে সবই এতে বলা আছে। কিন্তু, এ ওষুধ যদি সরকার-অনুমোদিত হত তবে নার্সরাই তা আমাদের পরিবেশন করত। বস্তুতঃ সিঁড়ির কোণে ড্রাম-ভর্তি করে রেখে দিত। ডাঃ মাসলেন্নিকভ্‌কে লেখার প্রয়োজন হত না।"

"ডাঃ মাসলেন্নিকভ্?" কণ্ঠহীন লোকটি লিখে নিল, "পুরো নামটা কি? ঠিকানা?"

আহমদজান ও মন দিয়ে শুনছিল আর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি অনুবাদ করে চাপা গলায় মুরসালিমভ্ আর এগেনবের্দিয়েভ্‌কে জানাচ্ছিল। আহমদজানের নিজের বার্চ ছত্রাক দরকার নেই। ও ভাল হয়ে উঠছে। কিন্তু কস্টোগলোটভের বক্তব্যের একটা কথা ওর গ্রহণযোগ্য মনে হ'ল না। "ঐ ছত্রাকটি যদি এতই উপকারী তবে ডাক্তাররা তার জন্য অর্ডার দেয় না কেন? ওরা স্থায়ী সরবরাহের জন্য বরাত দিতে পারে না?"

"তোমার প্রশ্নটা আদৌ সহজ নয়, আহমদজান। কিছু ডাক্তারের এতে আস্থা নেই, কিছু ডাক্তার নতুন কোন কিছু শিখতে বা মানতে চান না এবং তাঁরা নতুনকে বাধা দেন, আবার কিছু আছেন যাঁরা নিজেদের মনোনীত ওষুধের প্রসার এবং প্রচারের জন্য যত্নবান। আমাদের এতগুলি প্রতিবন্ধকের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে হবে।"

কস্টোগলোটভ্ পাভেল আর আহমদজানের প্রশ্নের জবাব দিলেও কণ্ঠস্বর-হীন লোকটিকে ডাঃ মাসলেন্নিকভের পুরো নাম-ঠিকানা দিল না। লোকটিকে তার প্রার্থিত তথ্য না দেওয়ার কারণ, আপাতদৃষ্টিতে ভব্য-সভ্য দেখতে হলেও লোকটিকে দেখে ফন্দিবাজ মনে হয়। দেহের গড়ন আর মুখ দেখে এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার কোন ক্ষুদ্র দেশের প্রধানমন্ত্রী মনে হয়। অচেনা মানুষের উপকার করার জন্য যে মাসলেন্নিকভ্ বেচারী রাতের পর রাত জেগে চিঠি লেখেন, তাঁর ঠিকানা পেলে কণ্ঠহীন মানুষটি হয়ত একের পর এক চিঠি লিখে অস্থির করে তুলবে। অপর দিকে ফ্যাসফেসে গলা লোকটির জন্য দুঃখ না হয়ে পারে না। বেচারীর আর মানুষের গলা নেই। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা কণ্ঠস্বরের মূল্য সম্পর্কে কত অনবহিত। তা হোক গে। অসুস্থ হওয়ার মজা কস্টোগলোটভ্ স্বয়ং ভালই টের পেয়েছে। এত বেশী অসুস্থ হওয়ার অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে যে অসুখ আর ও পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে। অসুখ সম্পর্কে জানার জন্য ও 'রোগনির্ণয় সংক্রান্ত শারীরস্থান বিদ্যা' পড়েছে, ডাঃ ডন্ট্সোভা আর গ্যাঙ্গার্টের থেকে ব্যাখ্যা আদায় করেছে, সব শেষে ডাঃ মাসলেন্নিকভের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে তার জবাব পেয়েছে। যে কস্টোগলোটভ্ বছরের পর বছর সব অধিকার বঞ্চিত হয়ে নির্বাসনে কাটিয়েছে, সে কেন এই স্বাধীন মানুষগুলিকে তাদের ওর চেপে বসে গুঁড়িয়ে দিতে থাকা জগদ্দল

পাথরের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার কোশল শেখাতে যাবে? যে অঞ্চলে দীর্ঘকাল নির্বাসনে কাটানোর ফলে ওর চরিত্র গড়ে উঠেছে, সেখানকার অলিখিত আইন ছিল: 'পেয়েছ? মুখ বুজে থাকো', 'অমুক জিনিষটা হাতিয়েছ? তোষকের তলায় লুকিয়ে রাখো।' সবাই মাসলেন্নিকভকে লিখতে আরম্ভ করলে কস্টোগলোটভ্ আর নিজের চিঠির জবাব পাবে?

কস্টোগলোটভের সিদ্ধান্ত গভীর চিন্তা প্রসূত বলা চলে না। ও স্বরহীন লোকটাকে এড়িয়ে পাভেল থেকে আহমদজান পর্যন্ত নিজের কাটা দাগওলা চিবুক ঘোরাল।

"ব্যবহারের পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছে?" ভূতাত্ত্বিকটি প্রশ্ন করল। ও কাগজ-পেনসিল নিয়ে প্রস্তুত। কিছু পড়তে হলেই ও কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসে।

"ব্যবহারের পদ্ধতি? বলছি। তোমরা লেখো," কস্টোগলোটভ বলল।

ওদের মধ্যে কাজ-পেনসিল চাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। পাভেলের কিছুই নেই। ও আধুনিক ধরনের, সামান্য বেরিয়ে থাকা নিবওলা ফাউন্টেন পেনটা বাড়ীতে রেখে এসেছে। ডিওম্‌কা ওকে পেনসিল দিল। সিব্‌গাটভ্, ফ্রিডরিশ ফেদেরো, ইয়েফ্রেম, নি, সবাই লিখতে চায়। ওরা প্রস্তুত হতে কস্টোগলোটভ্ ধীরে ধীরে চিঠি থেকে পড়তে লাগল। ও মাঝে-মাঝে বুঝিয়ে দিল কিভাবে চাগা শুকিয়ে নিতে হবে—কিন্তু রসশূন্য করে ফেললে চলবে না,—কি ধরনের চূর্ণ করতে হবে, কি ধরণের জলে ঐ চূর্ণ ফোটাতে হবে এবং কি রকম করে ঐ ফোটা রস ছেঁকে নিয়ে কত পরিমাণ পান করতে হবে।

অনেকে তাড়াতাড়ি, আগোছালভাবে লিখে নিল। অনেকে পুনরাবৃত্তি করতে বলল। ওয়ার্ডে উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ বাতাস বইতে লাগল। কেউ কেউ, অবশ্য, অপরের প্রশ্নের কটুতাপূর্ণ জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু, তাদের সংখ্যা নগণ্য। আর যাহোক, ওদের সবার এক সাধারণ শত্রু, মৃত্যু। তবে আর কত ঝগড়া করা যায়? মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো মানুষের ভেদবুদ্ধি টিকে থাকে?

ডিওম্‌কা লেখা শেষ করেছিল। ও ওর বয়সের চেয়ে বেশী কর্কশ, ভারী, ধীর গলায় প্রশ্ন করল, "হুঁ, কিন্তু বার্চ গাছ কোথায় পাওয়া যাবে? এখানে ত' একটাও নেই।"

ওরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওরা সবাই অনেক বছর আগে মধ্য রাশিয়া ছেড়ে এসেছে। কেউ স্বেচ্ছায় ছেড়েছে, কেউ কখনো মধ্য রাশিয়া দেখেওনি। কিন্তু সবারই মানসচক্ষে ফুটে উঠল রৌদ্রস্নাত বৃষ্টির মিহি, অস্বচ্ছ পর্দার মাধ্যমে দৃষ্ট সরল, নাতিশীতোষ্ণ, অসূর্যপীড়িত এক দেশ, তার বসন্ত প্লাবন বিধৌত প্রান্তর, বনপথের সর্পিল রেখা, সব মিলিয়ে প্রশান্তি মণ্ডিত এক দেশ যেখানে জন্মায় মানুষের অতি প্রয়োজনীয় এবং উপকারী সেই সরল অরণ্য দ্রুম বার্চ। ঐ দেশের স্থানীয় মানুষ সব সময় তাদের সুন্দর দেশের উপযুক্ত কদর করে না। তারা বরং স্বপ্নিল চোখে ঘন নীল সাগর তীরে কদলি কুঞ্জে চেয়ে থাকে। কিন্তু

না, ওদেরই দেশে জন্মায় যা ক্যানসার রোগাদের প্রকৃত প্রয়োজন—পারচ্ছন্ন বার্চ গাছের গায়ে জন্মানো বিশ্রী কালো কালো ছত্রাক, অর্থাৎ ঐ গাছের ব্যাধি বা টিউমার।

শুধু মুরসালিমভ্ আর এগেনবের্দিয়েভের মনে হ'ল হাসপাতাল থেকে অদূরে কোন পাহাড়ী জঙ্গলেও ওরা যা চায় তা পাওয়া উচিত। মানুষের যা প্রয়োজন ঈশ্বর তা পৃথিবীর সর্বত্র সাজিয়ে রেখেছেন। শুধু খুঁজতে জানা চাই।

"কারো সঙ্গে চাগা সংগ্রহ করে এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে," ভূ-তাত্ত্বিক ভিওম্‌কাকে বলল। চাগা সেবনের উপদেশ ওকে আকৃষ্ট করেছিল।

চাগা'র প্রচারক কস্টোগলোটভের এমন কেউ ছিল না যাকে চাগা সন্ধান করতে অনুরোধ করা চলে। ও যাদের চিনত তারা হয় ইতিমধ্যে মৃত নয় দেশময় বিক্ষিপ্ত। বাদবাকিরা পুরো শহুরে, যারা চাগা দূরে থাক বার্চ গাছই চেনে না। বেশ কয়েক মাসের জন্য জঙ্গলে পালিয়ে যেতে পারলে মন্দ হত না; খুশিমত গাছ থেকে চাগা খুলে নিয়ে চড়ুইভাতির আগুনে সেদ্ধ করে আকণ্ঠ পান করা আর বন্য প্রাণীর মত রোগমুক্ত হওয়া! কুকুররা যেমন কোন এক অজানা ঘাস চিবিয়ে আরোগ্য লাভ করে, অনেকটা সেই রকম। মাসের পর মাস প্রকৃত অরণ্যচারীর মত ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে শ্রেয়ঃ আর কি আছে!

কিন্তু, মধ্য রাশিয়ার পথ ওর কাছে রুদ্ধ। সে পথ যাদের কাছে খোলা অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জনের জ্ঞান তাদের অনায়ত্ত। যেখানে বাধার লেশ মাত্র নেই সেখানে বাধায় শঙ্কিত। বার্চ গাছের সন্ধানে বেরোতে হলে কি অসুস্থতা জনিত ছুটি নেবে? না, সাধারণ ছুটির দিনে যাবে? পরিবারবর্গ রেখে হঠাৎ বার্চ ছত্রাক অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হলে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হবে না? অনুসন্ধানের খরচ কে জোগাবে? পথে কি পোষাক পরবে, আর কি সঙ্গে নেবে? কোন্ স্টেশনে নেমে, কোন্, জায়গার খোঁজ করতে হবে?—ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন তুলবে।

কস্টোগলোটভ্ চিঠিটা তুলে ধরে বলল, "মাসলেন্নিকভ্ বলেছেন ওখানে কিছু উদ্যোগী মানুষ আছে যাদের নাম 'সরবরাহকারী'। তারা চাগা সংগ্রহ করে, শুকিয়ে ক্রেতাকে পাঠায়। ক্রেতা জিনিষ পেয়ে নগদে দাম চোকায়। কিন্তু তারা ঐ সেবার জন্য চড়া মজুরি চায়। প্রতি কিলোগ্রামের দাম পনেরো রুবল। প্রতি রোগীর মাসে ছ' কিলোগ্রাম চাগা লাগে।"

"ওরা কোন্ অধিকারে অত দাম নেয়?" পাভেল উষ্মাভরে বলল। ওর মুখে এত কঠোর আর কর্তৃত্বপূর্ণ ভাব ফুটল যে কোন 'সরবরাহকারী' তা দেখলে তার হৃৎকম্প হত। "প্রকৃতির নিঃশুল্ক দান বিক্রির নামে এভাবে খদ্দেরদের দোহন তারা কোন্ বিবেকের বলে করে?"

"মেলা প্যাচ্‌প্যাচ্ করবেন না!" ইয়েফ্রেম ফোঁস করে উঠল। ইয়েফ্রেমের কথা মাঝে-মাঝে এমন বিকৃত হয়ে যেত যে সেটা ইচ্ছাকৃত না ওর জিভের দরুন বিকৃত তা সঠিক বোঝা যেত না। "আপনি নিজে জঙ্গলে গিয়ে ঐ ছত্রাক

জোটাবেন ? কুড়ুল আর থলে কাঁধে নিয়ে বনে বনে ঘুরতে পারবেন ? শীতে জঙ্গলে ঘুরতে হলে স্কি চড়তে পারবেন ত' ?"

"কিন্তু, তা বলে এক কিলোগ্রাম পনেরো রুবল ? ডাহা কালো বাজারী ! ওরা নিপাত যাক !" পাভেলের পক্ষে ঐ ব্যাপারে আপোষ করা সম্ভব নয়। ওর মুখের লাল ছোপগুলো আবার দেখা দিল।

এটা নীতির প্রশ্ন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাভেলের বিশ্বাস এ বিষয়ে দৃঢ়তর হয়েছে যে রুশ সমাজের তাবৎ ত্রুটি, খামতি, ভ্রান্তি এবং অনটনের মূলে আছে মুনাফাখোরী। যারা পথের ধারে তরি-তরকারি আর ফুল বিক্রি করে তাদের হাবভাব বেশ সন্দেহজনক। বাজারে যে চাষী-মেয়েরা দুধ, দই আর ডিম বেচে, কিংবা রেল স্টেশনে পশমী মোজা এমন কি মাছ ভাজা বেচে তারাই কম কি ? বৃহৎ আকারের ফাটকাবাজীর বাজারও রমরমা। রাষ্ট্রীয় গুদামের 'পাশ' থেকে বাড়তি লরি ছাড়া হয়। ফাটকাবাজী আর মুনাফাখোরীর মূলোৎপাটন করতে পারলেই রাশিয়ার সব ত্রুটি দ্রুত শুধরিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে চোখ ধাঁধানো সফলতা অর্জন করা যাবে। সরকার থেকে প্রাপ্ত মোটা মাইনে আর মোটা অবসর ভাতা—বিশেষ ব্যক্তিগত অবসর ভাতা পাওয়া পাভেলের স্বপ্ন—পেয়ে নিজের অবস্থা ফেরানোয় কোন দোষ থাকতে পারে না। বড় সরকারী চাকুরের যদি ব্যক্তিগত গাড়ী, গ্রামাঞ্চলে কুঠীবাড়ী আর শহরে একটা ছোট্ট বাড়ী থাকে, সে ত' সু-উপার্জিত সম্পত্তি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ঐ একই কারখানায় তৈরি একই মডেলের গাড়ী, একই সাধারণ মানের গ্রামের কুটীরে এক সম্পূর্ণ পৃথক, অপরাধী চরিত্র প্রযুক্ত হয় যদি তা ফাটকাবাজীর সাহায্যে সংগৃহীত হয়ে থাকে। পাভেল স্বপ্ন দেখত, প্রকৃত পক্ষে স্বপ্ন দেখত, যে ও মুনাফাখোরদের প্রকাশ্য ফাঁসির ব্যবস্থা করছে। তা করতে পারলে সামাজিক স্বাস্থ্য পুনঃপ্রত্যর্পিত হবে।

"ঠিক আছে," ইয়েফ্রেম রেগে গিয়েছিল, "প্যাচ্‌প্যাচ্‌ থামান। নিজেই চাগা জোগান দেওয়ার ভার নিন না। সম্ভব হলে সরকারী ব্যবস্থাও করতে পারেন। সমবায়ও মন্দ নয়। পনেরো রুবল খুব বেশী দাম মনে হলে, আপনি কিনবেন না।"

ঐটাই পাভেলের দুর্বল জায়গা। ফাটকাবাজ আর মুনাফাখোরদের ও যতই ঘৃণা করুক না কেন নতুন ভেষজ ওষুধটি চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের পর রুশ কেন্দ্রীয় সমবায় সংস্থা দ্বারা নিয়মিত সরবরাহ আয়োজিত হওয়া পর্যন্ত ওর নিজের টিউমার অপেক্ষা করবে না।

নোটবুক হাতে, কতকটা কোন প্রভাবশালী খবর কাগজের সংবাদ দাতার মত দেখতে, কণ্ঠহীন নবাগত কস্টোগলোটভের বেডে চড়ে বসে আর কি। ও ফ্যাসফ্যাসে গলায় বারবার বলছিল, "সরবরাহকারীদের ঠিকানা আছে ? চিঠিতে ওদের ঠিকানা দিয়েছে ?"

পাভেল ও ঠিকানা লিখে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু কস্টোগলোটভ্ ওদের

কথায় কর্ণপাত না করে, জানলা থেকে নেমে বেডের নীচে নিজের জ্বতো খোঁজাখ্বঁজি করতে লাগল। হাসপাতালের নিয়ম ভঙ্গ করে, ও পায়চারি করার সময় ঐখানে জ্বতো ল্বকিয়ে রাখে।

চাগা প্রস্তুত করার বিধি ডিওম্‌কা নিজের বেডের পাশে টেবিলে রেখে দিল। ওর আর ঐ প্রস্তুত-বিধি পড়ার ইচ্ছে হ'ল না। নিজের রোগগ্রস্ত পা-টা সাবধানে বেডে বিছিয়ে দিল। ও চাগা কেনার পয়সা জোটাতে পারবে না। চাগায় উপকার হয় বটে, তবে সবার উপকার হওয়ার উপায় নেই।

পাভেলের বেশ অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। ও একটু আগেই হাড্ডিচ্বষের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে—ওটা, অবশ্য, তিনদিনের মধ্যে প্রথম কথা কাটাকাটি নয়—, আর পাভেলই কিনা এখন হাড্ডিচ্বষের কাহিনীতে এত আগ্রহী, এবং চাগা সরবরাহকারীদের ঠিকানার জন্য ওর ওপর নির্ভরশীল। হাড্ডিচ্বষের মন ভেজানোর উদ্দেশ্যে, ও উভয়ের সাধারণ আগ্রহ আছে এমন এক বিষয়ে সহজ, অকপট ভঙ্গীতে বলে বসল, "এই পাজী রোগ (কি রোগ? ওর ত' ক্যানসার হয়নি!) ···এর চেয়ে নচ্ছার রোগ হয় না···এই ক্যানসার, ···কি বলেন?"

ওর থেকে বয়সে প্রবীণ, পদ মর্যাদায় অনেক ওপরে, অনেক বেশী অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ পাভেলের মন্তব্য কস্টোগলোটভ্‌কে স্পর্শও করল না। মরিচা রঙের যে পটিটা ও শ্বকোতে দিয়েছিল সেটা পায়ে জড়িয়ে, এখানে ওখানে বিশ্রী তাপ্পি লাগানো, বিশ্রী, প্বরানো, রবার-ক্লথের হাঁটু অব্দি লম্বা ব্বট পায়ে দিয়ে ও খ্যাক্‌খ্যাক্‌ করে উঠল, "ক্যানসারের চেয়ে জঘন্য রোগ নেই? কুষ্ঠ রোগ কম কি?"

কস্টোগলোটভের এই মন্তব্য ওদের মাঝখানে কামানের গোলার মত ফেটে পড়ল। তব্ব পাভেল দেঁতো হেসে বলল, "কুষ্ঠ কি সত্যিই আরো জঘন্য? কুষ্ঠ আরো খারাপ কিনা, তা আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। যাহোক, কুষ্ঠের গতি অনেক বেশী মন্থর।"

কস্টোগলোটভ্‌ বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে ঝকঝকে চশমার অন্তরাল পাভেলের উজ্জ্বল চোখ দ্বটির দিকে চেয়ে বলল, "কুষ্ঠ আরো খারাপ এই কারণে যে রোগীকে তার জীবিতাবস্থাতেই নির্বাসন দেওয়া হয়। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কাঁটাতারের বেড়ায় ঢোকানো হয়। সেটা কি টিউমারের চেয়ে সহনীয়?"

অভব্য, কদাকার কস্টোগলোটভের অত সান্নিধ্যে, তার জ্বালা ধরানো দৃষ্টিতে পাভেলের ভারি অস্বস্তি বোধ হ'ল, নিজেকে প্রতিরক্ষাবিহীন মনে হ'ল। "মানে, আমি বলতে চেয়েছিলাম, এই সবকটা বিশ্রী রোগই···"

কোন মার্জিত রুচি মানুষ অনুভব করত, ঐ মুহূর্তে আপোষ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু হাড্ডিচ্বষ তা অনুভব করল না। ও পাভেলের আপোষের সুচতুর চেষ্টার দিকে ফিরে দেখার তোয়াক্কাই করল না। দীর্ঘ, হিলহিলে দেহ নিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল, আর একটা গোড়ালি ছোঁয়া, নোংরা, ধূসর, মেয়েদের ড্রেসিং গাউন পায়ে চড়াল (ওর ঐ পোষাকটা পায়চারির সময় ওভারকোটের কাজ দেয়)।

তারপর এক আত্মতুষ্ট পণ্ডিতের ভঙ্গীতে ঘোষণা করল, "একদা কোন এক দার্শনিক বলেছিলেন, যে কখনো অসুস্থ হয়নি সে কখনো নিজের গণ্ডী চিনবে না।"

কস্টোগলোটভ্ নিজের গায়ে জড়ানো মেয়েদের ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে চার আঙুল চওড়া আর পাঁচটা তারা লাগানো, গোল পাকিয়ে রাখা একটি ফৌজী বেল্ট বের করে কোমরে পরল। টিউমারের জায়গাটা ঢিলে রাখল। পুরো খাওয়ার আগে নিভে যায় এমন ধরনের একটা সস্তা সিগারেট মুখে দিয়ে দরজার দিকে চলল।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কিংবা মন্ত্রীর মত দেখতে, ফ্যাসফ্যাসে গলা লোকটা নাছোড়বান্দার মত ওর পেছনে লেগে রইল। ও কস্টোগলোটভ্‌কে এমন সাধছিল যেন কর্কট রোগ গবেষণার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হাসপাতাল থেকে চিরতরে বিদায় নিচ্ছে। "আনুমাণিক শতকরা ক'টা গলার টিউমার ক্যানসার হিসেবে সমাপ্ত হয়, বলবেন?"

রোগ বা শোক নিয়ে রঙ্গ করা যেমন কুরুচির পরিচায়ক তেমনি রোগ এবং শোক এমনভাবে বহন করা উচিত যাতে তা ব্যঙ্গের বিষয় না হয়। কস্টোগলোটভ্ সারা ওয়ার্ড-ময় উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ানো লোকটার ত্রস্ত, দিশেহারা মুখের দিকে তাকাল। টিউমার হওয়ার আগে হয়ত কর্মস্থলে ওর বেশ দাপট ছিল। তবু লোকটি যে কথা বলার সময় অতি সঙ্গত কারণে এক হাতে গলা চেপে ধরছিল, তাও কেমন সঙের মত লাগছিল।

"শতকরা চৌত্রিশটা," কস্টোগলোটভ্ হেসে জবাব দিয়ে, একপাশে সরে দাঁড়াল। ও ভাবল, আজ অনেক বেশী বক্‌বক করে ফেলেছি। আর বকে কাজ নেই। এতখানি তথ্য বিতরণ করা হয়ত অনুচিত হয়েছে।

কিন্তু অধীর প্রশ্নকর্তা ওকে ছাড়লে ত'। সে নিজের ভারিক্কি দেহ সামনে ঝুঁকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কস্টোগলোটভের কাঁধের ওপর দিয়ে ফ্যাসফেসে গলায় প্রশ্ন করে চলল, "কোন টিউমারে যদি ব্যথা না থাকে সেটা ভাল না মন্দ লক্ষণ, কমরেড? ওর থেকে কি বোঝা যায়?"

বিরক্তি ধরানো, তবু অসহায় মানুষ বেচারী। কস্টোগলোটভ্ একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি করেন?"

বড়-বড় কান, পরিপাটি করে আঁচড়ানো পাকা চুল, স্বরবিহীন মানুষটি এমন করে তাকাল, যেন কস্টোগলোটভ্‌ই ওর ডাক্তার। "আমি অধ্যাপক।"

"অধ্যাপক? কোন্ বিষয়ে?" "দর্শনের," ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মত দেখতে লোকটি কিছুটা প্রাক্তন সত্তা ফিরে পেয়ে, বলল। ও সারা দিন কস্টোগলোটভ্‌কে বেজার ভাব দেখিয়েছে বটে, কিন্তু ও ইতিমধ্যে কস্টোগলোটভের বেখাপ্পা দার্শনিক উদ্ধৃতি মার্জনা করেছে। ওর যে চাগা সরবরাহকারীদের ঠিকানা প্রয়োজন।

"আপনি অধ্যাপক, আর আপনারই গলার ব্যামো ধরেছে!" কস্টোগলোটভ্ সমবেদনা ভরে ক'বার মাথা নাড়ল। চাগা সরবরাহকারীদের ঠিকানা প্রকাশ্যে

ঘোষণা না করার জন্য ওর অনুশোচনা হচ্ছিল না। যে সমাজ ওকে সাত-সাতটি বছর আখ মাড়াই কলে আখের মত পিষেছে তাদের নৈতিকতা বোধ প্রয়োগ করলে কেবল এক আহাম্মকই ঠিকানা জানিয়ে দিত। তার ফলে সরবরাহকারীদের সঙ্গে পত্রালাপের ধূম পড়ে যেত, দাম আকাশ-ছোঁয়া হত আর ও নিজে চাগা পেত না। না, শুধু সামান্য ক'জন ভদ্র মানুষকে ঠিকানা জানানোই ওর কর্তব্য। ও ভূতাত্ত্বিককে ঠিকানা দেবে। অবশ্য তার সঙ্গে ওর দশটির বেশী শব্দের আদান-প্রদান হয়নি। তা না হোক, ভূতাত্ত্বিকের হাবভাব বেশ ভব্য, আর সে যেভাবে কবরস্থান রক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করল তা কস্টোগলোটভের ভাল লেগেছে। কস্টোগলোটভ্ ডিওম্কাকেও ঠিকানা দেবে—কিন্তু ডিওম্কার যে টাকা নেই! অবশ্য, ওর নিজের কাছেও চাগা কেনার টাকা নেই। ও ফ্রিডরিশ ফেদেরো, কোরীয় নি আর সিব্গাটভ্কেও [স্ট্যালিনের আমলে কয়েকটি জাতির মানুষকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কস্টোগলোটভের মত এই লোকগুলিও নির্বাসিত জাতির মানুষ] ঠিকানা দেবে। ওরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে ওকে অনুরোধ করলে তবেই পাবে, নচেৎ নয়। কিন্তু দর্শনের অধ্যাপকটি এক আকাট আহম্মক। ও আবার বক্তৃতা করে! কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা করে তা কে জানে। হয়ত ওর বক্তৃতা শুনেই ছাত্রদের বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে যায়। যে নিজের অসুস্থতায় অত কাতর সে কতটুকু দর্শন উপলব্ধি করতে পেরেছে যে অপরকে পড়াবে?… আর সব ছেড়ে ওর গলায়?—কি অদ্ভুত সংযোগ!

"আপনি সরবরাহকারীদের ঠিকানা লিখে নিন," কস্টোগলোটভ্ বলল, "আর কাউকে দেবেন না। কৃতজ্ঞ দার্শনিক লিখে নেওয়ার জন্য নিচে ঝুঁকল।

ঠিকানা বলেই কস্টোগলোটভ্ বাইরে বেরনোর জন্য জোর পায়ে হেঁটে চলল। সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আগে না বেরোতে পারলে বেড়ানো হবে না। গাড়ী-বারান্দায় কারো সঙ্গে দেখা হ'ল না।

ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় খুশি মনে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে, কস্টোগলো-টভ্ সিগারেট ধরাল। পুরোপুরি তৃপ্তি পেতে ওর সিগারেট চাইই চাই, যদিও ডন্ট্সোভা একা ওকে ধূমপান বন্ধ করতে বলেননি, মাসলেন্নিকভ্ ও চিঠিতে সেই উপদেশ দিয়েছেন।

বাতাসে তেমন জোর ছিল না, বরফের কণাও উড়ছিল না। জানলার কাছে কাছাকাছি এক ডোবার জল প্রতিফলিত হচ্ছিল। ডোবার কালো জলে বরফ জমেনি। সবে পাঁচই ফেব্রুয়ারি, তারই মধ্যে বসন্ত এসে গিয়েছে। কস্টোগলো-টভ্ এ দেখে অভ্যস্ত নয়। যে কুয়াশা পড়েছে তাকে কুয়াশা বলা চলে না। বরং বাতাসে ঝুলন্ত এক হাল্কা চাদর বলাই সঙ্গত, যা দূরের রাস্তা বা বাড়ীর আলো-গুলোকে আড়াল না করে সামান্য নরম এবং অস্বচ্ছ করে তোলে।

কস্টোগলোটভের বাঁ দিকে চারটে বিশাল পপলার গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। যেন চার ভাই। বিপরীত দিকে মাত্র একটা পপলার। কিন্তু

চারটের মতই ঘন আর উঁচু। তার পেছনে একটা ছোট্ট পার্কের মত জায়গায় অনেক অন্য গাছের জটলা।

তেরো নম্বর বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার কয়েক পা পরই পিচের ঢালু রাস্তা যার দু'পাশে দুর্ভেদ্য ঝোপ-ঝাড়। ঝোপ অধুনা পত্রহীন হলেও তার ঘনত্ব সজীবতার স্বাক্ষর।

কস্টোগলোটভ্ এক সম্পূর্ণ সজীব ব্যক্তির মত দৃঢ়, লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেড়াতে বেরিয়েছিল। কিন্তু গাড়ী-বারান্দার নিচ থেকে চারপাশের দৃশ্য দেখে এগোতে ইচ্ছে করল না। ও ওখানেই সিগারেট শেষ করল।

বিপরীত দিকে হাসপাতালের অপর বাড়ীগুলোর এক-আধটা জানলায় নরম বাতি দেখা যাচ্ছিল। রাস্তায় প্রায় কেউ নেই। হাসপাতালের পেছনে রেল লাইনেও সাড়া-শব্দ নেই। তার বদলে হাসপাতালের খুব কাছাকাছি ফেনার রাশি তুলে বয়ে যাওয়া পাহাড়ী নদীটার ছলছল শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

পাহাড় আর নদী পেরিয়ে কিছু দূরে পৌর নিগমের পার্ক। হয়ত পার্ক থেকে—কিন্তু পার্কে ত' অনেক ঠাণ্ডা হবে—কিংবা কোন ক্লাবের খোলা জানলা থেকে ব্রাস ব্যাণ্ড সহযোগে নাচের বাজনার সুর ভেসে আসছিল। শনিবারের সন্ধ্যা। যুগলরা নাচছে।

চাগা সম্পর্কে ওর অত কথা এবং ওরা তা মন দিয়ে শোনার ফলে কস্টোগলোটভের দেহ-মনে চাঙ্গা লাগছিল। যে জীবনের হিসেব মাত্র দু' সপ্তাহ আগে শেষ হয়ে এসেছিল তাই যেন ফিরে এসেছে। শহুরে মানুষ যা কিছু সমাদর করে এবং যা পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, প্রত্যর্পিত জীবনে সে সব কিছুরই প্রত্যাশা নেই—না আছে শহরে ফ্ল্যাট, না সম্পত্তি না সামাজিক প্রতিষ্ঠা, না টাকাকড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা। তবু যে আনন্দের প্রতিশ্রুতি আছে, তারাই স্বয়ং সম্পূর্ণ, এবং সেগুলির মূল্য ওর কাছে তখনো হারিয়ে যায়নি—যেমন হুকুম বিনাই খুশি মত ঘোরা-ফেরা করার অধিকার; একাকিত্ব উপভোগের অধিকার; বন্দী শিবিরের সন্ধানী আলোয় চোখ না ধাঁধিয়ে আকাশের তারা দেখার অধিকার রাতে বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে সুখে ঘুমানোর অধিকার; খুশিমত ডাক বাক্সে চিঠি ফেলার অধিকার; রবিবারে ইচ্ছে করলে বিশ্রাম নেওয়ার অধিকার; খুশিমত নদীতে স্নান করার অধিকার; ইত্যাদি আরো কত মূল্যবান অধিকার, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলার অধিকার যাদের অন্যতম। রোগমুক্তি ঘটলে ও এই অসংখ্য, অদ্ভুত অধিকারগুলি ফিরে পাবে।

পার্কের বাজনার সুর আরেকটু স্পষ্ট শোনা গেল। মনে হ'ল চাইকফ্স্কি'র চতুর্থ সিম্ফনি'র সুর বাজছে। সুরের বেদনায় অধীর মূর্চ্ছণা, অতুলনীয় ভাব সামঞ্জস্য ওর হৃদয় তন্ত্রীতে অনুরণন তুলল। সুরটির ভাব এমন—প্রকৃত ভাব, অবশ্য, কস্টোগলোটভ্ যা ধরে নিল তার থেকে পৃথক—যেন এক নায়ক অন্ধত্বের পর দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, সন্তর্পনে হাতের আঙুল দিয়ে প্রিয়জনের মুখ স্পর্শ করছে; নবলব্ধ সৌভাগ্যে বিশ্বাস জন্মাচ্ছে না। ভাবছে, চোখ যা দেখছে তা কি বাস্তব?

জীবনের চাহিদা ফিরে এল

রোববার সকালে কাজে যাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি পোষাক পরতে গিয়ে জোয়া'র মনে পড়ল কস্তোগলোটভ্ বলেছিল, পরের ডিউটিতে এলেও যেন ধূসর-সোনালী পোষাক পরতে ভোলে না। গত সন্ধ্যায় হাসপাতালের পোষাকের ভেতর থেকে ঐ পোষাকের কলার বেরিয়ে পড়েছিল, এবং তা দেখে কস্তোগলোটভ্ ঐ পোষাক পরা জোয়াকে দিনের বেলায় দেখতে চেয়েছিল। ঐ ধরনের স্বার্থগন্ধহীন অনুরোধ রক্ষায় জোয়ার কোনদিনই আপত্তি নেই। পোষাকটায় ওকে খুব মানায়। প্রায় কোন নেমন্তন্নে যাওয়ার মত সুন্দর পোষাক। বিকেলে তেমন কাজের চাপ থাকবে না। কস্তোগলোটভ্ সম্ভবতঃ তখন আসবে এবং ঐ পোষাক পরা জোয়াকে দেখে আপ্যায়িত হবে।

জোয়া তাড়াতাড়ি পোষাক বদলিয়ে নিল। কয়েকবার হাত দিয়ে ঘষে ভাঁজ ঠিক করে নিল আর সুগন্ধি লাগাল। সকালে সময়ের ভারি অভাব। সদরে পৌঁছনোর আগে ওভারকোট গায়ে চড়াতে পারল না। ওর দিদিমা তখনই কোনমতে ওভারকোটের পকেটে টিফিনের কৌটো গলিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেল।

ভিজে-ভিজে, হিমেল সকাল। খুব ঠাণ্ডা নয়। মধ্য রাশিয়ায় এমন দিনে লোকে বর্ষাতি গায়ে দেয়। কিন্তু দক্ষিণ রাশিয়ায় গরম এবং ঠাণ্ডা সম্পর্কে অন্য ধারণা। এখানে গরম কালে গরম স্যুট পরে, সুযোগ পাওয়া মাত্র ওভার-কোট গায়ে দেয়, আর খোলে সবার শেষে। সারা শীতকালে ফারের কোট গায়ে না দিয়ে পেঁজা তুষার পড়ার প্রত্যাশায় বসে থাকে।

গেট থেকে বেরিয়েই ট্রলি বাস দেখতে পেল। সারা বাড়ির দৈর্ঘ দৌড়িয়ে ট্রলি ধরতে পারল। হাঁফাতে থাকা জোয়া রক্তিম মুখে পেছনের গাড়ীতে উঠল। সেখানে খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে দম নিল। নগর পালিকা পরিচালিত ট্রলিগুলো অতি মন্থর আর বিশ্রী শব্দ করে চলে, বিশেষতঃ প্রতিটি বাঁকে। কোনটারই স্বয়ংক্রিয় দরজা নেই।

দৌড়নোর ফলে দম ফুরিয়ে যাওয়া, এমন কি বুকে চাপ লাগা ভাব জোয়ার যুবতী দেহে মন্দ অনুভূতি নয়, কারণ একটু পরেই সে অস্বস্তি রইল না। ওতে বরং ছুটির মেজাজ বাড়িয়ে দিল।

মেডিক্যাল কলেজে ছুটি পড়েছে। জোয়ার এই সময় সপ্তাহে তিনবার হাসপাতালে ডিউটি দিতে হয়। ভারি হাল্কা কাজ, বিশ্রামের নামান্তর। ডিউটি না থাকলে আরো ভাল হত। কিন্তু জোয়া কর্তব্যের ভার বহনে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে দু'বছর হ'ল ও পড়াশোনার সঙ্গে কাজও করছে। হাসপাতালের ডিউটিতে ওর তেমন চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা হয় না। ও টাকার জন্য কাজ করে, অভিজ্ঞতার জন্য নয়। দিদিমার

পেনশন আহার্য কেনার জন্য পর্যাপ্ত নয়। ওর নিজের ভাতাও পাওয়া মাত্র ফুরিয়ে যায়। ওর বাবা কথনো কিছু পাঠায় না, জোয়াও চায় না! ওরকম বাপের কাছে দায়বদ্ধ হওয়ার ইচ্ছে জোয়া'র নেই।

গত রাত-ডিউটির পর ছুটির প্রথম দু'দিন জোয়া আলসেমি করে কাটায়নি। ও শৈশব থেকে আলসেমি কাকে বলে জানে না। ও প্রথমে ডিসেম্বরের ভাতা পেয়ে কেনা ক্রেপ্ কাপড় দিয়ে বসন্তে পরার উপযোগী ব্লাউজ বানাতে বসল। (ওর দিদিমার মুখের কথা ছিল, 'গ্রীষ্মে স্লেজ্ গাড়ী প্রস্তুত করতে হয়, আর শীতে ঘোড়ার গাড়ী'। প্রবাদটা পুরোপুরি খাঁটি। গ্রীষ্মের সেরা পোষাক দোকানগুলোয় কেবল শীতকালে পাওয়া যায়) জোয়া স্মোলেনস্ক্-এ ওদের আদি বাসস্থান থেকে সঙ্গে নিয়ে আসা দিদিমার পুরানো সিঙ্গার সেলাই কল নিয়ে বসল। দিদিমাই ওকে সেলাই-ফোড়াই শিখিয়েছিল। দিদিমার কাজের ধরন সেকেলে। চতুর-চোখ জোয়া সেলাই শেখা পড়শী এবং বান্ধবীদের থেকে চটপট নতুন তালিম আয়ত্ব করে ফেলেছিল। অসুবিধে হ'ল, ওর হাতে মোটে সময় থাকে না। দু'দিনে ব্লাউজ শেষ হতে চায় না। অথচ তারই মধ্যে বাজারে যেতে হয়েছে। আলু আর তরি-তরকারি কিনতে গিয়েও জেলেনীদের মত দরদাম করেছে। অবশেষে দু'হাতে দু'টো ব্যাগ বয়ে বাড়ী ফিরেছে—ওর দিদিমা দোকানে লাইন দিতে পারে, কিন্তু ভারী জিনিষ বয়ে আনতে পারে না। এসব সেরে জোয়া গণ-স্নানাগারে স্নান সেরেছে। এর মধ্যে একটু বিশ্রাম নেওয়া কিংবা বই পড়ার ফুরসৎ হয়নি। গতকাল সন্ধ্যেয় জোয়া মেডিক্যাল স্কুলের বান্ধবী রিতা'র সঙ্গে 'সংস্কৃতি ভবন'এ এক নাচে যোগ দিতে গিয়েছিল।

ঐ অনুষ্ঠানের চেয়ে নতুন এবং প্রাণবন্ত কোন নাচে যোগ দিতে পারলে জোয়া খুশি হত। ঐ ভবন-টবন-এর অনুষ্ঠানে সত্যিকার তরতাজা যুবকদের দেখা মেলে না। তাদের পাওয়া যায় কেবল কোন পার্টিতে আর ক্লাবে। মেডিক্যাল স্কুলে জোয়ার অনেক সহপাঠিনী, কিন্তু সহপাঠী নেই বললেই হয়। ওর তাই মেডিক্যাল স্কুলের পার্টিতে যেতে ইচ্ছে করে না।

সংস্কৃতি ভবন বেশ সাফ-সুতর, প্রশস্ত আর তাপ ব্যবস্থাযুক্ত। ভবনের মার্বেল পাথরের সিঁড়ি আর থাম। ব্রোঞ্জের ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা লম্বা আয়নাও আছে। নাচে যোগদানকারীরা নাচ ঘরের মেঝে থেকে সে আয়নায় নিজেদের দেখতে পারে। কয়েকটা দামী, আরামপ্রদ আরামকেদারাও আছে। কিন্তু সেগুলো সচরাচর ঢাকা দেওয়া থাকে বলে বসা যায় না। নববর্ষ দিবসের আগের রাতের পর জোয়া আর সংস্কৃতি ভবনে আসেনি। সে সন্ধ্যেয় ওর খুব অবমাননাকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। 'খুশি মত সাজো' প্রতিযোগিতায় জোয়া নিজে এক মোটা লেজওলা বাঁদর সেজেছিল। ও সব খুঁটিনাটির প্রতি খর দৃষ্টি রেখেছিল—চুল বাঁধা, ত্বকের প্রসাধন, পোষাকের রঙ মানানো ইত্যাদি। ফল হয়েছিল যেমন কৌতুকময় তেমনি আকর্ষক। যথেষ্ট প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ওর প্রথম পুরস্কার পাওয়া ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার ঠিক

আগে কোন বদ ছোকরা ছুরি দিয়ে ওর লেজ কেটে নিয়ে সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাহায্যে তা লুকিয়ে রেখেছিল। জোয়া অভিমান আর দুঃখে কেঁদে ফেলল। বাঁদরামির জন্য ছোকরাদের ওপর ওর যত না রাগ হয়েছিল তার চেয়ে বেশী অভিমান হ'ল এই কারণে যে সবাই মনে করল কি দারুণ একটা মজা হয়েছে, এবং সে মজার পাত্রী জোয়া। লেজবিহীন পোষাকটা বিচারকদের তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। জোয়া কোন পুরস্কার ত' পায়ই নি, শুধু কেঁদে মুখ ফুলিয়েছিল।

গত সন্ধ্যায় যখন সংস্কৃতি ভবনে যায় তখনো জোয়ার মনে ক্লাবের ওপর রাগ ছিল। কিন্তু বাঁদরের ছদ্মবেশের প্রসঙ্গ কেউই তুলল না। নানা ধরনের যুবক এসেছিল—নানা কলেজের ছাত্র, কয়েকজন কারখানার কর্মীও। জোয়া আর রিতা যুগল নাচার সুযোগই পেল না। শুরু থেকেই ওরা পৃথক হয়ে পড়ল আর তিনটি মাদকতাময় ঘণ্টা ওরা বাজনার তালে তালে অবিশ্রাম পাক খেল। নাচের প্যাঁচ এবং ঘূর্ণন আর নিন্দা ভয় বিহীন প্রকাশ্য জাপটা-জাপটিতে, যা এ ধরনের নাচের মুখ্য আকর্ষণ, জোয়া'র দেহ সহজে বিকশিত হ'ল। ওর কোন জুড়িদারই তেমন কথাবার্তায় চৌখস নয়। তাদের হাসি-ঠাট্টা কমই, এবং স্থূল। শেষে জুটল নিকোলাই, কারিগরী নক্সাকার। নিকোলাই ওকে নাচের শেষে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিতে চলল। ওর বাড়ীর কাছাকাছি বেশ নির্জন আর অন্ধকার। ওরা চুমু খাওয়া শুরু করল। জোয়ার বুকদুটোরই সবচেয়ে বেশী ধকল সইতে হ'ল। যুবকদের উত্তেজিত করতে ওরা কখনই ব্যর্থ হয়নি। আর নিকোলাই ওদের যে দশা করল! জোয়াকে পাওয়ার আরো অন্য পদ্ধতিও অবলম্বন করল এবং জোয়ার তা ভালই লেগেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে এক নিরাসক্ত ভাবের উদয় হয়ে ওর মনে হয়েছিল, এসব মিছামিছি সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছু নয়। ওর রোববারও ভোরেই উঠতে হবে। নিকোলাইকে বিদায় দিয়ে জোয়া ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছিল।

জোয়া'র অধিকাংশ বান্ধবী, বিশেষতঃ মেডিক্যাল স্কুলের বান্ধবীদের মনোভাব হল, জীবন থেকে যাকিছু পাওয়া যেতে পারে তার সবই এক্ষুণি দু'হাত ভরে খামচে ধরতে হবে। প্রচলিত জীবন দর্শনের পরিমণ্ডলে পুঁথিগত বিদ্যায় অসামান্য দখলের ওপর আর কোন স্থান ছাড়া, কুমারী বুড়ীর মত মেডিক্যাল স্কুলের তিন-তিনটে বছর পার করা একান্ত অসম্ভব। জোয়া'র সে সব অভিজ্ঞতাই হয়েছে। ও পৃথক পৃথক সময়ে পৃথক পৃথক যুবকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছে, ক্রমান্বয়ে আরো বেশী তাদের সুযোগ দিয়েছে, অবশেষে তাদের গ্রাস করে পুরো দখল করেছে। এমন আত্মবিস্মৃতির মুহূর্ত অনেক এসেছে যখন বাড়ীর ছাদে বোমা পড়লেও ওর নিজের অনুভূতির প্রভেদ ঘটত না। এমন নিরুত্তাপ এবং শ্লথ মুহূর্তও এসেছে যখন মেঝে বা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া এক আধটা পোষাক—যে ধরনের নারী-পুরুষ পোষাকের সমাবেশ সচরাচর ঘটা উচিত নয়—নিঃসঙ্কোচে তুলে নিয়েছে, এবং দু'জনে দু'জনের পূর্ণ দৃষ্টির সামনে একটুও অবাক না হয়ে সে পোষাক পরেছে।

নিঃসন্দেহে এগুলি কড়া মাদক অনুভূতি। মেডিক্যাল স্কুলের তৃতীয় বছরে জোয়া কোন মতেই কুমারী বুড়ী থাকেনি। তবু ওগুলোকে কখনই আসল জিনিষ মনে হয়নি। ওসবে সেই স্থায়ী, নির্ভুল ধারাবাহিকতা নেই যা জীবনে স্থায়িত্ব আনে এবং যা নিজেই আরেকটা জীবনের রূপ পরিগ্রহ করে।

মাত্র তেইশ বছর বয়সে জোয়ার অভিজ্ঞতার ঝুলি অনেক ভরেছে: স্মোলেনস্ক্ থেকে ত্রস্ত এবং দীর্ঘকালব্যাপী অপসারণের পালা—প্রথমে মালগাড়ী, তারপর মালবাহী গাদাবোট, শেষে আরেকটা মালগাড়ীতে। কোন কারণে মালগাড়ীতে ওর পাশে বসা লোকটার কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। এক টুকরো সুতো দিয়ে লোকটা গাড়ীর কাঠের তক্তায় সবার শোবার জায়গা মেপে প্রমাণ করেছিল যে জোয়া'র পরিবার দু' সেণ্টিমিটার বেশী জায়গা দখল করেছে। যুদ্ধের উত্তেজনাময়, বভুক্ষু বছরগুলোর কথা খুব বেশী মনে পড়ে। র‍্যাশন কার্ড আর কালো বাজারের দর-দাম ছাড়া লোকের মুখে কথা ছিল না। ফেদিয়া চাচা ত' ওর বিছানার পাশের টেবিল থেকে ওর র‍্যাশনের রুটিই চুরি করত। সব শেষে সম্প্রতি ক্যানসার রোগীদের বেদনা, কান্না, মৃত্যু ওকে বিহ্বল করে তোলে।

এই পটভূমিতে যুবকদের সঙ্গে সামান্য ক'টা খামচা-খামচি আর জাপটা-জাপটি নোনা জীবনসমুদ্রে কয়েক বিন্দু পেয় জল মাত্র, যা তেষ্টা মেটানোর পক্ষে অপ্রতুল।

তবে কি বিয়েই একমাত্র বিকল্প, যাতে সুখ মিলবে? যে যুবকদের সঙ্গে পরিচয় হয় তারা যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে নাচতে আসে কিংবা বেড়াতে যায় তা হ'ল কিছুক্ষণ জীবনের উত্তাপ ফিরে পাওয়া, একটু আনন্দ উপভোগ করা এবং শেষে সব ভুলে যাওয়া। ওরা ত' নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেই: বিয়ে করতে পারতাম, কিন্তু নতুন 'বান্ধবী' পেতে যখন দুটো সন্ধ্যের বেশী লাগে না তখন ও ঝামেলায় কাজ কি?

সত্যিই ত' মেয়ে পাওয়া অত সহজ হলে কেনই বা বিয়ে করা? বাজারে টমাটো আমদানি হঠাৎ খুব বেড়ে গেলে ব্যাপারীরা টমাটোর দাম চড়াতে পারে না। দাম চড়ালে, জিনিষ পচবে। আর সবাই যেখানে নিজেকে বিকিয়ে দিতে চায় সেখানে নিজেকে দুর্লভ করে রাখা চলে কি?

রেজিস্ট্রী বিয়েও তেমন সুবিধের নয়। মারিয়া'র অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। মারিয়া এক ইউক্রেনীয় নার্স, জোয়া'র বদলি শিফটে ডিউটি করে। সে রেজিস্ট্রী বিয়ে করেছিল। বিয়ের এক সপ্তাহ পরে স্বামী একেবারে উধাও হয়েছে। সাত বছর ধরে মারিয়ার ছেলেটাকে ত' মানুষ করতে হচ্ছেই, তার ওপর বিয়ের বেড়ীটা পায়ে লেগেই রয়েছে।

জোয়া, তাই পার্টিতে যায়, মদও খায়, কিন্তু ও মাইন বিছানো রণাঙ্গণে সৈনিকদের মত সতর্ক থাকে।

শুধু মারিয়া কেন, জোয়া'র বাপ-মাও ত' রেজিস্ট্রী বিয়ে করেছিল। বাপ-

মায়ের জঘন্য বিবাহিত জীবন প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য জোয়ার হয়েছে। ওরা ঝগড়া করেছে, জোট বেঁধেছে, দু'জনে পৃথক শহরে থেকেছে, আবার জোট বেঁধেছে, আর দুজনে দু'জনকে জীবনভর জ্বালিয়েছে। মায়ের ভুলের পুনরাবৃত্তি করার চেয়ে জোয়া বরং এক গ্লাস সালফিউরিক এ্যাসিড খেয়ে নেবে।

জোয়া'র দেহ, মন এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ভারসাম্য এবং সুসঙ্গতি এসেছে। জীবনের কোন প্রসার যদি ঘটেই তা সে সঙ্গতিকে ব্যাহত করে ঘটলে চলবে না। নিকোলাই যেমন গত রাতে করেছিল, কোন পুরুষ যখন ঐ রকম ওর দেহ হাতড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে বোকা-বোকা, অভব্য কথা বলে, কিংবা চলচ্চিত্র সংলাপের টুকরো আওড়ায়, সেই মুহূর্তে ঐ সঙ্গতি বিনষ্ট হয়, আর জোয়া'র তাকে ভাল লাগার প্রশ্ন থাকে না।

ট্রলি বাসের গতিতে আন্দোলিত হতে হতে জোয়া লক্ষ্য করল, কন্ডাকটর এক যুবককে চেঁচিয়ে কিছু বলল। যুবক টিকিট কাটেনি। যুবক তবু টিকিট কাটল না। এর মধ্যে শেষ গন্তব্যস্থল এসে গেল। ট্রলি বিপরীত দিকে যাওয়ার প্রস্তুতিতে বাঁক নিল। বাঁকে অনেক যাত্রী জুটেছে। কন্ডাকটরের ধমক খাওয়া যুবক চলন্ত ট্রলি থেকে লাফাল। ওর পেছনে জোয়া। ফলে জোয়া'র অনেক কম হাঁটতে হবে।

আটটা বেজে এক মিনিট হয়ে গিয়েছে। জোয়া হাসপাতালের আঁকা-বাঁকা, পিচ বাঁধানো পথে ছুটে চলল। নার্স হলে ছোটা নিষিদ্ধ, কিন্তু ওত' ছাত্রী।

ক্যানসার বিভাগে পেঁ'ছেই ওভারকোট খুলে, সাদা আলখাল্লা পরে ওপর-তলায় উঠতে উঠতে আটটা বেজে দশ। ওলিম্পিয়াডা কিংবা মারিয়া ডিউটিতে থাকলে ঝামেলা হত। মারিয়া থাকলে ত' এমন কথা শোনাত যেন জোয়া দশ মিনিট দেরী করেনি, অর্ধেক শিফট পার করে এসেছে। সৌভাগ্যক্রমে ডিউটিতে ছিল তুর্গুন। তুর্গুন ডাক্তারির ছাত্র, কারাকাল্পাক জাতির যুবক [রুশ মধ্য এশিয়ার তুর্কী ভাষী উপজাতি]। তুর্গুন কখনই কড়া নয়, বিশেষতঃ জোয়া'র বেলায়। ও জোয়া'র পাছায় থাপ্পড় মেরে শাস্তি দিতে চাইল। জোয়া মারতে দিল না। দু'জনেই হেসে ফেলল। জোয়া ওকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির ধারে ঠেলে দিল।

তুর্গুন ছাত্র হলেও কারাকাল্পাক জাতির মানুষ বলে ও এক গ্রামীণ হাসপাতালের বরিষ্ঠ চিকিৎসকের চাকরি পেয়েছে। বস্তুতঃ এ ক'টাই ওর দায়িত্ববিহীন স্বাধীনতার অবশিষ্ট মাস।

তুর্গুন জোয়াকে চিকিৎসার খাতা দিল। এছাড়া মেট্রন মিটা ওদের কিছু বিশেষ কাজের ভার দিয়েছিলেন। রোববার ডাক্তাররা রাউন্ড দেন না। চিকিৎসাও কাট-ছাঁট করা হয়। নতুন রক্ত দেওয়া কোন রোগীও ছিল না। তার বদলে কাজ ছিল দৃষ্টি রাখা, যাতে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া কোন রোগীর আত্মীয়-স্বজন না ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে। এর ওপর রোববারে যার ডিউটি পড়ত মিটা তার ঘাড়ে তাঁর নিজের একগাদা কখনো-শেষ-না-হওয়া পরিসংখ্যানের কাজ

চাপাতেন। ঐ কাজগুলো উনি একা কিছুতে শেষ করতে পারতেন না।

আজকের কাজ হ'ল, গত বছর ডিসেম্বর, অর্থাৎ ১৯৫৭, থেকে রোগীদের কার্ডের একটা মোটা বাণ্ডিল ঘেঁটে তথ্যানুসন্ধান করা। ঠোঁট দুটোকে প্রায় হুইসেলের মত ছুঁচল করে জোয়া কার্ডগুলোর কোণা তাসের মত সরিয়ে সরিয়ে বাছতে লাগল। ও দেখছিল মোট ক'টা কার্ড আছে, এবং কাজটা সেরে একটু এমব্রয়ডারি করার সময় মিলবে কিনা। এমন সময় ওর পাশে এক দীর্ঘ ছায়া পড়ল। একটুও অবাক না হয়ে ও মাথা ঘোরাল --মাথা যে কত রকম করে ঘোরানো যায় তা ত' জানেন—আর কস্টোগলোটভ্‌কে দেখতে পেল। দাড়ি-গোঁফ কামানো, চুল প্রায় পরিপাটি। শুধু চিবুকের কাটা দাগটা জোয়াকে মনে পড়াল, ও চিরকালই এক চাকুবাজ ছিল। "সুপ্রভাত জোয়া," কস্টোগলোটভ্‌ পুরদস্তুর ভদ্দরলোকের মত বলল।

"সুপ্রভাত", জোয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। যেন কিছুতে অসন্তুষ্ট কিংবা সন্দিহান, অথচ অসন্তোষ বা সন্দেহের কোন কারণই ছিল না।

"আমি যা করতে বলেছিলাম, তা দেখছি করোনি ?"

"কি করতে বলেছিলেন ?" জোয়া অবাক হয়ে ভ্রূকুটি করল। বলা বাহুল্য, ওটা জোয়া'র পুরানো কৌশল, যা কখনো বিফল হয় না।

"তোমার মনে নেই ? ··আমি ঐ ব্যাপারটায় বাজীও রেখেছিলাম···" "ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি আমার থেকে 'রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত শারীরস্থান বিদ্যা' বইটা ধার নিয়েছিলেন।"

"বইটা ধার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, জোয়া। আমি এক মিনিটে বইটা নিয়ে আসছি। ফেরৎ দেব।" "বইটা কেমন লাগল ? উপকার হয়েছে ?"

"আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা জেনেছি।" "আপনার কোন ক্ষতি হয়নি ত' ?" জোয়া গম্ভীরভাবে বলল, "বইটা ধার দেওয়ার পর একবার আমার মনে হয়েছিল, হয়ত বইটা আপনাকে দিয়ে ভাল কাজ করিনি।"

"না, জোয়া", কস্টোগলোটভ্‌ নিজের বক্তব্য জোরদার করতে ওর হাত আলতোভাবে স্পর্শ করল, "বরং বইটা পড়ে আমার মনোবল বেড়েছে। তুমি আমার প্রভূত উপকার করেছ। কিন্তু", কস্টোগলোটভ্‌ ওর কাঁধে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "তুমি কোটের গলার বোতামটা খুলবে না ?"

"কেন, তা কেন খুলতে যাব ?" জোয়া আবার আশ্চর্য হওয়ার ভাণ করল, "আমার ত' গরম লাগছে না।" "লাগছে। তোমার মুখ বেশ লাল হয়ে গিয়েছে।"

"তাই বুঝি ?" জোয়া ভালমানুষি হাসি হাসল। ওর আসলে কোট খুলে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। ছুটে হাসপাতালে ঢোকা আর তুর্গুনের সঙ্গে ধাক্কা-ধাক্কির পর ও ভাল করে দমও নিতে পারেনি। ও গলার বোতাম খুলল। ধূসর পোষাকের ওপর সোনালী সুতোর কাজ চিক্‌চিক্‌ করে উঠল।

কস্টোগলোটভের চোখদুটো বিস্ময়ে বড় হ'ল। প্রায় অস্ফুটে বলল, "কি

সুন্দর। পরে সুযোগমত আরো ভাল করে দেখব। দেখাবে না?" "দেখাব, কিন্তু সেটা আপনার বাজীটা কি তা জানার ওপর নির্ভরশীল।"

"আমার বাজীর কথা তোমাকে পরে বলব। রাজী ত'? আজ কিছুক্ষণ গল্প করবে, না করবে না?"

জোয়া পুতুলের মত চোখদুটো ঘোরাল। "যদি আপনি আমার কিছু কাজ করে দেন, তবে গল্প করতে পারি। আজ কাজের চাপেই আমার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে।"

"মাফ করো, আমি জ্যান্ত মানুষের দেহে ছুঁচ ফোটাতে পারব না।" "ধরুন যদি পরিসংখ্যান করতে হয়? তাতে ত' আপনার নিজের শিরদাঁড়া ভাঙার ভয় নেই, না আছে?"

"পরিসংখ্যানে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, যদি সে পরিসংখ্যান গোপনীয় না হয়।" "বেশ। তাহলে ব্রেকফাস্টের পর আসবেন," জোয়া মধুর আপ্যায়নের হাসি হাসল। জোয়া'র ধারণা কাজ করাতে হলে কস্টোগলোটভ্‌কে আগাম কিছু পুরস্কার দেওয়া প্রয়োজন।

ওয়ার্ডগুলোয় এর মধ্যে সবাই প্রাতরাশ খেতে শুরু করেছিল।

বৃহস্পতিবার রাতে কথোপকথনের ফলে জোয়া কস্টোগলোটভ্‌ সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে এত উৎসুক হয়েছিল যে শুক্রবার সকালে ভারপ্রাপ্ত নার্স কাজে আসার পর ও রোগীদের ভর্তির কার্ড খুঁজে কস্টোগলোটভের কার্ড বের করেছিল।

জানা গেল, ওলেগ্‌ ফিলিমিনোভিচ্‌ কস্টোগলোটভ্‌—যেমন দেড় গজ নাম তেমনি তার পদবী—১৯২০ সালে জন্মেছিল। সুতরাং ওর বয়স চৌত্রিশ বছর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও অবিবাহিত, যা একটু অসম্ভব মনে হয়। ওর নিবাস উশ্‌-টেরেক্‌ নামে জায়গা। ওর কোথাও আত্মীয়-স্বজন নেই। (ক্যানসার হাসপাতালের নিয়ম, রোগীর নিকট আত্মীয়ের নাম-ধাম অবশ্যই কার্ডে লিখে রাখতে হয়) ও পেশায় ভূ-সংস্থান বিশারদ, কিন্তু জমি জরিপের কাজ করে।

কিন্তু এসব তথ্য ঠিক মানুষটার ওপর আলোকপাত করতে পারেনি। বরং ওকে রহস্যময় করে তুলেছে।

আজ সকালে চিকিৎসার খাতা থেকে জোয়া জেনেছে, ওকে রোজ দু' সি-সি করে সিনেস্ট্রল পেশীর মাধ্যমে ইন্‌জেকশন দেওয়ার কথা। ওটা রাতের নার্সের কাজ। আজ রাতে জোয়ার ডিউটি নেই। চিন্তায় জোয়ার ঠোঁট দুটো ছুঁচলো হ'ল।

প্রাতরাশের পর কস্টোগলোটভ্‌ 'রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত শারীরস্থান বিদ্যা' বগলদাবা করে জোয়ার কাজে সাহায্য করতে এল। আর জোয়া ঠিক তখনই রোগীদের দিনে তিন-চারবার সেব্য ওষুধগুলোর প্রথম খোরাক খাওয়ানোর জন্য ওয়ার্ডগুলোয় ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল।

অবশেষে ওরা জোয়া'র ছোট্ট টেবিলটায় বসল। জোয়া একটা লম্বা গ্রাফ

কাগজ দিল। কাগজটার এক-একটা স্তম্ভে তথ্যগুলি সাজাতে হবে। জোয়া কাজের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে—(ও নিজেই ইতিমধ্যে তা ভুলে গিয়েছিল) একটা ভারী রুলারের সাহায্যে কাগজটায় লম্বা লম্বা লাইন কেটে ফেলল।

এই ধরনের 'সাহায্যকারী'রা যে কত কাজের জোয়ার তা ভালই জানা আছে— অর্থাৎ এই অবিবাহিত এবং যুবকের দল, মাঝে-মাঝে বিবাহিত সাহায্যকারীও জোটে। ওদের সাহায্য অবধারিতভাবে খিলখিলিয়ে হাসি, ঠাট্টা-তামাশা, কপট প্রেম নিবেদন আর কাজে ভুলে পর্যবসিত হয়। তা ওরা ভুল করুক। জোয়া'র তাতে আপত্তি নেই। এমনকি ওদের স্থূলতম প্রেমাভিনয় ও কোন মোটাসোটা খাতার চেয়ে ধারণাতীতভাবে চিত্তাকর্ষক। আজকের খেলাতেও যে ডিউটির ঘণ্টাগুলো উজ্জ্বল হবে, এই ওর প্রত্যাশা।

কিন্তু কস্টোগলোটভ্ কাজ বুঝে নেওয়ার পরই চোখ দিয়ে ওকে গেলা থামিয়ে, গলার স্বর বদলিয়ে, কাজে লেগে গেল দেখে জোয়া ভারি অবাক হ'ল। কস্টোগলোটভ্ আরো সুষ্ঠু কাজের পদ্ধতিও মাঝে মাঝে বলছিল। ও কার্ড তুলে তুলে তথ্য পড়ছিল আর জোয়া তদনুযায়ী খাতায় লিখছিল। "নিউরো-ব্লাস্টোমা···" কস্টোগলোটভ্ পড়ে চলল, "···হাইপার নেফ্রোমা · নাসিকা গহ্বরের সারকোমা ··শিরদাঁড়ার মেডালা'র টিউমার ··" ও যাকিছু বুঝছিল না, তা জোয়াকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছিল।

ওরা পরিসংখ্যানে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রতি ধরনের টিউমার রোগীর সংখ্যা গোনা, বয়সের ধাপ এবং রোগীদের লিঙ্গ ভেদে তাদের পৃথকীকরণ, প্রদত্ত চিকিৎসার পরিমাণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করছিল। তার ওপর চিকিৎসার ফল ভেদে রোগীদের পাঁচটি শ্রেণীতে পঞ্জীকরণও করছিল: সম্পূর্ণ আরোগ্য, অবস্থার উন্নতি, অপরিবর্তিত অবস্থা, অবনতি এবং মৃত্যু। কস্টোগলোটভ্ পাঁচটি শ্রেণীর রোগী সম্পর্কিত তথ্য খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল। ও অবিলম্বে লক্ষ্য করল যে সম্পূর্ণ আরোগ্যের ঘটনা নেই বললেই হয়; অবশ্য মৃত্যুর ঘটনাও খুব বেশী নেই।

"আমি দেখছি ঐ হাসপাতাল রোগীদের এখানে মরতে দেয় না। সময় মত ছাড়িয়ে দেয়," কস্টোগলোটভ্ মন্তব্য করল।

"আমরা আর কি করতে পারি, ওলেগ ? তুমি নিজেই বুঝে দ্যাখো না ·····" জোয়া সহায়তার পুরস্কার হিসেবে সুপরিকল্পিত ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করল। কস্টোগলোটভ্ তা লক্ষ্য করে একবার তাকাল। "যদি একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোন এক রোগী চিকিৎসায় সারবে না, শেষ ক'সপ্তাহ কিংবা মাস তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আমরা কি করতে পারি ? সে একটা বেড আটকিয়ে রাখবে কেন ? জানোই ত বেড পাওয়ার জন্য রোগীদের কত লম্বা তালিকা হয়···তাদের মধ্যে এমন রোগীও থাকে যারা চিকিৎসা পেলে সেরে যেতে পারে। অথচ এই নিরাময়ের অতীত রোগীদের · ···"

"নিরাময়ের অতীত···মানে ?" "অর্থাৎ যারা চিকিৎসায় সারবে না। তাদের

চেহারা, তাদের যন্ত্রণায় ছটফটানি যে রোগীরা ভাল হয়ে উঠতে পারে তাদের ওপর অত্যন্ত কুপ্রভাব ফেলবে।"

জোয়া'র টেবিলে বসে কস্টোগলোটভ্ যেন সামাজিক অবস্থিতি এবং সাধারণ সমস্যার পরিধি হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতায় এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। ওর অপর সত্তা, যা নিরাময়ের অতীত এবং যার জন্য একটা বেড আটকিয়ে রাখা চলে না, ও পেছনে ফেলে এসেছে। এ যেন অন্যায্য ভাবে কোন এক ধাপে লাফিয়ে উত্তরণ। কেবল ঘটনাচক্রের খামখেয়ালিতে পাওয়া। ওর আরো একটা কথা আবছা মনে এল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল থাক, ওকথা ভেবে কাজ নেই।

"তুমি যা বলছ তাতে যুক্তি আছে, একথা মানি। এরা আজ্রভ্কিনকে খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছে, আর গতকাল ও' কোন কৈফিয়ৎ ছাড়াই প্রোশ্কাকে ছাড়িয়ে দিল। মনে হয়, আমাকেও স্রেফ ভাঁওতা দিচ্ছে।" কস্টোগলোটভ্ মুখটা এক পাশে ফেরাল। ফলে চোয়ালের কাটা দাগটা অদৃশ্য হয়ে ওর মুখের ক্রূর ভাব হারিয়ে গেল।

ওরা দু'জন কথা কাটাকাটি না করে কাজ সারতে লাগল। দুপুরের খাওয়ার সময়ের আগে কাজ শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু আরেকটা কাজ এসে গেল। মিটা কাজটা দিয়ে গেলেন। প্রতিটি রোগীর জ্বরের ফিরিস্তিতে তাদের পরীক্ষাগারের বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য লিখে রাখতে হবে। তার ফলে তাদের রোগের ইতিবৃত্তের খাতায় অনাবশ্যক কাগজ কমে যাবে। খাতাটা নাড়াচাড়া করা সহজতর হবে। কিন্তু একটা রবিবারে অত কাজ শেষ করা কি চাট্টিখানি কথা!

"ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ, ওলেগ্ ফিলিমিনোভিচ্।"

"না-না, আমাকে শুধু ওলেগ্ বলো · যেমন একটু আগে বলেছিলে।"

"লাঞ্চের পর তুমি নিশ্চয় একটু বিশ্রাম নেবে··" "আমি বিশ্রাম নিই না।"

"কিন্তু, তুমি যে অসুস্থ তা ত' জানো?" "একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো, জোয়া, তোমাকে ডিউটির জন্য সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে দেখলেই আমি সম্পূর্ণের বেশি সুস্থ হয়ে উঠি।"

"সত্যি?" জোয়া সহাস্য প্রশংসা গ্রহণ করল। "বেশ। আমার সঙ্গে বসবার ঘরে দেখা করবে।" ও মাথা দিয়ে ডাক্তারদের আলোচনা-কক্ষ ইঙ্গিত করল।

দুপুরের খাওয়ার পর জোয়া'র আবার রোগীদের ওষুধ বিতরণ করতে হ'ল। তার ওপর স্ত্রীলোকদের বড় ওয়ার্ডে কয়েকটা জরুরী ব্যাপার ছিল, সেগুলো দেখতে হ'ল। চারপাশ থেকে ঘিরে রাখা রোগ আর ধ্বংসের মাঝখানে ওর নিজের দেহের ক্ষুদ্রতম রোমকূপ এবং পায়ের নখ পর্যন্ত কত পরিষ্কার এবং সুস্থ, জোয়া সে বিষয়ে সচেতন। জোর পায়ে চলতে গেলে আঁট করে বাঁধা বুক দুটোয় যে কম্পন হয়, কিংবা ও যখন রোগীদের বেডের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ায় তখন তাদের গুরুভার জোয়াকে সুখানুভূতিতে ভরে দেয়।

অবশেষে কাজের চাপ কমল। জোয়া একটি পরিচারিকাকে ওর টেবিলে

বসতে বলল। তাকে আরো বলল, "কোন বাইরের লোককে ঢুকতে দিও না, আর তেমন কোন অসুবিধে বোধ করলে আমাকে জানিও।" জোয়া এমব্রয়ডারি নিয়ে ডাক্তারদের আলোচনা-কামরায় চলল। ওর পেছন পেছন ওলেগ্ কস্টো-গলোটভ্।

আলোচনা-কামরাটা কোণের দিকে, তিনটে জানলাওলা, আলো ঝলমল একটা ঘর। আসবাবপত্র আদৌ বিলাসী নয়। সব কিছুতে হিসাব-রক্ষকের হাতের ছোঁয়া দেখা যায়। দুটো বড়-বড় সোফা আছে, কিন্তু আধুনিক ভাঁজ করা গোছের নয়। সরকারী ঢঙের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতি রেখে তাদের হেলান দেওয়ার জায়গাগুলো এত খাড়া যে বেশীক্ষণ বসলে ঘাড় ব্যথা করতে পারে। টেবিল ক'টা তেমনি সাধারণ মনমরা নিয়ম-মাফিক ঢঙে সাজানো। প্রথমে সভাধ্যক্ষের মোটা কাঁচ লাগানো বিশাল টেবিল। তার সঙ্গে কোনাচে ভাবে সাজানো সরু লম্বা একটা টেবিল। আলোচনা সভাদির সময় ডাক্তাররা ঐ টেবিলে বসেন। দ্বিতীয় টেবিলটা সমরকন্দের ঢঙে আকাশী রঙের টেবিলক্লথে ঢাকা। ফলে ঘরটা রঙে উজ্জ্বল হয়েছে। কয়েকটা ছোট-ছোট, আরামদায়ক, হাতলওলা চেয়ারও আছে। সেগুলো টেবিল থেকে দূরে রাখা কিন্তু সারিবন্ধ ভাবে রাখা নয়। ঐ চেয়ারগুলোর জন্যও ঘরের কেজো ভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

ঘরটা যে হাসপাতালের একটা অঙ্গ তা শুধু দেওয়ালে ঝোলানো 'অঙ্কোল-জিস্ট' (ক্যানসার চিকিৎসা) পত্রিকার ৭ই নভেম্বর সংখ্যা দেখে বোঝা যায়।

জোয়া আর ওলেগ ঘরের সবচেয়ে আলোকউজ্জ্বল অংশে দুটো নরম গদীমোড়া চেয়ারে বসল। ওদের কাছাকাছি কয়েকটা পাদানির ওপর ফুলগাছ রাখা। বড় জানলাটার কাঁচের সার্সির বাইরে দেখা যায় একটা ওক্ গাছ হাসপাতালের ছাদ পেরিয়ে ডালপালা মেলেছে।

ওলেগ্ শুধু বসল না, সারা দেহ দিয়ে চেয়ারের আরাম উপভোগ করতে লাগল। চেয়ারের বাঁকগুলো ওর দেহের খাঁজকে আলিঙ্গন করল। মাথা আর ঘাড়ও আরাম পেল। "আঃ কি আরাম! গত পনেরো বছরের মধ্যে এ রকম জিনিষে বসতে পারিনি।"

চেয়ারটা যদি অতই ভাল লেগে থাকে ত' একটা কেনোনি কেন বাপু?— জোয়া, অবশ্য, ওকথা না বলে, নিজের মাথা ঈষৎ হেলিয়ে এবং তার সঙ্গে উপযুক্ত চাউনি চোখে এনে বলল, "হ্যাঁ, এবার তোমার বাজীটা কি শুনি?"

ঘরে ওরা শুধু দু'জন। উদ্দেশ্য শুধু একটা—গল্প করা। সে গল্প কোন্ মোড় নেবে তা নির্ভর করবে কয়েকটা শব্দ, সে শব্দ উচ্চারণের ভঙ্গি এবং সুর আর সে সময়ের চাউনির ওপর। গল্প কি নিছক হাল্কা কথার লেনদেনে সীমিত থাকবে না, ডুবুরির মত মনের গহনে মাণিক খুঁজবে? জোয়া প্রথমটার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, যদিও অনুমান ছিল যে দ্বিতীয়টাই ঘটবে।

জোয়া'র অনুমান মিথ্যে হ'ল না। চেয়ারে হেলান দেওয়ার জায়গা থেকে

মাথা না তুলে ওলেগ্ শান্ত স্বরে, জোয়ার মাথার ওপর দিয়ে, জানলার উদ্দেশে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল, "সোনালী চুল এক সুন্দরী 'কুমারী অঞ্চলে' আমাদের সঙ্গী হবে কিনা, এই আমার বাজী।"

ওলেগ্ জোয়া'র দিকে সোজাসুজি তাকাল। এই প্রথমবার। জোয়াও তাকাল। 'সোনালী চুল মেয়েটি ওখানে কি পাবে, শুনি ?"

ওলেগ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আমি তা আগেই বলেছি। আবার বলছি। ওখানে আনন্দদায়ক তেমন কিছু নেই। জল সরবরাহের ব্যবস্থাও নেই। কাঠ-কয়লার আঁচে ইস্তিরি গরম করতে হয়। বৃষ্টি হলে শুধুই কাদা। শুকনো থাক'লে শুধুই ধুলো। সৌখীন পোষাক পরার সুযোগই মেলে না।"

ওলেগ্ কোন অপ্রীতিকর খুঁটিনাটি বাদ রাখল না। ও যেন জোয়া'র পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করা অসম্ভব করতে চায়। আর যা হোক, যে জীবনে সৌখীন পোষাকও পরা যায় না, তাকে কি জীবন বলা চলে ? কিন্তু জোয়া একথা বোঝে যে শহুরে জীবন যত আরামপ্রদই হোক না কেন, মানুষ ঠিক শহর নিয়েই বেঁচে থাকে না। ওর অবশ্য, গ্রামের মানসচিত্র গড়ার চেয়ে ওলেগ্‌কে বোঝার চেষ্টা করাই বরং কৌতূহলোদ্দীপক। "তুমি কিসের মোহে ওখানে পড়ে আছো, বুঝতে পারছি না।"

ওলেগ্ হাসল। "আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক, আর কার মোহে ?" ও চেয়ারে মাথা হেলিয়ে, আরামে মুচকি হাসছিল। জোয়া'র ভুরু কুঁচকে উঠল। "আমিও অনুমান করেছিলাম। কিন্তু তুমি ত' চেচেন্ উপজাতির মানুষ নও। নাকি তুমি কালমুক্ ?"

"না, জোয়া। আমি শতকরা একশো ভাগ খাঁটি রুশ। কিন্তু রুশ বলে কি আমার কালো চুল থাকতে পারে না ?" জোয়া কাঁধ ঝাঁকাল, "তাহলে তোমাকে ওখানে পাঠিয়েছে কেন ?"

ওলেগ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আধুনিক যুব সম্প্রদায় সত্যিই কত অজ্ঞ! আমি যেখানে মানুষ হয়েছি সেখানে বিবিধ অনুচ্ছেদ, ধারা-উপধারা এবং প্রসারিত ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ রুশ দণ্ডবিধি সম্পর্কে জানার উপায় ছিল না। আর নাগরিক সুযোগ-সুবিধার কেন্দ্রে বাস করেও 'নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত বসতকারী' আর 'প্রশাসনিক কারণে নির্বাসিত' ব্যক্তির মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্যটুকুও তোমরা বোঝ না ?"

"দুটির মধ্যে কি তফাৎ ?" "বলছি শোনো। আমি প্রশাসনিক কারণে নির্বাসিত, কিন্তু নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত বসতকারী নই। আমি জাতিগত কারণে নির্বাসিত হইনি। [দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং পরে ভল্‌গা নদী অঞ্চলের জার্মান, চেচেন, কালমুক্ ইত্যাদি অনেকগুলি ছোট-ছোট উপজাতির মানুষদের নাৎসীদের সহযোগিতা করার সন্দেহে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তাদের বলা হত 'নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত বসতকারী'। ওলেগের মত 'প্রশাসনিক কারণে নির্বাসিত'রা রাজনৈতিক মতাদর্শের দরুণ বন্দী অবস্থায় শ্রম শিবিরে দণ্ডের মেয়াদ কাটানোর

পরও দেশের সুদূর কোন দুর্গম অঞ্চলে নির্বাসিত হত] আমি ব্যক্তি, ওলেগ্ ফিলিমিনোভিচ্ কস্টোগলোটভ্ হিসেবে নির্বাসিত হয়েছিলাম। এবার তফাৎ বুঝেছ ?" ওলেগ্ হাসল, "যেন নির্বাসিত নয়, বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত নাগরিক হয়েছি। দুঃখের বিষয় ওখানে কোন সম্মানার্হ ব্যক্তির সঙ্গ লাভের উপায় নেই।"

ওলেগের কালো চোখদুটো চক্‌চক্ করে উঠল। কিন্তু জোয়া তাতে ভয় পেল না। বরং ওর আশঙ্কা হল, ওলেগের ঐ আলাপচারী হয়ত আর বেশী দূর এগোবে না। "তা·· তোমাকে ক'বছরের জন্য নির্বাসন দিয়েছিল ?" ও নরম ভাবে বলল।

"চিরকালের জন্য।" কথা ক'টা জোয়া'র কানে ঝনঝন করে বাজল। ঝনঝনানির রেশ আর থামে না। "তার মানে, যাবজ্জীবন দণ্ড ?" জোয়া প্রায় ফিসফিস করে বলল।

"না, শুধু যাবজ্জীবন নয়, চিরকালের জন্য," ওলেগ্ জোর দিয়ে বলল, "আমার কাগজপত্রে তাই লেখা ছিল। কেবল যদি যাবজ্জীবন দণ্ড হত তবে হয়ত আমার শবাধার মূল রুশ দেশে নিয়ে আসা যেত ; কিন্তু যেহেতু আমার দণ্ড চিরকালের জন্য, সুতরাং ঐ অনুমতিও মিলবে না। এমন যদি কখনো অতি দূর ভবিষ্যতে হয় যে তার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে সূর্য আর উঠবে না, তখনো আমার শবাধার রুশ ভূখণ্ডে আসতে পারবে না। চিরকাল কথাটার মেয়াদ তার চেয়ে দীর্ঘ।"

এতক্ষণে জোয়া'র অন্তঃকরণ চিন্তায় সঙ্কুচিত হ'ল। ওলেগের গালে কাটা দাগ আর ওর নিষ্ঠুর চাউনির কারণ স্পষ্ট হ'ল। ও যা বলছে তা সত্ত্বেও ও হয়ত এক খুনী আসামী, কিংবা এক ভয়ানক দস্যু যে তুচ্ছতম কারণে মানুষের টুঁটি চেপে ধরে।

তবু জোয়া নিজের চেয়ার ঘুরিয়ে বসে পালানোর পথ সহজতর করল না। ও শুধু এমব্রয়ডারিটা এক ধারে সরিয়ে রেখে—ও এমব্রয়ডারিটা শুরুই করতে পারেনি—সাহস ভরে ওলেগের দিকে তাকাল। চেয়ারে এলিয়ে বসা ওলেগের হাবভাব তখনো সহজ এবং শান্ত। জোয়া বরং উত্তেজিত। ও প্রশ্ন করল, "তোমার বলার অসুবিধে থাকলে বলতে হবে না। কিন্তু বলা সম্ভব হলে বলো, অত সাংঘাতিক সাজা তোমাকে কেন দেওয়া হয়েছিল ?"

নিজের অপরাধের কথা মনে পড়ে গিয়ে ওলেগ্ একটুও বিচলিত হ'ল না। এমন কি ওর মুখে সহজ হাসিও ফুটে উঠল। "জোয়া, আমাকে কোন সাজাই দেওয়া হয়নি। আমি চিরকালের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলাম এক 'আদেশ ক্রমে'।"

"আ-দে-শ···ক্রমে ?" "হ্যাঁ, কথাটা তাই বটে। পাইকাররা যেমন খুচরা বিক্রেতাদের মাল পাঠানোর চালানে লেখে, অমুক জিনিষ অত বস্তা, তমুক জিনিষ অত টিন ··আমাদের বেলাও কতকটা ঐ ধরনের লেখা হয়েছিল।"

জোয়া নিজের মাথায় হাত দিল। "একটু সবুর করো, আমাকে বুঝতে দাও। কিন্তু, এ কি সম্ভব ? তুমি,...আর সবাই কি..."

"না, সবাই নির্বাসিত হয়নি। শুধু দশম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাজা প্রাপ্তদের নির্বাসন দেওয়া হয়নি। যারা দশমের সঙ্গে একাদশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাজা পেয়েছিল তারাই নির্বাসিত হয়েছিল।" [এখানে সোভিয়েত দণ্ডবিধির ৫৮ ধারার প্রতি, ১৯৫৯ সালে যেমন ছিল, ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঐ ধারার দশম অনুচ্ছেদটি 'সোভিয়েত-বিরোধী আন্দোলনে নিযুক্ত ব্যক্তি' সম্পর্কিত, আর একাদশ অনুচ্ছেদ 'দলবদ্ধ ভাবে আন্দোলন' সম্পর্কিত]

"একাদশ অনুচ্ছেদটি কি বস্তু ?" "একাদশ অনুচ্ছেদ ?" ওলেগ্ একটু ভেবে বলল, "তোমাকে অনেক কথা বলে ফেলছি। এসব কথা যদি হজম করতে না পারো, তবে বিপদে পড়বে। আমার মূল সাজা ছিল সাত বছর শ্রম শিবিরে দণ্ড। অর্থাৎ দশম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রদত্ত দণ্ড। বিশ্বাস করবে, যারা আট বছরের কম সাজা পেয়েছিল তারা স্রেফ কোন অপরাধই করেনি ? তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি ছিল বাতাসে প্রোথিত। কিন্তু ওটাই সব নয়। ওর ওপর ছিল দলবদ্ধ ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধিত একাদশ অনুচ্ছেদ। যেহেতু আমরা এক গোষ্ঠীভুক্ত ছিলাম তাই আমাদের পুরানো জায়গায় পরস্পরের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা রোধ করতে দূর দূরান্তে বিচ্ছিন্নভাবে চিরকালের জন্য নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এবার বুঝেছ ?"

না, জোয়া এখনো ঠিক বোঝেনি। "তোমরা তাহলে, ওরা কি যেন বলে ·· একটা দলের লোক ছিলে ?"

ওলেগ্ হোহো করে হেসে উঠল। হাসি থামতেই ওর মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হ'ল। "তোফা ! তোমরা সবাই আমার জিজ্ঞাসাবাদকারীর মত 'দল' কথাটি প্রয়োগ না করতে পারলে শান্তি পাও না। হ্যাঁ, আমিও একটি দলভুক্ত ছিলাম। ছাত্র দল। কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর দল," ও ভয়াল দৃষ্টিতে চাইল। "আমি জানি, এখানে ধূমপান নিষিদ্ধ। কিন্তু আমি ধূমপান না করে এত কথা বলতে পারব না, ঠিক আছে ? আমরা ছাত্ররা নানা বিষয়ে গল্প-গুজব করতাম, মেয়েদের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করতাম আর নাচতাম, আর রাজনীতিও আলোচনা করতাম। কখনো কখনো 'তাঁর' কথাও আলোচনা করেছি। বুঝতেই পারছ, আমরা অনেক বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিলাম। সত্যি বলতে কি, সব বিষয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া যুবকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এক বন্ধু এবং আমার যুদ্ধে যোগদানের অভিজ্ঞতা ছিল। আশা করেছিলাম, অবস্থার একটু উন্নতি হবে। আর মে মাসে, পরীক্ষার ঠিক আগে আমাদের সবাইকে ধরল। মেয়েরাও বাদ গেল না।"

জোয়া দোটানায় পড়ল। ও এমব্রয়ডারি তুলে নিল। ওলেগ্ এমন ভয়ানক বিষয়ে এত বিপজ্জনক কথা বলছিল যা পুনরাবৃত্তি দূরে থাক, শোনাও অন্যায়। অপর দিকে একথা জেনে স্বস্তি লাগছিল যে ওলেগ্ কাউকে ভুলিয়ে ভালিয়ে

অন্ধকার গলিতে নিয়ে গিয়ে তার গলা টিপে মারার দরুণ সাজা পায়নি। জোয়া ঢোক গিলল। "আমি এখনো বুঝতে পারছি না··· তুমি ঠিক কোন্ অপরাধ করেছিলে ?"

"কোন্ অপরাধ করেছিলাম ?" ওলেগ্ সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। কি বড়-সড় চেহারা, আর কি ছোট্ট সিগারেট!

"আমি আগেই বলেছি, আমরা ছাত্র ছিলাম। হাত খরচের টাকায় যখন কুলাত তা দিয়ে মদ খেতাম। পার্টিতে যেতাম। হ্যা, ওরা মেয়েদেরও গ্রেফতার করেছিল। ওরাও পাঁচ বছর পেয়েছিল।" ওলেগ্ ওর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল। "তোমাকেও ঐ রকম পাঠ বর্ষের দ্বিতীয় পরীক্ষার মুখে ধরে নিয়ে এক অন্ধকার কারা কুঠরীতে ঠেলে দিলে, কি করতে ভাবতে পারো ?"

জোয়া এমব্রয়ডারি নামিয়ে রাখল। ওলেগ্ যে ভয়াবহ কাহিনী শোনাবে বলে মনে দুশ্চিন্তা হয়েছিল, দেখা গেল তা আদৌ ভয়ানক নয়। বরং অনেকটা ছেলেমানুষির মত। "তা তোমরা কলেজের ছাত্ররা ওসব করতে কেন ?"

"তার মানে ?" ওলেগ্ হতবাক। "কেন, অসন্তুষ্ট হতে কেন ? কিছু প্রত্যাশা করার দরকারই বা কি ?"

"হায়!" ওলেগ্ হতাশ ভঙ্গীতে হাসল। "আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে এও সম্ভব—আমার জিজ্ঞাসাবাদকারীও ঐ প্রশ্ন করেছিল। ঐ এক ভাষা উচ্চারণ করেছিল। এই চেয়ারটা ভারি আরামদায়ক, তাই নয় ? এর সঙ্গে আমাদের বেডগুলোর কোন তুলনাই হয় না।"

ওলেগ্ সবচেয়ে বেশী আরাম পাওয়ার জন্য নড়েচড়ে বসল। বড় জানলাটার কাঁচের সার্সি দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে ওর চোখ ছোট হয়ে এল।

গোধূলি এগিয়ে আসছিল। কিন্তু দিনটা এমনিতে ম্যাটমেটে হওয়ার ফলে আলোর বিশেষ তফাৎ ঘটল না। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। পশ্চিম আকাশে জমে থাকা মেঘের স্তর জানলার সোজাসুজি এসে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

এতক্ষণে জোয়া ঠিক মত বোনার সুযোগ পেল। ওর বুনতে খুব ভাল লাগে। ওলেগ্ আগে ওর সীবন কলার যেমন প্রশংসা করেছিল, এবার তা করল না। "তোমার · বান্ধবী···তাকেও কি গ্রেফতার করেছিল ?" জোয়া বোনা থেকে মাথা না তুলে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ-এ্যাঁ···হ্যাঁ, করেছিল," ওলেগের কথাটা সম্পূর্ণ করতে সময় লাগল। ও যেন আর কিছু চিন্তা করছিল।

"সে এখন কোথায় ?" "কোথায় ? ও ইয়েনিসি নদী অঞ্চলে আছে।"

জোয়া ওকে একবার চট করে দেখে নিয়ে বলল, "তার সঙ্গে দেখা করার কোন উপায় নেই ?" "আমি সে চেষ্টাই করছি না," ওলেগ্ নিরুৎসাহভরে বলল।

জানালার বাইরে চেয়ে থাকা ওলেগ্‌কে জোয়া ভাল করে দেখল। ও যেখানে থাকে সেখানেই কাউকে বিয়ে করেনি কেন ? ওর মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন এল।

ও বলল, "তার সঙ্গে দেখা করা কি খুব কঠিন ব্যাপার ?'

"আমাদের দুজনের আইন মাফিক বিয়ে হয়নি, সেজন্য দেখা করা কার্যতঃ অসম্ভব। তাছাড়া ···· সেটা অর্থহীনও হবে।"

"তার কোন ফটো আছে ?" "ফটো ?" ওলেগ্ সবিস্ময়ে বলল, "বন্দীরা ফটো রাখার অনুমতি পায় না। ফটো রাখলে তা ছিঁড়ে দেওয়া হয়।"

"তোমার বান্ধবীকে কেমন দেখতে ?" "ওর চুলগুলো কাঁধ অব্দি সোজা নেমেছে, তারপর" ওলেগের চোখ হাসিতে সংকুচিত হল, "আবার ঊর্ধ্বমুখী। তোমার চোখে ঠাট্টা-তামাশার ভাব লেগে থাকে। ওর চোখদুটো একটু বিষণ্ন। মানুষ নিজের ভবিষ্যত অনুমান করতে পারে, তাই নয় ?"

"তোমরা একই শিবিরে ছিলে ?" "না।"

"ঠিক কখন তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল ?" "আমি গ্রেফতার হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে। তখন মে মাস। আমরা দু'জন ওদের বাড়ীর ছোট্ট বাগানে বসে ছিলাম। রাত একটা বাজল। ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম। গলির মোড়ে গাড়ী দাঁড় করানো ছিল। ওদের গেটের কয়েকটা বাড়ী পরেই আমাকে ধরল।"

"আর ওকে ?" "ওকে পরের রাতে।"

"তোমাদের আর কখনো দেখা হয়েছিল ?" "একবার মাত্র। জিজ্ঞাসাবাদ-কারীরা 'মোকাবিলা'র জন্য আমাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। তার আগেই আমার মাথা কামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওরা আশা করেছিল, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেব। আমরা দিইনি।"

ওলেগ্ শেষ হওয়া সিগারেটের টুকরোটা কোথায় ফেলবে ভাবছিল। জোয়া সভাধ্যক্ষের টেবিলে রাখা চক্‌চকে ছাইদানি ইঙ্গিত করে বলল, "ঐখানে ফেলো।" পশ্চিমে জমা হওয়া মেঘ আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে নরম, হলুদ সূর্য প্রায় বেরিয়ে এসেছিল। ওলেগের মুখে পাকাপাকিভাবে লেগে থাকা কঠোর ভাবও ঐ সূর্যের আলোয় নরম দেখাচ্ছিল।

"কিন্তু, তুমি এখন তার সঙ্গে দেখা করো না কেন ?" জোয়া সহানুভূতি ভরে বলল।

"জোয়া," ওলেগ্ একটু ভেবে, দৃঢ় ভঙ্গীতে বলল, "কেন মেয়ে যদি একটুও সুশ্রী হয় শ্রম শিবিরে তার কি দশা হতে পারে তা কি কল্পনা করতে পারো ? শ্রম শিবিরের পথেই তার ছিঁচকে অপরাধীদের দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। যদি তখনো তা না হয় তবে শিবিরে পেঁৗছনো মাত্র হবেই। তারপর শিবিরে প্রথম সন্ধ্যায় শিবিরের পরগাছারা—শিবিরের কাজ-কর্মের হতচ্ছাড়া পর্যবেক্ষকরা, আর যারা র‍্যাশন বিলি করে—তাকে উলঙ্গ করে স্নানাগারে নিয়ে যাবে। তার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে সেখানেই সিদ্ধান্ত করবে সে কার সম্পত্তি হবে। সকাল হওয়ার অনেক আগে ও প্রস্তাব পাবেঃ তুমি ওমুকের সঙ্গে থাকবে, তার বিনিময়ে সাফ-সুতর আর উষ্ম বাসস্থান পাবে। প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করবে? বেচারীকে এমন নির্যাতন করা হবে যে সে হামাগুড়ি দিয়ে এসে যে ওকে নিতে রাজী হবে তাকে নিজেই প্রস্তাব দিতে বাধ্য হবে।" ওলেগ্ চোখ বুজল। "ও মরেনি। বেঁচে আছে। পুরো মেয়াদই খেটেছে। আমি ওকে দোষ দিই না। ওর কথা বুঝতে পারি। কিন্তু .... আমাদের দু'জনেরই আর কিছু করার নেই। সেও একথা বোঝে।"

ক্ষণিক নীরবতা নেমে এল। সূর্য তার পরিপূর্ণ জ্যোতি নিয়ে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ঝলমলে আনন্দের জোয়ার বইল। দূরে পার্কের গাছগুলোর অবয়বরেখা স্পষ্ট হ'ল, আর টেবিল ক্লথের নীল রঙে রোদ ঠিকরে পড়ে জোয়ার সোনালী চুলে নতুন প্রাণ সঞ্চার করল।

"আমাদের একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। একজন বেঁচে আছে। দুটি ছেলে মারা গিয়েছে ··· আর দু'জনের কি হয়েছে জানি না।" ওলেগ একটু পাশে হেলল। চেয়ারটাও সামান্য হেলল। ও দুলে দুলে আবৃত্তি করল: 'ঝড়-তুফানকে তুড়ি দিয়ে ক'জনই বা জেতে, বন্ধুত্বের ডাকে বলো ক'জন কান পাতে' ?"

ওলেগ্ চেয়ার থেকে একটু ঝুঁকে, মেঝেয় চেয়ে বসেছিল। ওর এমনি খাড়া-খাড়া চুলগুলো নানা দিকে সোজা হয়ে ছিল। দিনে দু'বার ওর জল দিয়ে চুল পাট করে রাখতে হয়।

ওলেগ্ কোন কথা বলছিল না। কিন্তু জোয়া যা কিছু শুনতে চেয়েছিল তা তার শোনা হয়ে গিয়েছে। ওলেগ্ ওর মূল প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছে। ও চিরকালের জন্য নির্বাসিত বটে, কিন্তু ও খুনে নয়। ও বিবাহিতও নয়, কিন্তু সেটা ওর পাপের জন্য নয়। এত দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও ও প্রাক্তন বাগদত্তা সম্পর্কে যে রকম নরম এবং সহৃদয় ভাবে কথা বলছিল তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ও যথেষ্ট কোমল হৃদয়।

জোয়াও কথা বলছিল না। ও চোখ তুলে একবার ওলেগ্‌কে দেখল। আরেকবার। না, ওলেগের অবয়বের কোথাও সুন্দর কিছু নেই। তবু ওকে কুৎসিত বলতেও ইচ্ছে করে না।

দিদিমার মুখের কথাই হ'ল: 'সুন্দর বরের গলায় দড়ি, ভাল বরের পায়ে পড়ি'। ওকে যা কিছু সহ্য করতে হয়েছে তা থেকে ওলেগের যে দুটো গুণ জোয়া'র কাছে স্বতঃ প্রতিভাত তা হ'ল, স্থায়িত্ব আর দৃঢ়তা। ওর দৃঢ়তা অনেক যাচাই পেরিয়ে এসেছে। জোয়া এত দৃঢ়তা আর কোন পুরুষের মধ্যে দেখেনি।

বুনতে বুনতে জোয়ার হঠাৎ মনে হ'ল ওলেগ্ ওকে লক্ষ্য করছে। জোয়াও মুখ না তুলে দেখল। ওলেগ্ জোয়া'র মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে, ভাব গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করল: 'কারে বা ডাকা চলে, কারে ভাগ যাচা,—যে দুঃসহ সুখ-ভোগ শুধু প্রাণে বাঁচা'।"

"কিন্তু তুমি ত' ইতিমধ্যে তার ভাগ দিয়েছ," জোয়া অস্ফুটে উচ্চারণ করল। ওর চোখে হাসি। জোয়ার ঠোঁটদুটো লিপস্টিক রাঙানো নয়। ঠিক গোলাপীও

নয়। সিঁদুর আর কমলা রঙের মাঝামাঝি। প্রায় ফিকে আগুন রঙের।

প্রাক-প্রদোষের নরম, হলুদ সূর্যের আলো ওলেগের লম্বাটে, অসুস্থ ভাব লেগে থাকা মুখে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করেছিল। ঐ উষ্ণ আলোকিত লগ্নে ও বাঁচতে কৃতসঙ্কল্প, আদৌ মরবে না।

গীটার বাদক যেমন একটা বেদনাময় গান শেষ করে নতুন আনন্দের সুর ধরার আগে মাথা ঝাঁকায়, ওলেগও তেমনি মাথা ঝাঁকাল। "জোয়া, আজকের দিনটা তুমি একটা প্রকৃত উৎসবের দিন করে তুলতে পারো, পারো না? নার্স আর ডাক্তারদের সাদা কোট দেখে চোখ পচে গিয়েছে। আমি শহুরে সুন্দরীকে দেখতে ব্যাকুল, যেমনটি আমি এ পর্যন্ত উশ-টেরেকে দেখিনি।"

"আমি তোমার জন্য কোথায় সুন্দরী খুঁজে বেড়াই বলো ত'?" জোয়া কপট-সরল ভাবে বলল। "তুমি ঐ কোটটা খুলে ফেলে এখানে একটু ঘুরে বেড়ালেই হবে।"

ওলেগ্ চেয়ার সরিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াতে হবে, দেখাল। "আমি এখন ডিউটিতে আছি। কোট খোলার নিয়ম নেই ..."

সম্ভবতঃ অতক্ষণ ধরে গুরু-গম্ভীর বিষয়ে আলোচনার পর অস্তগামী সূর্যের আভায় ঘরে যে রঙ লেগেছিল তা জোয়া'র মনও রাঙিয়েছিল। ও মুখে যাই বলুক না কেন, ওলেগের কথা মত সম্রাজ্ঞীর মত বিচরণ করার বাসনা ওর পক্ষে চেপে রাখা অসম্ভব। এবং তাতে যে কোন দোষ নেই, তাও ও জানে।

এমব্রয়ডারি সরিয়ে রেখে ও ছোট্ট মেয়ের মত চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে কোটের বোতামগুলো খুলতে লাগল। তড়িঘড়ি খোলার জন্য ও সামান্য সামনে ঝুঁকল। যেন হেঁটে বেড়াবে না, দৌড়বে।

ও একটা আস্তিন বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "টানো!" ওলেগ্ আস্তিনটা টেনে খুলল। "এবার এটা!" ও নর্তকীর মত পাক খেয়ে ওলেগের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। ওলেগ্ অপর আস্তিনটাও খুলে ফেলল। সাদা কোট খুলে ওলেগের পায়ের কাছে পড়ল আর জোয়া......এক মডেলের মত কখনো মাথা অনেকটা পেছনে হেলিয়ে, দু'হাত পাখার মত মেলে, কখনো মাথা সোজা এবং হাত স্বাভাবিক ভাবে প্রলম্বিত রেখে ঘুরে বেড়াল।

ওলেগ্ ওর কোট বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক বিস্ময়ে দেখছিল। জোয়া কয়েকবার পদচারণা করে দু'বাহু প্রসারিত করে দাঁড়াল। ওলেগ্ সোল্লাশে বলে উঠল, "তোফা! চমৎকার!"

টেবিল ক্লথের নিঃসীম উজ্বেক্ নীল রঙের আভা নরম রোদে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে ওলেগের মনে গতকাল থেকে লেগে থাকা অনুসন্ধান আর আবিষ্কারের মেজাজ ত্বরিত করেছিল। যত আঁকাবাঁকা, উদ্ভট, চিরাচরিত বাসনা নতুন করে দেখা দিচ্ছিল। এক যুগের ওপর অব্যবস্থিত, অসুরক্ষিত এবং কদাকার জীবনের পর আরামদায়ক ঘরে নরম আসবাবে অধিষ্ঠান ওর নবলব্ধ আনন্দের অঙ্গ। তার ওপর স্রেফ দূরে থেকে তারিফ করা নয়, দু'চোখ ভরে জোয়াকে দেখার

আনন্দ যে অভাবনীয় সৌভাগ্য। যে ওলেগ্ মাত্র দু'সপ্তাহ আগে মরতে চলেছিল তার পক্ষে জোয়ার মনের সামান্যতম অংশ দখল করতে পারা যে কল্পনাতীত সৌভাগ্য!

বিজয়িনী জোয়া নিজের চতুর গুরুত্ব জাহির করার ভঙ্গীতে আগুন-রঙ ঠোঁঠ দুটি নাড়ল। ও যেন কোন গোপন কথা চেপে রাখছে। ও জানলায় গিয়ে পোঁছল। সেখানে ঠোঁটের ঐ ভঙ্গী করে ওলেগের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

ওলেগ্ উঠল না। বসে রইল। কিন্তু ঘন কালো চুলওলা ওর মাথাটা যেন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জোয়ার কাছে পেঁাছতে চাইছিল।

জোয়া এমন এক শক্তিতে সমৃদ্ধ যার নামকরণ অসম্ভব, কিন্তু লক্ষণ গুণে তার সনাক্তকরণ সম্ভব। যে শক্তি প্রয়োগ করে ভারী ভারী আসবাব নাড়াচাড়া করা যায় এ তার থেকে পৃথক এমন এক ক্ষমতা যা জবাবে পূরক শক্তি দাবী করে। পূরক শক্তির অধিকারী ওলেগ্ সানন্দে ওর প্রতি স্পর্ধা করতে সক্ষম। শরীর সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর জীবনের চাহিদাগুলিও ফিরে আসছিল। সবক'টি চাহিদাই।

"জো-য়া, জো-য়া," ওলেগ্ ছন্দ করে বলল, "তুমি তোমার নামের অর্থ জানো?"

"জোয়া মানে প্রাণ," জোয়া চটপট জবাব দিল, যেন এক শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে। নামের অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য ও জানলায় একটা কনুই ভর করে দাঁড়াল।

"জোয়া নামের উৎপত্তি 'জু' অর্থাৎ বন্য প্রাণী জগত। অর্থাৎ আমরা যে বন্য প্রাণী সম্ভূত, এটা তারই ইঙ্গিত। বন্য পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এই নিবিড় সম্বন্ধ কি তুমি কখনো অনুভব করেছ?"

জোয়া ওলেগের মতই হাল্কা মেজাজে হেসে জবাব দিল," পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের কিছু মিল আছে বৈকি। আমরাও ওদের মত ছোটদের খাওয়াই-দাওয়াই, বড় করি……কেন, তাতে কি দোষ আছে?"

হয়ত জোয়ার এখানেই গল্প শেষ করা উচিত ছিল। কিন্তু ওলেগের নিরবচ্ছিন্ন, মনের অন্তস্তলে পেঁাছনো প্রশংসায় মাতোয়ারা জোয়ার পক্ষে তখন থামা ছিল অসম্ভব। ফি শনিবার রাতের নাচে শহুরে ছোকরাদের জাপটা-জাপটিতে কখনই এ অভিজ্ঞতা হয় না। ও হঠাৎ দু'বাহু প্রসারিত করে, দু'হাতে তুড়ি বাজিয়ে, সারা শরীর আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে সম্প্রতি প্রদর্শিত জনপ্রিয় ভারতীয় ছায়াছবির সুর ধরল, "আ-ও-য়া-রা হুঁ! উঁ-উঁ-উঁ! আ-ও-য়া-রা……"

ওলেগের মুখ সঙ্গে সঙ্গে মেঘলা হ'ল। "না, জোয়া, ঐ গানটা গেও না, প্লিজ!"

মুহূর্তে জোয়ার হাবভাবে কড়া নিয়ম-নিষ্ঠা ফিরে এল। এক মুহূর্ত আগে যে ওই সারা দেহ বাঁকিয়ে গান গাইছিল, তা কে অনুমান করবে?

"এটা ত' 'ভবঘ্রে' [হিন্দি 'আওয়ারা'] ছবির গান," জোয়া বলল, "তুমি দেখনি ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।" "চমৎকার ছবি, তাই নয় ? আমি ত' দ্'বার দেখেছি (জোয়া আসলে চারবার দেখেছিল)। তোমার ভাল লাগেনি ? ভবঘ্রেটির জীবনের সঙ্গে তোমার জীবনের বেশ সাদৃশ্য আছে······"

"আদৌ নেই !" ওলেগ্ ভ্রূকুটি করল। ওর ম্খে যে আনন্দের আভা ফ্টেছিল তা অন্তর্হিত হ'ল। হল্দ স্র্যের নরম আলো আর সে আভা ফিরিয়ে আনতে পারছিল না। ওকে অস্স্থই দেখাচ্ছিল।

জোয়া বলল, "মানে, আমি বলতে চাই, ভবঘ্রেটিও সবে জেল থেকে বেরিয়েছে। ওরও সারা জীবন পণ্ড হয়েছে।"

"ওটা স্রেফ একটা ভাঁওতা। ভবঘ্রেটা আসলে এক মার্কামারা 'পরজীবী' অপরাধী।" [র্শ কারা ব্যবস্থায় পর-শ্রমজীবী অপরাধীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। প্রশাসনের অঙ্গ স্বর্প এই 'পরজীবী'রা রাজনীতিক অপরাধী সহ সব কয়েদীকে নির্যাতন করে]

জোয়া নিজের সাদা কোটের জন্য হাত বাড়াল। ওলেগ্ উঠে দাঁড়াল। হাত দিয়ে ভাঁজ ঠিক করে, জোয়াকে কোট পরতে সাহায্য করল। "তোমার ঐ ভবঘ্রেটার মত মান্ষকে ভাল না লাগার কারণ ব্ঝতে পারছি," জোয়া বলল। ও মাথা নিচু করে ওলেগ্কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, কোটের বোতাম আঁটতে লাগল।

"আমি ঐ ধরণের মান্ষকে ঘেন্না করি।" ওলেগের দৃষ্টি জোয়াকে পেরিয়ে প্রসারিত। ম্খে নিষ্ঠ্র ভাব। চোয়াল দ্টো শক্ত হয়ে এসেছে। "ওরা শ্ধ্ পরজীবীই নয়, মন্ষ্যর্পী শ্বাপদ। গত তিরিশটি বছর ধরে এ গান শ্নিয়ে শ্নিয়ে আমাদের কান ফ্টো করে দেওয়া হচ্ছে যে, ওরা সংশোধিত হচ্ছে এবং অধ্না ওরা প্রায় আমাদের সামাজিক স্তরে পেঁাচেছে। কিন্তু বাস্তবে ওদের কাজের পদ্ধতি হিটলারের পদ্ধতিরই মত। অশালীন কথাগ্লো বর্জন করে তার নির্গলিতার্থ হ'ল, 'তোমার পড়শীকে ন্যাংটো করে যখন মেরে মৃতপ্রায় করা হচ্ছে তখন তুমি হাত গ্টিয়ে নিজের পালা আসার অপেক্ষায় বসে থাকো।' আধমরা মান্ষকে পাশবিক শক্তিতে লাথি মেরে ওরা সবচেয়ে বেশী উল্লসিত হয়। আর ঐ ঘৃণ্য পরজীবীদের কুকীর্তিগ্লি ভাবাল্তার মোড়কে সাজিয়ে নীতি কথা হিসেবে পরিবেশিত হয়। এমন কি ছায়াছবির গানে ওদের প্রশস্তি গাওয়া হয়ে থাকে।"

"কি ধরনের নীতি কথা ?" জোয়া প্রশ্ন করল। ওর প্রশ্নে নিজের অজ্ঞতার দর্ণ গ্লানিবোধ পরিস্ফ্ট।

"এ কাহিনীর সবটুকু বলতে একশো বছর লেগে যাবে, জোয়া। ঠিক আছে, একটুখানি বলছি, শোনো।" ওলেগ্ এসে জোয়ার পাশে, জানালার ধারে দাঁড়াল। ও জোয়ার একটা বাহ্ ধরল। ওর ভাবটা এমন, যেন এক বয়ঃপ্রবীণ

অল্প বয়সী ব্যক্তিকে কিছু বোঝাচ্ছে। "এই পরজীবীগুলো নিজদের নীতিজ্ঞান সম্পন্ন অপরাধী হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করে। ওরা নাকি ভিখারীদের সম্পত্তি চুরি করে না, ওরা কয়েদীদের 'পবিত্র প্রাণ ধারণের সামগ্রী' অর্থাৎ মৌলিক র‍্যাশন ছিনিয়ে নেয় না, ইত্যাদি। অথচ ওরা আসলে ঐগুলি বাদে আর সবই চুরি করে। যেমন ধরো ১৯৪৭-এ ক্রাস্নোইয়ারস্ক্ বন্দী চালান শিবিরে আমাদের কুঠরীতে এমন একটি বন্দীও ছিল না যার কাছে চুরি করার মত জিনিষ ছিল। আবার কয়েদীদের অর্দ্ধেকই ছিল পরজীবী। এই পরজীবীদের দারুণ খিদে পেয়েছিল। ওরা কয়েদীদের রুটি আর চিনি ছিনিয়ে নিয়ে খেতে লাগল। কয়েদীদের সংমিশ্রণটি ছিল এই প্রকার ঃ প্রায় অর্দ্ধেক পরজীবী, বাকি অর্দ্ধেক জাপানী যুদ্ধবন্দী, আমরা দু'জন রুশ রাজনৈতিক বন্দী, আর একজন অতি নামজাদা উত্তর মেরু অঞ্চলের পাইলট। পাইলট বেচারী বন্দী অবস্থায় জেলে পচলেও, মেরু সাগরের একটা দ্বীপ তার নাম আজও বহন করে। এক নাগাড়ে তিন দিন ধরে পরজীবীরা নির্দয়ভাবে আমাদের সবার সব খাবার-দাবার ছিনিয়ে খেল। আমাদের খাবারের একটা দানাও থাকত না। জাপানীরা তাই একজোট হয়ে একটা ফন্দি আঁটল—ওদের মস্ত বড় সুবিধে, ওদের একটা কথাও আমরা বুঝতাম না। মাঝ রাতের ছুঁচ-পড়া-নিঃশব্দের মধ্যে ওরা এক সঙ্গে ঘুমানোর কাঠের তক্তা থেকে উঠে পড়ে 'বানজাই!' হুংকার দিয়ে পরজীবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যা বেদম পেটা পিটল, তা যদি তোমায় দেখাতে পারতাম!"

"তোমাদেরও পিটেছিল?" "না। আমাদের পিটবে কেন? আমরা ত' ওদের রুটি ছিনিয়ে নিইনি। সে রাতে আমরা নিরপেক্ষ থাকলেও আমাদের সহানুভূতি ছিল ঐ গৌরবময় জাপানী সৈন্যদের প্রতি। সকালে শৃংখলা ফিরে এল। আমরা আবার পুরো র‍্যাশন পেলাম। কিন্তু কারা প্রশাসন তারপর কি করল জানো? অর্দ্ধেক জাপানীকে ঐ কুঠরী থেকে সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় আরো পরজীবী আনল। এবার পরজীবীরা জাপানীদের চেয়ে দলে ভারী হ'ল। ওদের নিজেদের ছুরি ত' ছিলই, তাছাড়া আরো কিছু হাতিয়ারও দেওয়া হয়েছিল। আদিম নরপশুগুলো জাপানীদের মেরে খুন করতে চাইছিল। পাইলট আর আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমরা দু'জন জাপানীদের হয়ে লড়লাম।"

"রুশদের বিরুদ্ধে লড়লে?"

ওলেগ্ জোয়া'র বাহু ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোয়াল দুটো কঠোর। "ঐ পরজীবীগুলোকে আমি রুশ মনে করি না।"

ওলেগ্ এক হাত তুলে চোয়ালে রাখল। চোয়ালের লম্বা, কাটা দাগটায় হাত বোলাতে লাগল। যেন ক্ষত পরিষ্কার করছে। কাটা দাগটা চোয়াল থেকে ঘাড় অব্দি লম্বা। "তখনই ওরা আমার এই দশা করেছিল।"

ছায়ামূর্তি আবার………

শনিবার রাতের ব্যবধানেও টিউমার কমার বা নরম হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। বিছানা থেকে ওঠার আগেই পাভেল তা টের পেল। কাজাক্ বুড়ো ওর কাণের ওপর এমন বিশ্রী কাশছিল যে পাভেলের অনেক আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বুড়োর কাশি ভোরে শুরু হয়ে সারা সকাল চলে।

ঘষা কাঁচের মত ম্যাটমেটে, বাতাসহীন দিন ফুটছিল। পরশু আর গতকালও এই রকম ছিল। এতে মনের নিরানন্দ ভাব বাড়ে। কাজাক্ মেষ পালকটি ভোরে উঠে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বেড়ে বাবু হয়ে বসেছে। আজ ডাক্তাররা রাউণ্ড দেবে না। রশ্মি-চিকিৎসা কিংবা ব্যাণ্ডেজ পাল্টানোর জন্য কারো ডাক পড়বে না। মেষ পালক সারা দিনই বসে থাকুক না। চিরকেলে কুটিল ইয়েফ্রেম আবার গোমড়ামুখো টলস্টয়ে নাক ডুবিয়েছে। ও থেকে থেকে উঠে যথারীতি পায়ের চাপে বেডগুলোকে ঝাঁকিয়ে ঘরময় পায়চারি করছিল বটে, কিন্তু কারো পেছনে লাগছিল না। পাভেলের পেছনে ত' লাগছিলই না।

হাড্ডিচুষকে দেখা যাচ্ছে না। হয়ত চলে গিয়েছে। ভদ্র, মিষ্টি স্বভাব ভূতাত্ত্বিক যুবকটি কাউকে বিরক্ত না করে তার ভূতাত্ত্বিক কেতাব পড়ছে। অপর রোগীরাও শান্ত হয়ে আছে।

আজ কাপা দেখা করতে আসবে। কথাটা মনে পড়ে পাভেলের খুব ভাল লাগল। কাপা, অবশ্য, কোন বাস্তব সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু পাভেল ওকে মনে জমে থাকা কথাগুলো বলে হাল্কা ত' হতে পারবে। সেই অনেক। কাপাকে বলবে, ইন্‌জেকশনে কোন কাজই হয়নি; ওয়ার্ডের লোকগুলো যে কি বিশ্রী, আর ওর কি যে খারাপ লাগছে তাও জানাবে। কাপা সমবেদনা জানাবে। ওর তাতে ভাল লাগবে। ও হয়ত কাপাকে পরের বার একটা বই নিয়ে আসতে বলবে, কোন আধুনিক হাল্কা ধরণের বই। বার্চ্ গাছের ছত্রাক সেবন বিধি লিখে নেওয়ার জন্য গতকাল এক ছোকরার থেকে পেনসিল ধার নিতে হয়েছিল; ঐ রকম বিশ্রী পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য কাপাকে ওর নিজের ফাউণ্টেন পেনটাও নিয়ে আসতে বলবে। আর, হ্যাঁ, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, কাপাকে বার্চ ছত্রাক সংগ্রহ করার জন্য খবর নিতে বলবে।

আর যাহোক এ জগত অসীম। যদি ডাক্তারি চিকিৎসায় কাজ না হয়, অন্য কিছু পরখ করে দেখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল নিজেকে 'মানুষ' বলে অনুভব করতে হবে, যে মানুষের 'ম' অক্ষরটা হবে বিরাটাকার। অর্থাৎ আশাবাদী মানুষ।

পাভেল, কিন্তু, ক্রমে এখানে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। দুপুরের খাওয়ার পর ও গতকালের কাগজে অর্থমন্ত্রী জাভেরেভ্-এর বাজেট বক্তৃতা পড়া শেষ করল। আজকের কাগজটা আসতে দেরী হয়নি। ডিওম্‌কা প্রথম

কাগজটা পেয়েছিল। কিন্তু ওর অনুরোধে ডিওম্‌কা ওকে দিয়ে দেয়। কাগজে ফ্রান্সের মেঁদে-ফ্রাঁস সরকারের কথা জেনে খুশি-খুশি লাগল। (কুচক্রী মেঁদে-ফ্রাঁসের উচিত শিক্ষা হয়েছে। ওই ত' কুখ্যাত প্যারী চুক্তির হোতা) পাভেল ইলিয়া এরেনবুর্গ-এর দীর্ঘ প্রবন্ধটা অবসর মত পড়ার জন্য রেখে দিল। (পাভেল এরেনবুর্গের লেখার সামাজিক তাৎপর্যের অত্যন্ত কদর করে। যুদ্ধের পর থেকে এরেনবুর্গের লেখায় কিছু বিপথগামী প্রবণতা দেখা গিয়েছে বটে, কিন্তু জাতীয় স্তরের খবরকাগজগুলোতে সময় মত তা খণ্ডনও করা হয়েছে) ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির জানুয়ারী মাসের অধিবেশনে গৃহীত মাংস এবং দুগ্ধজাত সামগ্রীর উৎপাদনে ত্বরিত বৃদ্ধি আনয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লক্ষমাত্রা পূরণ সংক্রান্ত আরেকটি প্রবন্ধে মন দিল।

এভাবে দিন কেটে গেল। পরিচারিকা এসে জানল, ওর স্ত্রী এসেছে। বেডের রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের ওয়ার্ডের ভেতরে আসার অনুমতি থাকলেও পাভেল কাপাকে বেডে দেখা করতে দেওয়ার অনুমতি দাবী করতে পারল না। তাছাড়া হতচ্ছাড়া, চুপসিয়ে যাওয়া রোগীগুলোর মাঝখানে কাপাকে ডেকে আনার চেয়ে ও নিজে হলঘরে গিয়ে অনেক সহজভাবে কথা বলতে পারবে। ও একটা পশমী স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে নিচে চলল।

চব্বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের পরও খুব অল্প পুরুষই পাভেলের মত গভীরভাবে স্ত্রীকে ভালবাসে। সারা জীবনে ও সত্যিই আর কারো এত প্রগাঢ় সান্নিধ্যে আসেনি, কারো সঙ্গে অত মন খুলে সফলতার আনন্দ ভাগাভাগি কিংবা সমস্যায় আক্ষেপ করেনি। বুদ্ধিমতী, উদ্যমশীলা কাপা ওর প্রকৃত বান্ধবী। পাভেল প্রায়ই গর্ব করে বন্ধুদের বলত, গোটা গ্রাম পরিষদের চেয়ে কাপা বেশী বুদ্ধি ধরে। পাভেলের কখনো কাপার সঙ্গে বিশ্বসঘাতকতা করার ইচ্ছে হয়নি। কাপাও বেইমানি করেনি। এটা একটা পরিহাস হলেও সত্যি যে যেসব স্বামীরা সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে অনেকখানি উঠে আসেন তাঁরা অবধারিতভাবে নিজেদের যৌবনের দিনগুলোর প্রসঙ্গ উঠলে বিব্রত বোধ করেন। পাভেলরা যে স্তরে আরম্ভ করেছিল তা থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছে। পাভেল আর কাপা একই সিমাই উৎপাদন কারখানায় কর্ম-জীবন শুরু করেছিল। পাভেল ঐ কারখানায় ময়দা মাখার কাজ করত। ওদের বিয়ের আগেই পাভেল কয়েকটি কারখানার শ্রমিক সংগঠন সমিতির সদস্য পদে উন্নীত হয়েছিল। তারপর যুব কমিউনিস্ট লিগ-এর সদস্য হওয়ার ফলে ও সোভিয়েত শ্রমিক সংগঠন সুদৃঢ় করার ভার পেয়েছিল। তার এক বছর পরে কারখানার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। এই বছরগুলির মধ্যে ওদের দু'জনের দৃষ্টিকোণে প্রভেদ জন্মায়নি, বদলায়নি ওদের সর্বহারা বর্গের প্রতি সমবেদনা। উৎসবের দিনে ওদের ঘরে পানীয় থাকলে, এবং অতিথিরা সরল, সর্বহারা বর্গের মানুষ হলে, পাভেলরা তাদের কারখানায় ব্যতীত শ্রমজীবন স্মরণ করে জোর গলায় পুরানো দিনের শ্রমজীবীদের গান গাইত।

হৃষ্টপুষ্ট কাপা রুপালী-শেয়ালের চামড়ার কোটে দেহ ঢেকে, ব্রীফকেসের মত বড় লেডিজ্ ব্যাগ আর খাবার-দাবারে ঠাসা বাজারের থলি নিয়ে, হলের উষ্ণতম কোণে একটা বেঞ্চিতে তিনজনের সমান জায়গা জুড়ে বসেছিল। ও নরম, উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে স্বামীকে চুম্বন করে, নিজের কোটের প্রান্ত বিছিয়ে তাকে বসতে দিল।

"একটা চিঠি আছে," কাপা বলল। ওর ঠোঁটের কোণা কুঁচকিয়ে উঠল। ওটা কাপার এক পরিচিত ভঙ্গী। পাভেল সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করল যে, চিঠিটা অপ্রীতিকর। কাপা স্থির মতি, যুক্তি পরায়ন স্ত্রীলোক। ওর শুধু একটা মেয়েলি দোষ আছে, যা কখনই সারবে না ঃ ও কোন কথা শুনলে, তা সে ভালই হোক বা মন্দই হোক, সঙ্গে সঙ্গে তা বলে ফেলে।

"বেশ, তাহলে চিঠির কথাই শুনি," পাভেল আহত কণ্ঠে বলল, "ব্যাপারটা যদি অত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে ওটাই আগে শোনা যাক।"

পাভেলকে সব কথা বলে কাপা ভারমুক্ত হ'ল। ও আবার সাধারণ মানুষের মত সহজভাবে কথা বলতে পারবে। "এটা, অবশ্য, তেমন কোন ব্যাপার নয়, পরেও বলতে পারতাম," কাপা বলল, "তুমি কেমন আছো, বলো ? ভালো আছো ? আমি ইন্জেকশনের কথা জানি। নার্সকে শুক্রবার ফোন করেছিলাম, পরশু সকালেও করেছি। কোন খারাপ কিছু শুনলে আমি সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসতাম। ওরা বলল, ইন্জেকশন নেওয়ার ফলে তোমার একটুও অসুবিধে হয়নি, তাই ত' ?"

"না, ইন্জেকশন নিয়ে আমার কোন অসুবিধেই হয়নি," নিজের কষ্ট-সহিষ্ণুতায় তুষ্ট পাভেল জানাল, "কিন্তু আমার অসুবিধের কারণ এখানকার পরিবেশ, কাপা, এখানকার পরিবেশ !" ইয়েফ্রেম আর হাড্ডিচুষ থেকে নিয়ে ওয়ার্ডের যা কিছু বিরক্তিকর এবং ভব্যতার নিষেধ লঙ্ঘনকারী মনে হত, সবই একত্রে মনে ভিড় করে এল। কি নিয়ে অভিযোগ আরম্ভ করবে স্থির করতে না পেরে, ও আক্ষেপের সুরে বলল, "তবু যদি একটা পৃথক পায়খানা থাকত তাতে কিছুটা সুবিধে হত ! এখানকার পায়খানাগুলো বিশ্রী। পৃথক পৃথক খুপরির ব্যবস্থা নেই। সবাই সবাইকে দেখতে পায় !" (সাধারণ স্নানাগার বা পায়খানা ব্যবহার করতে হলে অপরের ওপর কর্তৃত্ব করা যায় না। পাভেল কর্মস্থলে সাধারণ কর্মচারীদের পায়খানা ব্যবহার করা এড়াতে আরেক তলার পায়খানায় যায়)

ঐ পরিস্থিতি পাভেলের পক্ষে কত বিরক্তিকর এবং ওর যে এসব কাউকে বলে হাল্কা হওয়া দরকার তা বুঝে, কাপা পাভেলকে বাধা দিল না, বরং নতুন নতুন অভিযোগ, এমন কি যেসব অভিযোগের কোন সদুত্তর দেওয়া অসম্ভব—যেমন, "এই ডাক্তারগুলোকে কেন মাইনে দেওয়া হয় বলতে পারো ?"—বলে হাল্কা হতে দিল। ও সবিস্তারে প্রশ্ন করল, ইন্জেকশনের সময় কেমন লাগছিল, তারপরে কেমন. টিউমারের সম্প্রতিক

অবস্থা কেমন ইত্যাদি। কাপা এমন কি স্কার্ফ খুলে টিউমারটা দেখল। বলল, অতি সামান্য পরিমাণে কমেছে।

পাভেল জানত, কমছে না। তবু কেউ যদি বলে টিউমারটা কমছে, তা শুনে ভাল লাগে। "যাক, অন্ততঃ বাড়েনি, কি বলো?"

"না, না, মোটেই বাড়েনি," কাপা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত।

"ইন্‌জেকশনে যদি বাড়াটা ঠেকানো যেত..." পাভেল প্রায় অশ্রু-সজল স্বরে বলল, "যদি কোনমতে টিউমারের বৃদ্ধি রোধ করা যেত। এভাবে আরেক সপ্তাহ বাড়তে থাকলে কি যে হবে..." না, ওর তা জানা নেই। অন্তহীন অন্ধকারের দিকে তাকানোর ক্ষমতা ওর নেই। কি যে বিশ্রী পরিস্থিতি। সব চিকিৎসাই যেন উল্কা গতিতে এ-ঘাট ও-ঘাটে ব্যর্থ ফিরে বেড়ানোর সমতুল। "আগামীকাল একটা ইন্‌জেকশন হবে। বুধবার আরেকটা। কিন্তু তাতেও যদি ফল না হয়, তখন কি করব কি জানি..."

"তখন মস্কো যেতে হবে," কাপা জোর দিয়ে বলল, "আর দু'টো ইন্‌জেকশনের ফলাফল দেখে সিদ্ধান্ত নেব। প্রয়োজন হলে তোমাকে মস্কোর প্লেনে তুলে দেব। তুমি ত' শুক্রবার ওদের ফোন করার পর তোমার মত পাল্টালে। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে শেন্‌ডিয়াপিন্‌কে ফোন করেছিলাম। আলিমভ্‌-এর সঙ্গে দেখাও করেছি। আলিমভ্‌ নিজে মস্কোতে ফোন করেছে। জানা গিয়েছে কিছু দিন আগেও তোমার রোগের চিকিৎসা একমাত্র মস্কোতেই হত। সব রোগীকে মস্কো পাঠানো হত। তারপর এখানেই চিকিৎসা আরম্ভ হ'ল। স্থানীয় চিকিৎসকদের গুণমান বৃদ্ধির জন্য, আর কি। যাই বলো, ডাক্তারগুলো এক হতচ্ছাড়া জাত। কোন্ সাহসে ওরা মানুষের চিকিৎসায় সফলতা সম্পর্কে বৃত্তান্ত, চিকিৎসা নয়, কারখানার উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের মত পরিবেশন করে, বলতে পারো? তুমি আমাকে যা খুশি ভাবতে পারো, কিন্তু ডাক্তারগুলোকে আমি একটুও দেখতে পারি না।"

"ঠিকই বলেছ," তেতো হয়ে যাওয়া মনে পাভেল বলল, "আমিও এখানকার সবাইকে ঐ কথাই বলি।"

"শিক্ষকদেরও আমি সহ্য করতে পারি না!—মাইকা'র যা দশা হয়েছে সেজন্য আমি ওদের ওপর বিরক্ত। আর, লাভ্রিক-এর কথাই ভাগো না"

পাভেল চশমা মুছল। "আমি যখন একটা স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলাম সে সময় এরকম হলে তার কারণ বুঝতে পারতাম। তখন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরা আমাদের কর্তৃত্ব মানতে চাইতেন না। ওঁদের একজনও, আমাদের পক্ষে ছিলেন না। ওঁদের শাসনে রাখাই ছিল আসল সমস্যা। কিন্তু এখন ত' যতদূর জানি আমাদের ওঁদের ওপর আস্থা রাখা এবং ওঁদের থেকে ভাল কাজ প্রত্যাশা করার কথা।"

"ওসব কথা থাক। এখন শোনো, তোমাকে মস্কোয় পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ জটিলতা দেখা দেবে না। অর্থাৎ আমাদের পথ আগাছায় পুরো-

পুরি ঢেকে যায়নি, এখনো চেষ্টা করলে চলা যাবে। আলিমভের কথায় ওরা তোমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে রাজী হয়েছে। তোমাকে রাখার একটা ভাল জায়গাও খুঁজে বের করবে। এবার তুমি কি বলো—তৃতীয় ইনজেকশনটার জন্য অপেক্ষা করবে?"

কাপা যে পরিকল্পনা করেছে তাতে অব্যবস্থার সম্ভাবনা নেই বুঝে পাভেলের মন মরা ভাব কাটল। হাসপাতালের এই ভ্যাপসা কোটরে নির্জীবের মত মৃত্যুর দিন গোণার চেয়ে যেকোন ব্যবস্থাই শ্রেয়। পাভেলের পরিবারের সবাই আজীবন উদ্যমশীল এবং কেজো বলে পরিচিত। ওরা অগ্রণী ভূমিকা না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হতে পারে না।

আজ তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন নেই। পাভেল যত দীর্ঘ সময় ওয়ার্ডে না ফিরে কাপার সঙ্গে কাটাতে পারে ততই তা ওর কাছে আনন্দবর্ধক। বাইরের দরজাটা বারবার খোলা আর বন্ধ করা হচ্ছিল বলে পাভেল শীতে কাঁপছিল। কাপা নিজের শাল খুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিল। ভাগ্যগুণে অপর বেঞ্চি-গুলোয় বসে থাকা মানুষগুলো বেশ সভ্য-ভব্য গোছের। ওদের মাঝে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতে অসুবিধে হবে না।

ধীরে একটা একটা বিষয়ে আলোচনা শেষ করে ওরা পাভেলের অসুস্থতার ফলে ব্যাহত হওয়া ওদের জীবনের কয়েকটি দিক সম্পর্কেও আলোচনা করল। ওরা যে একটি মাত্র বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে গেল তা হ'ল ওদের মাথার ওপর ঝুলন্ত সেই বিরাট অশুভ সম্ভাবনাটা - অর্থাৎ সবচেয়ে অশুভটা যদি সবচেয়ে অশুভ রূপেই দেখা দেয়, তবে? তার মোকাবিলা করার মত ওদের কোন পরিকল্পনা নেই, কোন ব্যবস্থা বা নিদেশাবলীও তৈরী নেই। ওরা সেই অশুভের জন্য নেহাৎই প্রস্তুতিহীন, মূলতঃ এই কারণে যে ওরা ঐ সম্ভাবনাকে আমলই দেয় নি। পাভেল যদি মারা যায়ই তাহলে ওদের বাড়ী আর সম্পত্তির কি হবে, এ প্রশ্ন কখনো কখনো কাপার মনে উঠেছে বটে, কিন্তু ওরা দুজন এমনই এক আশাবাদী পরিমণ্ডলে জীবন কাটিয়েছে যে ঐ সম্ভাবনা স্মরণ রেখে মরীয়ার মত সম্পত্তি বণ্টনের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা করে নিজেদের আরো মন মরা করার চেয়ে সমস্যাগুলো জট পাকিয়ে রেখে দেওয়াই ভাল মনে করেছে।

কাপা টেলিফোনে যেসব শুভেচ্ছা পেয়েছে ওরা যে সম্পর্কে গল্প করল। শিল্প পর্ষদ থেকে পাভেলের সহকর্মীরা শুভেচ্ছা জানিয়েছে। পাভেল গত বছরের আগের বছর কারখানার বিশেষ বিভাগ [কে. জি. বি'র ছদ্মনাম] থেকে শিল্প পর্ষদে বদলি হয়েছিল। (পাভেলের শিল্প নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। ও এক 'সংকীর্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ' মাত্র নয়। ইঞ্জিনীয়ার আর অর্থনীতিবিদরা কারিগরি দিক দেখে। ওর কাজ তাদের ওপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা) সহকর্মীরা ওকে পছন্দ করে। ওরা ওর জন্য অত চিন্তিত, তা জেনে ভাল লাগে।

ওরা পাভেলের অবসর ভাতা সম্পর্কেও কথা বলল। গোপন ব্যক্তিগত তথ্য বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে সুদীর্ঘ এবং নিষ্কলঙ্ক সেবা সত্ত্বেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে পাভেল তার জীবনের স্বপ্ন উচ্চপদস্থ কর্মীদের প্রাপ্য 'ব্যক্তিগত' অবসর ভাতা সম্ভবতঃ পাবে না। ও এমন কি পদস্থ অসামরিক কর্মীদের, মোটা অঙ্কের এবং যা অনেক বেশী সুবিধাজনক বয়সে প্রদান শুরু হয়, লোভ পাওয়ানোর মত অবসর ভাতাও পাবে না, যেহেতু ওকে সে প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও ও ১৯৩৯ সালে সামরিক উর্দি পরার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারেনি। দুঃখের ব্যাপার বটে। আবার গত দু'বছরের অস্থির পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দুঃখের ব্যাপার বলা চলে না। যাহোক ওটাকে অন্ততঃ শান্তির মূল্য চোকানো বলা চলে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এবং গৃহসজ্জার নতুন ঢঙে উত্তরোত্তর প্রকট জনগণের উন্নততর জীবন-মানের সাধারণ চাহিদার কথাও বাদ গেল না।

কাপা ওদের ফ্ল্যাটের কথা তুলল। পাভেলের চিকিৎসায় যদি সুফল হতে দীর্ঘ কাল লেগে যায়—ওদের বলা হয়েছিল দেড় থেকে দু'মাস লাগবে—সেই সুযোগে কিছু মেরামতি এবং অদল-বদল করে নেওয়া যাবে। বাথরুমের একটা পাইপ ত' অনেক আগেই বদলানো দরকার ছিল, রান্নাঘরের বেসিনটা সরিয়ে অন্য জায়গায় লাগাতে হবে, পায়খানার দেওয়ালগুলোতে মোজেক্ টালি লাগাতে হবে, এবং পাভেলের ঘর আর খাবার ঘর নতুন করে রঙ না করলেই নয়। আগের রঙ বদলে নতুন রঙ চাই—এর মধ্যে ঠিক কোন্ রঙ লাগাবে কাপা তা চিন্তা করছিল—এবং তার সঙ্গে দেওয়ালে সোনালী বর্ডার টানতে হবে, যার আজকাল খুব চল হয়েছে। পাভেলের তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা বিরক্তিকর প্রশ্ন উঠল। যদিও ঐ কাজগুলো করার জন্য সরকারই শ্রমিক পাঠাবে এবং তাদের মজুরি দেবে সরকার, ঐ শ্রমিকরা অবধারিত ভাবে ফ্ল্যাটের মালিকের থেকে বাড়তি মজুরি আদায় করে নেবে—হ্যাঁ, চাইবে'না, আদায় করে নেবে। এ নয় যে শ্রমিকরা বাড়তি মজুরি পেলে পাভেলের তাতে ঈর্ষা হবে, যদিও নিজের হকের টাকা ঐ ভাবে খরচ হয়ে যাওয়া প্রকৃতই লজ্জাকর, তবু নীতিটাই এ ক্ষেত্রে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং পীড়নকারী প্রশ্ন। ঐ বাড়তি মজুরি ওর দিতে হবে কেন? ও নিজে যে ন্যাড়া মাস মাইনে, তার সঙ্গে বোনাসও আছে বটে, তা ছাড়া আর কিছু পায় না, এবং কখনো কারো কাছে বখশিশ বা বাড়তি মজুরি চায়নি, তার কি মূল্য? আর এই অসাধু শ্রমিকগুলো, যাদের আজকাল হামেশাই দেখা পাওয়া যায়, এত অর্থ-লোলুপ হয়ে উঠেছে কেন? এ ব্যাপারে ওদের কোন রকম ছাড় দেওয়ার অর্থ নীতি ভঙ্গ করা ত' বটেই, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সহ তাবৎ পাতি-বুর্জোয়া জগতকে তাদের অপ্রাপ্য সুযোগ-সুবিধে দেওয়া। এ প্রশ্নটা যখনই ওঠে তখনই পাভেল নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

"আজকালকার শ্রমিকদের শ্রমের মর্যাদাবোধ নেই কেন বলো ত', কাপা ? আমরা যখন সিমাই কারখানায় কাজ করতাম তখন ত' কাজের নতুন নতুন শর্ত তুলে আমাদের পর্যবেক্ষককে চাপ দিয়ে বেশী মজুরি আদায়ের চেষ্টা করতাম না। না, কোনমতেই আমরা ওদের ভ্রষ্ট হতে দিতে পারি না। এ ঘুষের চেয়ে কিছু কম নয় !"

কাপা পাভেলের সঙ্গে একমত হ'ল। কিন্তু তার সঙ্গে মন্তব্য করল যে, কাজ শুরু এবং কাজের মাঝামাঝি অবস্থায় যদি ওদের ভদকা পান করার পয়সা না দেওয়া হয় শ্রমিকরা তাদের মনের ঝাল মেটাতে এমন বিশ্রীভাবে কাজ সারবে যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পাভেলরাই। "আমি শুনেছি এক অবসর-প্রাপ্ত কর্নেল শ্রমিকদের বাড়তি মজুরি না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের একটি বাড়তি কোপেক্ ও দেব না !' একটি শ্রমিক কি করেছিল জানো, কর্নেলের বাথরুমের নর্দমার নলে একটা মরা ইঁদুর, ঢুকিয়ে দিয়েছিল। জল ঠিক মত বেরোত না, আর কি যে ভয়ানক দুর্গন্ধ…"

না, ওরা ফ্ল্যাটের মেরামতির ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। যে দিক থেকেই দেখা না কেন জীবন ভারি জটিল।

ইয়ুরি'র কথা উঠল। ইয়ুরি ওদের বড় ছেলে। ইয়ুরি বড় নরম। ও পাভেলের মত জীবনের যথাযোগ্য দখল নিতে শেখেনি। ওকে আইন কলেজে দেওয়া হয়েছিল। কলেজ থেকে পাশ করে বেরোনোর পর পাভেল ওকে একটা ভাল কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একথা না মেনে উপায় নেই যে ইয়ুরি ঐ ধরনের কাজের পুরোপুরি উপযুক্ত নয়। কি করে নিজের স্থিতি সুরক্ষিত করতে হয় বা কি করে উপকারী যোগসূত্র জোগাড় করতে হয় সে ধারণা নেই। এখন যে চাকরি সূত্রে সফরে গিয়েছে হয়ত সেখানেও অনবরত ভুল করছে। ঐটাই পাভেলের দুশ্চিন্তা। কিন্তু কাপা ওর বিয়ে নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়েছে। বাপ ওকে মোটর গাড়ী চালানো শিখিয়েছে, ব্যক্তিগত ফ্ল্যাটও— যা জনগোষ্ঠী ধরনের ফ্ল্যাটের চেয়ে খানদানি—জুটিয়ে দেবে; কিন্তু ও যাতে বিয়ের ব্যাপারে ভুল না করে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবে কি করে ? ইয়ুরি এমনই হাঁদা ছেলে যে হয়ত কোন বস্ত্র কারখানার সাধারণ মেয়ে বয়ন কর্মী ওকে অনায়াসে পটিয়ে বিয়ে করে নেবে। তড়িঘড়ি বিয়ে নথিভুক্ত করার দপ্তরে খাতায় সই করা খুবই সহজ কাজ, কিন্তু তাতে শুধু ইয়ুরির জীবনই নষ্ট হবে না, গোটা পরিবার এবং ওর জন্য পরিবারের এত বছরের পরিশ্রমও পণ্ড হবে। শেণ্ডিয়াপিনদের মেয়ের কথাই ধরা যাক। মেয়েটা ত' শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে তার এক সহপাঠীকে প্রায় বিয়েই করে ফেলেছিল। ছেলেটা নেহাৎই গেঁয়ো ভূত। তার মা আবার এক মামুলি যৌথ খামারের চাষী। শেণ্ডিয়াপিনদের অমন সুন্দর ফ্ল্যাট, সৌখীন আসবাবপত্র, কত হোমড়-চোমড়া লোকের আনাগোনা, আর তাদের মাঝখানে মাথায় সাদা

স্কার্ফ জড়িয়ে বসবে এই বুড়ী, যাকে মেয়ের শাশুড়ী বলে পরিচয় করাতে হবে। হয়ত বুড়ীর পাসপোর্ট ও নেই। [অন্তর্দেশীয় পরিচিতি পত্র যা ব্যতিরেকে সোভিয়েত নাগরিকরা স্বদেশেও খুশিমত ঘুরে বেড়াতে কিংবা চাকরি বদল করতে পারে না। শহুরে মানুষের সাধারণতঃ এই পরিচিতি পত্র থাকে। কিন্তু যৌথ খামারের কর্মীদের থাকে না। অর্থাৎ তাদের খুব অল্প সময়ের বেশী গ্রামের বাইরে কাটানোর উপায় নেই] খুব বরাত জোর শেণ্ডিয়াপিনরা হবু জামাইকে রাজনৈতিক দিক থেকে ধিকৃত করার ব্যবস্থা করে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছিল। নইলে কি হত, কে জানে।

আভিয়েৎ-এর (ডাক নাম 'আভে' আর 'আল্লা') কথা আলাদা। আভিয়েৎ মেয়েটি পাভেল-কাপা'র পরিবারের হীরের টুকরো। এক স্কুলে পড়ার সময় সাধারণ দুষ্টুমি ছাড়া পাভেলরা এমন কোন ঘটনা মনে করতে পারে না যেখানে আভিয়েৎ ওদের দুঃখ বা উদ্বেগের কারণ হয়েছে। ও সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং উদ্যমশীল। জীবনের স্বরূপ চেনে এবং তার মোকাবিলা করতে জানে। ওর পদক্ষেপ লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয় না। ওর সম্পর্কে দুশ্চিন্তাও নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গের গুরুত্ব নির্বিশেষে ওর পদক্ষেপ একই রকম নির্ভুল হয়। বাপ-মায়ের কাছে ওর একটাই অভিযোগ, ওর নাম। ও বলে, "আমার ভাল নাম স্রেফ 'আল্লা' রাখতে পারোনি ? শব্দের চাতুরি আমার ভাল লাগে না।" অথচ ওর পাসপোর্টে পরিষ্কার লেখা আছে 'আভিয়েৎ পাভলোভ্না'। ও পছন্দ না করলে কি হবে, নামটা সত্যিই ত' কত মিষ্টি। ওর ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। বুধবার মস্কোয় বিমানে উঠবে। নিশ্চয় সোজা হাসপাতালে আসবে।

নাম নিয়েও কত ঝঞ্ঝাট। পরিস্থিতি বদলায়, নাম বদলায় না। এখন লাভ্রিক ও তার নাম নিয়ে অসুবিধেয় পড়েছে। ও যতকাল স্কুলের ছাত্র ছিল ঐ অসুবিধে দেখা দেয়নি। কেউ ওর নাম নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেনি। কিন্তু এ বছরের শেষ দিকে ও নিজস্ব পাসপোর্ট পাবে। পাসপোর্টে ওর নাম লেখা থাকবে লাভ্রেন্তি পাভ্লোভিচ্। [স্ট্যালিনের ক্রূর আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী বেরিয়া'র ও ঐ নাম। বেরিয়া পরে বৃটিশ গুপ্তচর হিসেবে অভিযুক্ত হন। জুলাই ১৯৫৩ তে বেরিয়াকে গুলি করে মারা হয়] অথচ লাভ্রিকের নামকরণের সময় পাভেলরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই লাভ্রেন্তি পাভ্লোভিচ্ নাম রেখেছিল। ওদের মুখের কথাই ছিল, "বেরিয়া'র নামে ওর নামকরণ হোক। বেরিয়া স্ট্যালিনের অনুরক্ত যোদ্ধা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মন্ত্রী। লাভ্রিক সব দিক থেকে বেরিয়া'র মত হতে পারবে।" কিন্তু এত বছর পরে পরিস্থিতি বদলিয়ে গিয়ে 'লাভ্রেন্তি পাভ্লোভিচ্' নামটা জন সমক্ষে উচ্চারণ করাই বিপজ্জনক। যাহোক লাভ্রিক সামরিক বিদ্যালয়ে যোগ দিচ্ছে বলে বাঁচোয়া। সেনা দলে পদবীটাই শুধু ব্যবহৃত হয়।

অনেকে কানাঘুষা করে, বেরিয়া'র ব্যাপারটা ঐ রকম করে শেষ করা হ'ল

কেন? শেণ্ডিয়াপিনরাও তাই ভাবত, যদিও অপরিচিত মানুষদের সামনে ঐ প্রসঙ্গ তুলত না। বেশ, একথা না হয় ধরে নেওয়া গেল যে বেরিয়া আসলে এক জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া, দুর্মুখো গুপ্তচর আর ক্ষমতোলোভী মানুষ ছিল। তাহলে ওর গোপন বিচার করে গোপনেই গুলি মারো না, জনসাধারণকে অত-শত জানানোর কি দরকার? তাদের আস্থা নড়বড়ে করার কোন্ দরকার ছিল? এর ফলে ওদের মনে সন্দেহ দেখা দেবে না? সব চুকে যাওয়ার পর অল্প কয়েক স্তরের কর্তা ব্যক্তি অব্দি পেঁছিয় এমন এক গোপন চিঠিতে সব কথা জানিয়ে দিলেই ত' ভাল হত। আর খবর কাগজগুলোর জন্য বেরিয়া হঠাৎ হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে মারা গিয়ে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদাসহ কবরস্থ হলেই ভাল হত না?

সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান, ছোট মেয়ে মাইকা'র কথাও উঠল। মাইকা আর আগের বছরগুলোর মত এবছর পাঁচের মধ্যে চার পায়নি। ওর নাম কৃতী ছাত্রীদের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকে এই প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর অব্দি, মাইকা একটি মাত্র শিক্ষিকার কাছে সারা সময় পড়ত। শিক্ষিকাটি ওকে এবং ওর বাপ-মাকে চিনতেন। মাইকা খুব ভাল পড়াশোনা করত। কিন্তু এ বছর থেকে নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক ডজন শিক্ষক-শিক্ষিকা সপ্তাহে মাত্র এক ঘণ্টায় একটা করে পড়া শেখাচ্ছেন। তাঁরা কোন ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যক্তিগত-ভাবে চেনেন না, ঘড়ির কাঁটা আর পঠনের নির্ঘণ্ট চেনেন। এই নতুন পরিবর্তন শিশু মনে কি যে বিরাট ধাক্কা দেয়, তার চরিত্র গঠনের কত যে ক্ষতি করে, তা কি ওঁরা কখনো ভেবে দেখেছেন? কাপা তা বলে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। অভিভাবক সমিতির মাধ্যমে স্কুলে অব্যবস্থা রোধের চেষ্টা করবে। এছাড়া, নতুন সংস্কার প্রবর্তনের ফলে স্কুলে শৃঙ্খলা ভেঙে সহ-শিক্ষা প্রবর্তন করার কি দরকার ছিল? ছেলে এবং মেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা প্রকৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে স্বীকৃত, তুলে দেওয়া কি ঠিক হয়েছে? এরই নাম সোভিয়েত শিক্ষা-বিজ্ঞান!

ওরা আরো এটা-ওটা সম্পর্কে গল্প করে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিল। কিন্তু ওদের গল্প কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। ওরা তা মুখে না বললেও দু'জনই মনে মনে বুঝতে পারছিল যে আর যা হোক ওদের গল্পে একটা অবাস্তবতা জড়িয়ে আছে। পাভেলের মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। ওরা যে ঘটনাগুলো এবং মানুষ সম্পর্কে গল্প করছিল তাদের বাস্তবতা সম্পর্কেও ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কোন কিছু করতেও ভাল লাগছিল না। ওর যা সত্যিই ইচ্ছে করছিল তা হ'ল, নরম বালিশে টিউমারটাকে কিছুটা আরাম দিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া।

কিন্তু কাপা জোর করে গল্প চালিয়ে যাচ্ছিল। তার কারণ ওর হ্যাণ্ডব্যাগে আগুনের মত জ্বলতে থাকা একটা চিঠি। কাপা চিঠিটা সেদিন সকালে

পেয়েছে। চিঠি পাঠিয়েছে কাপার ভাই মিনাই, 'ক—' শহর থেকে। ঐ 'ক'তেই পাভেল-কাপার যৌবন কেটেছে, বিয়ে হয়েছে, ছেলেপিলেও হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ওরা আর 'ক'তে ফিরে যায়নি। ওরা 'ক'তে নিজেদের ফ্ল্যাট মিনাই-এর নামে বদল করার ব্যবস্থা করেছিল।

কাপা বুঝতে পারছিল যে চিঠিতে বিধৃত সংবাদটি গ্রহণ করার মানসিক অবস্থা বর্তমানে স্বামীর নেই। কিন্তু ঐ কথাটা ত' যেকোন সাধারণ বন্ধু-বান্ধবকে বলে শান্তি পাওয়া যায় না। গোটা শহরে এমন কেউ নেই যাকে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সহ কথাটা বলা চলে। স্বামীকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য যা কিছু করণীয় কাপা সে সবই করেছে। এবার ওর নিজেরই একটা ভরসার স্থল দরকার। ও বাড়ী ফিরে একা-একা কথাটা হজম করতে পারবে না। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হয়ত কেবল আভিয়েৎকে বলা চলে। ইয়ুরি'র কথাই ওঠে না। কিন্তু আভিয়েৎকে বলার আগে একবার স্বামীর মতামত জেনে নেওয়া ভাল নয় ?

অপর দিকে ওর যত বেশীক্ষণ গল্প করতে হচ্ছিল পাভেল ততই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, আর কাপার ঐ গুরুত্বপূর্ণ কথাটা ওকে বলা ততই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল।

ক্রমে কাপার বিদায় নেওয়ার সময় কাছে এল। ও বাজারের থলে থেকে বের করে স্বামীকে দেখাতে লাগল কি কি খাওয়ার জিনিষ এনেছে। ওর ফার-কোটের হাতা দুটো এত চওড়া যে ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাতে অসুবিধে হচ্ছিল।

কাপার আনা খাবার-দাবার দেখে পাভেলের মনে পড়ল যে ওর বেডের পাশের টেবিলে এখনো অনেক খাবার জমে আছে। খাবার-দাবারের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা ওর আজ প্রথমে তোলা উচিত ছিল হঠাৎ তা মনে পড়ে গেল ঃ অর্থাৎ বার্চ গাছের ছত্রাক, চাগা। যাদুবিদ্যার মত কার্যকর চাগা, চাগা সম্পর্কে চিঠি, চিঠির প্রেরক ডাক্তারটি—হয়ত আসলে হাতুড়ে বদ্যি, তা হোক—এবং মধ্য রাশিয়ায় চাগা সংগ্রহ করার জন্য কাকে বলা যায়, এ বিষয়ে সময় নষ্ট না করে চিন্তা-ভাবনা করা যে কত জরুরী, ইত্যাদি বলতে বলতে পাভেল সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

"আরে, 'ক' শহরে বাড়ীর কাছাকাছিই ত' বার্চ গাছে ভর্তি·· মিনাই-কে বললে, সে ব্যবস্থা করে দেবে না ? মিনাইকে লেখো। আমাদের পুরানো বন্ধু-বান্ধবদেরও লেখা যেতে পারে। আমার এই অবস্থা দেখে হয়ত ওরা সবাই সাহায্য করতে চাইবে।"

কাপার পক্ষে চিঠির কথা তোলা সহজতর হ'ল। পাভেল নিজেই মিনাই আর 'ক'-এর কথা তোলায় সমস্যা একটু কমল। কাপা চিঠিটা বের করল না।

কারণ চিঠির মর্মার্থ মন ভেঙে দেওয়ার মত। ও ওখানে বসে হ্যান্ডব্যাগের মুখ খোলা-বন্ধ করতে লাগল।

"জানো, পাশা," কাপা বলল, " 'ক' শহরে তোমার বিষয়ে এত খোলাখুলি কথা বলা ঠিক হবে না। মিনাই লিখেছে, অবশ্য তা সত্যি নাও হতে পারে, রোডিচেভ্ নাকি আবার 'ক'-তে ফিরে এসেছে। মনে হয়। ও······পু-ন-র্বা-সিত হয়েছে। তা কি হওয়া সম্ভব ?"

ঘৃণ্য 'পুনর্বাসিত' শব্দটি উচ্চারণ করে, মুখ নিচু করে হ্যান্ডব্যাগের মুখের ফাঁস খুলে চিঠি বের করতে করতে কাপা সেই মুহূর্তটা দেখতে পেল না যখন পাভেল হঠাৎ কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ঘৃণ্য 'পুনর্বাসিত' শব্দটি উচ্চারণ করে, মুখ নিচু করে হ্যান্ডব্যাগের মুখের ফাঁস খুলে চিঠি বের করতে করতে কাপা সেই মুহূর্তটা দেখতে পেল না যখন পাভেল হঠাৎ কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"এ কি হ'ল ?" কাপা বলে উঠল। চিঠিটা পেয়ে ও যত আতঙ্কিত হয়েছিল পাভেলের অবস্থা দেখে হ'ল তার চেয়ে বেশী। "অমন করছ কেন ?"

পাভেলের দেহ বেঞ্চিতে হেলান দেওয়ার জায়গায় হেলে পড়েছিল। নারী-সুলভ মমতায় কাপা নিজের শালটা পাভেলের দেহে আরো আঁট করে জড়িয়ে দিল।

"কথাটা হয়ত সত্যি নয়," কাপা মজবুত হাতে পাভেলের কাঁধ জড়িয়ে ধরল। তারপর এক হাত পাভেলের কাঁধে রেখে, অপর হাতে হ্যান্ডব্যাগ খুলতে খুলতে কাপা বলল, "হয়ত কথাটা সত্যি নয়। মিনাই নিজে দেখেনি। কিছু লোক বলছে···"

পাভেলের ফ্যাকাশে ভাব ক্রমশঃ কেটে গেল। তবু সারা দেহে, বিশেষতঃ কোমরে আর কাঁধে দুর্বলতা লেগে ছিল। হাত দুটোও খুব দুর্বল লাগছিল। টিউমারটা যেন মাথাটাকে অনবরত এক দিকে টানছিল। "আমাকে একথা জানালে কেন, কাপা ?" ও দুর্বল কাতরোক্তি করল, "এমনিতেই কি আমার যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে না ?" অশ্রুহীন কান্নায় ওর মাথা আর বুক দু'বার কেঁপে উঠল।

"ক্ষমা করো, পাশা, আমাকে ক্ষমা করো!" দু'হাতে পাভেলের কাঁধ জড়িয়ে ধরা, সিংহের কেশরের মত ফুলে থাকা, কোঁকড়ানো, তামাটে চুলওলা মাথা ঝাঁকিয়ে কাপা বলল, "সত্যিই আমার মাথা ঠিক নেই। কি মনে হয়, রোডিচেভ্ মিনাইয়ের ঘর আবার দখল করে নিতে পারবে ? কি যে হবে, কে জানে। এর মধ্যে দু'টো এই ধরনের ঘটনা শোনা গিয়েছে, মনে পড়ে ?"

"এর সঙ্গে ঘরের সম্পর্ক কতটুকু ? চুলোয় যাক ঘর। রোডিচেভ্ ঘর নিয়ে নিক গে।" পাভেল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল।

"কি বলছ তুমি, ঘর চুলোয় যাক ? অত কম জায়গায় মিনাই থাকবে কি করে ?"

"তুমি বরং নিজের স্বামীর কথা ভাবো। আমার কি হবে তা কি ভেবে দেখেছ? আর গুন্‌জন-এর···গুন্‌জন-এর কথা কি চিঠিতে কিছু লিখেছে?"

"না। গুন্‌জনের কথা লেখেনি···কিন্তু, সবাই যদি ফিরে আসে তাহলে কি হবে?"

"আমি কি করে জানব, বলো?" রুদ্ধ কণ্ঠে পাভেল বলল, "এই লোক-গুলোকে ওরা কোন্ অধিকারে ছেড়ে দিচ্ছে বলতে পারো? ওদের কি একটুও দয়া-মায়া নেই? ওরা কোন্ সাহসে আমাদের এমন ভয় দেখায়?"

বিচার

আশা ছিল কাপার সঙ্গে দেখা হলে মন চাঙ্গা হবে, কিন্তু কাপা যে খবর শোনাল তাতে পাভেল এত অসুস্থ বোধ করছিল যে মনে হচ্ছিল কাপা না এলেই পারত। সিঁড়ির রেলিং ধরে ওপরে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরছিল, দেহ হিম হয়ে আসছিল। বাইরের কোট আর জুতোর জন্য কাপার ওপরে যাওয়ার অনুমতি নেই। অলস ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এক পরিচারিকা ঐ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখছিল। কাপা তাকে খাবার-দাবারের থলে আর পাভেলকে ওয়ার্ডে পৌঁছিয়ে দিতে অনুরোধ করল। তখন জোয়া ডিউটিতে ছিল। বড়-বড় চোখের অধিশ্বরী জোয়াকে ঐ সন্ধ্যায় প্রথম দেখেই পাভেলের ভাল লাগল। টেবিলের চার দিকে এক গাদা মোটা মোটা খাতা দিয়ে নিজেকে ঘিরে রেখে জোয়া কদাকার চেহারা হাড্ডিচুষের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করছিল। রোগীদের প্রতি সামান্যতম নজর দিচ্ছিল না। পাভেল ওর কাছে এ্যাসপিরিন বড়ি চাইল। ও সোজা জবাব দিল, এ্যাসপিরিন শুধু সন্ধ্যেয় দেওয়া হয়। যাহোক জোয়া ওর জ্বর দেখল। পরে কিছু ওষুধও এনে দিয়েছিল।

ওর সাহায্য ছাড়াই কেউ ওর বেডের পাশের টেবিলে রাখা খাবার-দাবার বদলিয়ে রেখে দিল। পাভেল যেমন চেয়েছিল ঠিক তেমনি করে বালিশে টিউমারটাকে আরাম দিয়ে শুয়ে পড়ল। হাসপাতালের হলেও বেশ নরম বালিশ। ও কম্বল মুড়ি দিল। টগবগ করে ফুটতে থাকা চিন্তারাশির জন্য মাথায় এমন জ্বালা করছিল যে দেহের অন্য অংশে কোন অনুভূতি ছিল না। যেন মাদক সেবনের পরবর্তী অবস্থা। ইয়েফ্রেমের পদাচারণার ফলে কাঠের মেঝে কাঁপছিল। পাভেলও কাঁপছিল। ওয়ার্ডে যে নির্দোষ কথোপকথন চলছিল তা ওর কানে ঢুকছিল না। দিনের আলো যে হঠাৎ বেড়েছে পাভেল তা লক্ষ্য করতে পারল না। সূর্য অস্ত যেতে কিছু বাকি আছে। কোন্ ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে পড়ে ঘর ভরে দিয়েছে। কেমন করে এক একটা ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে পাভেল তাও লক্ষ্য করল না। ও ঘুমোতে থাকল।

হয়ত সবেমাত্র যে ওষুধ খেয়েছে তার গুণে। মাঝে-মাঝে ঘুম ভেঙেও যাচ্ছিল। একবার ঘুম ভেঙে দেখল বাতি জ্বালানো হয়েছে। ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর ঘুম ভাঙল মাঝ রাতে। সারা ওয়ার্ড অন্ধকার আর নিঝুম।

মনে হচ্ছিল ঘুম ওকে চিরতরে ত্যাগ করেছে। নিদ্রা দেবীর আরামদায়ক ওড়না কোথাও খসে পড়েছে। আর ত্রাস ওর বুকের মাঝখানটা ভাইস্-এর মত চেপে ধরেছে।

অনেকগুলি সম্ভাবনা ক্রমশঃ ওর মস্তিষ্কে প্রস্ফুটিত হয়ে ওয়ার্ডের প্রশস্ত অন্ধকারে নাচানাচি করতে লাগল।

ওগুলোকে ঠিক সম্ভাবনা না বলে বরং ত্রাস বলাই সঙ্গত। পাভেলের এই ভেবে ঘুম উড়ে গেল যে আগামীকাল সকালে রোডিচেভ্ পরিচারিকা আর নার্সের ব্যূহ ভেদ করে, ঝড়ের মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে ওকে পেটা আরম্ভ করবে। আইনের বিচার বা সামাজিক ধিক্কারের জন্য পাভেল চিন্তিত নয়। ওর ভয় মার-ধরের। ওর জীবনে মাত্র একবার তা ঘটেছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে, অর্থাৎ স্কুলের শেষ বছরে। ওরা পাভেলকে ধরার জন্য গেটের ধারে অপেক্ষা করছিল। ওদের, অবশ্য, ছোরা-ছুরি ছিল না। কিন্তু সেই থেকে ওর হাড় বের করা কব্জির সব দিক থেকে নির্দয় ঘুষি বর্ষণ সম্পর্কে দারুণ ভয়।

যে মানুষকে অনেক বছর দেখিনি সে মারা গিয়েছে শুনলে তাকে যে যুবাবস্থায় আমরা শেষবার দেখেছি সেই ছবিই মানশ্চক্ষে ফুটে ওঠে, যদিও ইতিমধ্যে কেটে যাওয়া বছরগুলোয় সেও যথেষ্ট বয়স্ক হয়ে থাকার কথা। রোডিচেভের নির্বাসনের পর আঠারোটা বছর কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে তার পঙ্গু, নিদেন বেঁকে প্রায় বিকলাঙ্গ আর বদ্ধ কালা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু পাভেলের মানশ্চক্ষে ফুটে ওঠা রোডিচেভ্ তখনো রোদে পালিশ হওয়া গাত্রত্বক, সুস্বাস্থ্য, অতি মাত্রায় ব্যাটাছেলে, এবং ওদের দুই পরিবারের যৌথ বারান্দায় ডাম্বেল-বারবেল ভাঁজা যুবক হিসেবে দেখা দিল। যেমন তাকে গ্রেফতার হওয়ার আগে শেষ রোববারে পাভেল করতে দেখেছিল। কাপার সহায়তায় চিঠি লিখে পাভেল তার আগেই সে চিঠি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে সোপর্দ করেছিল। উর্দ্ধাঙ্গ অনাবারিত রোডিচেভ পাভেলকে বলেছিল, "পাশা, এসো, আমার হাতের গুলি টিপে দেখো! লজ্জা করো না, জোরে টেপো! আমরা আধুনিক ইঞ্জিনিয়াররা কোন্ ধাতুতে তৈরি তা দেখছ ত'? আমরা ঐ জার্মান বংশের ব্যাটা এডুয়ার্ড ক্রিস্টোফরোভিচ্-এর মত রিকেটে ভোগা নরম তুলতুলে নই। আর তুমি ত' এমনই দুর্বল হয়েছ যে বন্ধ ঘরের মধ্যেই শুকিয়ে মারা যাবে। আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে কারখানার কাজ দেব……উৎপাদনের কাজ। আসবে? আসবে না? হা-হা-হা…"
ও হেঁড়ে গলায় গান করতে করতে হাত-মুখ ধুতে চলল ঃ

"আমরা ছুতোর-কামার দল,
মন আমাদের সুস্থ-সতেজ, দেহে অসুরের বল।"

পাভেলের কল্পনায় এই অসুরের বল সম্পন্ন বিরাটকায় মানুষটি ঘুষি উঁচিয়ে ওয়ার্ডে তেড়ে আসছিল। ও কিছুতেই ঐ অলীক ভীতি কাটাতে পারছিল না।

রোডিচেভ্ আর পাভেল এক সময় বন্ধু ছিল। ওরা একই যুব কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর সদস্য ছিল। দু'জনকে কারখানা থেকে একই ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছিল। পরে রোডিচেভ শ্রমিকদের উচ্চতর বিদ্যালয়, তারপর মহাবিদ্যালয়ে গিয়েছিল। পাভেল শ্রমিক সংগঠন আর শ্রমিক নিযুক্তি বিভাগে কাজ করতে থাকে। প্রথমে বৌদের খিটিমিটি, পরে ওদেরও মনান্তর হ'ল। রোডিচেভ্ অত্যন্ত বেপরোয়া স্বাধীন ভঙ্গী করত, প্রায়ই জনসাধারণের মতের বিপক্ষে মত প্রকাশ করত। দুটি পরিবারের অত স্বল্প পরিসরে, হাত-পা গুটিয়ে থাকাও অসহ্য হয়ে পড়েছিল। ঠোকাঠুকি দ্রুত বেড়ে চলেছিল। এই পটভূমিতে পাভেল চিঠিটা লিখেছিল। ও লিখেছিল, এক ব্যক্তিগত কথোপকথনের সময় রোডিচেভ্ সম্প্রতি বেআইনি হিসেবে ভেঙে দেওয়া 'শিল্প দল'-এর পক্ষে কথা বলেছে এবং কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে একটা অন্তর্ঘাতী গোষ্ঠী গড়ে তোলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে।

পাভেল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে বলেছিল যে রোডিচেভের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে ওর নাম যেন কোনমতেই না ওঠে, বা ওদের দু'জনের মোকাবিলা না ঘটানো হয়। মোকাবিলা বস্তুটাতেই পাভেলের যত ভয়। জিজ্ঞাসাবাদকারীও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে পাভেলের নাম টেনে আনা আইন অনুযায়ী নিষ্প্রয়োজন, এবং মোকাবিলা আবশ্যিক নয়। বরং অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করাই যথেষ্ট। তখন পাভেলের চিঠিটা ফাইলে রাখারও প্রয়োজন হবে না। ফলে অভিযুক্ত রোডিচেভ্ যখন দণ্ডবিধির ২০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অপরাধ কবুল করে নাম সই করবে তখন সে তার অভিযোগকারীর নাম জানতে পারবে না।

সব বখেড়া মসৃণভাবে মিটে যেত যদি না কমিউনিস্ট পার্টির কারখানাস্থিত সমিতির সম্পাদক গুজুন ঝামেলা বাধাত। গুজুন নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের থেকে এই মর্মে এক বার্তা পেল যে রোডিচেভ এক গণশত্রু, সুতরাং তাকে পার্টির কারখানাস্থিত সমিতি থেকে বিতাড়ন করতে হবে। কিন্তু গজুন ওতে টলল না। বলল, 'রোডিচেভ্ আমাদের লোক।' গুজুন অভিযোগ সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখতে চাইল। ঐ ফ্যাসাদ বাধিয়ে গুজুন নিজেই বিপদে পড়ল। দু'রাত পরে গুজুনকেও গ্রেফতার করল। তৃতীয় দিন সকালে রোডিচেভের সঙ্গে গুজুনও বেআইনি প্রতিবিপ্লবী গুপ্ত দলের সদস্য হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত হ'ল।

অভিযোগকারী হিসেবে পাভেলের নাম প্রকাশিত হয়েই পড়ল। কর্তৃপক্ষ যে দু'দিন গুজুনকে স্বমতে আনার চেষ্টা করছিল ওকে জানাতেই হয়েছিল যে পাভেল রোডিচেভের অপরাধের প্রমাণ সরবরাহ করেছে। সুতরাং বন্দী

দশায় গুজুনের যদি রোডিচেভের সঙ্গে দেখা হয়ে থাকে—যেহেতু ওরা একই মামলার আসামী, এটা খুবই সম্ভব যে ওদের দেখা হয়েছে—তবে গুজুন ওকে সবই বলে থাকবে। এই কারণে পাভেল রোডিচেভের অশুভ প্রত্যাবর্তনে, মৃতের অভাবনীয় পুনরুত্থানে, এখন অত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

সম্ভবতঃ রোডিচেভের বৌও আসল কথা আঁচ করতে পেরেছিল। কাপা'র ফন্দি ছিল রোডিচেভের গ্রেফতার হওয়ার পর তার বৌ কাত্‌কা-কে ঘর থেকে বের করে দিয়ে পুরো ফ্ল্যাট দখল করে নেবে। তখন গোটা বারান্দাটাই ওদের হবে। (আজ পেছনে তাকিয়ে হাস্যকর মনে হয় যে ঐ গ্যাস বিহীন ফ্ল্যাটের চোদ্দ বর্গ মিটার আয়তনের একটা ঘরকে ওরা তখন অত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিল। কিন্তু ওরা সত্যিই তা করেছিল। অবশ্য, ছেলেপুলেরাও তখন বেড়ে উঠছিল যে) সব পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে ছকা এবং কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হ'ল। কিন্তু তারা যখন কাত্‌কাকে ঘর থেকে বের করে দিতে এল কাত্‌কা তাদের বোকা বানিয়ে দিল। সে নিজেকে গর্ভবতী বলে দাবী করল। তারা কাত্‌কার ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করল। কাত্‌কা সার্টিফিকেট দেখাল। চমৎকার! ও ওদের ফন্দি আঁচ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিল। গর্ভবতী স্ত্রীলোককে ঘর থেকে উৎখাত করা বেআইনি। পরের শীতের আগে কাত্‌কাকে ঘর থেকে তোলা গেল না। অতগুলো মাস ধরে পাভেলদের ওকে সহ্য করতে হয়েছিল, যার মধ্যে কাত্‌কা সন্তানকে পেটে বয়ে তা প্রসব করল; শুধু ঐটুকু নয়, প্রসবের পর কাত্‌কা মাতৃত্ব জনিত ছুটি উপভোগ করে তবে ঘর ছাড়ল। কাপা, অবশ্য, রান্নাঘরে ওকে জব্দ করত। তাছাড়া, আভেও ওকে বেশ জ্বালাতন করত। আভে'র তখন চার বছর হয়েছে। ও কাত্‌কার সসপ্যানে থুতু ফেলে দিত।

এবার পাভেলের ভয়ের কথা। মৃদু নাসিকা গর্জন হতে থাকা অন্ধকার ওয়ার্ডে চিৎ হয়ে শুয়ে পাভেল সে কথাই ভাবছিল। বারান্দায় নার্সের টেবিলে জ্বলতে থাকা টেবিল-ল্যাম্পের আলো ঘষা কাঁচের দরজা দিয়ে আবছা হয়ে ঘরে ঢুকছিল। নিদ্রাহীন সজাগ মনে পাভেল বিচার করছিল রোডিচেভ্ আর গুজুনের ছায়ামূর্তিতে ও অত আতঙ্কিত কেন? ও আরো যেসব মানুষের অপরাধ প্রমাণ করায় সহায়ক হয়েছে তারা ফিরে এলেও কি ও ভয় পাবে? ঐ এডুয়ার্ড ক্রিস্টোফরোভিচ্-এর কথাই ধরা যাক, যার নাম রোডিচেভ্ একবার বাড়ীর বারান্দায় গল্প করার সময় উল্লেখ করেছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীতে মানুষ হওয়া ইঞ্জিনিয়ার এডুয়ার্ড একগাদা শ্রমিকের সামনে পাভেলকে আহম্মক আর শয়তান বলেছিল। (এডুয়ার্ড পরে স্বীকার করেছিল যে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রবর্তন ওর জীবনের অন্যতম স্বপ্ন) আর ঐ লঘুলিপিকার যে এক অতি হোমড়া-চোমড়া পদস্থ কর্মীর——তিনি পাভেলের মুরুব্বি ছিলেন—বক্তৃতা বিকৃত করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল, কারণ ঐ পদস্থ কর্মী তাঁর বক্তৃতায় যে কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন লঘুলিপিকার সেগুলির বিপরীত কথা লিখে-

ছিল। আর সেই মাথা মোটা হিসাব-রক্ষকটা (ওর নিজের অপরাধ ছাড়া জানা গিয়েছিল যে ওর বাপ ছিল এক পুরোহিত। তারপর ওকে গাঁথতে মাত্র এক মিনিট লেগেছিল)। ইয়েলচানিস্কি আর তার স্ত্রী······আরো কত লোক, তারা ফিরে এলে কি হবে?

পাভেল ওদের কাউকে ভয় পায় না। ও ওদের সবার অপরাধ প্রমাণ করায় সহায়ক হয়েছিল। বছরগুলো পেরনোর সঙ্গে সঙ্গে সাহসে ভরপুর পাভেল আরো খোলাখুলি ভাবে নিজের কাজ করেছিল। দুটো মামলায় ও মোকাবিলাও করেছে, নিজের গলা চড়িয়ে তাদের ধিক্কারও করেছে। সেই সময় ঐ ধরনের কাজ আদৌ লজ্জাজনক মনে করা হত না। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮-এর চমৎকার এবং সম্মানে বাঁচার যোগ্য বছরগুলোতে সামাজিক পরিবেশ ছিল লক্ষ্যনীয় ভাবে পরিশ্রুত। সে পরিমণ্ডলে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া অনেক অনেক আরামপ্রদ হয়েছিল। মিথ্যাচারী আর অপবাদকারার দল, যারা বড় গলা করে কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করত, আর অতি চালাক বুদ্ধিজীবীর ঝাঁক গা ঢাকা দিতে আর মুখে তালাচাবি আঁটতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের জায়গায় নীতিনিষ্ঠ মানুষরা, বিশ্বাসে অটল এবং বিশ্বাসযোগ্য মানুষরা, পাভেল আর পাভেলের বন্ধুরা সসম্মানে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াতে পারত।

দিন বদলিয়েছে! সবকিছু অবিশ্বাস্য রকম অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে! সেদিনের উৎকৃষ্টতম নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনের ইতিহাস আজ ধিকৃত। এক দিন হয়ত পাভেলের নিজের গায়ের চামড়াকে ও ভয় পেতে হবে।

ভয়? যত বাজে কথা! অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে পাভেল এমন একটা ঘটনাও মনে করতে পারল না যেখানে কাপুরুষতার জন্য ওর লজ্জিত হওয়া উচিত। সত্যিই কি ওর কখনো ভয় পাওয়ার মত কিছু হয়েছে? মানুষ হিসেবে ও হয়ত বিশেষ সাহসী নয়, কিন্তু তাই বলে ও কখনো ভীরুর মত আচরণ করেছে এমন একটা ঘটনাও মনে পড়ে না। একথা বলার ও কোন হেতু নেই যে রণাঙ্গণে লড়াই করতে হলে ও ভয় পেত। সোজা কথা হল, ও এক গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিজ্ঞ সরকারী কর্মী ছিল বলে ওকে রণাঙ্গণে পাঠানো হয়নি। একথা বলার হেতু নেই যে ও বোমা পড়া বা বাড়ী জ্বলে যাওয়া দেখে ঘাবড়িয়ে যেত। সত্যি ঘটনা হ'ল বোমা পড়া বা বাড়ী জ্বলে যাওয়ার পর্ব শুরু হওয়ার আগেই ও 'ক' শহর ছেড়ে এসেছিল। তেমনি ওর কখনো আইন বা বিচারের ভয়ে ভীত হতে হয়নি। কারণ ও কখনো আইন ত' ভাঙেইনি এবং সর্বদা আইন এবং বিচার ব্যবস্থাকে সমর্থন এবং সাহায্য করেছে। জনগণের সামনে মুখোস খুলে দেওয়ারও ভয় পেতে হয়নি, কারণ জনগণ সর্বদাই ওর পক্ষে থেকেছে। পাভেলকে আক্রমণ করে লেখা কোন অন্যায্য প্রবন্ধ স্থানীয় খবরকাগজে ছাপার উপায় ছিল না। হয়

কুজ্‌মা ফোতিয়েভিচ্‌ নয় নিল প্রকোফিচ্‌ ছাপতে দিত না। আর জাতীয় স্তরের কোন খবরকাগজ কখনই পাভেলের মত তুচ্ছ ব্যক্তিকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মত নিচে নামত না। ফলে খবরকাগজ সম্পর্কে ভীত হওয়ারও প্রয়োজন হয়নি।

সফর কালে স্টীমারে কৃষ্ণসাগর পারাপার করার সময় পাভেল সাগরের অতল গভীরতায় ও ভয় পেত না। ও উচ্চতায় ভয় পেত কিনা তা পরখ করা সম্ভব হয়নি। কারণ না ছিল ও পাহাড়-পর্বত চড়ার মত আহম্মক, আর না ওর কাজ ছিল সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত।

সম্প্রতি কুড়ি বছরে পা দেওয়া ওর কর্মজীবন গোপন ব্যক্তিগত তথ্য বিভাগ সংক্রান্ত রয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন সংস্থায় বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও কাজটা মূলতঃ একই ধরনের। ঐ কাজ যে কত সূক্ষ্ম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ, আর ওতে যে কত মেধা লাগে তা ঐ কাজের সঙ্গে অ-বিজড়িত মূর্খ এবং আহাম্মকরা জানেনা। এ এমন এক কাব্য যা স্বয়ং কবিরাওআয়ত্ত করতে পারেন নি। জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রতিটি মানুষের নানা প্রশ্ন সম্বলিত অনেকগুলি ফর্ম ভর্তি করতে হয়, যেগুলি দলিল হিসেবে রাখা থাকে। এক একটি ফর্মের এক একটি প্রশ্নের জবাব এক একটি ছোট ছোট তন্তু যা সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে গোপন ব্যক্তিগত তথ্য বিভাগের আঞ্চলিক কেন্দ্রের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে। প্রতিটি মানুষ নিয়তই শ'য়ে শ'য়ে তন্তু ছড়াচ্ছে, অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে লক্ষ্য লক্ষ্য তন্তু। এই তন্তুগুলি সহসা দৃশ্যমান হলে নভোমণ্ডল এক অতি বিশাল ঊর্ণা-জালের রূপ পরিগ্রহ করবে। আর তন্তুগুলি যদি রবার ট্যাগ-এর মত কোন কঠিন পদার্থের আকার নেয় তবে বাস, ট্রাম এমন কি মানুষও গতিহীন হয়ে পড়বে; বাতাসও শহরের পথে পথে ছেঁড়া কাগজের টুকরো আর শরতের ঝরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারাবে। ওরা কঠিন পদার্থের রূপ ত' নেয়ই না, এমন কি ওরা দৃশ্যমানও নয়। তবু সবাই ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সদাই অবহিত। আসল কথা হ'ল, আদর্শ বা নিকষিত সত্যের মত তথাকথিত সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তিগত তথ্য প্রায় অলভ্য। যেকোন জীবিত ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু আপত্তিকর বা সন্দেহদুষ্ট তথ্য সব সময়ই লিপিবদ্ধ করা চলে। কারণ সব মানুষই কিছু না কিছু দোষে দুষ্ট যা সে গোপন করতে সচেষ্ট। একটু খাটলেই সেই ত্রুটিগুলি চোখে পড়তে বাধ্য।

প্রত্যেক মানুষ তার নিজের অদৃশ্য তন্তু সম্পর্কে স্থায়ীভাবে অবহিত থাকে বলে ঐ তন্তুগুলি যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, অর্থাৎ অতি জটিল বিজ্ঞান স্বরূপ গোপন ব্যক্তিগত তথ্য বিভাগের ব্যবস্থাপকগণ এবং কর্তৃত্বের উচ্চাসনে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের প্রতি স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধালু হয়।

অথবা, বাদ্যযন্ত্রের উপমা টেনে বলা যেতে পারে পাভেল যেন জাইলোফোন যন্ত্র হাতে এক শিল্পী যে নিজের পছন্দ বা প্রয়োজন অনুসারে

যে কোন চাবি টিপতে সক্ষম। সবক'টি চাবি এক রকম দেখতে হলেও প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন সুর তোলে।

চাবিগুলি, অর্থাৎ প্রক্রিয়াগুলি, প্রয়োগভেদে অতি সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য সাধক। যেমন পাভেল যদি কোন কমরেডকে বোঝাতে চায় যে ও তার ওপর অসন্তুষ্ট, অথবা স্রেফ তাকে সাবধান করতে চায়, কিংবা বোঝাতে চায় 'তুমি যেমন আছো তেমনি থাকো, আর বেড়ো না', ও সুপ্রভাত জ্ঞাপনের তারতম্য ঘটিয়ে তা প্রকাশ করতে জানে।

কোন ব্যক্তি ওকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করলে (পাভেল কখনই আগে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করবে না, সে দায় অপর ব্যক্তির) পাভেল হয়ত হাসিবিহীন, নিরুত্তাপ এবং দায়সারা গোছের সুপ্রভাত জানাবে। ও এমন কি ভুরু কুঁচকিয়ে তাকাবে —ও এর জন্য অফিসে আয়নার সামনে রীতিমত মহড়া দেয়—এবং একটু দেরী করে জবাব দেবে, যেন ঐ ব্যক্তি সুপ্রভাত সম্বোধিত হওয়ার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে সংশয়। হয়ত অবশেষে লোকটির দিকে নিজের মুখ পুরোপুরি না ফিরিয়ে, বা আদৌ না ফিরিয়ে সুপ্রভাত জানাবে। সুপ্রভাত জ্ঞাপনে এই সামান্য বিলম্ব কিন্তু প্রভূত প্রভাবশালী। এই ধরনের শীতল বা সংশয়দুষ্ট সুপ্রভাতে অভিনন্দিত কর্মীরা কোন্ পাপের দরুণ ঐভাবে অভিনন্দিত হ'ল তা ভেবে মরে। সংশয়ের বীজ একবার প্রোথিত হলে মানুষটি সেই ভ্রান্ত পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকে, যে পদক্ষেপ সম্পর্কে পাভেল তখনো অনবহিত হলেও অচিরে তার গোচরীভূত হতে বাধ্য।

কখনো কখনো আরো কড়া প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হত। কোন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে কিংবা তাকে ফোনে ডেকে অথবা কোন লোক মারফৎ তাকে বিশেষ ভাবে ডেকে, পাভেল বলত, "আগামী কাল সকাল দশটায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?" কেন তাকে ডাকা হ'ল তা জানার জন্য, এবং পাভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার চুকিয়ে ফেলতে একান্ত আগ্রহী মানুষটি অবধারিতভাবে বলত, "আমি এখন আসতে পারি?" পাভেল সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেশহীন জবাব দিত, "না, এখন আসবেন না।" ও কখনই লোকটিকে বলত না, ও তখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছে কিংবা কোন জরুরী বৈঠকে যোগ দিতে চলেছে বলে লোকটির সঙ্গে কথা বলার সময় পাবে না। মানুষটির উদ্বেগ প্রশমিত হওয়ার মত সরল, সিধে কারণ দর্শানো পাভেলের স্বভাব বিরুদ্ধ, এবং প্রক্রিয়াটির মূল কথাই ঐটি। ও স্রেফ বলত, "এখন আসবেন না।" ঐ কথা-ক'টির তাৎপর্য একাধিক এবং তার সবক'টি শুভংকর নয়। অনভিজ্ঞ, ঘাবড়িয়ে যাওয়া মানুষটি জানতে চাইত, "আপনি কি জন্য আমাকে দেখা করতে বলছেন?" ঐ চাতুরিবিহীন সোজা প্রশ্নটির সোজা জবাব না দিয়ে পাভেল মসৃণ কণ্ঠে বলত, "আপনি আগামীকালই জানতে পারবেন।" কিন্তু ঐ সময় থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত যে বিপুল ব্যবধান তার মধ্যে অনেক কিছু ঘটা সম্ভব। তার মধ্যে মানুষটির দিনের কাজ সারা, বাড়ী ফেরা, পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলা,

হয়ত ছায়াছবি ও দেখতে যাওয়া, ছেলেমেয়েদের স্কুলের অভিভাবক সভায় যোগদান, তারপর নৈশ নিদ্রা (কেউ পারে, কেউ পারে না), এবং সবশেষে পরদিন সকালে প্রাতরাশ গলাধঃকরণ, এতগুলি কাজ করতে হয়, আর সারাক্ষণই ঐ একটা কথা তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে, "আমাকে কেন দেখা করতে বলল ?" ঐ দীর্ঘ ব্যবধান মানুষটির মনে অনুতাপ আনয়নের পক্ষে যথেষ্ট সময় এবং অবশ্যই সে ভবিষ্যতে কোন সভায় ওপরওলার সঙ্গে বাদানুবাদ না করার শপথ নেবে। অথচ অবশেষে সকাল দশটায় সাক্ষাৎকারে দেখা যায় শুধু তার জন্ম তারিখ বা তার শিক্ষাগত ডিপ্লোমার ক্রমিক সংখ্যা যাচাই করার জন্য তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

জাইলোফোন যন্ত্রের মত এই প্রক্রিয়াগুলিও তীক্ষ্ণতম চড়া সুরে বাঁধা যায়। "সের্গেই সের্গেভিচ্"—ঐ সংস্থার স্থানীয় অধিকর্তা—"আপনাকে এই ফর্মটি অমুক তারিখের মধ্যে ভর্তি করে এখানে জমা দিতে বলেছেন। পাভেল কোন এক ব্যক্তিকে ফর্মটি দিয়ে ঐ কথা বলত। ওটা সাধারণ ফর্ম নয়। পাভেলের আলমারিতে স্থান পাওয়া ফর্মগুলির মধ্যে দীর্ঘতম এবং সর্বাধিক বিরক্তিকর। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে গোপন ফাইল দেখার অনুমতি লাভের আগে ঐ ফর্ম ভর্তি করতে হত। বাস্তবে হয়ত সের্গেই সের্গেভিচ্ ব্যাপারটির বিন্দু-বিসর্গও জানেন না এবং লোকটিকে আদৌ কোন গোপন তথ্য দেখানো হবে না। কিন্তু সের্গেভিচ্ সম্পর্কে চরম ভীতির দরুন লোকটি পাভলের নির্দেশের সত্যতা যাচাই করার সাহস পাবে কি করে? সে বেপরোয়া ভাণ করে ফর্মটি নেয়, আর গোপন ব্যক্তিগত তথ্য বিভাগের কাছে সে কখনো কোন কথা, লুকিয়েছে কিনা এই উদ্বেগে তার অন্তরাত্মা উদ্বেল হতে থাকে। ঐ ফর্মটির প্রশ্ন জাল থেকে কিছু বাদ পড়ার উপায় নেই। সেরা ফর্ম।

ঐ ফর্মের সাহায্যে পাভেল বহু স্ত্রীলোককে তাদের ৫৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত] ঐ সময় রুশ দণ্ডবিধির রাজনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত মূল অনুচ্ছেদ [স্বামীদের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য করেছে। ঐ স্ত্রীলোকগুলি যত বিবিধ নামে বিবিধ স্থান থেকে দণ্ডিত স্বামীকে খাবার-দাবারের পার্সেল পাঠাক বা আদৌ কোন পার্সেল না পাঠিয়ে স্বামীর সঙ্গে যোগসূত্র গোপন রাখার চেষ্টা করুক না কেন, ঐ ফর্মে বোনা প্রশ্নের জাল এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে ধাপ্পা দিয়ে কাজ হাসিল করা অসম্ভব। ওদের পরিত্রাণের একটি মাত্র পথ ঃ আইন সম্মত এবং চরম বিবাহ বিচ্ছেদ। ঐ ধরনের মামলায় এক বিশেষ সরলীকৃত প্রক্রিয়া অবলম্বিত হত। বিবাহ বিচ্ছেদে দণ্ডিত ব্যক্তির সম্মতি আদায় বা বিবাহ বিচ্ছেদের পরে দণ্ডিত ব্যক্তিটিকে সেই মর্মে জানানো প্রয়োজন হত না। পাভেলও উৎসুক আগ্রহে চাইত, ঐসব ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটুক, সমাজের যৌথ পথ থেকে তখনো সম্পূর্ণ বিচ্যুত না হওয়া রমণীদের কয়েদীর নোংরা থাবা কলুষিত না করুক। প্রশ্নগুলিকে

তেমন ভাবে কাজে লাগানোর প্রয়োজনই হত না। কাজ মিটে যাওয়ার পর সেগেই সের্গেভিচ্‌কে রঙ্গ করে দেখানো হত।

পাভেলের কাজের কাব্যিক দিকটি হ'ল অত্যধিক চাপ না দিয়েও লোকগুলোকে হাতের মুঠোয় নাচানোর আনন্দ।

কারখানার সাধারণ উৎপাদন ব্যবস্থায় পাভেলের রহস্যময়, নিঃসঙ্গ, এবং প্রায় অতিপ্রাকৃত অবস্থিতি ওকে প্রকৃত জীবন প্রক্রিয়ার গভীর সন্তোষ প্রদায়ী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিল। জীবনের যে রূপটি সাধারণের কাছে প্রকট—কাজ-কর্ম, সভা-সমিতি, কারখানার নিজস্ব খবরকাগজ, রাস্তার মোড়ে টাঙানো স্থানীয় শ্রমিক সংগঠনের বিবিধ ঘোষণাবলী, বিবিধ সুযোগ-সুবিধার জন্য দরখাস্ত, কারখানার ক্যানটিন আর ক্লাব—তা আসল নয়। কেবল অনভিজ্ঞ চোখের কাছে তা আসল। জীবনের প্রকৃত দিক নির্দেশিত হয় অপ্রকাশ্যে, হৈচৈ ছাড়া, চুপচাপ অফিসে, টেলিফোনে সাঙ্কেতিক কথোপকথনে, এমন দু'-তিনটি মানুষের দ্বারা যারা পরস্পরকে বোঝে। প্রকৃত জীবন ধারা প্রবাহিত হয় পাভেল আর ওর সহকর্মীদের ব্রিফকেসের গভীরে স্থান পাওয়া ফাইলগুলোর মধ্যে। এই জীবন ধারা হয়ত বছরের পর বছর কোন ব্যক্তিকে নীরবে অনুসরণ করে সহসা এক মুহূর্তে স্বপ্রকটিত হয়। তার পাতাল সাম্রাজ্য থেকে উত্থিত হয়ে অগ্নিবর্ষী জিহ্বা মেলে হতভাগ্যের মস্তক ঝলসিয়ে ছাই করে, কোথায় অন্তর্ধান করে কেউ তা জানে না। তারপর সবই বাহ্যতঃ আবার আগের মত হয়ে যায়—ক্লাব, কাফেটারিয়া, সুযোগ-সুবিধের জন্য দরখাস্ত, কারখানার নিজস্ব খবর কাগজ, কাজ-কর্ম। কিন্তু কর্মীরা যখন কারখানায় হাজিরা দেবার জন্য সারিবন্দী হয়ে দাঁড়ায় দেখা যায় একজন কমেছে। বরখাস্ত, নির্বাসিত কিংবা গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

ওর সূক্ষ্ম কাজের রাজনৈতিক এবং কাব্যিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পাভেলের অফিস ঘর সাজানো। ওটা চিরকালই একটেরে একলা মানুষের ঘর হয়ে আছে। ওর কর্ম জীবনের প্রথম দিকে ঝকঝকে পেরেকের সাহায্যে দরজাটা ওপর থেকে নিচ অব্দি চামড়া মোড়া থাকত। কিন্তু পরে সমাজ অধিকতর সমৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দরজার আগে একটি ছোট্ট, অন্ধকার প্রকোষ্ঠ সংযোজিত হয়েছিল। তিনফুট লম্বা প্রকোষ্ঠটি চাতুরি বর্জিত এক সরল উদ্ভাবন মাত্র। পাভেলের ঘরের দরজা খোলার আগে আগন্তুকের ঐ প্রকোষ্ঠে দু'-তিন সেকেণ্ড কাটাতে হত। সমস্যা-সঙ্কুল সাক্ষাৎকারে আহূত আগন্তুকের ঐ ক'টি সেকেণ্ডই মনে হত স্বল্প কারাবাস। আলো-বাতাসহীন প্রকোষ্ঠে লোকটির মনে যার ঘরে সে ঢুকতে চলেছে তার গুরুত্বের তুলনায় নিজের তুচ্ছতার পরিপূর্ণ চাপ পড়ত। মনে কোন সাহসী, আত্ম-জাহিরী মতলব থেকে থাকলে সে সেই প্রকোষ্ঠেই তা ভুলে যেত।

স্বাভাবিক ভাবেই কোন দলকে কখনো ঢুকতে দেওয়া হত না। শুধুমাত্র

লোক মারফৎ বা টেলিফোনে ডাক পাওয়া ব্যক্তিরা একের পর এক পাভেলের ঘরে ঢুকত। ঘরে ঢোকার এই ক্রমবদ্ধ ব্যবস্থা পাভেলের অফিসের অন্যান্য কাজ-কর্ম নিয়মিত সম্পাদনে উৎসাহ বর্দ্ধক হয়েছিল। সতর্কতা মূলক ঐ প্রকোষ্ঠ ব্যতিরেকে পাভেলের কাজ-কর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হত।

সত্যের সব দিকের দ্বন্দ্বমূলক পারস্পরিক নির্ভরতার স্বতঃসিদ্ধ হ'ল যে কর্মস্থলে পাভেলের আচরণ তার দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করবে। ক্রমশঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের আর ঠেলাঠেলি করা, কোলাহল মুখর জন সমাবেশ ভাল লাগত না। বাস আর ট্রলি বাসে পাভেল আর কাপার চরম বিরক্তি জন্মাল। মানুষগুলোর যেন ঠেলাঠেলি করা ছাড়া কাজ নেই, বিশেষতঃ বাসে ওঠার সময়। তার সঙ্গে সব সময় গালি-গালাজ। নোংরা, তেলচিটে আলখাল্লা গায়ে রাজ মিস্ত্রির আর অন্য শ্রমিকরা এমন করে ওঠে যে ভদ্দর লোকদের কোটে তেল-কালি লেগে যায়। তার ওপর ওরা ওদের মজ্জাগত অভ্যাস দোষে বাসের টিকিট বা খুচরো পয়সা এগিয়ে দেওয়ার জন্য এমন করে কাঁধে চাপড় মেরে কথা বলে যেন সবাই ওদের ইয়ার-বক্সি। অর্থাৎ সবাই ওদের হুকুমের চাকর, আর তা অনন্তকাল ধরে সহ্য করতে হবে। অথচ পাভেলদের বাসস্থান থেকে শহর এত কাছে নয় যে হেঁটে পেঁাছনো সহজ। ওর মত সামাজিক প্রতিষ্ঠাবান মানুষের পক্ষে তা দৃষ্টিকটুও বটে। তাছাড়া পথচারীরা যে কত অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে বসবে তা কে জানে। পাভেলরা তাই ক্রমশঃ মোটরে যাতায়াত করা ধরল। প্রথম প্রথম অফিসের গাড়ী আর ট্যাক্সি, পরে নিজেদের গাড়ী। সাধারণ রেলের কামরায়, এমন কি সংরক্ষিত আসনেও, সফর করা অসহ্য মনে হত—ওসব কামরায় চামড়ার কোট পরা, থলে আর বালতি হাতে যাত্রীর ঠাসাঠাসি হয়। পাভেলরা শুধু সংরক্ষিত কামরায়, অর্থাৎ 'মোলায়েম শ্রেণী'তে, যাতায়াত ধরল। স্বাভাবিক ভাবেই হোটেলে থাকতে হলে পাভেল সংরক্ষিত কামরায় থাকত। জনসাধারণের সঙ্গে কোন হলঘরে জায়গা নেওয়ার বিপজ্জনক প্রয়োজন কখনই ঘটত না। এটাও স্বাভাবিক যে ওরা ঠিক যেকোন বিশ্রামগৃহে যেতে পারত না। ওরা কেবল সেই সব জায়গায় যেত যেখানকার ব্যবস্থাপকরা ওদের চেনে এবং সম্মান করে, আর যেখানকার সমুদ্রতীর এবং ভেতরকার পথঘাট জনসাধারণের নাগাল থেকে বেড়া দিয়ে আলাদা করে রাখা। ডাক্তাররা যখন কাপাকে আরো বেশী হাঁটাহাঁটি করতে পরামর্শ দিয়েছিল তখন এই ধরনের বিশ্রাম গৃহে, ওর সমকক্ষদের মাঝে ছাড়া আর কোথাও হাঁটাচলা করার কথা ভাবাই যায়নি।

তবু পাভেলরা জনগণকে ভালবাসত, মহান রুশ জনগণকে ভালবাসত। জনগণের সেবা করতে, জনগণের জন্য প্রাণ দিতে সদাই প্রস্তুত থাকত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের রক্ত মাংসের মানুষ, সেই অবাধ্য জীব যে সব সময় সবকিছু প্রতিরোধ করে, হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করে, আর অনবরত নিজের জন্য কিছু দাবী করে, একটু একটু করে অসহ্য হয়ে এল।

ওরা সামান্য মাতাল, অবিবেচক এবং অনুপযুক্তভাবে পোষাক পরা মানুষ সম্পর্কে সাবধান হ'ল। বাস-ট্রেনে, বিয়ারের দোকানে, রেল—বাস স্টেশনে ঐ ধরনের লোক আকছার দেখা যায়। ঠিকঠাক পোষাক না পরা মানুষ সব সময় বিপজ্জনক হয়, কারণ তার পোষাকই তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। তাছাড়া, সম্ভবতঃ তার হারানোর মত বিশেষ কিছু নেই, থাকলে পরা পরিপাটি সজ্জিত হত। পুলিশ আর আইন, অবশ্য, ঐ রকম বিশ্রী পোষাক লোকের হাত থেকে পাভেলকে রক্ষা করবে। কিন্তু ওদের সাহায্য অবধারিতভাবে অত্যন্ত পরে এসে পৌঁছবে। অপরাধ ঘটার পর অপরাধীকে সাজা দেবে। ঐ পরিস্থিতিতে পাভেল সত্যিই প্রতিরক্ষাবিহীন। না ওর সরকারী পদ মর্যাদা না গৌরবময় সরকার সেবার ইতিহাস ওকে রক্ষা করতে সক্ষম। লোচ্চাটা হয়ত সম্পূর্ণ অকারণে অপমান করবে, অশ্লীল গালি-গালাজ করবে হয়ত স্রেফ মজা দেখার জন্য ওর মুখে ঘুষি মারবে, ওর স্যুট নষ্ট করে দেবে এমন কি হয়ত জোর করে স্যুটটা খুলেও নেবে।

অতএব সাবা বিশেষ ভয় পাওয়ানোর মত আর কিছু না থাকলেও পাভেল নৈতিক দিক থেকে শ্লথ, আধা-মাতাল, এবং আরো সঠিক ভাবে বলা চলে মুখের ওপর মুষ্টাঘাত সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত ভয় পেতে আরম্ভ করেছিল।

এই জন্যই রোডিচেভ্ ফিরে আসার খবরে পাভেল প্রথমে অত বিচলিত হয়েছিল। মনে হয়েছিল রোডিচেভ্ সর্ব প্রথম যা করবে তা হ'ল ওর মুখে এক বিরাট ঘুষি কষানো। রোডিচেভ্ আর গুজুন ওর বিরুদ্ধে কি আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে পাভেল তা নিয়ে চিন্তিত নয়। আইনের দিক থেকে ওরা পাভেলকে ধরতে পারবে না। পাভেলের বিরুদ্ধে ওদের কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, থাকবেও না। কিন্তু ওরা যদি এখনো জোয়ান-তাগড়া থাকে, আর যদি পাভেলের মুখ ঘুষি মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতলব ওদের মাথায় আসে, তবে কি হবে?

বুদ্ধিদীপ্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 'নব মানব' হিসেবে পাভেলের এ ভীতি জয় করতেই হবে।

না, প্রথমতঃ এ ভীতি হয়ত নিছক কল্পনা প্রসূত। আর যা হোক, রোডিচেভের হয়ত এখন অস্তিত্বই নেই। ঈশ্বর করুন, ও যেন কখনো না ফিরে আসে। ওসব লোকের 'ফেরা'র গল্প হয়ত উদ্ভাবনীশক্তি প্রসূত। পাভেল সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর খোঁজ-খবর রাখে। জীবন ঐ ধরণের নতুন রূপ পাওয়ার কোন আভাস এখনো মেলেনি।

দ্বিতীয়তঃ রোডিচেভ্ যদি ফেরেই সে এখানে না এসে 'ক' শহরে যাবে। তাছাড়া তার পাভেলের পেছনে ধাওয়া করার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে। আবার 'ক' থেকে বিতাড়িত হতে না হয়, একথা স্মরণ রেখে

পা ফেলতে হবে। বিচার করে বোঝা গেল পাভেলের প্রথম অনিচ্ছাকৃত ভীতি একান্তই অহেতুক ত্রাস।

রোডিচেভ্ ওর জন্য খোঁজাখুঁজি করলেও সূত্র ধরে এখানকার নাগাল পেতে বেশ কিছু সময় লেগে যাবে। আটটা প্রদেশ পেরিয়ে রেলে তিন দিন লাগবে। এ শহরে এসে পেঁছিলেও প্রথমে হাসপাতালে না এসে পাভেলের বাড়ীতে খোঁজ করবে। পাভেল যতকাল হাসপাতালে থাকবে ততকাল পুরোপুরি নিরাপদ।

নিরাপদ! নিরাপত্তা কথাটাই ত' একটা তামাশা। যার এত বড় একটা টিউমার রয়েছে সে কিনা নিরাপদ!······

যাহোক অদূর ভবিষ্যতে দিনকাল যে রকম অনিশ্চিত ধরণের হবে মনে হয় কারো মরে যাওয়া তেমন খারাপ ব্যাপার নয়। কে নির্বাসন থেকে ফিরে আসছে তার ভয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। ওদের ফিরে আসতে দেওয়া এক নেহাৎ পাগলামি। অহেতুক পাগলামি। ওরা যখন ঐ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে তা মেনে নিয়েছে, ওদের ফিরে আসতে দিয়ে জনসাধারণের জীবন বিপর্যস্ত করা কেন?

এতক্ষণে পাভেলের মনে হ'ল, দম ফুরিয়ে গিয়েছে। আর ভাবার চেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া ভাল। সত্যিই ঘুমের চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু তার আগে বারান্দা পেরিয়ে ওর কিছু দূরে যেতে হবে। ওটাই ওয়ার্ডের সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার।

ও সাবধানে পাশ ফিরল। টিউমারটা ঘাড়ে বজ্রমুষ্টির মত চেপে বসেছে। ও ঝুলে পড়া গদীওলা বেড থেকে নেমে পায়জামা, চটি আর চশমা পরল। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরোল।

কঠোর এবং ঈষৎ কৃষ্ণাভ, সদা সজাগ মারিয়া নিজের টেবিল থেকে প্রস্থানরত পাভেলকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখল।

হৃষ্ট-পুষ্ট, লম্বা লম্বা হাত-পাওলা, নবাগত এক গ্রীক সিঁড়ির মুখে নিজের বেডে গোঙাচ্ছিল আর কাতরাচ্ছিল। ও না শুয়ে বেডে বসেছিল। যেন ওর শোয়ার পক্ষে বেডটা অত্যন্ত ছোট। ও নিদ্রাহীন, ভয়ার্ত চোখে পাভেলকে দেখল।

সিঁড়ির দ্বিতীয় বাঁকে হলদেটে চেহারার এক ছোট-খাটো মানুষ দুটো বাড়তি বালিশে ঠেসান দিয়ে বেডে আধ-শোয়া অবস্থায় জল-নিরোধক ক্যানভাসের থলে থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বেডের পাশের টেবিলে কেক, তুর্কী মিঠাই, এক বোতল ঘোল আর কমলালেবু সাজানো। সেসব কিছুর প্রতি উদাসীন মানুষটি শুধু নিজের ফুসফুসে কিছু পরিমাণ পরিচ্ছন্ন বাতাস ঢোকানোর জন্য মরীয়া, যে বাতাস সাধারণভাবে অত মূল্যহীন।

নিচের বারান্দায় আরো কয়েকটা বেড আর তাতে রোগী। কেউ কেউ ঘুমাচ্ছে। প্রাচ্য দেশীয় এক বৃদ্ধা মাথার কেশরাশি আলুথালু করে বেদনায় বালিশে কাতরাচ্ছে।

এর পরে পড়ল সেই ছোট্ট কামরা যেখানে রোগীদের কৃত্রিম উপায়ে পায়খানা করানো হয়। ঐ কাজের জন্য ব্যবহৃত ছোট্ট, তেমন পরিষ্কার নয় গদীটাও দেখা যাচ্ছিল।

অবশেষে নিঃশ্বাস টেনে এবং সাধ্যমত দম আটকিয়ে পাভেল পায়খানায় ঢুকল। পায়খানাগুলো ছোট ছোট খুপারিতে বিভক্ত নয়। এমন কি ঠিকমত পা-দানিও নেই। এই কারণগুলোর জন্য অবমানিত পাভেল যেন ধুলোয় মিশে গেল। পরিচারিকারা দিনে বেশ ক'বার পরিষ্কার করেও সামলাতে পারে না। সব সময় নতুন বমি, রক্ত বা অন্য ময়লা দেখা যায়। এ পায়খানাগুলো যারা ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশই নাগরিক সভ্যতায় অনভ্যস্ত বুনো ধরনের মানুষ আর জীবনের শেষ যাত্রার প্রতীক্ষায় রোগীরা। না, ডাক্তারদের পায়খানা ব্যবহার করার জন্য বড় ডাক্তারের অনুমতি চাইতে যেতে হবে।

পাভেল পরিকল্পনা কার্যকর করতে চলল বটে, কিন্তু ও অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে নিজের মনে তেমন ভরসা পাচ্ছিল না।

কৃত্রিম উপায়ে পায়খানা করানোর ঘরের পাশ দিয়ে ফিরতে হ'ল। আলুথালু চুল কাজাক্ বৃদ্ধা আর বারান্দায় ঘুমন্ত রোগীরাও পথে পড়ল। তারপর অক্সিজেন নেওয়া, মৃতপ্রায় রোগীটি।

সিঁড়ির শেষ বাঁকে গ্রীকটা বিশ্রী গলায় ফিসফিস করে ডাকল, "ও ভায়া, শোনো ত'! এরা এখানকার সবাইকে সারিয়ে তোলে, না এক-আধজন মরেও?"

পাভেল উদ্ভ্রান্তের মত ওর দিকে ফিরে তাকাল। তার ফলে ঘাড়ে দারুণ ব্যথা লাগল। ও বুঝল, ও দেহ থেকে স্বতন্ত্রভাবে মাথা ঘোরাতে পারছে না। মাথা ঘোরাতে চাইলে, ইয়েফ্রেমের মত সারা দেহই ঘোরাতে হবে। ঘাড় থেকে চোয়াল অব্দি ঠেসে ধরা বিদ্ঘুটে টিউমারটা কণ্ঠমূল থেকে বাহুসন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষকাস্থিকেও ঠেসে ধরেছে। ও তড়িঘড়ি নিজের বেডে ফিরে চলল।

ও কি আর কোন বিষয়ে চিন্তা করতে পারে? না আর কাউকে ভয় পেতে পারে? আর, কার ওপরই বা ভরসা করতে পারে?······

ওর ভাগ্য নির্দ্ধারিত হচ্ছে ঘাড় থেকে অক্ষকাস্থি পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গাটায়। বিচারও হচ্ছে সেখানে। যে বিচারে না কোন প্রভাবশালী বন্ধু, না বিগত সরকার-সেবার গৌরবময় ইতিহাস, না কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন সামান্যতম কার্যকর।

নিজের বিচার

"তোমার কত বয়স হয়েছে ? "ছাব্বিশ বছর।"

"তাহলে ত' বেশ বয়স হয়েছে।" "তোমার কত" ?

"আমার মাত্র ষোল বছর। ভাবো ত' মাত্র ষোল বছর বয়সে একটা পা কাটা গেলে কেমন লাগে ?"

"পায়ের কতখানি কাটবে ?" "হাঁটু থেকে কাটবে। তাতে কোন ভুল নেই। আমি লক্ষ্য করেছি, এরা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী কাটে। তাহলে হাঁটুর নিচে পায়ের সামান্য একটু অবশিষ্ট ঝুলতে থাকবে…"

"তুমি কৃত্রিম পা লাগিয়ে নিও। তুমি কোন্ জীবিকা বেছে নেবে ?"

"বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা আমার জীবনের স্বপ্ন।"

"কোন্ বিষয়ে পড়বে ?" "হয় ভাষাতত্ত্ব নয় ইতিহাস পড়ব।"

"তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করতে পারবে ?" "পারব। আমি যথেষ্ট ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করি। ঘাবড়াই না।"

"তা বেশ। কৃত্রিম পা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনায় অসুবিধে ঘটাবে না। তুমি কাজও করতে পারবে পড়াশোনাও করতে পারবে। অন্য ছাত্রদের চেয়ে বেশী মন দিয়ে, পারবে। তুমি ওদের চেয়ে অনেক ভাল শিক্ষার্থী হতে পারবে।"

"কিন্তু আমার জীবনের কি হবে…মোটামুটি দৈনন্দিন জীবন ?"

"তার মানে পড়াশোনা ছাড়া, বাকী জীবন ? মোটামুটি দৈনন্দিন জীবন বলতে কি বোঝাচ্ছ ?"

"মানে, বুঝতে পারছ না…" "তুমি বিয়ের কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ, তাও বলছি।" "তুমি অবশ্যই কাউকে খুঁজে নিতে পারবে। সব গাছই তাতে বসার মত পাখী পেয়ে থাকে। যাকগে, তোমার সামনে আর কি বা বিকল্প আছে ?"

"তার মানে, কি বলতে চাও ?" "পা রাখবে না জীবন রাখবে, এই ত' তোমার সমস্যা ?"

"সম্ভবতঃ তাই। পা-টা আপনা থেকেও ত' ভাল হয়ে যেতে পারে।"

"না, ডিওম্কা, একগাদা সম্ভবতঃ'র ভিত্তিতে কোন সেতু রচনা করা যায় না। সম্ভবতঃ থেকে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না, কেবল আরো সম্ভবতঃ বাড়ে। ঐ ধরনের বরাতের ওপর ভরসা করা যায় না, যেহেতু তা অযৌক্তিক। তোমার টিউমারের কি নাম তা কি তোমায় জানিয়েছে ?"

"আমারটা 'এস-এ'ধরনের।" "তার মানে সারকোমা বা ক্যানসার। তোমার টিউমার অপারেশন করতে হবে।"

"তাই নাকি, তুমি ঠিক জানো ?" "হ্যাঁ, জানি। ওরা যদি আমাকে বলত যে আমার এক পা কেটে ফেলতে হবে আমি রাজী হতাম. যদিও আমার

জীবনে ঘোড়ায় চড়া আর হাঁটা ছাড়া কিছু নেই। আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে মোটর গাড়ী একেবারে অর্থহীন।"

"এরা এখন তোমার অপারেশন করতে চায় না?" "না"।

"তার মানে কি এই যে উপযুক্ত সময় পেরিয়ে গিয়েছে?" "কি বলব বলো ত'? উপযুক্ত সময় যে পেরিয়ে গিয়েছে তা নয় · আবার হয়ত তাও বলা চলে। আমি মাঠ-ঘাটে আমার কাজে খুব বেশী জড়িয়ে ছিলাম। আমার তিন মাস আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু কাজ ছাড়তে চাইনি। অত ঘোড়া চড়া আর হাঁটায় রোগ বাড়ল। অনবরত ঘষা লাগত, ভিজে-ভিজে লাগত, তারপর পুঁজ বেরোত। পুঁজ বেরোলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। কাজে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। তখন ভেবেছিলাম আরেকটু পরে হাসপাতালে দেখালে ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন ঘায়ে এত বেশী ঘষা লাগে যে মনে হয় প্যান্টের একটা পা ছিঁড়ে ফেলে দিলে কিংবা ন্যাংটো হয়ে থাকতে পারলে ভাল হয়।"

"এরা ব্যান্ডেজ করে দেয় না?" "না"।

"আমি একবার দেখতে পারি?" "হ্যা, দ্যাখো"।

"ইশ্‌শ্‌! কি অবস্থা···একেবারে কালো হয়ে আছে।"

"ও জায়গাটা, অবশ্য, আমার জন্ম থেকেই কালো। ওখানে একটা বড় জড়ুল ছিল। কিন্তু আমার অবস্থার যে অবনতি ঘটেছে তা ত' বুঝতেই পারছ।"

"তোমার অসুখটা আসলে কি?"

"ঐ জায়গায় এক সঙ্গে তিন তিনটে নালী ঘা রয়েছে যেগুলো তিন-তিনবার শুকিয়ে গিয়েও নতুন করে দেখা দিচ্ছে। আমার টিউমার তোমার টিউমারের থেকে আলাদা ধরনের, ডিওম্‌কা। আমার টিউমারের ডাক্তারি নাম মেলানোব্লাস্টোমা। সত্যিকার নিষ্ঠুর শুয়ারের বাচ্চা এই টিউমার। সাধারণতঃ এ রোগীর আয়ু আট মাসের বেশী নয়।"

"তুমি কি করে এতসব জানলে?"

"এখানে আসার আগে এ বিষয়ে একটা বই পড়েছি। বইটা পড়ার পর আমি রোগের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস পেয়েছি। সমস্যা হ'ল, আমি যদি এর আগে আসতাম তাহলেও এরা অপারেশন করতে পারত না। মেলানো-ব্লাস্টোমা এক এমনই শুয়ারের বাচ্চা যে ওতে ছুরি ছোঁয়ালেই দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ রোগটা তার নিজস্ব উপায়ে বেঁচে থাকার পথ করে নেয়। তারপর হ'ল কি জানো, যেহেতু আমি এ ক'মাস দেরী করে এখানে এসেছি তাই ব্যামোটা হঠাৎ আমার কুঁচকিতেও দেখা দিল।"

"ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা কি বলেন? তিনি ত' তোমাকে শনিবার দেখেছেন, দেখেননি?"

"উনি বললেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছু তেজস্ক্রিয় সোনা আনানোর

ব্যবস্থা করছে। ঐ সোনা দিয়ে আমার কুঁচকির রোগ থামানো যাবে। তারপর রশ্মি-চিকিৎসার সাহায্যে পায়ের রোগ দমিয়ে রাখা হবে। এই ভাবে ওরা আমার রোগ…”

“সারিয়ে দেবে?” “না, ডিওম্‌কা। আমার রোগ সারানোর পক্ষে খুব দেরী হয়ে গিয়েছে। মেলানোব্লাস্টোমা থেকে কেউ সেরে ওঠেনি। এ রোগে একটাও আরোগ্যের নজির নেই। আমার ক্ষেত্রে একটা পা কাটাই যথেষ্ট হবে না। কিন্তু ওরা তার কত ওপরে কাটতে পারে? এখন প্রশ্ন হ'ল কি করে রোগটা চাপা দেওয়া যায়, এবং কত কাল চাপা দেওয়া যায়— কয়েক মাস না কয়েক বছর?”

“তার মানে… তুমি…” “হ্যাঁ, ডিওম্‌কা, তাই। আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আরো বেশী দিন বেঁচে থাকা মানেই অধিকতর জীবন ফিরে পাওয়া নয়। আমার কাছে প্রশ্নটা এই ধরণের, আমি কি কিছু সার্থক কাজ করার সময় পাব? তার জন্য মাত্র তিনটি বছর বাঁচতে চাই। ঐটুকু পেলে, আর বেশী চাইব না। কিন্তু হাসপাতালে শুয়ে থাকাকে আমি বাঁচা বলি না। বাঁচার মানে, তিনটি বছর মাঠে-ঘাটে ঘুরে বাঁচা।”

ভাদিম জাৎসুর্কো আর ডিওম্‌কা জানলার পাশে ভাদিমের বেডে বসে কথা বলছিল। পরের বেডে ইয়েফ্রেমের ওদের কথা শোনা সম্ভব ছিল। কিন্তু সকাল থেকে কাঠের তক্তার মত শুয়ে থাকা ইয়েফ্রেম ঘরের চাল থেকে একটুও চোখ সরাচ্ছিল না। হয়ত পাভেলও শুনছিল। পাভেল কয়েকবার বন্ধুত্বপূর্ণ চোখে জাৎসুর্কোর দিকে তাকাল।

“তুমি যে ক'বছর বাঁচতে চাইছ তা যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি কি করতে চাও?” ডিওম্‌কা ভুরু কুঁচকিয়ে বলল।

“বলছি, শোনো। আমি এক নতুন এবং বিতর্কিত ধারণাকে পরীক্ষা করে দেখছি! মস্কোর বড়বড় বৈজ্ঞানিকরা প্রায় ধরে নিয়েছেন যে আমার ধারণাটা ভুল। আমার ধারণা তেজষ্ক্রিয় জলের সন্ধান থেকে মিশ্র আকরিক ধাতুর সন্ধান মেলে। তেজষ্ক্রিয়—বুঝতে পারছ ত'? এমনিতে শ'খানেক লক্ষণ আছে যাদের সাহায্যে কাগজে অনেক কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা চলে। কিন্তু আমি অনুভব করি, হ্যাঁ, আমি অনুভব করি আমার পদ্ধতির সাহায্যে বাস্তবে ঐ মিশ্র আকরিক ধাতু ভাণ্ডারের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব। তার মানে আমাকে পুরো সময়টা মাঠে থেকে, অপর কোন লক্ষণের সাহায্য ছাড়া, কেবল মাত্র তেজষ্ক্রিয় জলের সাহায্যে বাস্তবে মিশ্র আকরিক ধাতুর উপস্থিতি প্রমাণ করতে হবে। হয়ত একাধিক বারই তা করতে হবে। এবার ঐ কাজ করার পথে অসুবিধের কথা বলি। কত যে তুচ্ছ কাজে শক্তিক্ষয় করতে হয় তা আর কত বলব। যেমন ধরো, ভ্যাকুয়াম (বাতাসহীন) পাম্প নেই। আছে একটা মাত্র সেণ্ট্রিফিউগাল (অপকেন্দ্র) পাম্প, যে পাম্প চালানোর আগে তাকে বাতাস-শূন্য করে নিতে হয়। কি করে বাতাসহীন করবে? মুখ দিয়ে টেনে!

তার মানে মুখ দিয়ে ঐ তেজষ্ক্রিয় জল টানতে হবে। আমরা, অবশ্য, ঐ জলই পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করি। আমাদের কিরঘিজ জাতীয় শ্রমিকরা বলে তাদের বাপ-ঠাকুর্দা কোন দিন ঐ জল খেত না, ওরাও খাবে না। কিন্তু আমরা, রুশরা, খাই। আমার যখন মেলানোব্লাস্টোমা রয়েছে তখন তেজষ্ক্রিয়তায় ভয় পাব কেন? ঐ কাজের জন্য স্পষ্টতঃ আমিই সঠিক লোক।"

"মানে তুমি দ্বিগুণ আহাম্মকি করছ," ভাবলেশহীন খসখসে গলায় ইয়েফ্রেম মন্তব্য করল। ও এমন কি মাথাও ঘোরাল না। ও যে সবক'টা কথা শুনেছে তা স্পষ্ট বোঝা গেল! "তুমি যদি নিজেই মরতে চলেছ তবে তোমার ভূতত্ত্ব দিয়ে কি হবে বাপু? ওতে কিছু লাভ হবে না। তুমি বরং মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে তাই ভাবো।"

ভাদিম দেহের নিম্নাঙ্গ না নড়িয়ে মাথা ঘোরাল। বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। উত্তর দেওয়ার আগে ওর ঠোঁটদুটো অল্প নড়ল। কিন্তু কোন বিদ্বেষের ভাব ফুটল না। "ঐ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা আছে। মানুষ সৃজনধর্মী কাজ নিয়ে বেঁচে থাকে। তাতেই তার প্রভূত উপকার হয়। এমন কি সে তখন খাওয়া-দাওয়াও বাদ দিতে পারে!"

ভাদিম প্লাস্টিকের টুপি লাগানো ইঞ্জিনিয়ারিং পেনসিল দিয়ে দাঁতে মৃদু আঘাত করতে করতে লক্ষ্য করতে লাগল ইয়েফ্রেম ওর বক্তব্য কতটুকু হজম করতে পেরেছে।

"তুমি এই ছোট্ট বইটা পড়ে দেখলে অবাক হয়ে যাবে," ইয়েফ্রেম নিজের দেহ না নড়িয়ে কিংবা ভাদিমের দিকে না তাকিয়ে বলল। ও এবড়ো-খেবড়ো নখওলা একটা আঙুল দিয়ে নিজের হাতে ধরা নীল বইটা ইঙ্গিত করল।

"বইটা আমি আগেই পড়েছি," ভাদিম চট করে জবাব দিল, "ওটা আমাদের যুগের নয়। ওটা অত্যন্ত আকারবিহীন এবং যথেষ্ট জোরদার নয়। যেমন আমরা বলে থাকি,কঠোর পরিশ্রম করো, কিন্তু কেবল স্বার্থের অন্বেষণে পরিশ্রম করো না। বইটাতেও ঐটুকুই বলা আছে।"

পাভেল চমকিয়ে উঠল। ওর চশমা পরা চোখদুটোয় আলাপী ভাব প্রকাশ পেল। ও বলল, "ও ভাই, তুমি কি কমিউনিস্ট?"

ভাদিম ওর দিকে ফিরে সহজভাবে বলল, "হ্যাঁ।"

"আমি এক রকম নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি কমিউনিস্ট," পাভেল এক হাতের আঙুল তুলে বিজয়গর্বে বলল। ওকে ঠিক শিক্ষকের মত দেখাচ্ছিল।

ভাদিম ডিওম্কার কাঁধে এক হাতে মৃদু চাপড় মেরে বলল, "আজ এই পর্যন্ত থাক। আমার কিছু কাজ বাকি আছে।"

ভাদিম নিজের 'ভূ-রাসায়নিক পদ্ধতি' বইটা খুলে বসল। বইটা যেখানে খুলল সেখানে ছোট-ছোট অক্ষরে অনেকগুলো প্রশ্ন এবং জায়গায় জায়গায় আশ্চর্যের চিহ্ন সম্বলিত একটা কাগজ নিশানা হিসেবে রাখা ছিল। ও পড়তে পড়তে নিজের অজানিতে আঙুলে পেনসিলটা নাড়াচাড়া করতে থাকল।

ভাদিম বইয়ে এমন ডুবে গেল যেন ও ওখানে সশরীরে নেই। কিন্তু ভাদিমের সমর্থন পেয়ে উৎসাহিত পাভেল দ্বিতীয় ইন্‌জেকশনের আগে নিজেকে আরেকটু চাঙ্গা করে নিতে চাইছিল। তাছাড়া ও ভাবল এই সুযোগে ইয়েফেমের গলাবাজি করে হতাশা আর নিরাশা ছড়ানো একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করলে কেমন হয় ? ও ওর বিপরীত দিকে ইয়েফেমকে লক্ষ্য করে বলে চলল ঃ

"যুবক কমরেডটি এই মাত্র আপনাকে একটা খুব ভাল উপদেশ দিয়েছে, কমরেড পড্‌ডুয়েভ্। আপনি যেমন রোগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, তা অত্যন্ত ভুল। তাছাড়া যে কোন পুরোহিতসুলভ বক্তব্যে ঠাসা বই পেলেই তা গোগ্রাসে গেলা উচিত নয়! তার ফল দাঁড়াবে আপনি এমন শক্তির হাতের পুতুল হয়ে পড়বেন যারা…" পাভেল বলতে চাইল 'শত্রু'। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে শত্রু বলে সনাক্ত করার মত অনেক বস্তু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হাস-পাতালে কাকে শত্রু চিহ্নিত করা যায় ? "আপনার জীবনের আরো গভীরে চেয়ে দেখা উচিত, সর্বোপরি আমাদের অমর কীর্তিগুলির কথা স্মরণ করা উচিত। কোন্ মহান উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে জনগণ উচ্চতর উৎপাদনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে তা কখনো ভেবেছেন ? কোন্ প্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে রুশ জনগণ গত বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে বীরের মত লড়েছিল তা কি মনে নেই ? তার আগে আমাদের গৃহযুদ্ধের কথাই ধরুন না কেন… ক্ষুধার্ত, উপযুক্ত পোষাকবিহীন এবং অস্ত্রবিহীন মানুষগুলো বীরের মত…

ইয়েফ্রেম সারাদিন অদ্ভুত অনড় হয়ে কাটিয়েছে। ও পায়চারি ত' করেইনি ওর অনেকগুলো চেনা কাজ-কর্ম ও আজ করেনি। ও নিজের ঘাড় সম্বন্ধে খুব সাবধান। ঘাড় ফেরাতে হলে ওর সারা দেহসুদ্ধ ঘুরতে হয়। কিন্তু আজ ও এক পাও নড়েনি। কেবল হাতের একটা আঙুল দিয়ে মাঝে মাঝে একটা বইয়ে টোকা মেরেছে। ওকে প্রাতরাশ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ও জবাব দিয়েছিল, "টেবিলে বসে খেতে না পারলে শুধু ক'টা ডিশ চেটে কি লাভ ?" ও প্রাতরাশের আগে থেকে স্থানুর মত শুয়েছিল। থেকে থেকে চোখ পিটপিট করছিল। নইলে মনে হত ও পাথর হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি ওর চোখ দুটো খোলাই ছিল, আর, দেখা গেল যে, পাভেলকে দেখার জন্য ওর একটুও নড়বার দরকার নেই। ঘরের চাল ছাড়া আর যা ও মুখ না ঘুরিয়েও দেখতে পাচ্ছিল তা হ'ল ঘোলমুখো পাভেল।

পাভেলের বক্তব্য ও পুরোই শুনেছিল। ওর ঠোঁট নড়ে উঠল। বন্ধুত্ব-বিহীন স্বরে, আগের চেয়ে জড়ানো উচ্চারণে ও বলল, "কি বললেন, গৃহযুদ্ধ ? আপনি গৃহযুদ্ধে লড়েছেন নাকি ?"

পাভেল দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "গৃহযুদ্ধের সময় আপনার বা আমার লড়াই করার বয়স হয়নি, কমরেড পড্‌ডুয়েভ।"

ইয়েফ্রেম সজোরে নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করে শব্দ করে বলল, "আপনি কেন লড়েননি তা জানি না, আমি কিন্তু লড়েছিলাম।"

চশমার পেছনে পাভেলের ভুরু কুঁচকিয়ে উঠল। "তা কি করে সম্ভব?"

"অতি সহজ ব্যাপার," ইয়েফ্রেম থেমে থেমে কথাগুলো বলল, "আমি একটা পিস্তল নিয়ে নেমে পড়লাম। লড়াইও করেছি। রীতিমত লড়াই। আমার মত আরো অনেক সৈনিক ছিল।"

"আপনি কোন্ রণাঙ্গণে লড়াই করেছেন?"

"ইজেভ্স্ক-এর কাছে। আমরা 'সংবিধান সভা'র সদস্যদের সঙ্গে লড়াই করেছি। [রুশ গৃহযুদ্ধের আমলে বলশেভিকদের বিরুদ্ধবাদীরা যে স্বল্পকাল স্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সেই সময় রুশ পার্লামেণ্টের 'সংবিধান সভা'র সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-বলশেভিক সদস্য] আমি নিজের হাতে সাতজন সদস্যকে খুন করেছি। আমার এখনো ভালই মনে আছে।"

হ্যাঁ, ইয়েফ্রেমের ঐ সাতটি সদস্যকেই মনে আছে। সাতটি বয়স্ক মানুষ, আর ও ছিল এক বালক মাত্র। ও সাতজনকেই বিদ্রোহী শহরটির রাস্তায় গুলি করে মেরেছিল।

চশমা পরা পাভেল তখনো কিছু বলে চলেছিল। কিন্তু ইয়েফ্রেম আর শুনতে পাচ্ছিল না। সারা দিনই কানটা বন্ধ-বন্ধ লাগছিল। ওর শোনার ক্ষমতা সামান্য কিছুক্ষণের জন্য মাঝে-মাঝে ফিরে আসছিল।

সেদিন সকালে চোখ মেলে ঘরের শূন্য সাদা চালে চোখ পড়েছিল। তারপর কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই অনেক কাল বিস্মৃত এক ঘটনা ওর মনকে অত্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল।

যুদ্ধের পরে নভেম্বর মাসের এক দিন। তুষার পড়ছিল। ট্রেঞ্চ কেটে পাশে জমিয়ে রাখা মাটিতে তুষার পড়েই গলে যাচ্ছিল। ওরা গ্যাসের লাইন বসানোর জন্য ট্রেঞ্চ কাটছিল। বলা ছিল ১ মিটার ৮০ সেণ্টিমিটার গভীর ট্রেঞ্চ কাটতে হবে। ট্রেঞ্চের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইয়েফ্রেম লক্ষ্য করল যে উপযুক্ত গভীরতা অব্দি কাটা হয়নি। ফোরম্যান এগিয়ে এসে দিব্যি গেলে বলল, ট্রেঞ্চের পুরো দৈর্ঘ্যই উপযুক্ত গভীরতা পর্যন্ত কাটা হয়েছে। "বেশ। মেপে দেখব?" তাতে আপনি অসুবিধেয় পড়বেন, কিন্তু।" উর্দ্ধতন কর্মীর বুটপরা ইয়েফ্রেম আর সাধারণ ফৌজী বুট পায়ে ফোরম্যান গভীরতা মাপতে লাগল। ওদের বুট বারবার কাদায় ঢুকে যাচ্ছিল। এক জায়গায় দেখা গেল গভীরতা ১০ সেণ্টিমিটার কম। মাপকাঠি হাতে ইয়েফ্রেম আর ফোরম্যান এগিয়ে চলল। দ্বিতীয় জায়গায় তিনজন মাটি কাটছিল। প্রথমজন খোঁচা-খোঁচা কালো দাড়িওলা এক লম্বা, পাতলা কৃষক। দ্বিতীয়জন প্রাক্তন ফৌজী অফিসার। তার মাথার টুপি থেকে ছোট্ট লাল তারকা অনেক আগেই ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। টুপির কিনারে চামড়ার বর্ডার দেওয়া। সে বর্ডারে কাদা শুকিয়ে আছে। তৃতীয়জন কাপড়ের টুপি মাথায় আর শহুরে ওভারকোট গায়ে (সে সময় কয়েদীদের পোষাকের অত্যন্ত অনটন ছিল; ওদের নিয়ম মাফিক পোষাক দেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল) এক যুবক। ওর ওভারকোটটা

অত্যন্ত খাটো, আঁট আর জীর্ণ ধরনের। নিশ্চয় ওর ছেলেবেলায় তৈরি। (ইয়েফ্রেমের এখন মনে হ'ল যেন ও প্রথম ভাল করে ওভারকোট দেখল) প্রথম দু'জন ক্লান্ত ভাবে মাটি কেটে ওপরে তুলছিল। ওপরে তোলা মাটির বেশীর ভাগটাই ওদের কোদালে জড়িয়ে থাকছিল। আর তৃতীয়জন, যাকে কিশোর বলাই সঙ্গত, এমন কোদালে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে মনে হচ্ছিল বরফে জমে গিয়েছে। অথবা নিজের হাতদুটো ওভারকোটের খাটো হাতার ভেতরে ঢুকিয়ে দাঁড়ানো, বরফে ঢাকা এক কাকতাড়ুয়া। ওদের একজনকেও দস্তানা দেওয়া হয়নি। প্রাক্তন ফৌজীর পায়ে উঁচু বুট। বাকী দু'জন গাড়ীর টায়ার কেটে জোড়াতালি দিয়ে বানানো জুতো পরা। "এই ছোকরা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন?" ফোরম্যান যুবকটির উদ্দেশ্যে হাঁকল, "তুমি সাজার র‍্যাশন পেতে চাও? ঠিক আছে, সেই ব্যবস্থা করছি!" যুবক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছিল কোদালের হাতলটা যুবকের বুকের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। ফোরম্যান ওর মাথার পেছনে এক ধাক্কা মারল। ও কেঁপে উঠে আবার কোদাল দিয়ে কোপানো শুরু করল।

ওরা আরেক জায়গায় মাপল। ট্রেঞ্চের দু'পাশে মাটি কেটে রাখা। ঠিক মত গভীরতা মাপার জন্য ট্রেঞ্চের কিনারে মাটির ঢিপির ওপর দাঁড়াতে হ'ল। ইয়েফ্রেমের সহায়তার জন্য প্রাক্তন ফৌজী মাপকাঠি ধরছিল। কিন্তু সে এমন হেলিয়ে মাপকাঠি ধরল যাতে দশ সেণ্টিমিটার বেশী গভীরতা দেখায়। ইয়েফ্রেম তাকে অশ্লীল গালাগাল দিয়ে নিজে সোজা করে মাপকাঠি ধরল। দেখা গেল গভীরতা মাত্র ১ মিটার ৬৫ সেণ্টিমিটার।

"নাগরিক পর্যবেক্ষক," প্রাক্তন ফৌজী নরম ভাবে বলল, "দয়া করে কয়েক সেণ্টিমিটার ছাড় দিন। আমরা আর পারছি না। আমাদের পেটে একটা দানাও পড়েনি, শরীরের সব শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর এই আবহাওয়া—একবার দেখুন।"

"আর তোমাদের জন্য আমি নিজে সাজা পাই, কেমন? ওসব হবে না। যে মাপ দেওয়া আছে ঠিক তার সঙ্গে মিলতে হবে। আর, দুটো ধারই খাড়া হতে হবে। ধার থেকেই মাপ নেব।"

মাপকাঠি তুলে নিয়ে ইয়েফ্রেম, কাদা থেকে পা আলগা করে, সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওরা তিনজন ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল—প্রথম জনের খোঁচা-খোঁচা কালো দাড়ি বেরনো মুখ, দ্বিতীয় জনের দম বেরিয়ে যাওয়া কুকুরের মত মুখ, আর তৃতীয়জনের মুখে কখনই ক্ষুরের ছোঁয়া না লাগা কোঁচকানো পশমের মত দাড়ি। ইয়েফ্রেমের দিকে তাকানো তিনটি মুখের ওপরই তুষার পড়ল। যেন মুখ তিনটি জীবন্ত মানুষের নয়। তৃতীয় জনের ঠোঁট ফাঁক হ'ল এবং বলল, "ঠিক আছে, নাগরিক পর্যবেক্ষক। মনে রাখবেন, এক দিন আপনারও মরার পালা আসবে।"

ইয়েফ্রেম তেমন আপত্তিকর রিপোর্ট লেখেনি। ও শুধু এমন ভাবে

লিখেছিল যাতে ওর নিজের না বিপদে পড়তে হয়। পেছন দিকে তাকিয়ে ওর এমন অনেক কর্মীর কথা মনে পড়ে যাদের ব্যাপারে ও অনেক বেশী কড়া হয়েছিল। এ সব দশ বছর আগের ঘটনা। ইয়েফ্রেম আর কোন শিবিরে কাজ করেনি। ফোরম্যানও ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। আর, গ্যাস লাইনটা শুধু অস্থায়ীভাবে চালু করা হয়েছিল। হয়ত সে লাইনে আর গ্যাস সরবরাহ করা হয় না। পাইপগুলো অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তৃতীয় কর্মীর উক্তি ওর মনে গেঁথে গিয়েছিল। আর আজ সকাল থেকে ঐ কথাগুলোই ওর কানে নতুন করে বাজছিল: "ঠিক আছে, নাগরিক পর্যবেক্ষক। মনে রাখবেন, এক দিন আপনারও মরার পালা আসবে।"

ঐ কথাগুলো মন থেকে মুছে ফেলার কোন উপায় নেই। ঐ স্মৃতিকে আড়াল করার মত পর্দাও ইয়েফ্রেমের নেই। ও কি বেঁচে থাকতে চায়? সেই ছোকরাও ত' তাই চেয়েছিল। ইয়েফ্রেমের কি বজ্র-কঠোর ইচ্ছাশক্তি আছে? ও কি নতুন কোন শিক্ষা লাভ করেছে, যার ফলে ও পৃথক ভাবে বাঁচাতে চায়? কিন্তু রোগ যে সে সবের তোয়াক্কা রাখে না। রোগের নিজস্ব 'মাপকাঠি' আছে।

সোনালী অক্ষরে নাম লেখা নীল ছোট্ট বইটা, অবশ্য চার রাত ধরে ইয়েফ্রেমের তোষকের নিচে পড়ে আছে। ঐ বইয়ে বিধৃত হিন্দুদের বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুর পরে জন্মান্তর লাভ করে, চার রাত ধরে ওকে নতুন সম্ভবনার বাণী শুনিয়েছে। এই নতুন মাপকাঠি ইয়েফ্রেমের ভাল লেগেছে। শুধু যদি এ জীবনের কিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত, যদি এ জীবনের সবই মৃত্যুর সঙ্গে বিনষ্ট না হত, তাহলে কত ভাল হত। জন্মান্তর কি সত্যিই সম্ভব? কেমন যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হতে চায় না।

ঘাড়ের ব্যথাটা মাথার দিকে ছুটে চলেছে। বিরামবিহীন। ব্যথার তরঙ্গক্ষেপ যেন চার মাত্রার সুর লহরী: ইয়েফ্রেম—পড্‌দুয়েভ্—চিরতরে নিঃশেষ।

ঐ বিরামবিহীন সুর লহরী অনুভব করতে করতে ও নিজের সত্তা থেকে দূরে সরে গেল। যে ইয়েফ্রেম পড্‌দুয়েভ্ মরতে চলেছে সে যেন আর কেউ। বড় জোর এক পড়শী। নিজের দৈহিক সত্তার বিনাশকে পড়শীর বিনাশ গণ্য করতে পারে যে বিবিক্ত মানসিক অবস্থা তাই যদি কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়, মন্দ কি!

আর পড়শী দেহটা? ওর পরিত্রাণের একমাত্র পথ হয়ত চাগা পান। চিঠিতে ডাক্তার বলেছেন পুরো এক বছর ধরে চাগা পান করতে হবে। তার জন্য মোট ৭২ পাউণ্ড শুকনো বার্চ' গাছের ছত্রাক প্রয়োজন। ভিজে হলে, তার দ্বিগুণ পরিমাণ লাগবে। অর্থাৎ কম করে আটটা পার্সেল। মাটিতে পড়ে থাকা ছত্রাক নিলে হবে না, গাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্যাকেট করতে হবে। সবকটা পার্সেল এক সঙ্গে না পাঠিয়ে মাসে একটা করে পাঠানো ভাল। কিন্তু

এমন কে আছে যে অত ছত্রাক সংগ্রহ করে সময় মত প্যাক করে পাঠাবে ? কোন ঘনিষ্ঠ মানুষ, কোন আত্মীয়-স্বজন থাকলে ভাল হত। ইয়েফেমের জীবনে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ এসেছে আর চলে গিয়েছে। কেউ ওর আত্মীয় হওয়ার মত ঘনিষ্ঠ হয়নি। প্রথমা স্ত্রী আমিনা-কে লিখবে? উরাল পর্বতের ওপারে যে অঞ্চলে বার্চ ছত্রাক মেলে সেখানে আমিনা ছাড়া ওর জানাশোনা কেউ নেই। কিন্তু আমিনা জবাব দেবে, "যেমন মরছ মরো, বুড়ো ভাল্লুক কোথাকার।" আর সেটা আমিনার পক্ষে অন্যায় হবে না।

জীবনের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আমিনার অন্যায় হবে না বটে, ছোট্ট নীল বইয়ের বাণী অনুয়ায়ী হবে। বইটার বাণী মানলে আমিনার ওকে দয়া করা, এমন কি ভালবাসাও উচিত। স্বামী হিসেবে নয়, মুমূর্ষু মানুষ হিসেবে। এবং ছত্রাকের পার্সেলও পাঠানো উচিত।

বইটায় ভাল কথাই বলেছে। যতদিন প্রাণ আছে ঐ বইয়ের নির্দেশ যথা সম্ভব মেনে চলতে হবে।

এমন সময় ইয়েফেমের কানের বন্ধ ভাব কেটে গেল। শুনতে পেল ভাদিম বলছে, সে নিজের কাজের জন্য বেঁচে থাকতে চায়। ও আবার বইটায় টোকা দিল।

ও আরেকবার চিন্তারাশিতে ডুবে গেল। মাথায় ছুরি বেঁধা ব্যথা লেগেই ছিল। ও আর কিছু দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিল না।

ছুরি বেঁধা ব্যথা ওর একমাত্র ভাবনা। ব্যথাটা না থাকলে চিকিৎসা, খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা-শোনা, চোখ দিয়ে দেখা সব বাদ দিয়ে চুপ করে পড়ে থাকা যেত। অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত হয়ে থাকা যেত।

কিন্তু কে যেন ওর পা আর কনুই ধরে নাড়াচ্ছিল। দেখা গেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের এক পরিচারিকা ওকে ব্যাণ্ডেজ বদলানোর জন্য নিয়ে যেতে এসেছে। পরিচারিকাটি কিছুক্ষণ ধরে ডেকেও ইয়েফেমের সাড়া পায়নি। এখন আহমদজানও ইয়েফেমকে ডাকছিল।

এক রকম অকারণেই উঠতে হ'ল। ১০৫ কেজি ওজনের দেহটা দাঁড় করানোর জন্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে হাত-পা-কোমরে জোর এনে, আচ্ছন্ন ভাবে নিমজ্জিত হাড়গুলোকে সজীব করে তুলে, প্রতিটি অস্থি-সংযোগকে কাজে লাগিয়ে সিধে স্তম্ভের মত দাঁড়াতে হ'ল। সেই স্তম্ভে হাসপাতালের পোষাক জড়িয়ে ধীর পায়ে বারান্দা পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে সার্জিক্যালে ওয়ার্ডে যেতে হ'ল শুধু কয়েক ডজন মিটার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে নতুন লাগানোর জন্য...

ব্যাণ্ডেজ বদলানো ব্যাপারটা যেমন বেদনাদায়ক তেমনি সময় সাপেক্ষ। ওর চারপাশে এক ধরনের ধূসর কোলাহল। ইউজেনিয়া উস্টিনোভা'র সঙ্গে দু'জন সার্জনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা স্বাধীন ভাবে অপারেশন করেন না। কোন একটা অপারেশন দেখাতে দেখাতে ইউজেনিয়া ওঁদের সঙ্গে কথা

বলছিলেন। ইয়েফ্রেমের সঙ্গে ও কথা বলছিলেন। ইয়েফ্রেম জবাব দিচ্ছিল না। ওর মনে হচ্ছিল, চারপাশে পরিব্যাপ্ত উদাসীন, ধূসর কোলাহলে সবার কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে। কারো বলবার মত কোন কথা জমা নেই।

ওরা ওর ঘাড়ে একটা বেড় পরিয়ে দিল। এ বেড়টা আগের বেড়ের চেয়ে শক্ত। ও ওয়ার্ডে ফিরে এল। মাথা ঘিরে রাখা ব্যাণ্ডেজগুলোর চেয়ে ওর মাথাটা ছোট দেখাচ্ছিল। শুধু মাথার চাঁদিটা ব্যাণ্ডেজ করা হয়নি। কস্টোগলোটভের সঙ্গে দেখা হ'ল। তামাকের থলি হাতে কস্টোগলোটভ্ বাইরে বেরোচ্ছিল। সে প্রশ্ন করল, "ওরা কি সিদ্ধান্ত করল?"

ডাক্তার যা বলাবলি করেছে তা ইয়েফ্রেমের মনে ঢোকেনি। কস্টোগলোটভের প্রশ্নে ওর মনে পড়ল, ডাক্তারদের বক্তব্য ও ঠিকই অনুমান করতে পেরেছে। ও জবাব দিল, "ওরা বলেছে, যেখানে পারো গলায় দড়ি দাওগে। শুধু আমাদের এখানে মরো না।"

ইয়েফ্রেমের বীভৎস দেখতে ঘাড়ের দিকে সভয়ে চেয়ে ফিড্রিশ-এর মনে পড়ল, আমার বরাতেও ত' এই আছে। ও প্রশ্ন করল, "এরা তোমাকে ছাড়িয়ে দিচ্ছে?"

ফিড্রিশের প্রশ্ন শুনে ইয়েফ্রেমের মনে পড়ল এখন আর ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়ানোর সময় নেই। বেডে ফিরে গিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে।

এর পর ওর যদিও শরীরটাকে এতটুকু বাঁকানোর ক্ষমতা নেই, তবু রোজকার পোষাক পরতে হবে। তার পর শারীরিক ক্ষমতার অতীত হলেও থামের মত দেহটা শহরের পথ বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এত সব করতে পারা অসম্ভব। কার জন্য করবে, কেনই বা করবে।

কস্টোগলোটভ্ ওর দিকে তাকাল। করুণাস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নয়, সৈনিকের প্রতি সৈনিকের দৃষ্টিসহ। যেন বলতে চায়, "এ গুলিটার নিশানা তুমি ছিলে বটে, কিন্তু পরেরটার নিশানা আমি।" ও ইয়েফ্রেমের অতীত জীবন জানে না। ওয়ার্ডে ইয়েফ্রেমের সঙ্গে ভাব জমানোরও চেষ্টা করেনি। কিন্তু ইয়েফ্রেমের চাতুরিহীন সিধে কথা ওর ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল, ও জীবনে যে ক'টা লোকের সান্নিধ্যে এসেছে ইয়েফ্রেম তাদের মধ্যে মোটেই জঘন্যতম নয়।

"ইয়েফ্রেম, হাত বাড়াও," কস্টোগলোটভ্ হাত বাড়াল। ইয়েফ্রেম করমর্দন করে হেসে বলল, "মানুষ জন্মিয়েই হাত-পা ছোঁড়ে, বড় হয়ে সে উদ্দাম গতিতে দৌড়য়, আর মারা যাবার সময় সব ছোটাছুটি থেমে যায়। কি বলো?"

কস্টোগলোটভ্ সিগারেট খাওয়ার জন্য বেরোচ্ছিল, কিন্তু পরীক্ষাগারের পরিচারিকার সঙ্গে দোরগোড়ায় দেখা হয়ে গেল। সে খবরকাগজ বিলি করছিল। কস্টোগলোটভ্কে সামনে পেয়ে তাকেই কাগজ দিল। কস্টোগলোটভ্ খুলল।

পাভেল তা দেখে বেজার সুরে মেয়েটিকে ডেকে বলল, "এই, শোনো, আমি পরিষ্কার করে বলেছিলাম আমাকে প্রথম কাগজ দেবে। বলিনি?"

কস্টোগলোটভ্ পাভেলের বেজার হওয়ার সঙ্গত কারণ দেখতে না পেয়ে বলল, "আপনাকে প্রথম দেবে কেন?"

"তার মানে? কেন দেবে না? আপনি কি বলতে চান?" এটা অধিকার বিঘ্নিত হওয়ায় পাভেলের মনোবেদনার বহিঃপ্রকাশ।

অনধিকারী ব্যক্তির অপবিত্র হাত ওর আগে একটা তাজা খবরকাগজ খুলবে এটা পাভেলের অসহ্য। ও যেমন খবরকাগজ বোঝে আর কেউ কি তেমন বোঝে। ওর দৃষ্টিতে খবরকাগজ আসলে সাংকেতিক লিপিতে ছাপা বহুল প্রচারিত একাধিক নির্দেশাবলী, যে নির্দেশাবলী খোলাখুলি উচ্চারণ করা চলে না, যা শুধু প্রবন্ধ এবং খবরের বিন্যাস, খবরগুলো কিভাবে গুরুত্ব লঘু করে পরিবেশন করা হয় কিংবা আদৌ ছাপা হয় না, ইত্যাদি লক্ষ্য করে তথ্যাভিজ্ঞ পাঠক সমুচিত ব্যাখ্যা করেন এবং যথাযথ চিত্র প্রস্তুত করতে পারেন। তাই পাভেলেরই প্রথম কাগজ পড়া উচিত।

কিন্তু এত কথা ত' প্রকাশ্যে বলা চলে না। ও তাই বলল, "কয়েক মিনিট পরে আমাকে ইন্‌জেকশন দেবে। ইন্‌জেকশনের আগে কাগজটা দেখে নিতে চাই।"

"ইন্‌জেকশন?" হাড্ডিচুষ নরম হ'ল। "ঠিক আছে……"

কস্টোগলোটভ্ চট্ করে কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিল, বিশেষতঃ সেই জায়গাটায় যেখানে সুপ্রিম সোভিয়েতের (লোকসভা) অধিবেশনের খবর আর সবকিছুকে কোণঠাসা করে দিয়েছে। ভাঁজ করতে গিয়ে কাগজটা খস্‌খস্ করে উঠল। ঠিক তখন একটা খবরে চোখ পড়তে ও আবার কাগজ খুলে বসল আর আনন্দে ধীরে ধীরে বলে উঠল, "চ-ম-ৎ-কা-র… …চ-ম-ৎ-কা-র…"

ভাগ্যচক্রের ঘূর্ণনের শব্দ যেন ওর কাণে বাজছিল। আর কারো তা শুনতে পাওয়ার কথা নয়।

"কি ব্যাপার, দেখি?" পাভেল অধীর হয়ে পড়ছিল, "দেখি কাগজটা…"

কস্টোগলোটভ্ কাগজের কোন বিশেষ জায়গা কাউকে নির্দেশ করল না। পাভেলের কথারও জবাব দিল না। কাগজের ছ'টা পাতা একটু দুমড়িয়ে যাওয়ার ফলে আগের মত ভাঁজ হচ্ছিল না। ও কাগজটা চার ভাঁজ করে, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পাভেলকে দিল। ঘর থেকে বেরনোর আগে সিল্কের তামাকের থলে বের করে পুরানো খবরকাগজের টুকরো আর না-কাটা তামাক দিয়ে কাঁপতে থাকা হাতে সিগারেট পাকাতে লাগল।

কাগজ খুলতে গিয়ে পাভেলের হাতও কাঁপছিল। হাড্ডিচুষ যেভাবে ক'বার 'চমৎকার' বলল, না জানি সেটা কত গুরুত্বপূর্ণ খবর। অভিজ্ঞ পাঠকের মত এক স্তম্ভ থেকে আরেক স্তম্ভ টপকিয়ে সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনের বৃত্তান্ত শেষ করতে করতে সহসা……

অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে তাৎপর্যহীন ছোট ছোট হরফে ছাপা খবরটা চিৎকার নিজের গুরুত্ব জাহির করছিল। কি যে অভূতপূর্ব এবং অসম্ভব সিদ্ধান্ত! সোভিয়েত সুপ্রিম কোর্টের (সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়) সব বিচারপতি বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে!

তার মানে মাতুলেভিচ্, দেতিস্তভ্ আর পাভ্‌লেংকো নেই? আর ক্লোপভ্? সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর থেকে যে ক্লপভ্ বিচারপতি ছিলেন তিনি আজ বরখাস্ত হয়েছেন! ওঁরা বরখাস্ত হওয়ার পর রাষ্ট্র আর কমিউনিস্ট পার্টি কর্মীদের স্বার্থ কে দেখবে? ওঁদের জায়গায় একগাদা সম্পূর্ণ অপরিচিত নাম এসেছে। পঁচিশটি বছর ধরে যারা ন্যায় সুব্যবস্থিত করল, কলমের এক খোঁচায় তারা সব বাদ।

না, এটা নিছক ঘটনা পরম্পরা হতে পারে না। ইতিহাসের চাকা ঘুরছে .....

পাভেলের সারা গা ঘামে ভিজে গেল। সবে ভোর বেলায় ও নিজেকে বুঝিয়েছে যে ওর সব ভীতি অমূলক। তাতে উত্তেজনা শান্ত হয়েছিল। তারপর এই......

"আপনার ইন্‌জেকশন।" "কি?" পাভেল পাগলের মত চমকিয়ে উঠল।

উদ্যত সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট দাঁড়িয়ে। "জামার আস্তিন গোটান, মিঃ রুসানভ্। ইন্‌জেকশন দিতে হবে।"

উদ্ভট ভাবনা

পাভেল কংক্রিটের একটা নলের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল। নল নয়, সুড়ঙ্গ বলাই সঙ্গত, যে সুড়ঙ্গের দেওয়াল থেকে অনাচ্ছাদিত ইস্পাতের পাত খোঁচা মারার মত বেরিয়ে আছে। ওর ঘাড়ের ডান দিকে ঐ ইস্পাতের পাত-গুলো মাঝে-মাঝে লেগে যাচ্ছিল। পেটে ভর দিয়ে এগোতে গিয়ে দেহটা অত্যন্ত বেশী ভারী লাগছিল। অনভ্যস্ত পাভেল আর পারছিল না। একবার মনে হ'ল সুড়ঙ্গের চালের পুরো ভার ওর দেহের ওপর পড়েছে। পরক্ষণেই বুঝল, নিজের দেহই এক বস্তা বাতিল লোহা-লক্কড়ের টুকরোর মত ভারী হয়ে গিয়েছে। এত ভারী দেহ নিয়ে ও আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। এখন শুধু একটাই লক্ষ্য, কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে বুক ভরে শ্বাস নেওয়া আর আলোয় চোখ মেলা। কিন্তু সুড়ঙ্গ যে কখনই শেষ হতে চায় না। কখনই শেষ হবে না।

কোথাও একটা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল। না, কণ্ঠস্বর নয়। ওর মনই ওকে বলল, কাৎ হয়ে হামাগুড়ি দাও। আবার মনে হ'ল, কাৎ হয়ে হামাগুড়ি দেব

কি করে? তবু তাই করতে হ'ল। ও গোঙাতে গোঙাতে এগোতে থাকল। একটু পরে মনে হ'ল, তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। বাঁ কাৎ হয়ে কিছু দূর এগোনোর পর মনে হ'ল, এবার ডান কাৎ হয়ে এগোতে হবে। অনেকক্ষণ হামাগুড়ি দেওয়ার পরও সুড়ঙ্গের শেষ দেখা গেল না। আরো কিছুক্ষণ এগোনোর পর ও আবার বাঁ কাৎ হয়ে চলল। মাঝে-মাঝে মাথা আর ঘাড়ে চোট লেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। সুড়ঙ্গের মধ্যেই মরতে হবে।

হঠাৎ মনে হ'ল পাদু'টো এত হাল্কা লাগছে যেন বাতাস ভরে দেওয়া পা দু'টো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওপর দিকে উঠছে, যদিও বুক আর মাথা তখনো ভূমিলগ্ন হয়ে আছে। ও বুঝতে পারল, ঐভাবে হয়ত সুড়ঙ্গ থেকে বেরোনোর পথ খোঁজা সহজ হবে। ও হামাগুড়ি দিয়ে পেছোতে লাগল। একটু পেছোতে পাদু'টো একটা গর্তের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরোল। সরু গর্ত, ঐভাবে ছাড়া বেরোনোর উপায় নেই। মাথায় রক্তের চাপ বেড়ে মাথাটা ফেটে যায় আর কি। ও সুড়ঙ্গের দেওয়ালে দু'হাতে চাপ দিতে দেহের উর্দ্ধাঙ্গও সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে এল।

একটু ধাতস্থ হওয়ার পর পাভেল বুঝল, ও এক বিরাট নির্মাণ প্রকল্পের জমির মাঝখানে একটা পাইপের ওপর বসে আছে। কর্ম-দিবস শেষ হয়ে গিয়েছে বলে লোকজন নেই। চারপাশের জমি থকথকে কাদাভর্তি। পাইপটার ওপর বসে জিরোতে জিরোতেই পাভেলের একটি মেয়ের ওপর চোখ পড়ল। মেয়েটি ওর পাশেই বসেছিল। নোংরা আলখাল্লা গায়ে, অনাবরিত মাথা থেকে খড়ের মত চুলগুলো নেমেছে। চিরুনি বা পিনের বালাই নেই। মেয়েটি ওর দিকে তাকায়নি। শুধু বসেছিল। কিন্তু পাভেলের মনে হ'ল, মেয়েটি চায় যে পাভেলই আলাপ শুরু করুক। পাভেলের আলাপ আরম্ভ করতে সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু ও বুঝল, মেয়েটি প্রথম আলাপ করতে আরো বেশী সংকোচ বোধ করছে। পাভেলের আলাপ করার মন ছিল না, কিন্তু মেয়েটির আগ্রহ অনুমান করে প্রশ্ন করল, "তোমার মা কোথায়, খুকি?"

"আমি জানি না," মেয়েটি নিজের পায়ের দিকে চেয়ে, দাঁতে নখ কাটতে কাটতে বলল।

"তুমি জানো না, মানে?" পাভেল রেগে গেল. "তুমি নিশ্চয় জানো। সত্যি কথা বলো! সব কথার ঠিক মত জবাব লেখো···কি, কথা বলছ না কেন? আমি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করছি, তোমার মা কোথায়?"

"ঐ প্রশ্নটা আমিই আপনাকে করতে চাই," মেয়েটি সোজা ওর দিকে তাকাল।

মেয়েটির চোখে জল। ওর দৃষ্টি পাভেলের মনের অন্তস্থল ভেদ করল। কয়েকবার। সব কথা পাভেলের মনে পড়ে গেল। টুকরো, টুকরো নয়, সব কথা এক সঙ্গে। ও নিশ্চয় গ্রুশা'র মেয়ে। গ্রুশা পাভেলের কারখানার প্রেস

অপারেটার (ধাতব পাতে চাপ প্রয়োগ করে বিশেষ আকার দানের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র-চালক ছিল।

'জনগণের নেতা' সম্পর্কে বাজে গালগল্প করার জন্য গ্রুশা'র কারাদণ্ড হয়েছিল। মেয়েটি নিশ্চয় তার নিজের সম্পর্কে যে ফর্ম ভর্তি করেছিল তাতে মায়ের কারাবাসের বৃত্তান্ত গোপন করেছিল। পাভেল সেজন্য মেয়েটিকে ডাকিয়ে এনে ধমক দিয়ে বলেছিল, তার বিরুদ্ধে ফর্ম ঠিক মত ভর্তি না করার অভিযোগ আনা হবে। ফলে মেয়েটি বিষ খেয়ে মরে। ও বিষ খেয়েছিল বটে কিন্তু ওর চুল আর চোখ দেখে পাভেলের মনে হ'ল, ও নিশ্চয় জলে ডুবে মরেছিল। ওর আরো মনে হ'ল, ও যে কে মেয়েটি তা অনুমান করতে পেরেছে। তার সঙ্গে এটাও স্বতঃসিদ্ধ ভাবে মনে হল যে মেয়েটি যদি ডুবে মরে থাকে যেহেতু ও তার পাশে বসে আছে সুতরাং ও নিজে নিশ্চয় মৃত। ওর কপাল ঘামে ভিজে গেল। ও ঘাম মুছে, মেয়েটিকে বলল, "ইস্, কি গরম। এখানে খাওয়ার জল কোথায় পাব বলতে পারো ?"

"ঐ যে, ওখানে।" মেয়েটি সবুজ কাদা মেশা, অনেক দিন ধরে জমে থাকা বৃষ্টির জলভর্তি চৌকো বাক্সের মত একটা গর্ত ইঙ্গিত করল। পাভেলের মনে হ'ল, মেয়েটি নিশ্চয় ঐ জলে আত্মহত্যা করেছে, আর এখন চাইছে পাভেল ঐ জল খেয়ে মরুক। কিন্তু মেয়েটি যদি তাই চায়, তবে কি পাভেল এখনো মরেনি ?

"একটা কাজ করবে ?" কৌশলে মেয়েটির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পাভেল বলল, "ঐ·· ঐখানে ছুটে গিয়ে ফোরম্যানকে ডেকে আনবে ? ফোরম্যানকে বলো, সে যেন আমার বুট জোড়া নিয়ে আসে। আমি খালি পায়ে কি করে জল খেতে যাব ?"

মেয়েটি ইতিবাচক মাথা হেলিয়ে, পাইপ থেকে লাফিয়ে নেমে লম্বা লম্বা বুটপরা পায়ে, যেমন নির্মাণ প্রকল্পের কর্মীরা পরে থাকে, জল কাদা মাড়িয়ে, নিজের পরনের নোংরা আলখাল্লা দুলিয়ে এগিয়ে চলল।

এত বেশী তেষ্টা পেয়েছিল যে পাভেল ঠিক করল ঐ গর্তের জলই খাবে। একটু খেলে কোন ক্ষতি হবে না। ও পাইপ থেকে নেমে পড়ল। ও আর কাদায় পিছলিয়ে পড়ছে না লক্ষ্য করে অত্যন্ত অবাক লাগল। পায়ের তলার জমি বর্ণনাবিহীন মনে হ'ল। চার পাশের সবকিছুই তাই। দূরে কোন বস্তু দেখা যায় না। চলার পথের কোন শেষ নেই, বাধাও নেই। অনন্ত কালই চলতে পারে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল, একটা দরকারী কাগজ হারিয়ে গিয়েছে। সবক'টা পকেট হাতড়িয়ে দেখল হ্যাঁ, খোয়া গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ভয় হ'ল। বাইরের লোকে কাগজটা পড়ে ফেলবে না ত'? তাহলে দারুণ বিপদ হবে। মনে পড়ল হয়ত সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসার সময় কাগজটা খোয়া গিয়েছে। ও দ্রুতগতি ফিরে চলল। কিন্তু সঠিক জায়গাটা খুঁজে পেল না। ও কিছুতেই জায়গাটা চিনে বের করতে পারল

না। ও সুড়ঙ্গই দেখতে পেল না। তার পরিবর্তে দেখা গেল কিছু শ্রমিক সারা জায়গায় ঘোরাফেরা করছে। কাগজটা যদি ওদের হাতে পড়ে তাহলে ত' সর্বনাশ।

শ্রমিকগুলি যুবক এবং সবাই ওর অপরিচিত। ওয়েল্ডারের মত ক্যানভাসের জামা পরা এক শ্রমিক ওকে দেখে দাঁড়াল। শ্রমিকটি ওকে ঐ রকম করে দেখছে কেন? কাগজটা পেয়েছে নাকি?

"হ্যা, ভাই, দেশলাই আছে?" পাভেল বলল। "কিন্তু আপনি ত' ধূমপান করেন না," ওয়েল্ডার জবাব দিল। (ছোকরা দেখছি এও জানে! কি করে জানল?)

"অন্য এক প্রয়োজনে দেশলাই চাই"। "অন্য কি প্রয়োজন?" ওয়েল্ডার ওর আপাদমস্তক দেখল।

ওয়েল্ডারটার কি উদ্ধত জবাব! মার্কামারা অন্তর্ঘাতী যুবকের মত আচরণ! ওটা হয়ত পাভেলকে কিছুক্ষণ কথাবার্তা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার এক কৌশল। সেই সুযোগে ওরা কাগজটা খুঁজে পাবে। দেশলাই ও ঐ কাগজটার জন্যই দরকার। পুড়িয়ে ফেলবে।

ওয়েল্ডার আরো, আরো কাছে এল। পাভেল খুব ভয় পেল। এর পর যা ঘটবে তা ওর জানা। যুবক সোজা ওর চোখে চেয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল "যেহেতু ইয়েলেনা (ইয়েলচেন্স্কি'র স্ত্রী) তার কন্যার ভার আমার ওপর দিয়েছে, অতএব আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে ইয়েলেনা নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং সে সেজন্য গ্রেফতার হওয়ার অপেক্ষায় আছে।"

পাভেলের গা শিরশির করে উঠল। "আপনি কি করে এসব জানলেন?" (নেহাৎ বাজে প্রশ্ন। একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে ওয়েল্ডার একটু আগে পাভেলের রিপোর্ট পড়েছে। ওর শেষ মন্তব্যটা হুবহু ঐ রিপোর্ট থেকে তোলা)

ওয়েল্ডার কোন জবাব না দিয়ে চলে গেল। তার পেছন পেছন পাভেল। ওর রিপোর্টটা নিশ্চয় কোথাও পড়ে আছে। খুঁজে বের করতেই হবে। অবিলম্বে।

দু'পাশের উঁচু দেওয়ালের মাঝখানে জোর পায়ে চলে কয়েকবার মোড় ঘুরতে হ'ল। ওর হৃদয় লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। পাদু'টো অত দ্রুত চলতে অপারগ। পাভেল তখন একেবারে মরীয়া। অবশেষে কাগজটা দেখতে পেল। ও দেখা মাত্র চিনতে পারল। ও দৌড়ে গিয়ে কাগজটা তুলে নিতে চাইল। কিন্তু পা সহযোগিতা করল না। ও চার হাত-পায়ে, মূলতঃ হাতে ভর করে, কাগজটার দিকে এগোল। কেউ কাগজটা হস্তগত করে ছিঁড়ে না ফেললে বাঁচা যায়! কাছে, আরো কাছে .... ও অবশেষে খপ্ করে কাগজটাকে ধরল। হ্যাঁ, সঠিক কাগজই বটে। কিন্তু ছিঁড়ে ফেলা দূরে যাক, কাগজটা হাতে করে তোলার ক্ষমতাও যে ওর নেই। ও কাগজটার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

কে যেন হাত দিয়ে ওর কাঁধ ছুঁল। পাছে কাগজটা হারিয়ে যায়, পাভেল তাই ঠিক করল মুখ তুলে দেখবে না। কিন্তু কোমল স্পর্শ। স্ত্রীলোকের হাত। মনে হ'ল, নিশ্চয় ইয়েলেনা'র হাত।

"শুনুন," স্ত্রীলোকটি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে নরম ভাবে বলল, "দয় করে বলুন না, আমার মেয়েটা কোথায়? আপনি তাকে কোথায় রেখেছেন?"

"সে ভাল জায়গাতেই আছে, ইয়েলেনা। চিন্তা করো না," পাভেল মুখ না তুলেই জবাব দিল।

"কোথায় আছে?" "শিশু নিলয়ে আছে।"

"কোন্ শিশু নিলয়ে আছে?" ইয়েলেনা'র স্বরে জিজ্ঞাসাবাদ নয়, বিষাদ পরিস্ফুট।

"তোমাকে ঠিক কি বলব, ভেবে পাচ্ছি না।" পাভেলের ওকে সঠিক জবাব দেওয়ায় আপত্তি ছিল না। কিন্তু ও নিজেই জানত না মেয়েটা কোথায় আছে। মেয়েটাকে কোথায় পাঠানো হয়েছিল তা ওর অজানা। তাছাড়া প্রথমে যেখানে পাঠানো হয়েছিল, সেখান থেকে তাকে আর কোথাও পাঠানোও সম্ভব।

"মেয়েটাকে কি আমার পদবী ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে?" ইয়েলেনা নরম ভাবে পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল।

"না," পাভেল সহানুভূতিসহ বলল, "ওদের নিয়ম হ'ল, পদবী বদলিয়ে দিতে হবে। ওটা একান্ত আবশ্যিক নিয়ম। ও ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় নেই"

ঐভাবে উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থাতেই পাভেলের মনে পড়ল এক সময় ইয়েলচেন্স্কি আর তার স্ত্রীকে ওর মোটামুটি ভালই লাগত। ও ওদের ওপর একটুও বিরূপ ছিল না। তবু বন্ধু ইয়েলচেন্স্কিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধিক্কার দিতে হয়েছিল, যেহেতু চুখ্নেঙ্কোর তাই হুকুম। ইয়েলচেন্স্কি ছিল পেশাগত দিক থেকে ওর পথে বাধা স্বরূপ। ইয়েলচেন্স্কি গ্রেফতার হওয়ার পর পাভেল তার স্ত্রী ইয়েলেনা আর মেয়েকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছে। পরে ইয়েলেনাও যখন নিজে গ্রেফতার হওয়ার আশংকা করছিল সে তখন তার মেয়ের ভার পাভেলকে দিয়েছিল। ইয়েলেনাকেও পাভেলের কেন ধিক্কার দিতে হয়েছিল তা পাভেল কিছুতেই মনে করতে পারল না।

ইয়েলেনাকে দেখবার জন্য পাভেল মাথা ঘোরাল। কি ইয়েলেনাকে দেখা গেল না। তার চিহ্নই নেই। (ইয়েলেনা উপস্থিত থাকবেই বা কি করে? সে ত' মারা গিয়েছে) ঘাড়ের ভেতরে, ডান দিকে, কি যেন ছুরির মত বিঁধল। ও মাথা সিধে করল। না, বিশ্রাম দরকার। এমন ক্লান্তি লাগছিল যা জীবনে কখনো বোধ হয়নি। সারা শরীর ব্যথা করছিল।

ও খনির অভ্যন্তরে এক সুড়ঙ্গে শুয়েছিল। ওর চোখ ইতিমধ্যে অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে থাকা কয়লার টুকরোর মধ্যে একটা টেলিফোনও রয়েছে দেখে পাভেল খুব অবাক হ'ল। এখানে টেলিফোন এল কি করে? টেলিফোনটা কি সক্রিয়? তবে ত' কাউকে ফোন করে কিছু পানীয় নিয়ে আসতে অনুরোধ করা যায়। এমন কি পাভেল তাকে এও বলতে পারে, আমাকে হাসপাতালে পেঁছে দাও।

পাভেল রিসিভার তুলল। কিন্তু ডায়াল টোনের পরিবর্তে এক তেজী, কেজো লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কমরেড রুসানভ্?"

"হ্যাঁ, রুসানভ বলছি।" (পাভেল সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়েছিল, যে টেলিফোন করছে সে অবশ্যই কোন হোমড়া-চোমড়া মানুষ)

"অনুগ্রহ করে সুপ্রিম কোর্টে আসুন।"

"সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে? বেশ, যাচ্ছি। এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।" রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে পাভেলের হঠাৎ একটা জরুরী কথা মনে পড়ল। ও বলল, "হ্যালো, আমার কোন্ সুপ্রিম কোর্টে হাজির হতে হবে, নতুন না পুরনোটায়?"

"নবগঠিত সুপ্রিম কোর্টে আসুন। দেরী করবেন না" নেহাৎই কেজো, নিরুত্তাপ নির্দেশ ধ্বনিত হওয়ার পর লাইন কেটে গেল।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের রদ-বদলের কথা মনে পড়ল। পাভেল নিজেই প্রথম রিসিভার তুলেছিল বলে ঐ নির্দেশ এড়ানো গেল না। মনে আক্ষেপ হ'ল। মাতুলেভিস্ নেই। ক্লোপভ্ও নেই। এমন কি বেরিয়াও নেই……কি যে বিশ্রী সময় এসেছে।

অথচ ঐ নির্দেশ না মানার উপায় নেই। এত দুর্বল লাগছিল যে পাভেল উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। ও চার হাত-পায়ে ভর করে নবজাত বাছুরের মত উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। ঠিক কখন উপস্থিত হতে হবে, তা অবশ্য ওরা বলেনি। কিন্তু বলেছে, দেরী করবেন না। শেষে একটা দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে উঠে, দুর্বল এবং নড়বড়ে পায়ে, দেওয়াল খামচে খামচে এগিয়ে চলল। ও কিছুতেই বুঝতে পারছিল না ঘাড়ের ডান দিকটা কেন অনবরত ব্যথা করছে।

পাভেল চলতে চলতে ভাবছিল, ওরা আমাকে ডেকে পাঠাল কেন? সত্যিই কি আমার বিচার করবে? এত বছর পরে বিচারের নিষ্ঠুরতা! সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের রদ-বদল করার ফল একটুও ভাল হবে না।

ও কি বা করতে পারে? সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকার ফলে ওর পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করা ছাড়া পথ নেই। সাহসে ভর করে তাই করতে হবে। ও আত্মপক্ষ সমর্থনে বলবে: "আমি কাউকে সাজা দিইনি, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধানও করিনি। জনসাধারণের শৌচাগারে 'নেতা'র ছেঁড়া ছবিওলা কাগজের টুকরো যদি পেয়ে থাকি, সেই

কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানানো আমার কর্তব্য। আর সেই কাগজ সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেওয়া অনুসন্ধানকারীর কর্তব্য। আমি শুধু সংযোগ বশে মামলাটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। গোপন আসল কথাটি খুঁজে বের করা অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলোর কাজ। আমি কেবল আমার নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করেছি, তার বেশী কিছু করিনি।"

ও আরো বলবে, "এ যাবৎ সমাজকে সুস্থ, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্থ করে তোলাই ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমাজের শুদ্ধি ব্যতীত তা সম্ভব নয়। যারা দু'হাতে কোদাল চালিয়ে আবর্জনা সরাতে ইতস্ততঃ করে তাদের দ্বারা সামাজিক শুদ্ধি আনয়ন অসম্ভব!"

এই ধরণের যুক্তি-তর্ক মনে যত তোলপাড় হতে থাকল তত সেগুলি আদালতে উত্থাপনের প্রস্তাবিত ক্রম ওলট-পালট হতে থাকল।

ও এতক্ষণে যত শীঘ্র সম্ভব বিচার সভায় উপস্থিত হতে চাইছিল। ও চেঁচিয়ে বিচারকদের বলবে, "আমি একাই ঐ কাজ করিনি! তবে একা আমার বিচার কেন হবে? এমন একজনের নাম বলুন যে, আমি যা করেছি তা করেনি। আমার 'সাহায্য' ছাড়া সে নিজের চাকরি বজায় রাখত কি করে, শুনি? আপনারা গুজুন-এর কথা বললেন—কোন্ গুজুন্, যার জেল হয়েছিল?"

ওর পেশীগুলো এত বেশী টানটান হয়ে উঠেছিল যেন ও চিৎকার করে আত্মপক্ষ সমর্থন করছে। কিন্তু তখনই খেয়াল হ'ল যে ও সত্যিই চিৎকার করছে না। শুধু গলাটা ফুলে গিয়েছে, ব্যথা করছে।

ও এবার যেন কোন এক বাড়ীর বারান্দা দিয়ে, খনির সুড়ঙ্গ পথে নয়, হেঁটে চলেছিল। কেউ পেছন থেকে ডাকল, "পাভেল! তোমার কি হয়েছে? অসুখ করেছে নাকি? ঐ রকম পা টেনে টেনে চলছ কেন?"

পাভেল, কিন্তু, ফূর্তিভরা মনেই এগোচ্ছিল। ওর একটুও অবসন্ন লাগছিল না। ও ফিরে তাকিয়ে দেখল কে ডাকছে। সামরিক সাজে সজ্জিত হ্যান জোয়াইনেক্‌-কে দেখতে পেল।

"কোথায় চলেছ, হ্যান?" পাভেলের অবাক লাগল, হ্যানকে অত অল্প বয়সী দেখাচ্ছে কেন। হ্যান অল্প বয়সীই ছিল। কিন্তু, সে ত' অনেক কাল আগে।

"আমি কোথায় চলেছি? তুমি যেখানে যাচ্ছ, আমিও সেখানে যাব। বিচার সভায়।"

"কোন্ বিচার সভায়?" পাভেলের আবছা মনে ছিল, কোথায় যেন যেতে হবে। কিন্তু ঠিক কোথায়, তা মনে ছিল না।

ও হ্যানের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে, যুবকের মত ফূর্তিভরা মনে এগিয়ে চলল। ওর মনে হচ্ছিল তখনো কুড়ি বছর বয়স হয়নি। বিয়ে ত' হয়ই নি।

ওরা একটা বিরাট অফিস ঘরে ঢুকল। সেখানে চেয়ার-টেবিলে বসে আছেন বুদ্ধিজীবীরা ঃ দাড়িওলা মুখে, যাজকদের মত দেখতে, টাই পরা, বয়স্ক হিসাব-রক্ষকরা ; জ্যাকেটের ল্যাপেলে আড়াআড়ি ভাবে খুদে-খুদে হাতুড়ি আঁটা ইঞ্জিনিয়াররা ; সম্ভ্রান্ত চেহারার বয়স্ক মহিলারা ; আর হাঁটুর ওপরে স্কার্ট উঠে থাকা, খুব কষে প্রসাধন করা যুবতী টাইপিস্টরা। পাভেল আর হ্যান এক সঙ্গে দু'জোড়া বুটের শব্দ তুলে ঘরে ঢুকতে সমবেত তিরিশটি মানুষই ফিরে দেখল। কেউ উঠে দাঁড়াল, অনেকে নিজের জায়গায় বসেই মাথা নিচু করে অভিবাদন করল। সবার চোখ অগ্রসরমান পাভেল আর হ্যানের ওপর। সবার মুখে ভীতির ছায়া, যা পাভেল আর হ্যানের উপভোগ্য মনে হ'ল।

ওরা দু'জন ঐ ঘর পেরিয়ে পরের ঘরে ঢুকল। বিচার সভার সদস্যদের অভিবাদন জানিয়ে, লাল টেবিল-ক্লথ মোড়া একটা টেবিলে বসল। "বেশ, এবার আমরা সভার কাজ শুরু করছি," সভাপতি ভেঙ্কা বললেন।

সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। প্রথমে এল প্রেস অপারেটার গ্রুশা। "তুমি এখানে কি করতে এসেছ, মাসী?" ভেঙ্কা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা এখানে প্রশাসনকে শুদ্ধ করছি। তার সঙ্গে ত' তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি কি করে প্রশাসনে সেঁধিয়ে পড়েছিলে, শুনি?"

সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল।

"না, না, যেসব কিছু নয়," গ্রুশা একটুও না ঘাবড়িয়ে বলল, "আমি আমার মেয়ের জন্য এসেছি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠছে। ওকে এখন একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে না দিলেই নয়, বুঝলে বাবা……"

"ঠিক আছে, মাসী," পাভেল বোঝাল, "তোমার দরখাস্ত রেখে যাও। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। মেয়ের স্কুলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের কাজের বিঘ্ন ঘটিও না। আমরা এখন বুদ্ধিজীবীদের শুদ্ধ করব।"

পাভেল হাত বাড়িয়ে জলের পাত্র টেনে নিল। কিন্তু দেখা গেল পাত্রে জল নেই। ও ওর পাশে উপবিষ্ট একজনকে টেবিলের অপর দিকে রাখা আরেকটা জলপাত্র এগিয়ে দিতে ইঙ্গিত করল। ঐ জলপাত্র আসার পর দেখা গেল সেটাও শূন্য!

ওর এত তেষ্টা লেগেছিল যে মনে হচ্ছিল গলায় আগুন লেগেছে। "জল দাও! জল!"

"একটু সবুর করুন," ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট বললেন, "জল আনিয়ে দিচ্ছি।"

পাভেল চোখ খুলল। দেখল ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট ওর বেডে ওর পাশে বসে আছেন। "বেডের পাশের টেবিলে ফলের জুস আছে," ও ক্ষীণ কণ্ঠে বলল। ওর জ্বর ভাব হচ্ছিল। সারা গায়ে ব্যথা। মাথায় যেন ড্রাম বাজছিল।

"ঠিক আছে, আপনাকে ফলের জুস দিচ্ছি।" গ্যাঙ্গার্টের পাতলা ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটল। উনি টেবিল থেকে জুসের বোতল আর একটা গ্লাস নিয়ে এলেন।

জানলা দিয়ে দেখা গেল সন্ধ্যে হয়ে এলেও সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা কমেনি।

পাভেল আড় চোখে দেখল গ্যাঙ্গার্ট সাবধানে গ্লাসে ফলের জুস ঢাললেন, যেন একটুও জুস বাইরে না পড়ে।

তিতকুটে-মিষ্টি ফলের জুসের স্বাদ খুব ভাল লাগল। শায়িত অবস্থায়ই পাভেল গ্যাঙ্গার্টের হাতে ধরা গ্লাসটা নিঃশেষ করে দিল। "আজকের দিনটা আমার ভারি বিশ্রী ভাবে কেটেছে," পাভেল বলল।

"না, না, আপনি শেষ পর্যন্ত ঠিকই সহ্য করতে পেরেছেন," গ্যাঙ্গার্ট ওর কথায় আমল দিলেন না, "আসলে আজকে আপনার ইন্‌জেকশনের ডোজ্ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"

পাভেলের সন্দেহ হ'ল। "তার মানে, এখন থেকে রোজই ইন্‌জেকশনের ডোজ্ বাড়তে থাকবে নাকি?"

আজকে যে ডোজ দেওয়া হ'ল, তাই দেওয়া হবে। আপনি এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। পরে আর অত খারাপ লাগবে না।"

তাহলে সুপ্রিম ..." পাভেল নিজেকে সংযত করল। প্রলাপকে কত আমল দেওয়া যায়?

ইসিক্ কুল-এর মূল

পাভেলের ওপর পূর্ণ ডোজ্ ইন্‌জেকশনের কি প্রতিক্রিয়া হবে ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। দিনের মধ্যে বেশ ক'বার ওয়ার্ডে এসে পাভেলকে দেখে গিয়েছিলেন! তাছাড়া কাজ শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ রয়ে গিয়েছিলেন। ওলিম্পিয়াডা'র ডিউটি ছিল। সে থাকলে এত ঘন ঘন পাভেলকে দেখতে হত না। কিন্তু ওলিম্পিয়াডাকে শ্রমিক সংগঠনের কোষাধ্যক্ষদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য ছুটি দেওয়া হয়েছিল। তার বদলে তুগুন ডিউটি করছিল। তুগুন ঢিলেঢালা গোছের মানুষ।

ইন্‌জেকশন নেওয়ার সময়ই পাভেলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। অবশ্য, নিয়ম-মাফিক প্রতিক্রিয়ার সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। ওকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। ফলে ও না জাগলেও, গুঙিয়েছে, ছটফট করেছে আর এপাশ-ওপাশ করেছে। ওকে দেখতে এসে ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট প্রত্যেক বারই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওর নাড়ি দেখেছেন আর ওর হাত-পা ছটকানি দেখেছেন।

পাভেলের লালচে হয়ে যাওয়া মুখ ঘামে ভরে গিয়েছিল। চশমা না পরার ফলে ওকে আর জবরদস্ত উচ্চপদস্থ কর্মী মনে হচ্ছিল না। সার্বিক টাক পড়া সত্ত্বেও অল্প কয়েক গাছা চুল দীন ভাবে মাথার চাঁদিতে লেপটিয়ে গিয়েছিল।

এমনিতেই মাঝে মাঝে আসতে হচ্ছিল বলে ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট ভেবেছিলেন সেই

সুযোগে আরো কয়েকটা কাজ সেরে নেবেন। ইয়েফ্রেমকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে ওয়ার্ডের 'প্রবীণতম রোগী' উপাধিটা খালি পড়েছিল। ঐ পদের দায়িত্বভার বলতে এখন আর তেমন কিছুই যদিও নেই, তবু ঐ উপাধিটা কাউকে দেওয়া প্রয়োজন। গ্যাঙ্গার্ট পাভেলের পরের বেডে পেঁছিলেন, আর বললেন, "কস্টোগলোটভ্, আজ থেকে আপনি 'প্রবীণতম রোগী' হলেন।"

পূর্ণ পোষাকে সজ্জিত কস্টোগলোটভ্ কম্বল বিছানো বেডে শুয়ে খবর-কাগজ পড়ছিল। ওর কাগজ পড়ার মধ্যে গ্যাঙ্গার্ট এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এলেন। গ্যাঙ্গার্ট এত দিনে ওর চোখা চোখা কথায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, বস্তুতঃ তাই প্রত্যাশা করতেন। উনি ঐ কথা ক'টা বলতে গিয়ে মৃদু হাসলেন। যেন ঐ উপাধিটা কত অর্থহীন তা উনি জানেন। কস্টোগলোটভ্ হাসি মুখে তাকাল। ডাক্তারকে আর কি করে সম্মান দেখাবে বুঝতে না পেরে পাদু'টো গুটিয়ে নিল। ও বন্ধুত্বের সুরে বলল, "ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট, আপনি আমাকে অসংশোধনীয় নৈতিক আঘাত করার চেষ্টা করছেন। প্রশাসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল করেন। তাঁদের অনেকে ক্ষমতার প্রলোভনে পড়েন। আমি সেজন্য শপথ নিয়েছি যে আর কখনো প্রশাসক বা প্রশাসনের অঙ্গ হব না।"

"আপনি কি প্রশাসক ছিলেন? বড়সড় প্রশাসক?" গ্যাঙ্গার্ট আলাপ জমানোর জন্য বললেন।

"যে সর্বোচ্চ পদ আমি পেয়েছিলাম তা হ'ল রুশ ফৌজের ডেপুটি প্লেটুন কমাণ্ডার। বাস্তবে আমার পদমর্যাদা ছিল অনেক বেশী। কারণ আমার প্লেটুন কমাণ্ডার ছিল এক অযোগ্য, আহাম্মক। ওরা তাকে ব্যাটারি কমাণ্ডার পদে উন্নীত করার জন্য প্রশিক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দিল। একটা রক্ষে যে সে তালিম নেওয়ার পর আমাদের নয়, অন্য ব্যাটালিয়নে, উচ্চতর পদে বহাল হত। ওর বদলিতে যে প্লেটুন কমাণ্ডার পাঠাল সে কাজে যোগ দেওয়া মাত্র তাকে রাজনৈতিক বিভাগে অধিকাংশ সময় কাজ করতে বলা হ'ল। আমার ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের আমার উন্নতিতে কোন আপত্তিই ছিল না। কারণ একেত' আমি একজন দক্ষ ভূ-সংস্থানবিদ, তার ফৌজের সিপাহীরা আমায় মানত। তাই পুরো দুটি বছর আমি সার্জেণ্ট পদে বহাল থেকে ইয়েলটস্ থেকে ফ্রাংকফুর্ট-অন-ওডার পর্যন্ত এলাকায় প্লেটুন কমাণ্ডারের কাজ করেছি। হ্যাঁ, ঐ দুটোই আমার জীবনের সেরা বছর। আপনার হয়ত শুনে হাসি পাবে, কিন্তু সত্যিই ঐ দুটি আমার জীবনের সেরা বছর।"

কস্টোগলোটভের মনে হ'ল পা গুটিয়ে বসে কথা বলা ভদ্রোচিত দেখায় না। ও পা ঝুলিয়ে বসল। "আপনার কথা শুনলাম," গ্যাঙ্গার্ট মৃদু হাসতে হাসতেই বললেন, "আপনি এই উপাধিটা নিতে চাইছেন না কেন? আপনার জীবনের সেরা বছরগুলির সংখ্যা আরেকটু বাড়তে পারত।"

"ভারি সুন্দর যুক্তি! সেরা বছরের সংখ্যা ত' বাড়বে, কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতির কি হবে? আপনি ঐ মনোনয়নের দ্বারা গণতান্ত্রিক নীতিটাই অগ্রাহ্য

করছেন। ওয়ার্ডের কেউ আমাকে নির্বাচন করেনি। ভোটদাতারা আমার জীবনের ইতিহাস জানে না ··আপনিও জানেন না···"

"বেশ ত', বলুন না।" গ্যাঙ্গার্ট নরম সুরে বললেন। সাধারণতঃ উনি নরম ভাবেই কথা বলেন। কস্টোগলোটভ্ও এবার গলা খাটো করল, যাতে শুধু গ্যাঙ্গার্টই শুনতে পান। পাভেল ঘুমোচ্ছিল। ইয়েফ্রেমের বেড শূন্য। ভাদিম পড়ছিল। ওদের কথাবার্তায় আর কারো দরকার নেই।

"আমার ইতিহাস শোনাতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে, আর আমি বসে —এভাবে কেউ কোন মহিলার সঙ্গে কথা বলে না। আর আমি যদি এক সৈনিকের মত চলাচলের পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি সেটা আরো বিশ্রী দেখাবে। তার চেয়ে আপনি আমার বেডে বসুন না, প্লিজ্।"

"কিন্তু আমার এখন এখানে বসার কথা নয়।" গ্যাঙ্গার্ট তবু ওর বেডের কিনারে বসলেন।

"দেখুন, ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট, আমার জীবনের সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে, কারণ আমি গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলাম। ফৌজেও গণতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা করেছি, মানে আমি আমার বড়কর্তাদের মুখের ওপর জবাব দিতাম। ঐজন্য ১৯৩৯ সালে অফিসার পদে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থেকে আমার নাম বাদ গেল। ১৯৪০ সালে অফিসার প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে নেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু ওপর ওলাদের প্রতি, আমার রূঢ় আচরণের জন্য তাড়িয়ে দিল। অবশেষে ১৯৪১ সালে নন-কামিশণ্ড (মধ্য পর্যায়ের) অফিসার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আমাকে দূর প্রাচ্যে পাঠাল। সতি বলতে কি, অফিসার না হতে পেরে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। অল্প বয়সে ওসব মনে দারুণ আঘাত করে। তবু, তখনো আমি ন্যায় বিচার আরো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি।"

"আমার এক বন্ধু ছিল। আমার সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতাই ছিল," ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট বেডে রাখা কম্বলের দিকে চেয়ে বললেন, "সেও ঐ ধরণের ছিল। যথেষ্ট চালাক-চতুর আর শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সিপাহীর পদে তার পদোন্নতি হয়নি।" গ্যাঙ্গার্ট আধ মিনিট চুপ করে রইলেন। তারপর চোখ তুলে বললেন, "কিন্তু আপনি আগে যা ছিলেন এখনো তাই আছেন।"

"তার মানে—সীপাহী না চালাক-চতুর ?"

"স্বাধীনচেতা। যেমন ধরুন আপনি যেভাবে ডাক্তারদের সঙ্গে, বিশেষতঃ আমার সঙ্গে, কথা বলেন তাতে ঐ কথা মনে হয়।" গ্যাঙ্গার্ট আর হাসছিলেন না। ওঁর গাম্ভীর্যও কোমলতা মণ্ডিত। সব চাল-চলনই যেন সুরে বাঁধা।

"আমি যেভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলি ? আমি সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধাসহ আপনার সঙ্গে কথা বলি। ওর চেয়ে ভালভাবে কথা বলার ঢঙ আমার জানা নেই। শুধু আপনি তা বোঝেন না, এই যা। হয়ত আপনি আমার এখানে প্রথম দিনের কথা মনে করে ঐ মন্তব্য করেছেন। তখন আমি যে কত বিশ্রী

পরিস্থিতিতে ছিলাম আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি ছিলাম এক মৃতপ্রায় মানুষ। যে অঞ্চলে আমি নির্বাসিত হয়েছিলাম সেখান থেকে শুধু এখানে আসার অনুমতিটুকু তখন পেয়েছি। এখানে পেঁাছে দেখি শীতের বদলে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আমার ফেল্ট-বুট খুলে বগলদাবা করতে হ'ল। অথচ যে অঞ্চল থেকে এসেছি সেখানকার তুষারপাত দেখবার মত। ওভারকোটটা বৃষ্টিতে এত ভিজে গিয়েছিল যে ওটা নিঙড়িয়ে নিলে ভাল হয়। বুট দুটো স্টেশনে জমা রেখে পুরানো শহরে যাওয়ার জন্য ট্রামে উঠলাম। পুরানো শহরের একটা ঠিকানা জানা ছিল—রণাঙ্গণে আমার সহযোদ্ধা এক সিপাহীর ঠিকানা—কিন্তু ট্রাম ধরতে ধরতে রাত হয়ে গেল। ট্রামে সবাই আমাকে বলল, 'এখন ঐ এলাকায় যেও না, গেলে গলাটি কাটা যাবে।' ১৯৫৩ সালের সাধারণ মার্জনা বলে সব ছিঁচকে, অরাজনৈতিক অপরাধীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, এবং এখন হাজার চেষ্টা করেও তাদের আর ধরা যাবে না। আমার সিপাহী বন্ধুটি তখনো ঐ ঠিকানায় ছিল কিনা জানা ছিল না। ট্রামের কোন যাত্রীই সে রাস্তাটা ঠিক কোথায় তা বলতে পারল না। সুতরাং হোটেলে ওঠার কথা ভাবতে হ'ল। খালি পায়ে হোটেলগুলোর সুন্দর সুন্দর অভ্যর্থনা হলঘরে ঢুকতে লজ্জা লাগছিল। তবু গেলাম। দু'-একটা হোটেলে ঘরও খালি ছিল। কিন্তু সাধারণ পাসপোর্টের জায়গায় আমি নিজের নির্বাসিত ব্যক্তির কাগজপত্র দেখাতে তারা বলল, তাদের আমার মত মানুষকে রাখার অনুমতি নেই। অতএব কি করণীয়? ভাবছিলাম হয়ত পথেই রাত কাটাতে হবে। সোজা পুলিশ চৌকিতে গিয়ে নিজের কথা বললাম। তারা অনেক টালবাহানা করে শেষে বলল, 'কোন চায়ের দোকান দেখুন না। ওখানে রাতটা কাটান। আমরা চায়ের দোকানের লোকজনের কাগজপত্র দেখি না'। কিন্তু একটাও চায়ের দোকান খুঁজে পেলাম না। অগত্যা রেল স্টেশনে গেলাম। ওরাও কাউকে রাত কাটাতে দেয় না। একটা পুলিশ টহলদারি করে আশ্রয়প্রার্থীদের ভাগিয়ে দিচ্ছিল। যাহোক পরদিন সকালে এখানে এলাম। বহির্বিভাগে। ওরা আমাকে পরীক্ষা করে বলল, অবিলম্বে ভর্তি হতে হবে। আবার শহরের অপর প্রান্তে যেতে হ'ল। স্থানীয় কমেন্দাতুরা'র দপ্তরে। পথে কয়েকবার ট্রামও বদলাতে হ'ল। সারা সোভিয়েত দেশে একই কাজের সময় বহাল থাকলেও কমেদান্ত দপ্তরে ছিলেন না। তিনি কখন ফিরবেন তা এক তুচ্ছ নির্বাসিত ব্যক্তিকে জানানোর জন্য চিরকুট লিখে রাখার মত হীন কাজ তিনি করতে পারেন না। তিনি দপ্তরে ফিরতে পারেন, নাও পারেন। তখন মনে পড়ল, নিজের কাগজপত্র জমা দিয়ে দিলে স্টেশন থেকে ফেল্ট-বুট ফেরৎ নিতে পারব না। এবার স্টেশনে ফেরা। দুটো ট্রাম বদলিয়ে এক এক দিকে দৌড়তে কম করে দেড় ঘণ্টা করে লেগে গেল।"

"আপনাকে ফেল্ট-বুট পায়ে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না ত'। দেখেছি?"

"দেখবেন কি করে? আমি স্টেশনেই একজনকে ফেল্ট-বুট বেচে দিয়ে-

ছিলাম। ওখন ধরে নিয়েছিলাম যে একটা শীত এই হাসপাতালেহ কাটবে, পরের শীত দেখার জন্য বেঁচে থাকব না। আবার কমেন্দাতুরায় ফেরা। এর মধ্যে ট্রামের ভাড়া বাবদই দশ-দশটা রুবল খরচ হয়ে গিয়েছে। ট্রাম-স্টপ থেকে এক কিলোমিটারের বেশী পথ কাদা মাড়াতে হ'ল। এত ব্যথা হচ্ছিল যে দেহটা আর টানতে পারছিলাম না। তার ওপর টুকিটাকি জিনিষ বোঝাই বড় থলেটাও। সব জায়গায় বয়ে বেড়াতে হচ্ছিল। যাক, এবার বরাত খুলল। কমেন্দান্তকে পেলাম। আমার নির্বাসন অঞ্চলের কমেন্দাতুরা'র অনুমতি পত্র দেখালাম। হাসপাতালে ভর্তির চিরকুটও দেখালাম। কমেন্দান্ত হাসপাতালে ভর্তির অনুমতি লিখে দিলেন। এরপর······না, এই হাসপাতালে ফিরলাম না। প্রথমে শহরে ফিরে গেলাম। একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম, 'নিদ্রিত সুন্দরী' চলছে···"

"আপনি নৃত্য-নাট্য দেখতে চললেন? আমি তা আগে জানলে কিছুতেই আপনাকে ভর্তি হতে দিতাম না। কিছুতেই না!"

"ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট, ওতে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়েছিল। আমার মরার আগে শেষ বারের মত একটা নৃত্য-নাট্য দেখার ইচ্ছে ছিল। আর মারা না গেলেও, আমার চিরস্থায়ী নির্বাসনে নৃত্য-নাট্য যে দেখতে পাব না, এ ত' জানতামই। কিন্তু চুলোয় যাক হতভাগারা—ওরা অনুষ্ঠান বদলিয়ে 'নিদ্রিত সুন্দরী'র জায়গায় উজবেক্ নৃত্য-নাট্য 'আগু-বালি' দেখাচ্ছিল।"

অনুচ্চারিত হাসিতে গ্যাঙ্গার্টের মাথা আন্দোলিত হ'ল। মৃত্যু পথযাত্রীর নৃত্যে-নাট্যে এত আগ্রহ ওঁর খুবই কৌতুককর মনে হ'ল।

"তখন আর কি করি? সঙ্গীত শিক্ষার এক স্নাতক রঙ্গশালায় পিয়ানো বাদন পরিবেশন করছিল। কিন্তু স্টেশন থেকে রঙ্গশালা অনেক দূর। ওদিকে হাসপাতালের কোন একটা বেঞ্চির এক কোণেও জায়গা পাওয়ার আশা ছিল না। বৃষ্টির ধারা তার মধ্যে অনবরত গায়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছিল। ভাবলাম আর কোথাও ত' ঠাঁই পাব না, তার চেয়ে বরং হাসপাতালেই চেষ্টা করা ভাল। হাসপাতালে ফিরে এলাম। কেউ বলল, মোটেই জায়গা নেই। তোমার কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। অপর কয়েকজন রোগী জানাল, কখনো কখনো এক সপ্তাহের ওপর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু আমি যে নিরুপায়। অপেক্ষা করার মত ক'দিন থাকার জায়গাই আমার ছিল না। বন্দী শিবিরে যে একগুঁয়েমি আয়ত্ব করেছিলাম ঐটি না থাকলে আমি নির্ঘাৎ শেষ হয়ে যেতাম। তারপর আপনি আমার সব কাগজপত্র নিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, চাননি?···এত কিছুর পর আমার আপনার সঙ্গে কেমন ভাবে কথা বলা উচিত?"

ঐ প্রসঙ্গ মনে পড়ে দু'জনেরই হাসির খোরাক জুটল।

নিজের কথা শোনাতে কস্টোগলোটভের বিশেষ মানসিক প্রয়াস প্রয়োগ করতে হয়নি। ও আর কিছু চিন্তা করতে করতে গল্প বলেছে। ওর মনে

হয়েছে, গ্যাঙ্গার্ট যদি ১৯৪৬-এ মেডিক্যাল স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে থাকেন, তাঁর বর্তমান বয়স একত্রিশের কম হতে পারে না। অর্থাৎ গ্যাঙ্গার্ট প্রায় ওর সমবয়সী। তবে গ্যাঙ্গার্টকে তেইশ বছরের যুবতী জোয়া'র চেয়ে কম বয়সী দেখায় কেন? অবশ্যই তাঁর মুখের জন্য নয়, বরং তাঁর ভীরু এবং লাজুক হাবভাবের জন্য। ঐ ধরনের মহিলার সান্নিধ্যে এলে এ প্রশ্ন মনে না উঠে পারে না, উনি কি এখনো ··খুব খুঁটিয়ে দেখলে কয়েকটি লুকানো লক্ষণ ওঁদের আচরণে মাঝে-মাঝে প্রকট হয়। অথচ গ্যাঙ্গার্ট বিবাহিতা। তবে কেন···?

গ্যাঙ্গার্ট ওর দিকে তাকালেন। প্রথম দেখায় কস্টোগলোটভ্ ওঁর মনে কেন অত বিশ্রী ধারণা এনে দিয়েছিল, মনে পড়ে অবাক লাগল। ওর মুখ কঠোর রেখাঙ্কিত বটে, দৃষ্টিও তেমন বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। তবু, ও বন্ধুর মত হাল্কা হাসির কথা বলতে জানে, মানানসই তাকাতেও জানে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ওর এখনকার হাবভাব। বরং বলা চলে, প্রয়োজন মত প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ও দুই ধরনের আচরণই প্রস্তুত রাখে।

"বেশ, এতক্ষণে আপনার ফেল্ট-বুট আর নৃত্য-নাট্যের নটীদের বৃত্তান্ত জানলাম", গ্যাঙ্গার্ট হেসে বললেন, "কিন্তু আপনি আপনার দৈনন্দিন প্রয়োজনের সাধারণ বুটের ব্যাপারে কি করেছেন? আপনি কি জানেন না, ঐ বুট ওয়ার্ডের ভেতরে আনা এক অশ্রুতপূর্ব নিয়মভঙ্গের নজির?"

"নিয়ম আর নিয়ম!" কস্টোগলোটভের চোয়াল শক্ত হ'ল। চোয়ালের কাটা দাগটাও ওর মুখ বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নড়ল। "কারাগারেও বন্দীদের ব্যায়াম করতে দেয়, দেয় না? হেঁটে বেড়াতে না পারলে আমি বাঁচব না, ভাল ত' হবই না। আপনি নিশ্চয় আমার মুক্ত বায়ু সেবনে বাধা দিতে চান না, চান?"

কস্টোগলোটভ্ সত্যিই হেঁটে বেড়াতে ভালবাসে। ও হাসপাতালের নির্জন পথগুলোয় অনেক দূর পর্যন্ত অনেকক্ষণ ধরে বেড়ায়। স্ত্রীলোকের ড্রেসিং গাউন পরে—অনটনের জন্য পুরুষদের ড্রেসিং গাউন দেওয়া হত না; ও হাসপাতালের পোষাক বিলির ভারপ্রাপ্ত হাউসকিপারকে অনেক করে বুঝিয়ে নিজের জন্য স্ত্রীলোকের ড্রেস গাউন জুটিয়েছিল—হেঁটে বেড়ানো কস্টোগলোভ্‌কে ভারি অদ্ভুত দেখায়। ও ঐ বেঢপ্ বড় পোষাকটা ধাতব তারা বসানো ফৌজী বেল্ট দিয়ে কোমরে আঁটে। পেট থেকে কোমরের দিকে সরিয়ে দেওয়া অতিকায় ভাঁজগুলো ফুলে থাকে। ও তার সঙ্গে ফৌজী বুট পরে, কিন্তু টুপি মাথায় দেয়না। পথের পাথর গুলোর দিকে চেয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে, কখনো বেগে কখনো ধীরে হাঁটতে থাকা কস্টোগলোটভের কালো চুলগুলো খাড়া হয়ে থাকে। স্ব-নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে, আবার যায়···হাতদুটো সব সময় পেছনে জড়ো করা কস্টোগলোটভ্ সঙ্গীবিহীন, একাকী হেঁটে বেড়ায়।

"নিজামুদ্দিন বহরামোভিচ্ কয়েক দিনের মধ্যে ওয়ার্ডে রাউণ্ড দেবেন। তিনি আপনার বুট দেখলে কি হবে জানেন? আমাকে বকবেন।"

গ্যাঙ্গার্টের কথা হুকুম বা নির্দেশের মত নয়, বরং অভিযোগের মত শোনাল। কস্টোগলোটভ্ যেন মর্যাদায় উচ্চতর এবং সেজন্য উনি ওকে কেবল অনুরোধ করতে পারেন। দু'জনের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় উনি বিস্মিত। কারণ আর কোন রোগীর সঙ্গে এ আচরণ করতে হয়নি।

গ্যাঙ্গার্টকে বোঝানোর জন্য কস্টোগলোটভ্ এক হাতে গ্যাঙ্গার্টের হাত ছুঁয়ে বলল "আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নিজামুদ্দিন বুট খুঁজে পাবেন না। তাছাড়া, তিনি বুটপরা অবস্থায় হলঘরে আমাকে ত' দেখতেই পাবেন না"।

"কিন্তু বাইরে, হাসপাতালের রাস্তাগুলোয় দেখতে পেলে কি হবে?"

"উনি আমাকে দেখে চিনতেই পারবেন না। আমার একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। স্রেফ রগড় করার জন্য ওঁকে একটা বেনামী চিঠি লিখে জানাব যে আমি ওয়ার্ডের ভেতরে এক জোড়া বুট রেখেছি। উনি দুটি পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে এসে খোঁজাখুঁজি করেও বুট পাবেন না।"

"না, বেনামী চিঠি লেখা ভাল বুদ্ধি নয়, ভাল বুদ্ধি?" গ্যাঙ্গার্টের চোখ দুটো আপত্তিতে ছোট হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আরেকটা কথা ওর মনে খচ্‌খচ করেছিল: ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট লিপস্টিক ব্যবহার করেন কেন? ওতে ঠোঁটের রুক্ষতা বাড়ে, কোমলতা একটু ও থাকে না। কস্টোগলোটভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল "তবু লোকে বেনামী চিঠি লেখে, ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট। বিশ্বাস করুন, অনেকেই লেখে আর তাতে কাজও হয়। প্রাচীন রোমকরা বলত, একজনের সাক্ষ্য সাক্ষ্যই নয়। অথচ বিংশ শতাব্দীতে একজনের সাক্ষ্যও বাড়তি, নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

গ্যাঙ্গার্ট চোখ নিচু করলেন। ঐ প্রসঙ্গ আলোচনা একটু অসুবিধাজনক বৈকি। "আপনি ওগুলো কোথায় লুকোবেন?"

"আমার বুট? লুকানোর মত এক ডজন জায়গা খুঁজে বের করতে পারব। চুল্লীতে আগুন না থাকলে সেখানে লুকাতে পারি। কিংবা দড়ি বেঁধে জানলার বাইরে ঝুলিয়ে রাখতে পারি। আপনি ও নিয়ে একটু ও চিন্তা করবেন না।"

হাসি সম্বরণ করা কঠিন। কস্টোগলোটভ্ সত্যিই বুট জোড়ার একটা ব্যবস্থা করতে পারবে মনে হয়। "হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দিনই আপনার থেকে বুট জোড়া জমা নেওয়ায় কথা। আপনি তা কি করে এড়িয়েছিলেন?"

"ওঃ, সে খুব সহজ ব্যাপার। এরা আমার পোষাক বদলিয়ে হাসপাতালের পোষাক পরার জন্য আমাকে একটা ছোট্ট খুপরিতে ঢুকিয়েছিল। সেই ঘরের দরজার কপাটের আড়ালে লুকিয়েছিলাম। পরিচারিকা আমার বাকি সব জিনিষ থলেয় ভরে, তাতে লেবেল সেঁটে গুদামে

জমা দিতে চলল। আমি স্নান সেরে, বুট জোড়া খবর কাগজে মুড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরোলাম।"

ওদের গল্পো এগিয়ে চলল। অর্দ্ধেক কর্ম দিবস এভাবে কেটে গেল। পাভেল অস্থির ভাবে ঘুমাচ্ছিল। ওর সারা গায়ে ঘাম। যাহোক, ঘুমাচ্ছিল, বমি করেনি। গ্যাঙ্গার্ট আরেকবার ওর নাড়ি দেখলেন। উনি বেরোতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে কস্টোগলোটভের কাছে ফিরে এলেন। "আপনাকে কি পরিপোষক খাদ্য দেওয়া হয়, হয় না ত' ?"

"না মহাশয়া।" কস্টোগলোটভের কাণ দুটো খাড়া হয়ে গেল।

"আগামীকাল থেকে দেওয়া হবে। রোজ দুটো ডিম, দু'গ্লাস দুধ আর পঞ্চাশ গ্রাম মাখন।"

"তাই নাকি ? আমি নিজের কাণ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না। সারা জীবনে অমন খাদ্য কখনো জোটেনি। যাহোক এটা আমার ন্যায্য প্রাপ্য ধরে নিতে পারি। কারণ, এখানে থাকা কালীন আমি কর্মী হিসেবে অসুস্থতার দরুন সুযোগ-সুবিধেগুলো পাই না।"

"কেন পান না ?" "খুব সহজ কথা। তার জন্য প্রয়োজন অন্যূন ছ'মাস কোন শ্রমিক সংগঠনের সদস্যপদ থাকা। আমার তা নেই। এতএব আমার ওসব সুযোগ-সুবিধে পাওয়ারও হক নেই।"

"কি অন্যায়! কি করে এমন হ'ল ?" "আমি এত নাগরিক জীবনের মার প্যাঁচের সঙ্গে পরিচিত নই। নির্বাসনে যাওয়ার আগে আমার জানা প্রয়োজন ছিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন শ্রমিক সংগঠনে যোগ দেওয়া উচিত।"

কি অদ্ভুত, মানুষটা কোন কোন বিষয়ে এত সজাগ আর চতুর অথচ আর সবের বেলায় একান্ত অসহায়। গ্যাঙ্গার্ট'ই নিজের উদ্যোগে ওর বাড়তি খাদ্য বরাদ্দের জন্য চাপ দিয়েছিলেন। এবং সে ব্যবস্থা সহজে করা যায়নি···কিন্তু ওঁর নিজের কাজের সময় শেষ হয়ে আসছে। গ্যাঙ্গার্ট ত' সারা দিন ধরে গল্প করতে পারেন না।

উনি প্রায় দরজার কাছে পেঁচেছেন এমন সময় কস্টোগলোটভ্ হেসে ওঁকে ডাকল, "এক মিনিট। আমি প্রবীণতম রোগী মনোনীত হয়েছি বলে আপনি আমাকে ঘুষ দিচ্ছেন নাকি? আপনি আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছেন। কাজের প্রথম দিন থেকেই দুর্নীতি!" গ্যাঙ্গার্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুপুরের খাওয়ার সময়ের পর গ্যাঙ্গার্টের আরেকবার পাভেলকে দেখতে আসতে হ'ল। উনি ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছিলেন, আগামীকাল নিজামুদ্দিন বহরামোভিচের যে ওয়ার্ডে রাউণ্ড দেওয়ার কথা ছিল তাই হবে। সব বেডের পাশে রাখা টেবিলগুলো ভাল করে দেখে নিতে হ'ল। যে ব্যাপারে নিজামুদ্দিনের বিশেষ খরদৃষ্টি তা হ'ল টেবিলে পড়ে থাকা খাবারের টুকরো আর অননুমোদিত খাদ্য। উনি প্রকৃত খুশি হন যদি হাসপাতালের

সরবরাহকৃত রুটি আর চিনি ছাড়া আর কিছু না থাকে। নিজামুদ্দিন সাফ-সুতর ও দেখবেন। ঐ বিষয়ে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি যেকোন স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশী।

মাথা পেছনে হেলিয়ে ঘরের চাল আর দেওয়ালের ওপর দিক খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে গ্যাঙ্গার্ট তেতলা অব্দি গেলেন। সিবগাটভের বেডের ওপর দিকে ঘরের চালে মনে হল ঝুল পড়েছে। (সূর্য ঠিক তখন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার ফলে জায়গাটা অনেক বেশী আলোকিত হয়েছিল। উনি পরিচারিকাদের ডাকলেন। এলিজাভেতাকে পাওয়া গেল। জরুরী কাজে ওকেই সব সময় পাওয়া যায়। ওকে বললেন, আগামীকালের আগে সব সাফ-সুতর করে ফেলতে হবে। বিশেষতঃ ঐ জমে থাকা ঝুল।

এলিজাভেতা তার কোটের পকেট থেকে চশমা বের করে পরে বলে উঠল, "ইস, সত্যিই ত' কি বিশ্রী ঝুল পড়েছে! ভারি লজ্জার কথা!" ও চশমা পকেটে ঢুকিয়ে ঝুলঝাড়া আনতে ছুটল। সাফ-সুতর করার সময় এলিজাভেতা চশমা পরে না।

এরপর গ্যাঙ্গার্ট পুরুষদের ওয়ার্ডে গেলেন। পাভেলের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। তখনো ঘামছিল। অবশ্য, নাড়ির গতি কমেছিল। গ্যাঙ্গার্ট ওয়ার্ডে ঢোকার একটু আগে কস্টোগলোটভ্ বুট আর ড্রেসিং গাউন পরে বেড়াতে বেরনোর জন্য তৈরি হয়েছিল। পর দিন নিজামুদ্দিন বহরামোভিচের গুরুত্ব পূর্ণ পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়ে, গ্যাঙ্গার্ট রোগীদের নিজেদের টেবিল গুছিয়ে নিতে বললেন। তারপর উনি নিজে টেবিলগুলি দেখবেন। উনি বললেন, "আমরা প্রবীণতম রোগী থেকে কাজ আরম্ভ করব।"

প্রবীণতম রোগী থেকে কাজ আরম্ভ করার বা ওর বেডের কাছে যাওয়ার সত্যিই তেমন জোরাল কারণ ছিল না।

ডাঃ গ্যাঙ্গার্টের দেহের গড়ন যেন শীর্ষ বিন্দুতে মিলিত দু'টি ত্রিভুজ। নিচের ত্রিভুজ ওপরেরটির চেয়ে প্রশস্ত। কোমর এত সরু যে আঙুলে জড়িয়ে ধরে গ্যাঙ্গার্টকে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কস্টোগলোটভ্ তা না করে নিজের আলমারি-টেবিলের দরজা খুলে দিয়ে বলল, "আপনি খুশি মত দেখুন।"

"হ্যাঁ, দেখছি।" গ্যাঙ্গার্ট টেবিলের দিকে এগোলেন। কস্টোগলোটভ্ সরে দাঁড়াল। গ্যাঙ্গার্ট ওর বেডে বসে টেবিল-আলমারির ভেতরে দেখতে লাগলেন।

গ্যাঙ্গার্ট বেডে বসে। কস্টোগলোটভ্ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে। কস্টোগলোটভ্ তাঁর কাঁধের প্রতিরোধবিহীন সরু সরু রেখার জাল, ফ্যাশনের আদৌ চেষ্টা বিহীন ছোট্ট একটু গেরো বেঁধে রাখা, বেশ কালচে চুল ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল।

কস্টোগলোটভ্ ভাবছিল ওর মানসিক পীড়ন থেকে মুক্ত হতে হবে। যেকোন স্ত্রীলোক সামনে এসে দাঁড়ালেই ওর মাথা ঘুরে যাবে, এটা ভাল নয়। গ্যাঙ্গার্ট স্রেফ কিছুক্ষণ ওর কাছে বসে গল্প করেছিলেন, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু তার পর থেকে যে ক'ঘণ্টা কেটেছে ও গ্যাঙ্গার্টের কথা না ভেবে পারেনি। আর গ্যাঙ্গার্ট? তিনি নিশ্চয় সন্ধেয় বাড়ী ফিরে স্বামীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হবেন ·

হ্যাঁ, ওর মুক্ত হতেই হবে। কিন্তু মুক্ত হওয়াও একটি মাত্র পথে সম্ভব —কোন এক নারীর সহযোগে।

কস্টোগলোটভ্ খুব মন দিয়ে পেছন থেকে গ্যাঙ্গার্টকে লক্ষ্য করছিল। কোটের কলার উল্টিয়ে একটা টুপির মত দেখাচ্ছিল। কাঁধের কিছুটা বেরিয়ে পড়েছিল। কস্টোগলোটভের গ্যাঙ্গার্টের কাঁধ জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল।

"সারা হাসপাতালের সবচেয়ে জঘন্য টেবিল আপনার," গ্যাঙ্গার্ট মন্তব্য করলেন, "খাবারেব টুকরো, তেল লাগা কাগজ, পুরানো তামাকের কুচি, বই, এক জোড়া দস্তানা, কি নেই এখানে? আপনার লজ্জা করে না? আজকেই এসব সাফ করবেন। কিচ্ছু থাকতে পারবে না।"

কস্টোগলোটভ্ উত্তর না দিয়ে গ্যাঙ্গার্টের ঘাড়ের দিকে চেয়ে রইল।

গ্যাঙ্গার্ট টেবিলের ওপর দিকের একটা দেরাজ টানলেন। কিছু খুচরো পয়সার সঙ্গে আঁট করে ছিপি আঁটা একটা শিশি বেরোল। শিশিতে প্রায় চল্লিশ মিলি লিটার বাদামী তরল পদার্থ। তার সঙ্গে একটা প্লাস্টিকের গ্লাস আর একটা ওষুধ তোলার ড্রপার। "এটা কি? ওষুধ নাকি?"

"ও কিছু নয়," কস্টোগলোটভ্ এড়াতে চাইল।

"এটা কি ওষুধ? আমরা সরবরাহ করেছি নাকি?"

"আমি ত' নিজের ওষুধও ব্যবহার করতে পারি, পারি না?"

"অবশ্যই পারেন না। যতকাল আপনি হাসপাতালে আছেন আমাদের না জানিয়ে কোন ওষুধই ব্যবহার করতে পারেন না।"

"দেখুন, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা একটু অসুবিধা···ওটা পায়ের কড়ার জন্য।"

গ্যাঙ্গার্ট লেবেলবিহীন শিশিটার ছিপি খুলে ওষুধটা শুঁকতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কস্টোগলোটভ্ বাধা দিল। দুই রুক্ষ হাতে গ্যাঙ্গার্টের হাত শিশির মুখ থেকে সরিয়ে দিল। "সাবধান," ও অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে সতর্ক করে বলল, "এ ওষুধ না জেনে নাড়াচড়া করা উচিত নয়। আঙুলে লাগা কিংবা শোঁকা বিপজ্জনক।" ও গ্যাঙ্গার্টের হাত থেকে শিশিটা নিয়ে নিল।

"আসলে জিনিষটা কি শুনি?" গ্যাঙ্গার্ট ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, "কোন কড়া ওষুধ নাকি?"

কস্টোগলোটভ্ গ্যাঙ্গার্টের পাশে বেডের ওপর বসল। ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলল, "অত্যন্ত কড়া ওষুধ। এটা ইসিক্-কুল অঞ্চলের একটা গাছের

মূল থেকে তৈরি। শুকনো বা তরল কোন অবস্থাতেই এ ওষুধ শোঁকা অনুচিত। সেজন্যই অত জোরে ছিপি আঁটা। যদি আপনার হাতে এক ফোঁটা পড়ে আর আপনি তা ধুয়ে ফেলতে ভুল করেন, অনেক পরেও ঐ হাত দিয়ে কিছু খেলে তাতে অনায়াসে মৃত্যু ঘটতে পারে।"

"আপনি এ ওষুধ রেখেছেন কেন ?" ভীত গ্যাঙ্গার্ট প্রশ্ন করলেন।

"এই রে, ছিপিটা ছিঁড়ে গিয়েছে," কস্টোগলোটভ্ গজগজ করে উঠল, "আপনি এ ওষুধের সন্ধান পাওয়া মানে আমার ঝামেলায় পড়তে হবে, ধরে নেওয়া চলে। আমার ওষুধটা লুকিয়ে রাখা উচিত ছিল ·····এটা আমার চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করি। এখনো কখনো সখনো ব্যবহার করি।"

"শুধু চিকিৎসার জন্য ?" গ্যাঙ্গার্টের চোখে চিকিৎসক সুলভ জিজ্ঞাসা। তবু চোখ দুটো আগের মতই হালকা-বাদামী লাগছিল।

"হ্যাঁ, শুধু চিকিৎসার জন্য," কস্টোগলোটভ্ অকপট জবাব দিল।

"না, এই জন্য রেখেছেন···· ·যদি প্রয়োজন ঘটে ?" গ্যাঙ্গার্ট ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না।

"বেশ, আপনি যখন না জেনে ছাড়বেন না, তখন বলি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পথে আমার মনে একটা চিন্তা উদিত হয়েছিল। স্থির করে-ছিলাম, অনাবশ্যক কষ্ট ভোগ করব না ····যা হোক ব্যথাটা দূর হয়ে যেতে ঐ মতলব বাতিল করেছি। কিন্তু আমি এখনো ঐ ওষুধটা দিয়ে নিজের চিকিৎসা করি।

"তার মানে, গোপনে ? নির্জনে ?"

"যে জীবন বিধি-নিয়মের বেড়াজালে ঘেরা, যে জীবনে পছন্দমত বাঁচা যাবে না, সে জীবন দিয়ে কি হবে শুনি ?"

"আপনি কি মাত্রায় এই ওষুধ খান ?"

"এর একটা ক্রমিক মাত্রা আছে। প্রথম এক ফোঁটা থেকে শুরু করে দশ ফোঁটা অব্দি, তারপর দশ ফোঁটা থেকে নেমে এক ফোঁটা। এরপর দশ দিনের বিরতি। সম্প্রতি আমার ওষুধ বিরতি চলছে। সত্যি বলছি, কেবল রশ্মি-চিকিৎসাতেই আমার ব্যথা দূর হয়েছে মনে হয় না। হয়ত এই শিকড়ের গুণেও কাজ হয়েছে।"

ওরা দু'জন নিচু গলায় কথা বলছিল। গ্যাঙ্গার্ট বললেন, "শিকড়টা কিসে তরল করা হয়েছে ?" "ভদকায়"।

"আপনি করেছেন ?" "হ্যাঁ, আমিই করেছি।"

"কি পরিমাণ ?" "পরিমাণ ? লোকটা আমাকে এক মুঠো শিকড় দিয়ে বলেছিল দেড় লিটার ভদকায় তরল করতে হবে। আমি ঐ হিসেব মত কাজ করেছি।"

"কিন্তু ঐ এক মুঠো শিকড়ের ওজন কত ছিল ?" "সে লোকটি ওজন করে দেয়নি। তার চোখে যে পরিমাণ ঠিক মনে হয়েছে তাই দিয়েছে।"

"এ রকম বিষ শুধু আন্দাজ মত পরিমাণে দিয়েছে? এ যে এ্যাকোনাইট! আপনি বুঝতে পারছেন?"

"আমার আর কি বোঝার ছিল?" কস্টোগলোটভ্ রেগে যাচ্ছিল, "বিশেষ আমি সম্পূর্ণ একা এবং কমেন্দাতুরা আমাকে গ্রামের সীমানার বাইরে কোথাও যেতে দেবে না। এমন মানুষ মরার চেষ্টাই করে থাকে। ঐ পরিস্থিতিতে সে এ্যাকোনাইটও ওজন করে নেওয়ার কথা ভাবে না। ঐ এক মুঠো এ গাছের মূলের জন্য আমায় কি দাম দিতে হত জানেন? কুড়ি বছর কঠোর শ্রম কারাদন্ড—নির্বাসন থেকে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকার অপরাধে। আমি তবু গিয়েছিলাম। দেড়শো কিলোমিটার দূরে এক পাহাড়ে যেতে হয়েছিল। সেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানী পাভ্লভ্-এর মত লম্বা দাড়িওলা ক্রেমেন্ত্সভ নামে এক বৃদ্ধ বাস করতেন। তিনি এই শতকের গোড়ার দিকে ওখানে বসবাস করতে থাকেন। অতি সজ্জন মানুষ। বনৌষধির সন্ধানে ওখানে গিয়েছিলেন। নিজেই গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করতেন। সেবনের মাত্রাও নিজেই নির্ধারণ করে দিতেন। গ্রামের লোকে তাঁকে উপহাস করে—জানেনই ত' গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—অথচ মস্কো, লেনিনগ্রাদ থেকে লোকে তাঁর কাছে আসত। শুনেছি একবার প্রাভ্দা পত্রিকার এক সাংবাদিক এসেছিল, এবং বৃদ্ধের গুণপনায় তাদের বিশ্বাসও হয়েছিল। কিন্তু গুজব শুনেছি যে সম্প্রতি তাঁকে কয়েদ করা হয়েছে। কারণ কোন এক আহাম্মক নাকি গাছের মূল আধ লিটার ভদকায় মিশিয়ে, লেবেল বিহীন অবস্থায় রান্নাঘরে রেখে দিয়েছিল। নভেম্বর বিপ্লব স্মরণোৎসব উপলক্ষে তার বাড়ীতে কিছু অতিথি সমাগম হয়। গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রী তখন কিছুক্ষণের জন্য কোথাও গিয়েছিলেন এমন সময় ভদকার যোগান ফুরিয়ে গেল। ওরা ঐ মূল মিশ্রিত ভদকা খেল। তিনজন মারা গেল। আরেক বাড়ীতে কয়েকটি শিশুরও বিষক্রিয়া হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য বৃদ্ধকে গ্রেফতার করা কেন? তিনি ত' সাবধান করেই ছিলেন······" কস্টোগলোটভের এতক্ষণে খেয়াল হল যে ও ঐ ওষুধ রাখার স্বপক্ষে যুক্তি নড়বড়ে করে ফেলছে।

গ্যাঙ্গার্ট বিচলিত হলেন। "ঐটাই আসল কথা। এ ধরনের কড়া ওষুধ অনুমতি বিনা হাসপাতালে রাখা নিষিদ্ধ। সহজেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমাকে শিশিটা দিন।"

"ন, দেব না।" কস্টোগলোটভ্ দৃঢ়তা সহ বলল।

"দিয়ে দিন বলছি!" রাগান্বিত চোখে চেয়ে গ্যাঙ্গার্ট কস্টোগলোটভের আঁট মুঠিতে ধরা শিশিটার জন্য হাত বাড়ালেন।

কস্টোগলোটভ্ মজবুত আঙুলে শিশিটা আরো আঁট করে চেপে ধরল। ও হাসল। "এভাবে আপনি নিতে পারবেন না।"

গ্যাঙ্গার্টের ভ্রূকুঞ্চন মসৃণ হ'ল। "ঠিক আছে, আপনি কখন বেড়াতে বেরোন আমি জানি। তখন নিতে পারব।"

"আমাকে সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ। লুকিয়ে রাখব।"

"দড়ি বেঁধে জানলার বাইরে ঝুলিয়ে রাখবেন? অগত্যা আমার কি করণীয়, আপনার নামে নালিশ করতে হবে?"

"আমার বিশ্বাস আপনি তা করবেন না। একটু আগেই আপনি বলেছেন আপনি নালিশ করা পছন্দ করেন না।"

"কিন্তু আর কোন বিকল্পও ত' দেখতে পাচ্ছি না।"

"সুতরাং নালিশ করতে হবে, আর তাতে আপনার মর্যাদা বাড়বে? আপনি কি এই ভয়ে ভীত যে কমরেড পাভেল রুসানভ্ এই ওষুধ খেয়ে ফেলতে পারেন? আমি তা হতে দেব না। শিশিটা কাগজে মুড়ে আর কোথাও লুকিয়ে রেখে দেব। হাসপাতাল থেকে বিদায় নেওয়ার সময় নিজের চিকিৎসার জন্য শিশিটা নিয়ে যাব। আপনি হয়ত বিশ্বাস করেন না এতে কাজ হয়, বিশ্বাস করেন?"

"অবশ্যই বিশ্বাস করি না। এ স্রেফ এক অন্ধ কুসংস্কার এবং মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরির খেলা ছাড়া কিছু নয়। আমি কেবল বাস্তবে পরীক্ষিত, বিধিবদ্ধ বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। আমি এ কথাই শিখেছি এবং ক্যানসার বিশেষজ্ঞ মাত্রেরই এই চিন্তাধারা। শিশিটা আমাকে দিন।" কস্টোগলোটভের অত কথা শোনার পরও গ্যাঙ্গার্ট শিশির ওপর থেকে তার আঙুল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

রাগ ফুটে ওঠা গ্যাঙ্গার্টের ফিকে বাদামী চোখে চেয়ে কস্টগলোটভের জিদ করার, তর্ক করার ইচ্ছে হ'ল। ও অন্য পরিস্থিতিতে শুধু শিশিটা কেন, টেবিলে রাখা যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কারো রাগের কাছে নতি স্বীকার করা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ।

"আপনাদের পবিত্র বিজ্ঞান সম্পর্কে আমিও কিছু জানি," কস্টোগলোটভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "বিজ্ঞান অত নির্ভুল হলে প্রতি দশ বছর পরে আগের সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত হত না। আমি কোন্ জিনিষে বিশ্বাস করব বলুন ত', আপনাদের ইন্‌জেকশন? হ্যাঁ, ভাল কথা, আমাকে নতুন ইন্‌জেকশনগুলো নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কেন বলুন ত'? ওগুলো কোন্ উপকারে লাগবে?

"এই ইন্‌জেকশনগুলো অত্যাবশ্যক। ঐ ইন্‌জেকশন নেওয়ার ওপর আপনার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। আমরা আপনার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছি।" বিশেষ জোর দিয়ে 'প্রাণ বাঁচানো' কথাটা উচ্চারণ করার সময় গ্যাঙ্গার্টের চোখদুটো বিশ্বাসের দীপ্তিতে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। "ভাববেন না, আপনি এর মধ্যে পুরো সেরে উঠেছেন!"

"আপনি আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে পারেন না? ঐ ইন্‌জেকশনে ঠিক কি ফল হবে তা বলতে পারেন?"

"কেন পরিষ্কার করে বলব? এটুকু বলতে পারি, ইন্‌জেকশনে আপনি পুরো

সেরে যাবেন। তাছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গগুলোও দেখা দেবে না। আমি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চাইলেও আপনি বুঝতে পারবেন না……শুনুন, শিশিটা দিয়ে দিন। কথা দিচ্ছি, আপনি হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার সময় ফেরৎ দেওয়া হবে।"

দু'জনে দু'জনকে দেখল। তারা লাগানো বেল্ট দিয়ে কোমর আঁটা স্ত্রীলোকের ড্রেসিং গাউন পরা কস্টোগলোটভ্‌কে দেখতে সঙের মত লাগছিল।

ওদিকে গ্যাঙ্গার্ট শিশিটা না নিয়ে ছাড়বেন না। চুলোয় যাক শিশি। শিশিটা দেওয়ায় কস্টোগলোটভের আর বিশেষ আপত্তি ছিল না। নিজের গ্রামের বাড়ীতে ওর দশগুণ পরিমাণ এ্যাকোনাইটের ভাণ্ডার মজুত আছে। না, আসল সমস্যা হ'ল হালকা-বাদামী চোখ আর ঝকঝকে সুন্দর মুখ সুন্দরীর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলতে ভাল লাগলেও, কখনই তাকে চুমু খাওয়া হবে না। অরণ্যময় নির্বাসনের জগতে ফিরে গিয়ে ওর একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে ও সত্যিই এমন ঝকঝকে সুন্দরীর পাশে বসে এতক্ষণ কথা বলেছে, এবং সে সুন্দরী ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্য শিশিটা হস্তগত করার সব রকম চেষ্টা করেছে।

"শিশিটা আপনাকে দেওয়ার আগে আমার আরেকটু ভেবে দেখতে হবে," কস্টোগলোটভ্‌ ঠাট্টা করে বলল, "আপনি বাড়ী নিয়ে যাবেন। সেখানেও কেউ খেয়ে ফেলতে পারে ত'।"

(কে খেয়ে ফেলবে? গ্যাঙ্গার্ট ত' একাই থাকেন। থাকগে, এখন ওসব বলে কাজ নেই) "ঠিক আছে। আপোষ-রফা করা যাক। ওষুধটা ঢেলে ফেলে দিন।"

কস্টোগলোটভ্‌ হেসে ফেলল। গ্যাঙ্গার্টের কথার জবাবে হাসির বেশী কিছু করতে না পারার জন্য ওর খারাপ লাগল। "আমি ত' বেড়াতে যাচ্ছি। বাইরে ঢেলে ফেলে দেব।"

"না। আপনাকে বিশ্বাস নেই। আমার সামনে ঢেলে ফেলতে হবে।"

কস্টোগলোটভের মনে হ'ল, গ্যাঙ্গার্ট লিপস্টিক না লাগালে ঠোঁট দুটো আরো ভাল দেখাত। ও বলল, "আমার একটা ভাল কথা মনে পড়েছে। ওষুধটা ফেলে দিয়ে কি হবে? যাকে কোন মতেই সারিয়ে তোলা সম্ভব নয় এমন কোন ব্যক্তিকে দিলে কেমন হয়? তার হয়ত উপকার হতে পারবে।"

"আপনি কার কথা ভাবছেন?"

কস্টোগলোটভ্‌ ভাদিম জাৎসুর্কোর বেডের দিকে মাথা হেলাল আর গলা খাটো করে বলল, "ওর মেলানোব্লাস্টোমা হয়েছে, তাই নয়?"

"এবার আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল যে ওষুধটা ঢেলে ফেলে দিতেই হবে, নইলে আপনি নির্ঘাৎ কাউকে ঐ বিষ খাইয়ে মারবেন। মারবেনই মারবেন! কোন সাংঘাতিক অসুস্থ মানুষকে ঐ বিষের শিশি দেওয়ার কথা ভাবতে

আপনার বুকে কাঁপল না ? সে যদি মাত্রাধিক ঐ ওষুধ খেয়ে বিষক্রিয়ায় মরে, আপনি নিজের বিবেককে কি বলবেন ?"

এত দীর্ঘ কথোপকথনের মধ্যে, কিন্তু, গ্যাঙ্গার্ট একবারও কস্টোগলোটভ্‌কে তার নাম ধরে সম্বোধন করেন নি। কস্টোগলোটভ্ বলল, "ওর ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ওর যথেষ্ট মানসিক ধৈর্য আছে।"

"তা থাক। তবু ওসব চলবে না। নিন, ঢেলে ফেলুন।"

"শুনুন, আমি আজ খোশ মেজাজে আছি। চলুন, বাইরে কোথাও ঢেলে ফেলব।"

ওরা দু'জন বেডের সারি পেরিয়ে সিঁড়ির বাঁকে এল। কস্টোগলোটভ বলল, "আপনার ঠাণ্ডা লাগবে না ?"

"না, আমি পোষাকের নিচে কার্ডিগান পরেছি।"

গ্যাঙ্গার্ট কার্ডিগানের কথা কেন বললেন ? তাই ত' কস্টোগলোটভের দেখতে ইচ্ছে হ'ল কি রকম কার্ডিগান, কি রঙের ? অথচ সে সুযোগ ত' মিলবে না।

ওরা একতলায় গাড়ী বারান্দার নিচে পেঁছিল। দিনটা এমন ঝলমলে, যেন প্রায় বসন্ত এসে গিয়েছে। কেউ নতুন ওখানে এলে বিশ্বাস করতে চাইত না যে তখন সবে ফেব্রুয়ারির সাত তারিখ, বসন্ত আসতে দেরি আছে। সূর্য অকাতরে আলোক বিকিরণ করছিল। পপলার গাছের উঁচু ডাল আর নিচের ঝোপ-ঝাড় তখনো ন্যাড়াই ছিল। কিন্তু যে জায়গাগুলোয় রোদ পড়েনি সেখান থেকেও তুষারের চাদর প্রায় সরে গিয়েছিল। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তুষারের কাছে হার মানা গত বছরের ধূসর-বাদামী ঘাস বেরিয়ে পড়েছিল। রাস্তার, পথের পাশের পাথরগুলোর ভিজেভাব শুকোয় নি। পথে, পথের পাশের বাগানে লোক চলাচলের সুপরিচিত ব্যস্ততা। ডাক্তার, নার্স, পরিচারিকা, সাধারণ কর্মীরা, বহির্বিভাগের রোগীরা আর আবাসিক রোগীদের আত্মীয়-স্বজন। কেউ হাসপাতালে চলেছে, কেউ বেরিয়ে আসছে, কেউ অপরকে টপকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কারো অপরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাচ্ছে। পথের ধারের কয়েকটা বেঞ্চিতে লোকজন বসে আছে। হাসপাতালের কয়েকটি বিভাগের জানলা বছরের এই প্রথম খোলা দেখা গেল।

ওরা স্থির করল হাসপাতালের ইমারতের কাছাকাছি ওষুধটা ঢালবে না, কারণ সেটা লোকজনের চোখে খারাপ দেখাবে।

"চলুন ঐ দিকে যাই।" কস্টোগলোটভ্ ক্যানসার ওয়ার্ড আর নাক-কান-গলা বিভাগের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া রাস্তাটা ইঙ্গিত করল। ওঐ রাস্তায় বেড়ায়।

ওরা পাশাপাশি হেঁটে চলল। পাইলটের ঢঙে পরা মাথার ডাক্তারি টুপির জন্য গ্যাঙ্গার্টের উচ্চতা প্রায় কস্টোগলোটভের কাঁধ সমান লাগছিল। কস্টোগলোটভ্ গ্যাঙ্গার্টকে আড়চোখে দেখছিল। গ্যাঙ্গার্ট গম্ভীর মুখে

হেঁটে চলছিলেন, যেন কোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে চলেছেন। কস্টোগলোটভের হাসি পাচ্ছিল। ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "আপনার স্কুলে কি ডাক নাম ছিল?"

গ্যাঙ্গার্ট ওকে একবার চট করে দেখে নিয়ে বললেন, "তার সঙ্গে ওষুধের কি সম্পর্ক?"

"না, তা নয়। আমার এমনিই জানতে ইচ্ছে করছে।"

পাথুরে পথে লঘু পায়ের শব্দ তুলে গ্যাঙ্গার্ট কয়েক পা নীরবে হেঁটে চললেন। মৃতপ্রায় অবস্থায় হাসপাতালের মেঝেয় শায়িত কস্টোগলোটভ্ গ্যাঙ্গার্টের হরিণীর মত লঘু পা দুটো দেখেছিল। উনি তখন প্রথম ওকে দেখতে এসেছিলেন।

"ভেগা," গ্যাঙ্গার্ট জবাব দিলেন। (কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। স্কুলে শুধু যে একজন মানুষ ওঁকে ঐ নামে ডাকত সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি ফৌজে নাম লিখিয়ে রণাঙ্গণ থেকে ফিরে আসেনি। কোন্ অজানা আবেগের বশে উনি সেই গোপন প্রিয় নামটা আরেকজনকে হঠাৎ বলে ফেললেন তা নিজেও বুঝলেন না)

ওরা হাঁটতে হাঁটতে এতক্ষণে যেখানে পেঁাচেছিল সেখানে হাসপাতালের বাড়ীগুলো রোদ আড়াল করছিল না। মৃদু বাতাসও বইছিল।

"ভেগা? ভেগা (অভিজিৎ নক্ষত্র) ত' উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। চোখ ধাঁধানো জ্বলজ্বলে তারা।"

ওরা থামল। "আমি আদৌ উজ্জ্বল বা চোখ ধাঁধানো নই," গ্যাঙ্গার্ট মাথা নেড়ে বললেন, "আমি নিতান্ত মামুলি ভেরা গ্যাঙ্গার্ট।"

এইবার প্রথম কস্টোগলোটভের অপ্রস্তুত হওয়ার পালা। "আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম......"

"বুঝতে পেরেছি। এবার ঢেলে ফেলুন।" গ্যাঙ্গার্ট হুকুম জারি করে একটুও হাসলেন না।

কস্টোগলোটভ্ আঁট করে লাগানো ছিপি সযত্নে খুলে, ঈষৎ নুয়ে এগোল। পুরুষদের বুটের সঙ্গে মেয়েদের ড্রেসিং গাউন পরা কস্টোগলোভ্‌কে সঙের মত দেখাচ্ছিল। ও পথের ধারের একটা পাথর আলগা করে বলল, "আপনি নজর রাখুন। নইলে বলবেন, আমি নিজের পকেটে পুরে দিয়েছি।" ও ভিজে মাটির গর্তে ঘোলাটে-বাদামী তরল পদার্থটি ঢেলে দিল, যা কারো ঘটাতে পারত মৃত্যু আর কারো রোগমুক্তি।

"এবার পাথরটা চাপা দিতে পারি?" কস্টোগলোটভ্ বলল। গ্যাঙ্গার্ট ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসলেন।

কস্টোগলোটভ্ যেভাবে ওষুধটা ঢেলে ফেলে দিয়ে পাথর চাপা দিল তাতে গোটা ব্যাপারটাই একটা ছেলেমানুষি, গোপন প্রতিশ্রুতি রক্ষার মত দেখাল। ও সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এবার আমাকে ধন্যবাদ দিন।"

"ধন্যবাদ," গ্যাঙ্গার্ট বিষণ্ণ-মধুর হেসে বললেন, "আপনি এবার স্বচ্ছন্দে বেড়ান।"

গ্যাঙ্গার্ট ফিরে চললেন। ক্যানসার ওয়ার্ডে। কস্টোগলোটভ্ পেছন থেকে দেখল, দুটো ধবধবে সাদা ত্রিভুজ এগিয়ে চলেছে। দু'টি শীর্ষবিন্দুতে মিলিত ত্রিভুজ।

নির্বাসন প্রাপ্ত আসামী কস্টোগলোটভের নারীতে অনাগ্রহ দূর হয়ে গিয়েছিল। ও প্রতিটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করত, এবং প্রতিটি ক্রিয়ার পরবর্তী ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করত।

ভেগা। ভেরা গ্যাঙ্গার্ট। কোথায় যেন সামান্য একটা গরমিল। গরমিলটা পুরোপুরি ধরতে অপারগ কস্টোগলোটভ্ অপসৃয়মান গ্যাঙ্গার্টের দিকে চেয়ে রইল।

"ভেগা! ভে-গা!"ও নিজের অজানিতে ডেকে বসল, "শোনো, ফিরে এসো! প্লিজ্ এসো!"

কিন্তু ওর ডাক ব্যর্থ হ'ল। ভেরা গ্যাঙ্গার্ট ফিরলেন না।

মরনের দ্বারপ্রান্তে

কোন চাকা বা দ্বিচক্রযান একবার চালিয়ে দেওয়ার পর যতক্ষণ তার গতি থাকে বেটাল হয় না। নারী-পুরুষের লেনদেনও একবার শুরু হয়ে তার বৃদ্ধিকাল পর্যন্তই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। গতকালের লেনদেন আজও চলতে না থাকলে তা থেমে যায়।

রাত ডিউটির জন্য জোয়ার মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় আসার কথা। ওলেগ্ কস্টোগলোটভের অতটুকুও সবুর সইছিল না। ওদের লেনদেনের খেলার রঙ-বেরঙের চাকাটি প্রথম রাতের পর রোববার সন্ধ্যেয় যে গতি লাভ করেছিল ওলেগ্ তা আরেকটু গতিশীল করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ওর ধারণা জোয়া অনুরূপ ব্যাকুল হবে। ও তাই উচাটন মনে অপেক্ষা করছিল।

জোয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় ও প্রথমে বাইরে গেল। যে আঁকা বাঁকা পথ ধরে জোয়া হাসপাতালে আসে সেটা ওর জানা। অপেক্ষা করতে করতে দুটো নিজের হাতে বানানো সিগারেট শেষ করে ফেলে মনে হ'ল ও যেভাবে জোয়ার সামনে উপস্থিত হতে চায় মেয়েদের ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থায় ওকে মোটেই তেমন দেখাচ্ছে না। অন্ধকার হয়ে আসছিল। ও ওয়ার্ডে ফিরে গিয়ে ড্রেসিং গাউন আর বুট ছেড়ে পায়জামা পরল। ঐ সাজে একটু কম বিটকেল না দেখালেও ও এবার সিঁড়ির শেষে গিয়ে দাঁড়াল। ও খোঁচা-খোঁচা চুলগুলো যথাসম্ভব সংযত করে নিয়েছিল।

একটু দেরী হওয়ার ফলে ব্যস্ত জোয়া ডাক্তারদের পোষাক বদলানোর ঘর

থেকে বেরিয়ে এল। ওকে দেখে জোয়ার একটা ভুরু ওপরে উঠল। অবাক হওয়ার জন্য নয়। বরং যেমন আশা করেছিল ওকে যথাস্থানে প্রতীক্ষমান দেখে।

জোয়া দাঁড়াল না। পেছনে পড়ে থাকতে অনিচ্ছুক ওলেগ্ ও জোয়ার এক পা'র সঙ্গে দু'পা ফেলে জোয়ার পাশাপাশি এসে পেঁছিল। ওর সম্প্রতি জোর কদমে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

সাম্রাজ্ঞীর মত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জোয়া পার্শ্ববর ওলেগ্‌কে বলল, "কোন নতুন খবর আছে?

কোন্ নতুন খবর জানাবে? সুপ্রিম কোর্টে বিচারকদের রদ-বদলের কথা? কিন্তু জোয়ার এখন ঐ খবরে প্রয়োজন নেই।

"আমি তোমার একটা নতুন নাম উদ্ভাবন করেছি, কারণ সম্প্রতি আমার ধারণা হয়েছে নতুন নামটা তোমাকে বেশী মানায়।"

"সত্যি? কি নাম?" জোয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল। "হাঁটতে হাঁটতে বলতে পারব না। জিনিষটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিনা।"

ওরা ওপরে উঠে এসেছিল। শেষ ক'ধাপে পেছনে পড়ে থাকা ওলেগ্ লক্ষ্য করেছিল, জোয়ার পা দুটো একটু বেশী মাংসল, যদিও ওর দেহের আঁটসাঁট গড়নের জন্য তা মানানসই দেখায়। পায়ের ঐ ধরনের গড়নের এক নিজস্ব শ্রী থাকে যা ভাল লাগে। কিন্তু কুরঙ্গী-গমনা ভেগার দীঘল পদক্ষেপ যেন দ্রষ্টার মনে উচ্ছলতার জোয়ার আনে।

ওলেগ্ অবাক হ'ল। আগে কখনো এসব ভাবে ত নিই, বরং বিষয়টাই ওর স্থূল আর অশালীন লাগত। একাধিক মেয়ের সঙ্গে প্রেমাভিনয়ও করেনি। ওর ঠাকুর্দা বেঁচে থাকলে বলত 'ঘাঘরা-পাগল'। অথচ লোকে বলে, খিদের সময় খাওয়া, আর জোয়ান বয়সে প্রেম করা। সম্প্রতি ওর অবস্থা বিগত গ্রীষ্মে রসের যোগানের ঘাটতি পূরণে বর্ষা সমাগমে গাছপালার মত। অল্প কিছু দিনের জন্য পুনর্জীবন পেয়ে—যে পুনর্জীবন ইতিমধ্যে অধোগতি হয়েছে, হ্যাঁ সত্যিই অধোগতি হয়েছে—নারী রূপ, রস এবং গন্ধ নিবিড়ভাবে আত্মভূত করার জন্য ও এত অধীর যা কোন স্ত্রীলোককে জানানো কখনই ওর পক্ষে সম্ভবপর নয়। ও বহু বছরের মধ্যে স্ত্রীলোক দেখেনি, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শোনেনি, নারী কণ্ঠ কেমন তা প্রায় ভুলে গিয়েছিল। ফলে ও অন্য পুরুষের চেয়ে বেশী নারী সম্পর্কিত বিষয়ে সংবেদনশীল।

জোয়া রাতের শিফটের ডিউটি বুঝে নিয়ে চরকির মত ব্যস্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। ও কিছুক্ষণ নিজের টেবিলের চারপাশে ঘোরাফেরা করল, চিকিৎসার তালিকা আর ওষুধের আলমারি দেখে নিল। তারপর পাশ ফিরে একটা দরজার দিকে পা বাড়াল।

ওলেগ্ ওকে লক্ষ্য করছিল। ও সামান্য একটু ফুরসৎ পেয়েছে দেখে ওলেগ্ জোয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

"তাহলে নতুন কোন খবর নেই, এই ত ?" ইলেকট্রিক স্টোভে একটা সিরিঞ্জ নির্বীজন করার সঙ্গে একটা এ্যাম্পুল খুলতে খুলতে জোয়া খুশিভরা স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"আজ ওয়ার্ডে একটা খুব বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছে। স্বয়ং নিজামুদ্দিন বহরোমোভিচ্ রাউন্ড দিয়েছেন।"

"তাই নাকি ? ভাল। আমি ছিলাম না, তাই রেহাই পেয়েছি···তা, কি ঘটেছে ? তোমার বুট নিয়ে নিয়েছেন বহরামোভিচ্ ?"

"না। বুট নয়। একটু কথা-কাটাকাটি হয়েছে।"

"কি হয়েছে ?"

"সে এক বিরাট ব্যাপার। এক সঙ্গে পনেরো জন সাদা কোটপরা ওয়ার্ডে ঢুকল—বিভাগীয় প্রধান, রেজিস্ট্রার, শিক্ষানবিশ ডাক্তার, ডাক্তার, যাদের আগে কখনো দেখিনি। নিজামুদ্দিন শিকারী শ্বাপদের মত আমাদের বেডের পাশে রাখা টেবিল-আলমারিগুলোর ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন। কিন্তু চর মারফৎ আমরা আগেই ওঁর রাউন্ডে আসার কথা শুনেছিলাম। সেইমত তৈরিও হয়েছিলাম। দাঁত বসানোর মত কিছুই না পেয়ে ওঁর মুখে অসন্তোষের ভ্রূকুটি ফুটল। ঠিক ঐ মুহূর্তে আমার ব্যাপারটা উঠল এবং ডাঃ ডন্টসোভা একটা ভুল করে বসলেন। তিনি আমার ফাইল থেকে পড়ে শোনাতে লাগলেন···"

"কিসের ফাইল ?"

"মানে আমার রোগের ইতিহাস, আমি কেবলই এই ভুল করি······আমার প্রথম রোগ নির্ণয়ের কথা প্রসঙ্গে কোন অঞ্চলে প্রথম রোগ নির্ণয় করা হয়েছিল সে কথাও উঠল। ফলে বলতে হ'ল, আমি কাজাকস্তান থেকে এসেছি। নিজামুদ্দিন বলে উঠলেন, 'কি ? কাজাকস্তান থেকে এসেছেন ? কাজাকস্তান ত' অন্য আরেক সাধারণতন্ত্র। আমাদের বেডের অভাব আছে। আমরা বিদেশীদের চিকিৎসা করব কেন ? এঁকে এক্ষুনি ছাড়িয়ে দিন'।"

"কিন্তু ওয়ার্ডের অর্দ্ধেক রোগীই ত' 'বিদেশী'।"

"আমি জানি। কিন্তু ওঁর চোখ শুধু আমার ওপরই পড়েছে। তুমি যদি ডাঃ ডন্টসোভাকে তখন দেখতে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। মা মুর্গী যেমন পালক ফুলিয়ে নিজের বাচ্চার জন্য লড়াই করে উনি তেমনি আমার জন্য লড়লেন। উনি বললেন, 'কস্টোগলোটভের অসুখটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য আমাদের ওকে অত্যন্ত প্রয়োজন···'আমার পক্ষে সে এক বোকা-বোকা পরিস্থিতি। মাত্র ক'দিন আগে ডন্টসোভার সঙ্গে তর্ক করেছি, বলেছি আমাকে ছাড়িয়ে দিন। আর এখন আমি নিজামুদ্দিনের কথায় রাজী হলেই আজ দুপুরে খাওয়ার সময়ের আগেই আমাকে ছাড়িয়ে দিত। তোমাকেও আর কখনো দেখতে পেতাম না···"

"তুমি শুধু আমার জন্য নিজামুদ্দিনের কথায় রাজী হওনি ?"

"কেন, তুমি কি ভাবছ ?" ওলেগের গলা খাটো হ'ল, "তুমি তোমার ঠিকানা দাওনি। আমি কি করে দেখা করতাম ?"

জোয়া কাজে ব্যস্ত থাকায় সে একথায় কতটা গুরুত্ব দিল ওলেগ্ বুঝতে পারল না। "ডাঃ ডণ্ট্সোভার মুখ হাসানোর মত কাজ আমি ত' করতে পারি না," ওলেগ্ এবার স্বাভাবিক গলায় বলে চলল, "আমি একটা নির্জীব কাঠের তক্তার মত বিনা বাক্যব্যয়ে ওদের কথোপকথন শুনছিলাম। নিজামুদ্দিন বলছিলেন, 'হাসপাতালের বহির্বিভাগে খোঁজ করলে এই রোগীর মতই রোগগ্রস্ত অন্ততঃ পাঁচজনকে পাওয়া যাবে যারা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের নাগরিক। এঁকে ছাড়িয়ে দিন!' আমি তখন বোকামি করে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সুযোগ ছেড়ে দিয়েছি। ডাঃ ডণ্ট্সোভার জন্য খারাপ লাগছিল। উনি যেন চড় খেয়ে চুপসিয়ে গিয়েছিলেন। একটা কথাও বলতে পারছিলেন না। আমি তাই এগিয়ে গিয়ে, গলাটা ভাল করে ঝেড়ে নিয়ে, ঠাণ্ডাভাবে বললাম, 'আমাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবলেন কি করে ? আমি কুমারী অঞ্চল থেকে এসেছি।' 'আপনি কুমারী অঞ্চলের লোক ? সত্যি ?' নিজামুদ্দিন বললেন। ওঁর ভয় হ'ল, উনি একটা রাজনৈতিক ভুল করে বসেছেন। 'কুমারী অঞ্চলের মানুষদের জন্য আমাদের আরো অনেক কিছু করা উচিত।' ওরা সবাই পরের বেডের দিকে এগিয়ে গেল।"

"তুমি দারুণ চালাক ত," জোয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

"আমি কোন কালেই চালাক ছিলাম না। বন্দী শিবিরগুলো আমাকে ক্ষুরের মত ধারাল করে দিয়েছে। আমার চরিত্রের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা আমার সহজাত নয়, শিবির থেকে আহরিত।"

"তোমার হাসি-খুশি ভাব ? সেও কি শিবির থেকে আহরিত ?"

"নয় কেন ? আমি হাসি-খুশি কারণ আমি সব খোয়ানোয় অভ্যস্ত। আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে এলে এখানকার রোগীরা কাঁদে দেখে আমার অদ্ভুত লাগে। ওরা কিসের জন্য কাঁদে ? কেউ ওদের নির্বাসনেও পাঠাচ্ছে না, কিংবা ওদের জিনিষপত্র কেড়েও নিচ্ছে না..."

"তুমি তাহলে আমাদের এখানে মাস খানেক আছো, তাই ত ?"

"ঈশ্বর রক্ষা করুন! আর সপ্তাহ দুয়েক হয়ত আছি। মনে হচ্ছে ডাঃ ডণ্ট্সোভাকে খোলা চেক দিয়েছি। এখন সবই মেনে নিতে হবে..."

জোয়ার হাতের হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের পুরোটা উষ্ণ তরল পদার্থে ভরে গেল। জোয়া কিছুটা ফেলে দিল। ও আজ এক বিশ্রী সমস্যায় পড়েছে, এবং ঠিক কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওলেগ্কে একটা নতুন ইন্জেকশন দেওয়ার কথা; ওলেগের দেহের সেই পুরনো জায়গায়, যে জায়গাটার সব রকম অসম্মান সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু ওদের দু'জনের মধ্যে যে বাতাবরণ গড়ে উঠেছে তাতে এখন ঐ ইন্জেকশন দেওয়া অসম্ভব। কারণ ওদের লেনদেন ব্যাহত হবে। জোয়া

না ঐ বাতাবরণ নষ্ট করতে চায় না চায় লেনদেন চুকিয়ে দিতে। ওলেগ্‌ও। লেনদেনের চক্র আরো কিছুক্ষণ ঘোরার আগে ও সহজ সম্পর্ক বজায় রেখে ইন্‌জেকশন দিতে পারবে না।

জোয়া নিজের টেবিলে ফিরে এল। ও আহমদজানের জন্য একটা নতুন ইন্‌জেকশন তৈরি করতে করতে ওলেগ্‌কে প্রশ্ন করল, "তুমি কি স্থির করলে? ইন্‌জেকশন নিতে রাজী আছো? আর ইন্‌জেকশনে আপত্তি নেই ত'?"

ওলেগের যোগ্য প্রশ্নই বটে। ও নিজের মতামত জানানোর সুযোগ খুঁজছিল। "আমি সব সময় ইন্‌জেকশন এড়িয়ে থাকতে চাই। কখনো তা সম্ভব হয়, কখনো হয় না। তুর্গুনের ডিউটি থাকলে চমৎকার হয়। ও দাবা খেলার পাগল। আমরা দু'জনে সন্ধি করেছি: ও জিতলে ইন্‌জেকশন নিতে হবে, আমি জিতলে হবে না। কিন্তু মারিয়া'র সঙ্গে ঐ বুদ্ধি খাটে না। ও যখন সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে আসে ওর মুখটা হয়ে যায় কাঠের টুকরোর মত নিষ্প্রাণ। আমি কখনো হাসি-ঠাট্টার চেষ্টা করলেও একই মনে হয়—"মিঃ কস্টোগলোটভ্‌, আপনার ইন্‌জেকশনের সময় হয়েছে। পায়জামা গোটান'। ও একটাও অনাবশ্যক কথা বলে না।"

"ও তোমাকে দেখতে পারে না।" "আমাকে?"

"কোন পুরুষকেই দেখতে পারে না।" "সাধারণ ভাবে বলা চলে, সব পুরুষই দেখার উপযুক্তও নয়। এখন একজন নতুন নার্স এসেছে তার সঙ্গেও সুবিধে করে উঠতে পারি না। আর যখন ওলিম্পিয়াডা ডিউটিতে থাকে তখন হয় আরো খারাপ। তাকে তার পথ থেকে একটুও টলানো যায় না।"

"এখন থেকে আমিও ঐ রকম হব", জোয়া সাবধানে সিরিঞ্জে দুই সি. সি. ওষুধ মেপে তুলতে তুলতে জবাব দিল। কিন্তু ওর কথাটা তেমন জোরদার শোনাল না। ও আহমদজানকে ইন্‌জেকশন দিতে চলল। ওলেগ্‌ একা টেবিলে রইল।

আরো একটা এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণে জোয়া চাইছিল না যে ওলেগ্‌ ইন্‌জেকশন নিক। ও রোববার থেকেই চিন্তায় পড়েছিল, ইন্‌জেকশনের সম্ভাব্য ফল ওলেগ্‌কে জানাবে কিনা।

ওদের দু'জনের হাসি-ঠাট্টা যদি হঠাৎ কোন জটিল মোড় নেয়? তা ত' খুবই সম্ভব। রঙ্গ-তামাসা যদি অতীতের ঘটনাগুলোর মত ঘরময় ছড়ানো খুলে রাখা কাপড়-চোপড় খুঁজে বেড়ানোর মত নিরানন্দ উপসংহারে পর্যবসিত না হয়? লঘু সম্পর্ক যদি মজবুত এবং স্থায়ী হয়ে জোয়া ওর পোষা ভালুক ছানা হ'য়ে ওর সঙ্গে নির্বাসনে যেতে চায়? ওলেগ্‌ হয়ত ঠিকই বলেছে। কল্পনার সীমার বাইরে অবস্থিত ঐ অঞ্চলেই হয়ত ওদের সুখ লুকিয়ে আছে।

এবং তা যদি ঘটে তবে ইন্‌জেকশনের প্রভাব শুধু ওলেগের জীবনেই পড়বে না, ওর জীবনেও পড়বে। ও তাই চাইছিল না যে ওলেগ্‌ ইন্‌জেকশন নিক।

"কি, সাহস ফিরে পেয়েছ ত'?" শূন্য সিরিঞ্জ হাতে ফিরে জোয়া হাল্কা ভাবে বলল, "এবার নিজের বেডে ফিরে যাও। পায়জামা গুটিয়ে ফেলবেন, মিঃ কস্টোগলোটভ্‌। আমি এক মিনিটে পৌঁছব।"

ওলেগ্‌ ওখানেই বসে রইল। জোয়ার দিকে তাকাল, কিন্তু রোগীর দৃষ্টিতে তাকাল না। ও ইন্‌জেকশনের কথা মোটেই ভাবছিল না। ইতিমধ্যে দুজনের সন্ধি হয়ে গিয়েছিল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওলেগের চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। মণি দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। "চলো কোথাও যাই, জোয়া।" ওর কথা অস্ফুট স্বগতোক্তির মত শোনাল। কিন্তু তা জোয়ার কানে ঠিকই পেঁছিল।

"কোথায়?" জোয়া অবাক হেসে বলল, "শহরে?" "না, ডাক্তারদের ঘরে।"

ওলেগের অবিশ্রাম দৃষ্টিবাণ হজম করে জোয়া স্বাভাবিক ভাবে বলল, "আমি পারব না, ওলেগ্‌। দারুণ কাজ পড়ে আছে।"

ওলেগ্‌ যেন বুঝেও বোঝে না। ও বলল, "চলো না।"

"ও, হ্যাঁ," জোয়ার কিছু মনে পড়ে গেল, "আমার একটা অক্সিজেনের বেলুন ফোলাতে হবে, ঐ..." জোয়া সিঁড়ির দিকে ইশারা করল। রোগীটির নামও বলে থাকতে পারে, কিন্তু ওলেগ্‌ তা শুনতে পেল না। "অক্সিজেন সিলিন্ডারের কলটা এত আঁট যে আমি ঘোরাতে পারি না। তুমি পারবে। এসো।"

জোয়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল। ওর পেছনে ওলেগ্‌।

নুয়ে পড়া নাক, হলুদ হয়ে যাওয়া দেহ, করুণ চেহারার রোগীটি, যার দুটো ফুসফুসই ক্যানসার রোগ একটু একটু করে গ্রাস করছিল, বেডে বসে এত জোরে হাঁফাতে হাঁফাতে অক্সিজেন বেলুন থেকে শ্বাস নিচ্ছিল যে ওর ফুসফুসের সাঁই-সাঁই শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ওকি চিরকালই অমন ছোট-খাটো, না রোগ ওকে কুঁকড়িয়ে দিয়েছে? ওর অবস্থা এত খারাপ যে রাউণ্ড দিতে আসা ডাক্তাররা ওকে আর কিছু জিজ্ঞেসও করে না। বেশ কিছুদিন থেকেই ওর অবস্থা ভাল নয়, আজ আরো খারাপ হয়েছে। অনভিজ্ঞ মানুষও তা বুঝতে পারে। ও সবে একটা অক্সিজেনের বেলুন শেষ করল। আগে শেষ হওয়া আরেকটা বেলুন ওর কাছে পড়ে আছে। ওর অবস্থা এমন যে, কে ওর বেডে এল আর কে পাশ দিয়ে চলে গেল তা বোঝবার ক্ষমতা নেই।

জোয়া আর ওলেগ্‌ ওর বেডের কাছে পড়ে থাকা শূন্য অক্সিজেন বেলুনটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল। ওলেগ্‌ বলল, "ওর কোন্‌ চিকিৎসা চলছে?"

"চিকিৎসা হচ্ছে না। ওর কেসে অপারেশন সম্ভব নয়। অথচ রশ্মি-চিকিৎসাতেও ফল হয়নি।"

"ওর ফুসফুস অপারেশন করা যাবে না?" "এ হাসপাতালে এখনো করা হয়নি।"

"ও তাহলে মারা যাবে?" জোয়া মাথা হেলাল।

জোয়ার হাতের বেলুনটা যদিও ঐ মুমূর্ষু রোগীটির শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করার জন্য অত্যাবশ্যক, ওরা ইতিমধ্যে তার কথা ভুলে বসেছিল। ওরা তখন দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মের বহির্ভূত কিছু করতে চলেছে।

লম্বা অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা অন্য আরেক বারান্দায় রাখা ছিল। যে বারান্দা এখন তালা দেওয়া। ভিজে চপচপে এবং মৃতপ্রায় ওলেগকে প্রথম দেখার পর রশ্মি-চিকিৎসা কামরাগুলোর পাশের ঐ বারান্দাতেই গ্যাঙ্গার্ট ওলেগের রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। (ঐ প্রথম দেখা ত মাত্র তিন সপ্তাহ আগে ঘটেছিল......) ওরা প্রথম বারান্দার আলো জ্বালল, কিন্তু দ্বিতীয় বারান্দার আলো জ্বালল না। ফলে দ্বিতীয় বারান্দার যেখানে সিলিণ্ডারটা দাঁড়িয়েছিল সামনে বেরিয়ে থাকা দেওয়ালের কোণের দরুণ সে জায়গাটা আধা-অন্ধকার হ'ল।

জোয়া সিলিণ্ডারটার চেয়ে বেঁটে, ওলেগ লম্বা। জোয়া বেলুনের মুখ সিলিণ্ডারের মুখে লাগানোর চেষ্টা করল। ওর পেছনে দাঁড়ানো ওলেগ ওর চুলের সুবাস নিতে থাকল। "এই যে, এই কলটা ভারি আঁট," জোয়া বলল।

ওলেগ কলটা চেপে ধরে তক্ষুণি ঘুরিয়ে দিল। মৃদু হিস্‌হিস্ করে অক্সিজেন বেরোতে লাগল।

তারপর কোন অজুহাত বিনাই ওলেগ যে হাত দিয়ে কল খুলেছিল সেই হাতে জোয়ার যে হাতে বেলুন ধরা ছিল না সেই হাত ধরল। জোয়া চমকিয়ে উঠল না। অবাকও হ'ল না। শুধু বেলুন ফুলে ওঠা লক্ষ্য করতে থাকল।

ওলেগের হাত জোয়ার কব্জি থেকে কনুই, কনুই থেকে কাঁধে পৌঁছল। এ এক সূক্ষ্মতা বিহীন প্রাথমিক অনুসন্ধান, কিন্তু উভয়ের পক্ষে তা প্রয়োজনীয়। যেন যাচাই করে দেখা, দু'জনে দু'জনের কথার সঠিক ব্যাখ্যা করছে কিনা।

ওরা করেছিল।

ওলেগ দুটো আঙুল দিয়ে জোয়ার চুলগুলো নেড়ে-চেড়ে দিচ্ছিল। জোয়া একটুও আপত্তি করল না। বেলুনের দিকে চেয়ে রইল।

ওলেগ ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে জোয়াকে নিজের দেহলগ্ন করল। তারপর ওর ঠোঁট খুঁজে পেল, যে ঠোঁট দুটো ওলেগকে অত হাসি উপহার দিয়েছে, যাদের বক্‌বক্ কখনই থেমে থাকেনি। জোয়ার ঠোঁট খোলা, বা ঢিলে নয়। বরং টানটান, প্রস্তুত এবং আগ্রহী। প্রথম ঝলকেই ওলেগ তা বুঝতে পারল। এক মুহূর্ত আগেও ওলেগের মনে ছিল না যে ঠোঁটের পার্থক্যের মত চুম্বনের গুণগত

মানেও তারতম্য ঘটতে পারে। ওর হঠাৎ মনে হ'ল একটি মাত্র চুমু একশোটির সমান হওয়া সম্ভব।

যা দুটি পাখীর তাৎক্ষণিক চঞ্চু-মিলন হিসেবে আরম্ভ হয়েছিল তা দু'টি দেহের নিবিড়তম সন্নিবেশ, সত্তার মিলনে পর্যবসিত হ'ল। জগতের কোন কিছুই সে মিলনে যতি আনতে অক্ষম, নিষ্প্রয়োজন। পরস্পরের ঠোঁট গুঁড়িয়ে দেওয়ার খেলায় মগ্ন ওরা ঐভাবে অনন্তকাল রয়ে যেতে পারত।

কিন্তু অনেক পরে, দু'শতাব্দী পরে, ওদের ঠোঁট বিচ্ছিন্ন হ'ল। ওলেগ্ জোয়াকে চোখ মেলে দেখল, আর শুনল জোয়া বলছে, "চুমু খাওয়ার সময় তুমি চোখ বুজে থাকো কেন?" তাই নাকি? ওলেগ্ নিজে তা জানে না। "আর কাউকে ভাবো নাকি?" কার কথা ভাববে? ওলেগ্ মনে করতে পারল না········

ডুবুরি যেমন একটু দম নিয়েই সাগরের গভীর তলদেশে মণি-মাণিক খোঁজার জন্য আবার ডুব দেয়, ওরা তেমনি করে আবার চুমু খেল। কিন্তু এবার ওলেগ্ লক্ষ্য রাখল। যেন চোখ বুজে না যায়। ও দেখল ওর চোখের কাছে, অবিশ্বাস্য রকম নৈকট্যে, দু'টো বাদামী, শিকার সন্ধানী শ্বাপদের চোখ ওর চোখে চেয়ে আছে। ওলেগ্ দুটি চোখ দিয়ে পৃথক ভাবে ওর চোখ দেখল। অভিজ্ঞ জোয়া তার ঠোঁট দুটো একটুও ঢিলে না হতে দিয়ে, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হ'য়ে, ঈষৎ আন্দোলিত হ'য়ে চুমু দিতে দিতে সোজা ওলেগের চোখে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে অনুমান করার চেষ্টা করছিল, শাশ্বত কাল ওলেগ্‌কে কোন্ চোখে দেখবে।

হঠাৎ জোয়ার দৃষ্টি ত্যারছা হ'ল আর ও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বলে উঠল, "কলটা!"

হা ভগবান! ওলেগ্ চট করে হাত বাড়িয়ে সিলিণ্ডারের কল বন্ধ করে দিল। বরাত জোর বেলুনটা ফাটেনি।

"চুমু খেলে কি হতে পারে, দেখলে ত'!" জোয়া তখনো সহজ ভাবে কথা বলতে পারছিল না, হাঁফাচ্ছিল। চুল এলোমেলো, টুপিটা আড় হয়ে গিয়েছে।

জোয়া ঠিকই বলেছে। তবু ওদের মুখ আবার মিলিত হ'ল। যেন একে অপরকে নিঃশেষ করে নিঙড়িয়ে নিতে চায়।

ঐ বারান্দার সামনে কাঁচের দরজা। দরজার কাছ দিয়ে কেউ গেলে সহজেই জোয়ার ওপরে ওঠা সাদা হাতের সঙ্গে মিলিত ওলেগের রক্তাভ হাত দেখে সব বুঝত। কিন্তু কে তার পরোয়া করে?

অবশেষে আবার একটু দম নেবার জন্য ঈষৎ বিচ্ছিন্ন ওলেগ্ আলিঙ্গনাবদ্ধ জোয়াকে বলল, "তোমার কি নতুন নাম রেখেছি জানো, গোল্ডি। তোমার চুলের জন্য।

গোল্ডির দোলে সোনালী চুল; চুল কোথায়, সে সোনার দুল।"

"গো-ল-ডি! কি সুন্দর নাম!"

"আমি নির্বাসিত, অপরাধী জেনে তোমার ভয় লাগে না?" "না।" জোয়া খেলাচ্ছলে মাথা নাড়ল।

"কিংবা আমি বুড়ো বলে খারাপ লাগে না?" "বুড়ো! কোথায়?"

"কিংবা অসুস্থ বলে?" নিরুত্তর জোয়া ওর বুকে মুখ লুকাল। ওলেগ্ ওকে জড়িয়ে ধরল। আরো, আরো নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে মনে পড়ে গেল, জোয়ার টেবিলে রাখা ভারী রুলারটা ওর উষ্ণ দেহের ছোট্ট, বাঁকানো তাকে রাখলে গড়িয়ে পড়ে যেত না। "তুমি সত্যিই উশ্-টেরেকে আসবে, আসবে না জোয়া? আমরা বিয়ে করব। আমাদের একটা ছোট্ট বাড়ী হবে···"

মনে হচ্ছিল ওলেগ্ সেই ধারাবাহিকতা এনে দিতে পারবে যা জোয়া অতীতে কখনো পায়নি, সেই সৃজনশীল স্থায়িত্ব যা ঘরময় বিক্ষিপ্ত জামাকাপড়ের সঙ্গে জড়িত আচ্ছন্ন ভাবের পর আসা উচিত। নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ জোয়া গর্ভে ওলেগের উপস্থিতি অনুভব করছিল আর ভাবছিল, সে অনাগত অংকুর কি ওলেগের দান হবে? সত্যিই কি হবে?

জোয়া দু'হাতে ওলেগের গলা জড়িয়ে ধরল। "এই ইন্‌জেকশনগুলো কেন দেওয়া হয় তা কি জানো, ওলেগ্?"

"না, কেন?" ওলেগ্ ওর গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলল।

"এই ইন্‌জেকশনগুলো···ঠিক কি করে বুঝিয়ে বলব ভেবে পাচ্ছি না·· ওদের বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল 'হর্মোন চিকিৎসা'। দেহের লালা গ্রন্থিকে সজীব করার কৌশল। এ চিকিৎসায় মেয়েদের পুরুষ হর্মোন দেওয়া হয়, আর পুরুষদের স্ত্রী হর্মোন। চিকিৎসকদের ধারণা এ চিকিৎসা দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গ রোধ করে। কিন্তু তার আগে যা রোধ করে···তুমি বুঝতে পারছ?"

"না। কি রোধ করে? পুরো বুঝতে পারছি না।" ওলেগের স্বর বদলিয়ে, ভয় প্রকাশ পাচ্ছিল। জোয়ার কাঁধ জড়ানোর ধরণও বদলিয়ে গিয়েছিল। যেন ঝাঁকি দিয়ে সত্যি কথা বের করে নেবে। "বলো, সব খুলে বলো!"

"সবার আগে যা পুরোপুরি অবদমিত করে তা হ'ল······যৌন ক্ষমতা। দৈহিক নারী বা পুরুষ রূপান্তর ঘটার আগেই ঐটি ঘটে। বেশী ডোজ্ ইন্‌জেকশনের ফলে স্ত্রীলোকের দাড়ি গজানো বা পুরুষের স্তন বৃদ্ধি সম্ভব।"

"এক মিনিট সবুর করো। এসবের মানে কি?" ওলেগ্ প্রায় ধমকিয়ে উঠল। ও সব ব্যাপারটা বুঝতে আরম্ভ করেছিল। "যে ইন্‌জেকশনগুলো আমাকে দেওয়া হচ্ছে তাতে কি হয়? সব কিছু চাপা পড়ে যায়?"

"না, ঠিক সব কিছু নয়। আকাংখা ঠিক তখনই চাপা পড়ে না।"

"আকাংখা বলতে কি বোঝাচ্ছ?"

জোয়া ওর এলোমেলো হওয়া চুলে ঢাকা কপাল আর চোখের দিকে চাইল। "মানে, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে যেভাবে চাইছ—কাম।"

"তুমি বলতে চাইছ ইচ্ছে থাকে কিন্তু ক্ষমতা থাকে না, তাই ত'?" ওলেগ্ হতভম্ব হয়ে গেল।

"ক্ষমতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়। শেষে ইচ্ছেও চলে যায়। বুঝতে পেরেছ?" জোয়া ওর গালের ক্ষতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল। ওলেগ্ সেদিন সকালে দাড়ি কামিয়েছিল। "আমি তাই চাই না যে তুমি ঐ ইন্‌জেকশন নাও।"

"কি আশ্চর্য!" ওলেগ্ সোজা হয়ে দাঁড়াল। "আমি আমার মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করছিলাম যে ওরা আমার সঙ্গে কোন একটা নোংরা চালাকি করবে।"

রোগীর মতামতের তোয়াক্কা না রেখে খুশি মত তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য ওলেগ্ ডাক্তারদের উদ্দেশে গালমন্দ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ গতকাল দেখা ডাঃ গ্যাঙ্গার্টের আত্মপ্রত্যয় ভরপুর, ঝলমলে মুখ মনে পড়ে গেল। ঐ ইন্‌জেকশন সম্পর্কে গ্যাঙ্গার্ট তাঁর উষ্ণ বন্ধুত্ব সহ আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "ওগুলো অত্যাবশ্যক। আপনার বেঁচে থাকা ওর ওপর নির্ভরশীল। আমরা আপনার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছি।" ভেরা গ্যাঙ্গার্টের কল্যাণ হোক। তিনি ওর ভাল করতে চেয়েছিলেন, তাই ত'? তাই ওলেগ্‌কে ঐ ধরণের বরাতের জন্য প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন? জোয়াও ভেরার মত করবে না ত'? ওলেগ্ জোয়ার দিকে চোখ ফেরাল।

না, জোয়া তা করবে কেন? ওলেগের মত জোয়াও মনে করে, সে জীবন জীবনই নয় যদি সে জীবন……ওর ব্যাকুল, আগুন-রঙ ঠোঁট দুটো দিয়ে ও সবে মাত্র ওলেগকে ককেশাস্ পর্বতের সুউচ্চ চূড়ায় টেনে নিয়ে গিয়েছে, এবং ওলেগের দেহ-মনে যত কাল আকাঙ্খা বইবে ওর জোয়াকে চুমু খেতেই হবে। একটুও সময় নষ্ট করা চলবে না।

"তুমি আমাকে এমন একটা ইন্‌জেকশন দিতে পারো না যাতে বিপরীত ক্রিয়া হয়?" "এরা তাহলে আমাকে দূর করে দেবে।"

"কিন্তু আমি যা চাইছি সেই ধরণের ইন্‌জেকশন হয় না?" "হ্যাঁ, তোমাকে পুরুষ হর্মোন ইন্‌জেকশন দিলেই তা হবে।"

"গোল্‌ডি, শোনো, চলো কোথাও যাই…" "কিন্তু আমরা ত' ইতিমধ্যে কোথাও এসে গিয়েছি। এবার ফেরার পালা।"

"চলো, ডাক্তারদের ঘরে যাই। চলো।" "না, তা হয় না। ওখানে একজন পরিচারিকা থাকে। তাছাড়া লোকজনের আসা-যাওয়া লেগে থাকে, বিশেষতঃ সন্ধ্যায়।"

"রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না…" 'দোহাই তোমার, ওলেগ্ তাড়াহুড়ো করো না। এমন তাড়াহুড়ো করলে আর আগামীকালের…"

"সে আগামীকাল দিয়ে আমি কি করব, যে আগামীকাল আমি হব আকাঙ্খা বিরহিত? আচ্ছা তোমার কথাই রইল। আমার আকাঙ্খা বজায় রাখতে পারব মনে হয়, পারব না? তবু চলো কোথাও যাই।"

"প্লিজ, ওলেগ্ এখনই সব চেয়ো না। প্লিজ্……আমাদের বেলুনটা দিয়ে আসতে হবে।"

"হ্যাঁ, চলো, তাই যাই। ওঠা দরকার।"

ওরা হাত নয়, বেলুন ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে ফিরে চলল। ফুটবলের চেয়ে ফোলা বেলুনটা দোল খেয়ে খেয়ে পরস্পরকে দৈহিক উত্তাপ বিনিময় করছিল।

সিঁড়ির বাঁকে কুঁকড়িয়ে যাওয়া, হলুদ রঙের রোগীটি আর কাশছিল না। ও বেডে কয়েকটি বালিশ ঘিরে বসে উঁচু হওয়া হাঁটু দুটোয় কপাল ঠুকছিল, যেন হাঁটু দুটো একটা দেওয়াল। ওর দেহে প্রাণটা তখনো রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওর কাছাকাছি সবকিছু নিষ্প্রাণ।

হয়ত বেচারী আজই মারা যাবে। ওলেগের পড়শী রোগী। পরিত্যক্ত এবং সমবেদনার কাঙাল। ওর পাশে বসে থাকলে হয়ত ওলেগ্ ওর শেষ সময়ে কিছু শান্তি দিতে পারে।

কিন্তু না, ওরা ওকে অক্সিজেন বেলুনটা দিয়ে এগিয়ে চলল। মৃত্যু পথ যাত্রীটির জন্য বেলুনে অক্সিজেন ভরা ওদের কাছে নিরালা জায়গায় দুজনের চুমুকে নিবিড় করে জানার অছিলা মাত্র।

শিকল বাঁধা বন্দীর মত ওলেগ্ জোয়ার পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে চলল। ও পেছনে ফেলে আসা মুমূর্ষু রোগীটির কথা ভাবছিল না। ও নিজে কয়েক সপ্তাহ আগে ঐ রকম ছিল, এবং ছ'মাস পরে আবার তাই হতে পারে। ওর মনে শুধু জোয়া, আর কি করে ওকে বুঝিয়ে নিভৃতে রাত কাটানোয় রাজী করা যায় সেই ভাবনা।

ও সে অনুভূতি ভুলে গিয়েছিল। সেই ঈষৎ ব্যথার অনুরণন জড়িত অনুভূতি, অজস্র নিষ্ঠুর চুমুর অন্তে ঠোঁট ফুলে ওঠার অনুভূতি ফিরে পেয়ে ওর দেহ মনে নব বসন্তের রাগ ধ্বনিত হচ্ছিল।

আলোকের গতি……

একটু বড় হয়ে যাওয়া ছেলেরা সাধারণতঃ বাইরের লোকের সামনে মাকে আদর করে মা-মনি বলে ডাকে না। পনেরো থেকে তিরিশ বছর বয়সের ছেলেরা ত' মা-মনি বলে ডাকতে লজ্জাই পায়। কিন্তু ভাদিম, বরিস, আর ইয়ুরি জাৎসুর্কো কখনো তাদের মা-মনিকে নিয়ে লজ্জা পায়নি। বাপ বেঁচে থাকতেও ওরা মাকে ভালবাসত। ওদের বাপকে গুলি করে মারা হয়। তারপর থেকে মায়ের প্রতি ভালবাসা আরো বেড়ে যায়। তিন ভাইয়ের বয়সের ব্যবধান খুব কম। ওরা সমবয়সীর মত বেড়ে উঠেছিল। স্কুলে পড়াশোনা, বাড়ীতেও পড়াশোনা করেই

সময় কাটত। রাস্তায় দুষ্টুমি করত না। ফলে কখনো বিধবা মায়ের দুশ্চিন্তার কারণ হয়নি। একবার ওদের ছেলেবেলায় মাকে নিয়ে একটা ফটো তোলা হয়েছিল। তারপর ওদের বেড়ে ওঠা লক্ষ্য করার জন্য আরেকটা ফটো তোলা হ'ল। সেই থেকে মা ওদের দু'বছর অন্তর ফটো তুলতে নিয়ে যেতেন। পরে ওদের নিজেদের ক্যামেরা হয়েছিল। পারিবারিক এ্যালবামে শুধু মা আর তিন ভাইয়ের অজস্র ছবি। মা খুব ফর্সা। কিন্তু তিন ভাই অত ফর্সা নয়। সম্ভবতঃ তাদের তুর্কি পূর্বপুরুষের জন্য। ওদের প্রপিতামহী ছিল ঝাপেরোঝেয়ে অঞ্চলের কসাক জাতির মেয়ে। এক বন্দী তুর্কি সৈনিক তাকে বিয়ে করেছিল। ছেলেবেলার ছবিতে তিনটি ভাইকে পৃথক করে চেনা শক্ত। তিনজনই লক্ষ্যণীয়ভাবে মাকে ছাপিয়ে লম্বা আর হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠেছে, আর মা একটু একটু করে বুড়ো হয়েছেন, যদিও মা ক্যামেরার সামনে সোজা হয়ে বসে গর্ব করার মত জীবনের ছবিগুলো ঠিক রাখার চেষ্টার ত্রুটি করেননি। ওদের মা ডাক্তার। শহরে ভালই প্রতিষ্ঠা। শ্রদ্ধা আর ভালবাসার দান হিসেবে প্রায়ই কেক, পেস্ট্রি আর ফুলের তোড়া পান। ভদ্রমহিলার আর সব কৃতিত্বের কথা বাদ দিলেও শুধু ছেলে তিনটিকে মানুষ করে তোলাই একটি নারী জীবনের যথেষ্ট যৌক্তিকতা গণ্য হত। তিনভাই একই কারিগরি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিল। ভাদিম ভূতত্ত্ব শিখেছিল, বরিস বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং আর ইয়ুরি মায়ের কাছে থেকে নির্মাণ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শেষ ধাপে পড়াশোনা করছিল।

এই হ'ল ওদের মা ভাদিমের অসুখের কথা জানবার আগের চিত্র। গত বৃহস্পতিবার উনি ভাদিমকে দেখবার জন্য প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। শনিবারে উনি ডন্ট্‌সোভার তার পান যে, ভাদিমের চিকিৎসার জন্য তেজস্ক্রিয় সোনা প্রয়োজন। উনি রোববার ডন্ট্‌সোভাকে তারে জবাব দেন যে উনি ঐ সোনা জোগাড় করার উদ্দেশ্যে মস্কো রওনা হচ্ছেন। উনি সোমবার থেকে মস্কোয়। গতকাল আর আজ নিশ্চয় মন্ত্রী আর হোমড়া-চোমড়াদের কাছে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে কিছু সোনা ছেলের চিকিৎসার জন্য সরবরাহের আবেদন করে ফিরেছেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই ওদের মৃত বাপের কথাও উল্লেখ করেছেন। (যুদ্ধের সময় যখন ওদের শহর শত্রু কবলিত হয়ে যায় ওর বাপ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সোভিয়েত বিদ্বেষী এক বুদ্ধিজীবী সেজে শহরে রয়ে যান। কিন্তু সোভিয়েত গুপ্ত সংগ্রামীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং আহত সোভিয়েত সেনানীদের লুকিয়ে আশ্রয় দানের অভিযোগে জার্মানিরা তাঁকে গুলি করে খুন করে।)

কোন রকম, এমন কি পরোক্ষ অনুগ্রহ যাচ্ঞা করায় ভাদিমের আপত্তি। বন্ধুদের থেকেও কৃত উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার চাওয়া ওর অপছন্দ। ওকে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য মা-মণি ডন্টসোভাকে তার পাঠিয়েছিলেন, তাতেই ওর মন ভারী হয়েছে। ওর বেঁচে থাকা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, ক্যানসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ও কোন সুযোগ-সুবিধে কাজে লাগাতে

প্রস্তুত নয়। ভন্ট্‌সোভা যেভাবে কাজ করেন তা দেখে, অবশ্য, ওর ধারণা হয়েছিল যে তার না পাঠালেও ওর চিকিৎসার ত্রুটি হত না।

মা-মনি তেজস্ক্রিয় সোনা সংগ্রহ করতে পারলে তা নিয়ে বিমানে এখানে আসবেন। সংগ্রহ করতে না পারলেও বিমানে আসবেন! তাছাড়া ভাদিম হাসপাতাল থেকে মাকে বার্চ গাছের ছত্রাকের কথাও লিখে জানিয়েছে। তার কারণ এই নয় যে ও নিজে হঠাৎ ঐ ভেষজ ওষুধে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে; বরং মায়ের জন-সেবা মূলক কাজে সাহায্য হতে পারে ভেবে, লিখেছে। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে মা সত্যিই মরীয়া হয়ে উঠে, তাঁর অধীত চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিশ্বাস সত্ত্বেও, ইসিক্‌-কুল হ্রদের কাছে সেই ভেষজ ওষুধ বিশেষজ্ঞের থেকে কিছু গাছের মূল সংগ্রহ করবেন। (গতকাল ওলেগ্‌ কস্টোগলোটভ্‌ দেখা করতে এসেছিল। ওলেগ্‌ স্বীকার করেছে যে কোন স্ত্রীলোককে খুশি করতে ও নিজের কাছে রাখা তরলীকৃত মূল পুরোটাই ঢেলে ফেলে দিয়েছে। খুব বেশী পরিমাণে মূল ছিল না। যাহোক, ওলেগের কাছে বৃদ্ধ ভেষজ বিশেষজ্ঞের ঠিকানা আছে। বৃদ্ধকে যদি ইতিমধ্যে কয়েদ করা হয়ে থাকে, ওর নিজের বাড়ীতে যে সংগ্রহ রাখা আছে তা থেকে ওলেগ্‌ কিছু পরিমাণ ভাদিমকে দেবে।)

ভাদিমের জীবন বিপন্ন বলে মা-মনির জীবনে কালো ছায়া নেমেছে। মা-মণি ওর জন্য সবকিছু, সবকিছুর চেয়ে বেশীও করতে চান। তিনি এমন কি ওর কাজে সাহায্য করার জন্য ওর সঙ্গে মাঠে-ময়দানেও যেতে প্রস্তুত, যদিও তার জন্য ওর বান্ধবী গাল্‌কাও তৈরি আছে। ওর অসুস্থতা সম্পর্কে যে কথা ও শুনেছে আর পড়ে জেনেছে তা থেকে ওর ধারণা হয়েছে যে মা-মণির প্রয়োজনাতিরিক্ত যত্ন আর চিকিৎসার ফলে টিউমার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে ওর পায়ে একটা বড় দাগ ছিল। একজন ডাক্তার হিসেবে মা-মনির বোঝা উচিত ছিল যে ঐ জায়গায় ক্ষতিকারক বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। মা-মনি সব সময় ঐ জায়গাটা খোঁচাখুঁচি করতেন। একবার এক সেরা সার্জনকে দিয়ে প্রাথমিক অপারেশন করানোর জন্য জিদও ধরেছিলেন। এখন মনে হয় ঐ অপারেশনটা করানো উচিত হয়নি।

ওর ওপর যে মৃত্যুর খড়্গ ঝুলছে তার জন্য মা-মনি কিছুটা দায়ী হলেও তাঁর সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে অনুযোগ করা ভাদিমের স্বভাব-বিরুদ্ধ। ওর ধারণা অত্যন্ত বেশী বাস্তববাদী, শুধু ফল দ্বারা মানুষের বিচার করা ভুল, বরং উদ্দেশ্য দ্বারা বিচার করাই অধিকতর মানবিকতা পূর্ণ আচরণ। আরব্ধ কাজ, থমকিয়ে যাওয়া বিজ্ঞান চর্চা এবং হারানো সুযোগগুলোর জন্য মায়ের অপটুতাকে দায়ী করা ভাদিম অনুচিত মনে করে কারণ, ঐগুলির কোনটিই, এমন কি ঐগুলির মূলে কর্মপ্রেরণারই অস্তিত্ব থাকত না যদি না ও মায়ের মাধ্যমে পৃথিবীর আলো দেখত।

মানুষের দাঁত আছে তাই রাগে দাঁত কড়মড় করে। গাছপালার দাঁত নেই, তাই তারা শান্তিতে বাড়ে, এবং মরে।

মাকে ক্ষমা করলেও ভাদিম ঘটনাচক্রকে ক্ষমা করতে নারাজ। ও নিজের দেহের এক ইঞ্চি মাংসও রোগের কাছে ডালি দিতে নারাজ। ও তাই দাঁতে দাঁত না ঘষে পারে না।

হতচ্ছাড়া অসুখটা ওর জীবন ছিন্নভিন্ন করে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ওকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

ছোটবেলাতেই ভাদিম আভাস পেয়েছিল যে ও কখনই প্রয়োজনীয় সময় পাবে না। পড়শী স্ত্রীলোক বা অতিথিরা ওদের বাড়ীতে বকর বকর করে মা-মনির আর ওর সময় নষ্ট করত বলে ও অসন্তুষ্ট হত। স্কুল এবং কলেজে কোন ভ্রমণ, উৎসব বা পরীক্ষার জন্য এই ভেবে উপযুক্ত সময়ের ঘন্টা দুয়েক আগে সমবেত হতে বলা হত যে ছাত্ররা ত' দেরী করবেই, এবং ভাদিম তাতে বিরক্ত হত। রেডিওর আধ ঘন্টা ব্যাপী সংবাদ পরিবেশন শোনারও ধৈর্য ছিল না। ওর ধারণা ঐ অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সারাংশটি পাঁচ মিনিটেই সারা যেতে পারে, বাদবাকি ত' অনাবশ্যক অলংকরণ। যখনই কোন বড় দোকানে যেত, শতকরা নব্বুইটি ক্ষেত্রে দেখত যে দোকানটি মালের হিসেব মেলানোর জন্য, অথবা নতুন মাল হিসেব-বন্দী করার জন্য, নয় অপর কোন দোকানের সঙ্গে মাল বিনিময়ের জন্য বন্ধ আছে। কখন যে কোন্ কারণটি ঘটবে তা পূর্বাহ্নে জানার উপায় নেই। গ্রামীণ পর্ষদ দপ্তর বা ডাকঘর হয়ত দেখা গেল কাজের দিনে বন্ধ আছে, যা পঁচিশ মাইল দূর থেকে জানার উপায় নেই। এভাবে সময় নষ্ট হলে ও রেগে জ্ঞান হারাত।

সময়ের ব্যাপারে হিসেবী হওয়ার শিক্ষা ভাদিম বাপের কাছেই পেয়েছিল। তিনিও কর্মহীনতা অপছন্দ করতেন। ওর মনে পড়ে বাপের কোলে বসেই ও শুনেছিল, "ভাদ্‌কা, প্রতিটি মিনিট যদি কাজে লাগাতে না পারো তবে প্রথমে ঘন্টা নষ্ট হবে, তারপর দিন, অবশেষে তোমার পুরো জীবনটাই পণ্ড হবে।"

ছেলেবেলা থেকে সময়ের অদম্য ক্ষুধা ওর গঠনের অঙ্গ হয়েছিল। তার সঙ্গে বাবার প্রভাব ত' ছিলই। কোন খেলায় একঘেয়েমি বোধ হওয়া মাত্র ও উঠে পড়ত, সঙ্গীদের বিদ্রূপের পরোয়া করত না। কোন বই অনাকর্ষক মনে হলে তা রেখে অন্য বই ধরত। কোন ছায়াছবির প্রথম দিকের দৃশ্যগুলি একটু বোকা-বোকা লাগলে——ছায়াছবি শেষ পর্যন্ত কেমন হবে তা আগে থেকে জানার উপায় নেই, আর প্রস্তুতকারকরাও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আগে তা চেপে যান——ভাদিম সীট উল্টিয়ে দিয়ে উঠে পড়ত। পয়সা নষ্ট হয় হোক, সময় ত' বাঁচত। মনও কলুষিত হওয়া থকে রক্ষা পেত। যদি দেখত কোন শিক্ষক ক্লাসের প্রথম দশ মিনিট মৌমাছির মত ভন্ ভন্ করার পর কথার হিসেবী প্রয়োগে অপারগতার ফলে ঠিকমত এবং সময় মত ব্যাখ্যা সারতে না পেরে ক্লাস শেষের ঘন্টা বাজার পরও বাড়ীর কাজ দেওয়া শেষ করতে পারছেন না, ভাদিম তাকে অত্যন্ত ক্ষেপে যেত।

আলোচ্য শিক্ষকটি একথা ভাবতেও পারেন না যে তিনি যত সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা বিতরণ পরিকল্পনা করতে পারেন কোন ছাত্র তার চেয়ে সুচারুভাবে নিজের অবসর পরিকল্পনা করতে সক্ষম।

শৈশবে হয়ত নিজের অবচেতন মনে ভাদিম বিপদের আভাস পেয়েছিল। পায়ের দাগওলা জায়গাটা তখনো নির্দোষ হলেও গোড়া থেকেই ওকে পীড়া দিত। তখন থেকেই ও সময় সঞ্চয় করত, যে সঞ্চয় প্রবৃত্তি ওর ভাইদের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছিল। স্কুলে যাওয়ার আগেই ও বড়দের বই পড়ত। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে বাড়ীতে একটা রাসায়নিক পরীক্ষাগার গড়ে তুলেছিল। অনাগত টিউমারকে এক অবিশ্রাম দৌড়ে হারানোর খেলা। অথচ শত্রুর অবস্থান অজানা বলে সে এক নিছক অন্ধকারে দৌড়। শত্রু ওৎ পেতে ছিল। জীবনের সেরা সময়ে সে বিষদংষ্ট্র বিদারণ করে তেড়ে এসেছে। ওর অসুখটা বাস্তবে সাপই ত', নামও সাপের মত, মেলানোব্লাস্টোমা।

রোগের ঠিক কখন শুরু হয়েছিল তা ভাদিম লক্ষ্যও করেনি। মনে পড়ে, সেটা ছিল আলতাই পর্বতমালায় এক অভিযানের সময়। পায়ের দাগওলা জায়গায় মাংস শক্ত হতে লাগল। তার পর ব্যথা। ক্ষতটা ফেটে গিয়ে মনে হ'ল ভাল হচ্ছে, কিন্তু আবার শক্ত হতে লাগল। চলাফেরা করতে প্যান্টে ঘষা লাগত। ক্রমে চলাফেরা করা অসম্ভব হ'ল। ও তখন অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ের উপাদান সংগ্রহ করে মস্কোয় পাঠানোর জন্য এত ব্যগ্র যে কাজে কোন প্রকার বিরতি অসহ্য। ও মাকে অসুস্থতার কথা লিখে জানাল না।

ওদের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল তেজস্ক্রিয় জল। আকরিক ভাণ্ডার অনুসন্ধান তার বহির্ভূত। কিন্তু বয়স হিসেবে অনেক বেশী পড়াশোনা করা এবং রসায়নে বিশেষ দখলের অধিকারী—যা খুব বেশী ভূতত্ত্ববিদ হন না—ভাদিম হয় ভবিষ্য-দৃষ্টি বলে দেখত নয় সহজাত বুদ্ধি বলে বুঝত যে আকরিক ভাণ্ডার আবিষ্কারের নতুন পদ্ধতি আগতপ্রায়। কিন্তু অভিযানের নেতার অনুসন্ধানের বিষয় বহির্ভূত কাজ অপছন্দ। তিনি ভাদিমের বাঞ্ছিত কাজে বাধা দিলেন।

ভাদিম বলল, আমাকে কাজের জন্য মস্কোয় পাঠানো হোক। নেতা তাতেও রাজী হলেন না। অগত্যা ভাদিম তার টিউমারের অজুহাত দেখাল। অসুস্থতা জনিত ছুটির প্রমাণপত্র হাজির করল। তারই বলে হাসপাতালে এসে পৌঁছল। হাসপাতালে ওকে ওর রোগ সম্পর্কে জানানো হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি হতে বলা হ'ল। ওকে বলা হয়েছিল ওর চিকিৎসায় সামান্যতম বিলম্ব চলবে না; ও তবু হাসপাতালে ভর্তির প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়ে মস্কো উড়ে চলল। মস্কোয় তখন একটা বিজ্ঞান সভা হচ্ছিল। সেই সভায় যোগদানকারী চেরোগরোৎসেভ্-এর সঙ্গে দেখা করা ভাদিমের ইচ্ছে। তাঁর সঙ্গে ভাদিমের পরিচয় ছিল না। ভাদিম কেবল তাঁর লেখা কয়েকটা পাঠ্য এবং অন্য বই পড়েছিল। লোকে সাবধান করে দিয়েছিল যে চেরোগরোৎসেভ্ একটার বেশী বাক্য শোনেন না, যে একটি বাক্য নির্দ্ধারণ করে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আরো বাক্যালাপ করবেন কিনা। মস্কো যাত্রাকাল

ভাদিম ঐ বাক্যটি পরিকল্পনা করে ব্যয় করল। আহারের বিরতির ফাঁকে, কাফেটারিয়ার পথে কেউ ওকে চেরোগবোৎসেভের সঙ্গে পরিচয় করাল। ভাদিম সুপরিকল্পিত বাক্যটি উচ্চারণ করল। কাফেটারিয়ার বদলে চেরোগরোৎসেভ্ ভাদিমের হাত ধরে নিভৃতে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। পাঁচ মিনিট ধরে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জটিল বিষয়টির ওপর আলোচনা হ'ল। চেরোগরোৎসেভের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে একটি শব্দও ভুল না লিখে ভাদিমের যে গবেষণা পত্র পাঠাতে হবে তা পাণ্ডিত্যে সমৃদ্ধ হয়েও খুঁটিনাটি ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে হবে দীন, কারণ আসল তথ্যটি এখনো ভাদিম গোপন রাখতে চায়। চেরোগরোৎসেভ্ ভাদিমের প্রস্তাবিত নতুন অনুসন্ধান পদ্ধতির সম্পর্কে কিছু ত্রুটির উল্লেখ করলেন, যেগুলির মর্মার্থ হ'ল যেহেতু তেজস্ক্রিয় জল খনিজ আকরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয় অতএব খনিজ আকর সন্ধানের ভিত্তি হিসেবে তা হবে অর্থহীন। ত্রুটির উল্লেখ করলেও মনে হ'ল, ঠিক মত বোঝাতে পারলে উনি নতুন পদ্ধতি মেনে নিতে রাজী হবেন। একটু অপেক্ষা করে উনি ভাদিমকে সে সুযোগও দিলেন, কিন্তু ভাদিম তখনই ওঁকে আরো বেশী বোঝানোর চেষ্টা করেনি। যা হোক, ওর ধারণা হয়েছে যে আলতাই পর্বতমালার পাথর খোঁচাখুঁচি করে ও নিজে সমাধানের যে নতুন দিক্-দর্শনে সচেষ্ট মস্কোর একটা বড় বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রই সে সমস্যা নিয়ে ভাবিত। ঠিক এখনই ওর বেশী আশা করা অনুচিত। বরং কিছু প্রকৃত কাজ করা প্রয়োজন।

তাছাড়া চিকিৎসার ঝামেলাটাও মিটিয়ে নেওয়া দরকার, এবং সেজন্য মা-মনির সঙ্গে কথা বলতে হবে। ও নিজেই নভোচেরকাস্ক্-এ যেতে পারত। কিন্তু ওর হাসপাতালটা তার চেয়ে ভাল লাগে, কারণ হাসপাতালটা আলতাই পর্বতমালার অনেক কাছাকাছি।

মস্কোয় ভাদিমের শুধু তেজস্ক্রিয় জল আর খনিজ আকর সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ হয়নি। ও জেনেছে যে যাদের মেলানোব্লাস্টোমা ধরনের টিউমার হয় তাদের মৃত্যু অবধারিত। তারা কদাচিৎ এক বছর বাঁচে। সাধারণ হার, আট মাস।

তারপর থেকে ভাদিম আলোকের গতি অভিলাষী এক চলমান পদার্থে রূপান্তরিত, যার 'কাল' এবং 'ভর' সাধারণের থেকে পৃথক। ওর কালের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে, ওর 'ভর'-এর ভেদন ক্ষমতা বেড়েছে। বছরগুলো সপ্তাহে, আর দিনগুলো মিনিটে রূপান্তরিত হয়েছে। ওর সারা জীবনই তাড়াহুড়া করে কেটেছে। কিন্তু ও এখন রীতিমত ছুটছিল। ষাট বছরের শান্ত, মসৃণ জীবন পেয়ে যেকোন গবেটও ডি. এস. সি অর্জন করতে পারে। কিন্তু সাতাশ বছর বয়সে ক'জন কি করতে পারে?

লের্মন্টভ্-এর ও মাত্র সাতাশ বছর বয়স ছিল। [রুশ রোমাণ্টিক ধর্মী লেখকদের শ্রেষ্ঠ মিহাইল লের্মন্টভ্ (১৮১৪-১৮৪১)। এক অসি-যুদ্ধে মারা যান] লের্মন্টভ্ও মরতে চাননি। (ভাদিম জানে ওকে অনেকটা লের্মন্টভের মত দেখতে। ভাদিমও লের্মন্টভের মত খর্বকায়, রোগা, ছোট ছোট হাত, কিন্তু

ওর গোঁফ নেই) তবু তিনি রুশ জনমানসে যে আসন পেয়েছেন তা মাত্র একশো বছরের জন্য নয়, চিরকালের জন্য।

বুদ্ধিজীবী ভাদিমের বেডের এক কোণে ওৎ পেতে বসে থাকা মৃত্যুরূপী শ্বাপদের সঙ্গে সহবস্থানের উপযোগী তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ প্রস্তুত করতে হ'ল। জীবনের বাকি ক'টা মাস কেবল মাস মনে করে কাটিয়ে দিতে ও অপারগ। ওর বিশ্লেষণে মৃত্যু দেখা দিল জীবনের এক নতুন এবং অপ্রত্যাশিত উপাদান রূপে। বিশ্লেষণের পর লক্ষ্য করল যে, ও মৃত্যুর বাস্তবতা মেনে নিতে, এমন কি মৃত্যুকে নিজ সত্তার অঙ্গীভূত করে নিতে অভ্যস্ত হয়েছে।

জীবনে হারানোর দিকটা বড় করে দেখা তখন ভ্রান্ত যুক্তি প্রতিপন্ন হ'ল। আরো দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারলে ও কত বড় কীর্তি স্থাপন করে যেতে পারত তা নিয়ে আক্ষেপও অসার। বরং যে পরিসংখ্যান বলে যে কিছু লোকের অল্প বয়সে মৃত্যু হবেই, তা মেনে নেওয়াই সুবুদ্ধি। অল্প বয়সে মৃত ব্যক্তি মানুষের স্মৃতিতে অল্প বয়সই রয়ে যায়। মৃত্যুর আগে কেউ রোশনি বিতরণ করলে সে রোশনি কখনো .নেভে না। গত ক'সপ্তাহের বিচার-বিমর্ষের ফলে ভাদিম এক আপাত-বিরোধী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছে: প্রতিভাবান মানুষ প্রতিভাহীনের চেয়ে সহজে মৃত্যুকে বুঝতে এবং স্বীকার করতে সক্ষম, যদিও খোয়ানোর ব্যাপারটা প্রথমোক্তের বেলায় বেশী। প্রতিভাহীন মানুষ দীর্ঘ জীবন কামনা করে। আর এপিকিউরাস একবার বলেছিলেন, এক আহাম্মক যদি অনন্ত জীবন পায় সে তা দিয়ে কি করবে ভেবে পাবে না।

ও যদি তিন-চার বছর টিকে থাকতে পারে তবে আমাদের সার্বজনিক তড়িত গতি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের যুগে মেলানোব্লাস্টোমারও ওষুধ :বেরোবেই বেরোবে, এ কল্পনা বিলাপ অবশ্যই, প্রলুব্ধকর। কিন্তু ভাদিম দীর্ঘজীবন সম্পর্কিত সব রকম লোভ বর্জন করেছে। ও এমন কি রাতের ফাঁকা সময়টুকুও ঐ অসার জল্পনা-কল্পনায় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক। তার বদলে ও দাঁতে দাঁত চেপে কঠোর পরিশ্রম করবে; জনগণকে খনিজ আকর সন্ধানের নতুন পদ্ধতি উপহার দিয়ে যাবে। ঐ হবে ওর অকাল মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ। ওর আশা, ও ক্ষতিপূরণ না পেয়ে মরবে না।

সাতশ বছরের জীবনে ও সময় সদ্ব্যয়ের অনুভূতির চেয়ে অধিকতর তৃপ্তিদায়ী, শান্তিদায়ী অনুভূতি পায়নি। বাকি ক'মাস কাটানোর এটাই হবে সর্বাধিক সুবিবেচিত উপায়।

কর্ম প্রেরণায় পরিপূর্ণ ভাদিম বই বগলদাবা করে ওয়ার্ডে ঢুকল।

ওয়ার্ডে ওর বড় শত্রু রেডিও আর লাউডস্পিকার। ও আইনসম্মত, বেআইনী সব রকম উপায়ে ঐ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়। ও ভেবেছিল প্রথমে রোগীদের বোঝাবে, তারপর দরকার হলে ছুঁচ দিয়ে তারে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট ঘটাবে, এমন কি লাউডস্পিকারের সংযোগকারী বৈদ্যুতিক সকেটগুলো দেওয়াল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যে বাধ্যতামূলক লাউডস্পিকার রুশ দেশে কৃষ্টি

বিস্তারের লক্ষণ গণ্য হয়ে থাকে, আসলে তা দেশের সাংস্কৃতিক পশ্চাদপরতার লক্ষণ এবং মানসিক অলসতাকে প্রশ্রয় দান ব্যতীত কিছু নয়। ভাদিম সামান্য ক'জনকেই ওকথা বোঝাতে পেরেছে। অনবরত বকবক্ করতে থাকা রেডিও আর লাউডস্পিকার—যে গান আপনি শুনতে চান না এবং যা আপনার তখনকার মেজাজের সঙ্গে একটুও খাপ খায় না, তার সঙ্গে পাল্লা করে যে খবর আপনি মোটেই শুনতে চান না তা অবিশ্রাম বলা হয়—সময়ের একপ্রকার তস্করতা, যাতে মানুষের মন বিক্ষিপ্ত এবং দুর্বল হয়ে যায় এবং যা জড় মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের পক্ষে ভাল এবং সুবিধাজনক হলেও উদ্যোগী মানুষের অসহ্য।

কিন্তু ভাদিম ওয়ার্ডে ঢুকে দেখল যে রেডিও নেই, ও অবাক হ'ল। কোথাও কোন রেডিও নেই। রেডিও না থাকার কারণ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনেক বছর ধরে ক্যানসার ওয়ার্ড এক প্রশস্ততর বাড়ীতে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করছিলেন। নতুন জায়গায় লাগানোর জন্য ঐ রেডিওগুলো খুলে নেওয়া হয়েছে।

ভাদিমের আর এক শত্রু অন্ধকার—জানলা হবে মাইল খানেক দূরে আর বাতি জ্বালবে অন্ধকার হওয়ার অনেক পরে। যাহোক হৃদয়বান ডিওম্কা ওকে জানলার কাছে নিজের বেড খালি করে দিয়েছে। প্রথম দিন থেকেই ভাদিম আর সবার সঙ্গে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে ভোর, অর্থাৎ দিনের সবচেয়ে শান্ত আর ভাল সময়, থেকে কাজ করতে পেরেছে।

অবিশ্রাম বকর-বকরও ওর ভারি অপছন্দ। দেখা গেল ওয়ার্ডে বকর-বকর কিছু কম হচ্ছে। ভাদিমের তা ভাল লাগল। কিছুটা শান্তি পাওয়া যাবে। তাছাড়া যে মানুষগুলি ছিল ভাদিম তাদের পছন্দ করে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল এগেনবের্দিয়েভ্। এগেনবের্দিয়েভ্ তার ফোলা-ফোলা গাল আর ফুলে যাওয়া ঠোঁট বের করে মহাকাব্যের নায়কের মত হাসি মুখে সবার দিকে তাকায় আর অধিকাংশ সময় নীরবে কাটায়।

মুরসালিমভ্ আর আহমদজানও পরের ব্যাপারে নাক না গলানো ভাল মানুষ। ওরা যখন নিজেদের মধ্যে উজ্বেক ভাষায় কথাবার্তা বলে তা ভাদিমকে উত্যক্ত করে না। কারণ ওরা ভদ্রভাবে, নিচু গলায় কথা বলে। মুরসালিমভ্কে ঠিক এক বৃদ্ধ সাধুর মত দেখতে। ভাদিম ওর মত দেখতে আরো কয়েকজনকে পাহাড় অঞ্চলে দেখেছে। একবার ওদের মনোমালিন্য হয়ে দু'জনে রেগে তর্কাতর্কি করেছিল। ভাদিম জানতে চেয়েছিল কি নিয়ে ঝগড়া হ'ল। জানা গেল লোকে যেভাবে ওর নামের প্রথম শব্দের সঙ্গে অন্য কিছু শব্দ জুড়ে একটা নাম তৈরি করে মুরসালিমভের তা অত্যন্ত অপছন্দ। ও বলেছে আল্লাহ'র পয়গম্বর নাকি মাত্র চল্লিশটি অবিকৃত আদি প্রথম নাম দিয়ে গিয়েছেন। বাকি সব অশুদ্ধ নাম।

আহমদজান গণ্ডগোল পাকানোর মত মানুষ নয়। কেউ আপত্তি করা মাত্র ও নিজের গলা নামিয়ে নেয়। ভাদিম একবার ওকে আর্কটিক সাগর অঞ্চলে

বসবাসকারী এভেংক উপজাতি সম্পর্কে কয়েকটা গল্প বলেছিল। গল্পগুলো ওর মনে ধরেছিল। ও দু'দিন ধরে এভেংকদের অভাবনীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে ভেবেছিল। তারপর থেকে ও মাঝে মাঝে একটা করে প্রশ্ন তুলতো: "শোনো, ঐ এভেংকরা···ওরা কি ধরনের ইউনিফর্ম পরে, ভাই?"

ভাদিম হ্রস্ব জবাব দিত। আহমদজান তা নিয়ে কয়েক ঘণ্টা চিন্তামগ্ন থেকে আবার জিজ্ঞেস করত: "ঐ এভেংকরা কি কি অবশ্য পালনীয় নিয়ম মেনে চলে, আর ওদের লক্ষ্য পূরণের কর্মসূচী কি ধরনের?"

আবার পরদিনই হয়ত জিজ্ঞেস করত, "ওদের কোন ধরনের আবশ্যিক কাজ করতে হয়?" ভাদিম যদি বলত, ওদের কোন আবশ্যিক কাজ দেওয়া হয় না এবং ওরা নিজের খুশি মত কাজ করে, আহমদজান তা মেনে দিতে চাইত না।

সিবুগাটভ্‌ও শান্ত এবং ভদ্র। ও প্রায়ই আহমদাজানের সঙ্গে চেকার্স খেলতে আসত। ও যে বেশী দূর লেখাপড়া করেনি, তা বোঝাই যেত। কিন্তু চেঁচিয়ে কথা বলা যে অভদ্রতা এবং অনাবশ্যক রূঢ় আচরণ, ও তা বুঝত। আহমদজানের সঙ্গে তর্ক করতে হলে ও সব সময় নরম ভাবে তা করত। ও হয়ত বলল, "তাজা ফুটি আর আঙুর এখানে মেলে না। এখানে ঐ ফলগুলোর চাষ হয় না।"

"তাজা ফুটি আর আঙুর তবে কোথায় পাওয়া যায় শুনি?" আহমদাজান রেগে বলত।

"কেন, ক্রিমিয়ায় পাবে। যদি কখনও ক্রিমিয়া যাও, দেখতে পাবে—"

ডিওমকাও ভাল ছেলে। ভাদিম বোঝে, ডিওমকা আলসে বাক্যবাগীশ নয়। পড়াশোনা করে। কিছু চিন্তা-ভাবনাও করে। বিশ্ব সম্পর্কে কৌতূহলী। ওর মুখে শাণিত প্রতিভার ছাপ নেই বটে। কোন অপ্রত্যাশিত ধারণার উদ্ভব হলে ওর মুখভাব ম্লান দেখায়। বুদ্ধিজীবী সুলভ কাজকর্ম ওর পক্ষে সহজ হবে না। কিন্তু, দেখা যায় যে আপাত নগণ্য বিন্দুগুলি কালে মহাশক্তির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

পাভেলকেও মন্দ লাগে না। ও কঠোর এবং নিষ্ঠ কর্মী হিসেবে জীবন কাটিয়েছে, যদিও ওর কাজের ফলে জগতে সাড়া পড়ে যাবে না। ওর মতামত-গুলো মূলতঃ সঠিক। ত্রুটি হ'ল, ও সেগুলো যথেষ্ট নমনীয়তাসহ প্রকাশ করতে জানে না। ও এমন করে কথাগুলো বলে, কেন ওগুলো ওর অধীত বিদ্যা।

ভাদিমের প্রথমে ওলেগ্‌ কস্টোগলোটভ্‌কে পছন্দ হত না। মনে হত ওলেগ্‌ বেশ রূঢ়ভাষী আর বেশী কথা বলে। কিন্তু পরে দেখা গেল ওটা ওর বাহ্যিক রূপমাত্র। ও সত্যিই উদ্ধত নয়, বরং যথেষ্ট পরমতসহিষ্ণু। ওর অতীত জীবন আদৌ সুখী হয়নি, যেজন্য ও অত খিটখিটে। মেজাজও বেশ চড়া, যা ওর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ মনে হয়। ওর অসুখ এখন সারার পথে। ও প্রকৃতই যা চায় তাতে যদি মন দিতে পারে তবে ওর জীবনও সংশোধিত হবে। ওর মূল দোষ, মনযোগের অভাব। ও যেভাবে সারা হাসপাতালে দাপাদাপি করে বেড়ায় তাতে ঐ কথাই মনে হয়। মাঝে মাঝে সিগারেট টানতে টানতে উদ্দেশ্যবিহীন

হাসপাতালের পথে ঘুরে বেড়ায়, আর যদি কোন বই খোলে ত' সেটা শুধু বন্ধ করে রেখে দেওয়ার জন্য খোলে। তাছাড়া ও বড্ড মেয়েদের পেছনে ছুটতে ভালবাসে। ওর আর জোয়ার, এবং ওর আর ভেরা গ্যাঙ্গার্টের মধ্যে যে একটা কিছু চলছে তা বোঝার জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষণ শক্তি লাগে না।

জোয়া আর ভেরা দুটিই চমৎকার মেয়ে। কিন্তু মৃত্যুর কিনারে উপনীত ভাদিমের মেয়েদের দিকে মন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বান্ধবী গালুকা ওর সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক অভিযানে যায়। ওকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ভাদিমের আর ওকে বিয়ে করার অধিকার নেই। ভাদিমকে বিয়ে করে ও কি পাবে।

না, কেউই ভাদিমের থেকে আর কিছু পাবে না। এক ভালবাসার বশীভূত হলে অন্য ভালবাসার ঠাঁই থাকে না। এটা ভালবাসার মূল্য।

যে লোকটি প্রকৃতই ভাদিমের বিরক্তি উৎপাদন করে সে ইয়েফ্রেম পডডুয়েভ্। ইয়েফ্রেম নিম্ন রুচির, খুব কড়া মেজাজের মানুষ। তবু সে একগাদা যাজকীয়, টলস্টয়-সুলভ হাবি-যাবির খপ্পরে পড়েছে। ইয়েফ্রেমের নম্রতা এবং প্রতিবেশীকে ভালবাসা, এবং আত্ম-বঞ্চনা করে যেকোন অতি-চালাক বা সুযোগ-সন্ধানী অতিথিকে পেলে তার সেবায় আত্মনিয়োগ করা সম্পর্কিত মন দুর্বল করে দেওয়া রূপকথাগুলো ভাদিমের অসহ্য লাগে। সত্য হলেও ঐসব নিষ্প্রভ, জলো, ছোট ছোট উপদেশগুলো ভাদিমের যুবা সুলভ উদ্যম, জ্বলন্ত অধীরতা, সব শক্তি উজাড় করে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ব্যাকুলতার পরিপন্থী মনে হয়। ও নেওয়ার নয়, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার কঠোর সংকল্প করেছিল; নিজেকে একটুও বিক্ষিপ্ত বা ইতস্ততঃ না করে, জনগণ এবং মানব সমাজের হিতের জন্য এক বিরাট কর্মযজ্ঞে আহুতি দিতে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল।

ও তাই ইয়েফ্রেমকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় মাথার পেছন দিকে ঝাঁটার মত হয়ে থাকা চুলওলা ফেদেরো-কে আনায় খুশি হয়েছিল। ফেদেরো ওয়ার্ডের সবচেয়ে চুপচাপ মানুষ। সারা দিন বিষাদক্লিষ্ট মুখে অনুচ্চারিত ভাষা নিয়ে চেয়ে থাকে। অদ্ভুত মানুষ। খাসা প্রতিবেশী। ওকে অবশ্য, পরশু দিন অপারেশন করতে নিয়ে যাবে।

সচরাচর নির্বাক ফ্রিডরিশ ফেদেরো আজ তার রোগের বিষয়ে বলছিল। ও কেমন করে অসুস্থ হয়ে মেনিনজাইটিস জনিত স্ফীতির দরুন মরতে চলেছিল, ইত্যাদি। ভাদিম বলল, "তাই নাকি? তুমি কি কোথাও আঘাত পেয়েছিলে?"

"না আমার দারুণ ঠাণ্ডা লেগেছিল। এক দিন শরীর খুব বেশী গরম হয়ে গিয়েছিল। আমাকে কারখানা থেকে গাড়ী করে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল। পথে তীব্রগতিতে বইতে থাকা অত্যন্ত বেশী ঠাণ্ডা হাওয়া মাথায় লাগল। মেনিনজাইটিস হ'ল। জায়গাটা ফুলেও গেল। তারপর কি যে হ'ল আমার কিছুই দেখার ক্ষমতা রইল না।" ফেদেরো তার কাহিনী বলে মৃদু হাসল, যাতে ব্যাপারটার ভয়াবহতার ওপর একটুও জোর পড়ল না।

"তোমার শরীর এত বেশী গরম হয়ে গিয়েছিল কি করে?" ভাদিম প্রশ্ন

করল। ভাদিম প্রশ্ন করেই, আড় চোখে ঘড়িতে দেখল সময় বয়ে যাচ্ছে। অসুখ সম্পর্কে গল্প শুরু হলে চটপট শ্রোতা জুটে যায়। ফেদেরো লক্ষ্য করল, ঘরের অপর প্রান্তে পাভেল ওর দিকে চেয়ে আছে। পাভেলের হাবভাব অনেক নরম লাগছিল। ফেদেরো তাই পাভেল যাতে শুনতে পায় তেমন করে গলা চড়িয়ে বলতে লাগল।

"বুঝলে, বয়লারে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তার মেরামতির জন্য ঝালাই করা দরকার হয়ে পড়ল। বেশ জটিল কাজ। সব ভাপ বের করে দিয়ে নতুন করে ভাপ তৈরি করতে হলে সারা দিন লেগে যেত। তাই ওয়ার্কস ম্যানেজার রাতে আমার বাড়ীতে গাড়ী পাঠাল। আমাকে বলল, 'ফ্রিড্রিশ, আমরা চাই বয়লার মেরামতের জন্য কারখানার কাজ যেন থেমে না যায়। তুমি তোমার সুরক্ষা মূলক পোষাক পরে বাষ্পের মধ্যে ঢোকো! বুঝলে?' আমি বললাম, 'একজনকে ত' এ কাজ করতেই হবে। আমি করব।' এটা যুদ্ধ বাধার ঠিক আগের সময়। কারখানায় কাজের চাপ ছিল খুব বেশী। বয়লার মেরামত না করলেই নয়। আমি বাষ্পের মধ্যে ঢুকলাম। কাজটাও সারলাম। প্রায় দেড় ঘন্টা লাগল…আমি কি কাজটা প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম? পারতাম না। আমি যে সব সময় কারখানার সম্মান প্রাপ্ত শ্রমিক তালিকার শীর্ষে থাকতাম।"

পাভেল এতক্ষণ শুনছিল। ওর চোখে ফ্রিড্রিশের মতের প্রতি সমর্থন ফুটে উঠল। "বলশেভিকের উপযুক্ত কাজ করেছেন আপনি।"

"আমি যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য," ফ্রিড্রিশ আরো বিনীত, ম্লান হেসে জানাল।

"আপনি বলতে চান আপনি সদস্য ছিলেন," পাভেল ওর ভুল শোধরাল। এমন আস্পর্দা যে কারো সামান্য তারিফ করার উপায়ও নেই। কারুর একবার মাত্র পিঠ চাপড়ালে সে এমন ভাণ করে যেন এক হোমড়া-চোমড়া হয়েছে।

"আমি এখনো পার্টির সদস্য আছি," ফ্রিড্রিশ অত্যন্ত বিনম্র জবাব দিল।

অপরের জীবন বিশ্লেষণ করার বা সমাজে তাদের যথাযথ স্থান কোথায় তা বুঝিয়ে দেওয়ার মেজাজ পাভেলের তখন ছিল না। ওর নিজের জীবনই যখন বিয়োগান্ত হতে চলেছে তখন ওসবের কি দরকার। কিন্তু কেউ ডাহা বাজে কথা বলছে শুনলে তাকে তখনই কড়কিয়ে দিতে হয়। ভূতত্ত্ববিদ ইতিমধ্যে নিজের বইয়ে ডুবে গিয়েছিল। পাভেলের গলার স্বর দুর্বল হয়ে এলেও বেশ স্পষ্ট। তাছাড়া পাভেল যা বলবে তা শোনার জন্য সবারই কান খাড়া থাকবে, এ ত' জানা কথা। ও বলল, "আপনি যা বলছেন তা সত্যি হতে পারে না। আপনি ত' জার্মান, তাই নয়?"

"হ্যাঁ," ফ্রিড্রিশ মাথা হেলাল। ও ঐ কথাটায় লজ্জা পায়।

"তবে? (আমি ত' যথেষ্ট ইঙ্গিত করেছি। তবু ব্যাটা এমন ঢিট যে স্বীকার করবে না) আপনাকে যখন নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন নিশ্চয় আপনার থেকে পার্টির সদস্য কার্ড নিয়ে নিয়েছিল।"

"না। নিয়ে নেয়নি," ফ্রিড্‌রিশ মাথা ঝাঁকাল।

পাভেল মুখ বেজার করল। ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। "তাহলে ওরা ভুল করেছে। হয়ত তাড়াহুড়োর ফলে ভুল হয়েছে। আপনি বরং এখন নিজে কার্ডটা জমা দিয়ে দিন।"

"না, দেব না।" ফ্রিড্‌রিশ লাজুক হলেও নিজের গোঁ ছাড়বে না। বার তেরো বছর ধরে আমি কার্ডধারী সদস্য, এতে কোন ভুল নেই। আমাদের যখন পার্টির জেলা কমিটির সামনে হাজির করা হয়েছিল, পার্টি থেকে আমাদের বলেছিল, 'তোমরা এর পরও পার্টির সদস্য থেকে যাবে। জন সাধারণের সঙ্গে তোমাদের একটা পার্থক্য থাকবে। কমেন্দাতুরার খাতায় তোমাদের বিষয়ে যে মন্তব্যই লেখা হোক না কেন পার্টির চাঁদা যা তাই থাকবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ তোমাদের দেওয়া হবে না বটে, কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের সামনে তোমাদের একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।' এবার বুঝেছেন?"

"কি জানি, ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো পরিষ্কার হয়নি," পাভেল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। চোখ বুজে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল।

পরশু দিন ওকে দ্বিতীয় ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। তাতে কোন সুবিধেই হয়নি। টিউমারটা একটু কমেনি কিংবা নরম হয়নি। চোয়ালের কাছে যেন বজ্রমুষ্ঠি হয়ে রয়েছে। দুর্বল দেহে শুয়ে পড়ে পাভেল তৃতীয় ইনজেকশনের পর যে আচ্ছন্ন ভাব আসবে তার কথা ভাবতে লাগল। কাপা বলেছে তৃতীয় ইনজেকশনেও কাজ না হলে, মস্কো নিয়ে যাবে। কিন্তু ওর আর সংগ্রাম করার শক্তি নেই। ও সবে মাত্র বুঝেছে ওর বিনাশ অনিবার্য। এখানে বা মস্কোয় তিনটে বা দশটা ইনজেকশন নিয়েই বা কি হবে? টিউমার যদি ভাল না হয়, সেক্ষেত্রে কিছু করার নেই। টিউমার মাত্রেই, অবশ্য, মৃত্যু নয়। টিউমার ওর সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে যেতে পারে। তাতে ওর চেহারার বিকৃতি ঘটবে, ও হয়ত পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। যাহোক, গতকাল পর্যন্ত পাভেল মৃত্যুর সঙ্গে টিউমারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেনি। ও গতকালই শুনল হাড্ডিচুষ——ও সবক'টা ডাক্তারি বই পড়েছে——কাকে যেন বোঝাচ্ছে, টিউমার সারা দেহে বিষ ছড়ায়, সেজন্য দেহে টিউমার থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

পাভেলের চোখদুটো করকর করে উঠল। মৃত্যুর সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওর ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রশ্ন এখনই উঠছে না, তবু সম্ভাবনা থেকেই যায়।

গতকালই ত' একতলায় ও দেখেছে অপারেশনের পর এক রোগীকে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। পরিচারিকা বলাবলি করছিল, "এও খুব শীগগির চাদরের তলায় ঢুকবে"। পাভেল তার মানে বুঝেছে। আমরা সব সময় কল্পনা করি মৃত্যুর রূপ কালো। আসলে মৃত্যু-পূর্ব প্রক্রিয়াগুলি কালো। মরণের রূপ সাদা।

যেহেতু মানুষ মরণশীল পাভেলও তাই জানত একদিন ওর দপ্তরের চাবি অপরের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু সে 'একদিন' এখনো আসেনি। ও 'একদিন' মরতে ভয় পায় না। ভয় এখনই মরতে। তারপর কি হবে? আমাকে ছাড়া জীবন চলতে থাকবে?

মন খারাপ হয়ে গেল। ওর উদ্দেশ্য-সাধক, তীব্র গতিশীল. চমৎকার জীবন একদিন টিউমারের আঘাতে ধরাশায়ী হবে, যে টিউমার ওর জীবনে অত অপরিচিত তার আঘাতে, একথা মেনে নিতে মন কিছুতে রাজী হ'ল না।

ওর ক্ষেত্রে মৃত্যু অনাবশ্যক। তার আগমন বেআইনি। এমন কোন আইন বা বিধি নেই যদ্বারা মৃত্যু আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে।

ও এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ওয়ার্ডে কি ঘটছিল সে সম্পর্কে সুনাগরিক সুলভ কৌতূহল ছিল না। পরীক্ষাগারের কর্মী একটি মেয়ে ওয়ার্ডে এসে নির্বাচনের জন্য ভোটদাতাদের তালিকা তৈরি করছিল। (এখানেও ওরা ভোটের জন্য কোমর বেঁধেছে) মেয়েটি সকলের পাসপোর্ট দেখতে চাইছিল। সবাই নিজের পাসপোর্ট কিংবা যৌথ খামারের প্রমাণপত্র দেখাচ্ছিল। কেবল ওলেগ্ কস্টোগলোটভ্ বাদ। ওর কিছুই নেই। মেয়েটি অবাক। এবং তা স্বাভাবিক। ও পাসপোর্ট দেখানোর জন্য চাপ দিল। উদ্ধত ওলেগ্ ঝগড়া বাধাল। মেয়েটির কয়েকটি মৌলিক রাজনৈতিক সত্য জানা থাকা উচিত—নির্বাসিতরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। মেয়েটি অমুক নম্বরে ফোন করে ওলেগ্ সম্পর্কে সব কথা জেনে নিচ্ছে না কেন? নীতির দিক থেকে দেখলে ওলেগের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে ঠিকই, কিন্তু ও তেমন কোন গোলমাল করে থাকলে সে অধিকার পাবে না।

অবশেষে পাভেলের মনে হ'ল ও একগাদা জোচ্চোরের খপ্পরে পড়েছে। ওয়ার্ডের পড়শীগুলো তাছাড়া আর কি। বদমাইস হাড্ডিচুষটার এত স্পর্দ্ধা যে ওকে বলা সত্ত্বেও বাত্তি নেভাবে না, যখন মর্জি জানলা খুলে দেবে, বড় ডাক্তারের কাছে নিজেকে 'কুমারী অঞ্চল'-এর বাসিন্দা বলে চালিয়ে সুযোগ-সুবিধে আদায় করবে, আর পাভেল ছোঁয়ার আগে আনকোরা খবর কাগজ খুলে বসবে। পাভেল ওকে প্রথম থেকে ঠিকই চিনেছিল। ও কেমন মানুষ তা পরে বোঝাই গিয়েছে।

আবার এক ঔদাসিন্যের কুয়াশা পাভেলকে ঢেকে দিল। হাড্ডি-চুষের মুখোস খুলে দেওয়ার মত শক্তি আর রইল না। জোচ্চোরের আড্ডাতেও আর তেমন বেজার বোধ করার শক্তি ছিল না। চোখের সামনে যেন একটা সাদা চাদর দুলছিল।

বারান্দায় পরিচারিকা নেলিয়া'র কাঠ-চেরা গলা শোনা গেল। হাসপাতালে একটাই ঐ রকম গলা আছে। ও নিজের গলা না চড়িয়েও কুড়ি মিটার দূরে অবস্থিত কাউকে বলল, "এই, পেটেন্ট-লেদারের ঐ জুতোগুলোর দাম কত রে?"

উত্তর শোনা গেল না। তার বদলে নেলিয়ার কথা শোনা গেল, "ঐ রকম এক জোড়া জুতো পায়ে দিতে পারলে সবক'টা ছোঁড়াকে আমার কাঙাল করে ছাড়তাম।"

অন্য পরিচারিকাটি নেলিয়ার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হ'ল না। নেলিয়ার ওর কথা কিছুটা মানতে হ'ল। নেলিয়া এবার বলল, "তুই ঠিকই বলেছিস। আমি প্রথম নাইলনের মোজা পায়ে দেওয়ার ফলে কি হয়েছিল জানিস? ঐ সেগেই শুয়ারের বাচ্চা ইচ্ছে করে দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে দিয়ে মোজাটা গর্ত করে দিয়েছিল। আমার অমন ভাল মোজাটা······"

নেলিয়া ঝাঁটা হাতে ওয়ার্ডে ঢুকে বলল, "রোগীরা শোনো। আমাকে বলে দিয়েছে, তোমাদের ঘর গতকাল ধোলাই আর মোছা হয়েছে। আমি আজ শুধু একবার ঝাঁট দেব। ঠিক আছে?" ওর কিছু মনে পড়ল। "তোমার জন্য খবর আছে গো," ও ফ্রিড্‌রিশকে লক্ষ্য করে ফূর্তি ভরা গলায় বলল, "যে রোগীটা ঐ জায়গায় ছিল তার সব চুকে-বুকে গিয়েছে।"

ফ্রিডরিশ অত্যন্ত সংযত স্বভাবের মানুষ। সে অস্বস্তি বোধ করে কাঁধ ঝাঁকাল। নেলিয়া ঠিক কি বলতে চায় তা কেউই বুঝতে পারছিল না। নেলিয়া তাই বলল, "বসন্তের দাগওলা মুখ লোকটা ছিল না, যার সারা মাথা আর ঘাড় ব্যাণ্ডেজ করা, তার কথা বলছি। গতকাল রেল স্টেশনে পটল তুলেছে। টিকিট ঘরের পাশেই। লাশ চেরাইয়ের জন্য ওকে এই মাত্র হাসপাতালে এনেছে।"

"হা ভগবান! পাভেল হতাশ ভাবে বলে উঠল, "কমরেড নেলিয়া, তোমার কি এতটুকু আক্কেল নেই? ঐ রকম সাংঘাতিক খবর ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ কেন? ভাল খবর আনতে পারো না?"

ওয়ার্ডের সবাই চিন্তাক্লিষ্ট হ'ল। ইয়েফ্রেম খুব বেশী মৃত্যুর কথা বলত বটে। ওকে ঘিরে অবধারিত বিনাশের ইঙ্গিত বিরাজ করত। ওয়ার্ডে পায়চারি করতে করতে ও মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত চেপে বলত, "খুবই দুর্দিন চলছে, দারুণ দুর্দিন।"

ওরা কেউ অন্তিম মুহূর্তে ইয়েফ্রেমকে দেখেনি। ওকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই ও সকলের স্মৃতিতে জীবন্তই ছিল। ওদের এখন এমন একজনের কথা কল্পনা করতে হচ্ছিল যে গত পরশু দিনও ওয়ার্ডে চলেফেরে বেড়িয়েছে, অথচ এখন লাশ চেরাই ঘরে শুয়ে আছে। দেহের মাঝ বরাবর চেরা, ফেটে যাওয়া সসেজ-এর মত।

"বেশ তোমাদের এমন কথা শোনাচ্ছি যা শুনে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে। কথাটা একটু নোংরা, এই যা······"

"তা হোক, তুমি বলো, বলো," আহমদজান বলল।

"ও, হ্যাঁ," নেলিয়ার আর কিছু মনে পড়ল, "এই যে সুন্দর চেহারা বাবু,

তোমাকে এক্স-রে'র জন্য ডেকেছে। হ্যাঁ, তোমাকে" ও ভাদিমকে ইঙ্গিত করল।

ভাদিম বই নামিয়ে জানলার' চৌকাঠে রেখে দিল। দু'হাতে ভর দিয়ে সাবধানে খারাপ পা-টা নামাল। তারপর, ভালোটা। খারাপ পা-টা সাবধানে ফেলে চলার জন্য ওর চলন ব্যালে নর্তকের মত দেখাচ্ছিল।

ভাদিম ইয়েফ্রেমের কথা শুনেছিল, কিন্তু তার জন্য ওর কোন সমবেদনার উদ্রেক হ'ল না। ইয়েফ্রেম সমাজের কোন মূল্যবান ব্যক্তি নয়। প্রগলভা নেলিয়াও নয়। মানব জাতির মূল্য তার সংখ্যা বৃদ্ধিতে নয়, তার গুণগত পরিপক্কতা প্রাপ্তিতে।

পরীক্ষাগারের মেয়েটি খবর কাগজ হাতে নিয়ে ঢুকল। তার পেছন পেছন হাড্ডিচুষ। হাড্ডিচুষ সব সময় আগে খবর কাগজ হস্তগত করে।

"আমাকে দাও! আমাকে!" দুর্বল গলায় ডেকে, পাভেল হাত বাড়াল। ওই পেল।

চশমা না পরেও পাভেল দেখতে পাচ্ছিল খবর কাগজের সামনের পৃষ্ঠা জুড়ে বড় বড় শিরোনাম আর বড় বড় ছবি ঠাসা। ধীরে সুস্থে উঠে বসে চশমা পরতে, ও যা দেখবে আশা করেছিল তাই দেখল।

সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশন শেষ হয়েছে। সুপ্রিম সোভিয়েতের হলের ছবি রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি বড় বড় হরফে ছাপা। এতবড় হরফে ছাপা যে তাৎপর্যপূর্ণ ছোট্ট অনুচ্ছেদটা গোটা কাগজময় খুঁজে বেড়ানোর হেতু নেই।

"এ কি? এ কি?" পাভেল নিজেকে সংযত করে রাখতে পারছিল না। কিন্তু যাদেরকে ঐ প্রশ্ন করা চলে এমন মানুষ ওয়ার্ডে কোথায়? তাছাড়া কাগজের কোন খবরে বিস্ময় প্রকাশ করা এক অশোভন আচরণও বটে।

প্রথম কলমেই বড় বড় হরফে ছাপা ছিল যে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী জি. এম-ম্যালেংকভ্ দায়িত্ব ভার থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন, এবং সুপ্রীম সোভিয়েত সর্ব-সম্মতিক্রমে তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর করেছে।

পাভেল কিনা আশা করেছিল সুপ্রিম সোভিয়েতের এই অধিবেশন কেবল বাজেট অনুমোদন দিয়ে শেষ হবে! ওর দুর্বল লাগল। খবর কাগজ ধরে থাকা অবস্থায়ই ওর হাতটা ঝুলে পড়ল। ও আর পড়তে পারল না। সহজ ভাষায় বিধৃত নানাবিধ নতুন নতুন নির্দেশগুলির অর্থ তার বোধগম্য হচ্ছিল না। তবু পাভেল এটুকু উপলব্ধি করল যে সবকিছু এক নতুন মোড় নিচ্ছে। অতি ক্ষুরধার মোড়।

যেন ভূগর্ভের অতল গভীরে কোথাও ভূস্তর কেঁপে কেঁপে উঠছে, ঈষৎ স্তর-চ্যুতি ঘটছে, যার ফলে হাসপাতাল আর পাভেলের বেডসহ শহরটা থরথর করে কাঁপছে।

ঘর এবং মেঝের কম্পন সম্পর্কে অনবহিত ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট দরজা দিয়ে ঢুকলেন।

প্যাটভাঙ্গা সাদা কোট গায়ে, মুখে হাসি আর হাতে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। মাপা গতিতে এগিয়ে এলেন। "আপনাদের ইন্‌জেকশনের সময় হয়েছে", সবার দিকে উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হাসলেন।

কস্টোগলোটভ্‌ পাভেলের পায়ের কাছে পড়ে থাকা কাগজটা কুড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে বড় খবরে চোখ পড়ল। ও পড়ে ফেলল।

কস্টোগলোটভ্‌ উঠে দাঁড়াল। ও আর বসতে পারছিল না। কস্টোগলোটভ্‌ খবরটার পুরো তাৎপর্য বুঝতে পারল না। পরশু দিন সুপ্রিম কোর্টের সব বিচারপতিকে বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে। তার মানে ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। ইতিহাস এগিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু এ পরিবর্তন কি ক্ষতিকর হবে?

পরশু দিনের খবর পড়ে কস্টোগলোটভ্‌ নিজের আশায় ফুলে ওঠা বুক দু'হাতে চেপে ধরেছিল। তারপর আশা করার আর বিশ্বাস করার সাহসও হয়নি। কিন্তু দু'দিন পরে যেন বিথোফেন-এর সেই চারটি সুরতন্ত্রী স্মরণিকার মত আকাশে আবার ঝংকৃত হ'ল।

রোগীরা যে যার বেডে শান্ত হয়ে শায়িত। ওরা কেউ কিছু শোনেনি। ভেরা গ্যাঙ্গার্ট নিঃশব্দে পাভেলের শিরায় এমবিকুইন ঢোকাচ্ছিলেন। ওলেগ্‌ ঘর থেকে বেরোল। দ্রুতগতি ইমারতের বাইরে চলে এল।

অবশেষে খোলা আকাশের নিচে।

স্মৃতি, মধুর স্মৃতি·······

ও অনেক কাল আগেই নিজের মনকে বলেছিল, বিশ্বাস করো না। এখন আর বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

শুধ বন্দী দশার প্রথম বছরগুলোয় যখনই বন্দীকে বলা হয় নিজের জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে বাইরে এসো, বন্দী ভাবে তাকে মুক্তি দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। সাধারণ মার্জনা ঘোষণার প্রতিটি কানাঘুষা তার কানে দৈববাণী রূপে ধ্বনিত হয়। কিন্তু ওরা ওকে কুঠরীর বাইরে ডেকে নিয়ে কোন জঘন্য কাগজপত্র পড়ে শোনায়, আর তাকে এমন এক কুঠরীতে ঠেলে দেয় যা আগেরটার চেয়ে অন্ধকার এবং একই রকম ভ্যাপসা। সাধারণ মার্জনা সব সময় মুলতুবি হয়ে যায়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিজয়োৎসবের থেকে বিপ্লবের স্মরণোৎসব, বিপ্লবের স্মরণোৎসব থেকে সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশন ইত্যাদি। তারপর সে মার্জনা ঘোষণা বুদবুদের মত ফেটে পড়ে, অথবা কেবল সিঁধেল-চোর, জোচ্চোর আর ফেরার সৈনিকরা তার সুবিধে পায়, আর যে বন্দীরা যুদ্ধে লড়েছে এবং কষ্ট ভোগ করেছে তারা বাদ পড়ে যায়।

আনন্দ উপভোগের জন্য নির্মিত অন্তঃকরণের কোষগুলি ব্যবহারের অভাবে শুকিয়ে যায়। ভিড় ঠাসা অন্তঃকরণে বিশ্বাসের জন্য আলাদা করে রাখা ছোট্ট জায়গাটা অনেক কাল যাবৎ বাসিন্দা না পেয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়।

ওলেগ্ তার জীবনে যথেষ্ট আশা করেছে। মুক্তি লাভের আর বাড়ী ফেরার স্বপ্ন দেখেছে যথেষ্ট। সম্প্রতি ও ওর সুন্দর নির্বাসন ভূমি, সুন্দর উশ্-টেরেক্-এ ফিরে যেতে চায়। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, বড় শহরের এই হাসপাতাল — জটিল নিয়ম-কানুনে বাঁধা এক জগত, ও যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অপারগ, হয়ত অনিচ্ছুকও—থেকে ওর নির্বাসনের ঐ সুদূর জায়গাটি ওর চমৎকার মনে হচ্ছিল।

উশ্-টেরেক্ মানে তিন-পপ্লার। তিনটি প্রাচীন পপ্লার গাছ থেকে জায়গাটার ঐ নামকরণ। দিগন্ত বিস্তৃত স্তেপ্ ভূমিতে দশ কিলোমিটার দূর থেকে পপলার তিনটিকে দেখা যায়। খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা গাছ তিনটি অন্য পপলারের মত সরল আর ছিমছাম নয়, একটু বাঁকা। বয়স চারশো বছরের ওপর। বর্তমান উচ্চতা অব্দি বাড়ার পর ওরা আর মাথায় না বেড়ে পাশে ডালপালা ছড়িয়েছে। ওরা মূল সেচের খালের ওপর ঘন ছায়ার জাল বুনেছে। লোকে বলে, ঐ অঞ্চলে নাকি এক সময় আরো পপ্লার ছিল, কিন্তু ১৯৩১ সালে সেগুলি কেটে ফেলা হয়েছে। ঐ ধরনের বনস্পতি আজকাল আর হয় না। 'যুব আগ্রগামী'রা যতই বীজ পুঁতুক না কেন চারা গজালেই ছাগলে মুড়িয়ে খায়। শুধু আমেরিকান মেপ্ল্ গাছগুলো বেড়ে ওঠে। বড় রাস্তার ওপর আঞ্চলিক পার্টি কমিটির বাড়ীর সামনে একটা বেশ বেড়ে উঠেছে।

পৃথিবীর কোন্ জায়গা মানুষ সবচেয়ে ভালবাসে? মাতৃ জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে যেখানে চোখ-কান থেকেও অবোধ শিশু পৃথিবীর আলো দেখে কাঁদে সেই জায়গা, না যেখানে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক প্রথম শুনতে পায়, "ঠিক আছে, আপনি এখন প্রহরী ছাড়া খুশি মত চলাফেরা করতে পারেন," সেই জায়গায়?

"আপনার বিছানাপত্তর গুছিয়ে নিয়ে রওনা হন!" নিজের খুশি মত হেঁটে যাওয়ার স্বাধীনতা!

অর্দ্ধ-স্বাধীনতার প্রথম সে রাত! কমেন্দাতুরা তখনো নজর রাখে বলে তখনই কোন গ্রামে ঢোকার উপায় নেই। শুধু নিরাপত্তা পুলিশের ইমারতের এক কোনে খড়ের গাদায় রাত কাটানোর অনুমতি। নিথর হয়ে খড় চিবোতে থাকা ঘোড়ার সঙ্গে রাত্রি বাস। ঐ খড় চিবানোর শব্দের চেয়ে শ্রুতিসুখকর কিছু কি কেউ কল্পনা করতে পারে?

ওলেগ্ ত' অর্দ্ধেক রাত ঘুমোতেই পারেনি। সামনে শান বাঁধানো উঠোন চাঁদের আলোয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। ও নিশি পাওয়া মানুষের মত উঠোনে পায়চারি করতে লাগল। প্রহরা-মিনার নেই যে সেখান থেকে কেউ ওকে লক্ষ্য করবে। ও মাথা পেছনে হেলিয়ে, পরিচ্ছন্ন আকাশের দিকে মুখ তুলে, খুশি মনে হাঁটতে থাকল। কোথায় চলেছে জানে না, জানার পরোয়াও নেই। শুধু

এটুকু জানে যে আগামীকাল কোন সংকুচিত বন্দী নির্বাসন অঞ্চলে নয়, এক সুদূর বিস্তৃত এবং বিজয় গর্বে এগিয়ে চলা পৃথিবীতে পদার্পণ করবে। দক্ষিণ রুশ দেশের প্রাক্ বসন্তের উষ্ণ রাত আর যাহোক নীরব নয়। সে রাত যেন এক বিশাল, ব্যস্ত রেল স্টেশন, যেখানে ইঞ্জিনগুলো সারা রাত একে অপরকে ডেকে কথা কয়। সন্ধ্যে থেকে ভোর অব্দি গ্রামবাসীদের উঠোনে আর আস্তাবলে গাধা আর উটের ডাক শোনা যাচ্ছিল। নর-নারীর ভালবাসা আর জীবন ধারাবাহিকতায় আস্থার প্রতি-রূপ। ওলেগের বুকেও তা সরবে স্পন্দিত হ'ল।

যেখানে এ ধরনের রাত কাটানো যায় তার চেয়ে কি কোন জায়গা প্রিয় হতে পারে? সেরাতে ওলেগ্ নতুন করে আশা করতে, বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, যা তার শপথের বিপরীত।

বন্দী-শিবিরের পর নির্বাসনের জগতকে নিষ্ঠুর বলা চলে না, যদিও নির্বাসনের জগতেও নির্বাসিতরা সেচের মরশুমে জলের জন্য বালতি নিয়ে লড়াই করে এবং তাতে অনেকের পা কাটা পড়ে। নির্বাসনের জগত প্রশস্ততর, এবং তাতে প্রাণ ধারণ করাও সহজতর। তার কয়েকটি বেশী দিকও আছে। নিষ্ঠুরতা যে নেই তা নয়। পাছে কমেন্দাতুরা মরু অঞ্চলের দেড়শো কিলোমিটার ভেতরে ঠেলে পাঠায়, সে ভাবনা রয়ে যায়। মাথা গোঁজার জন্য একটা খড়ের চালের কুঁড়ে ঘর খুঁজে বের করতে হয়েছিল; তার জন্য গৃহকর্ত্রীকে কিছু দিতেও হয়েছিল, যদিও ওলেগের দেওয়ার মত কিছুই ছিল না। ক্যান্টিনে যাই খাক, তার জন্য দিতে হয়। ওলেগের কাজ খোঁজা দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু ওর সাত বছরের বন্দী জীবনে এত কোদাল কোপাতে হয়েছিল যে আর বালতি হাতে ফসলে জল সেঁচ দিতে মন চাইছিল না। কুঁড়েঘর, তার সঙ্গে এক ফালি তরি-তরকারির বাগান আর কয়েকটা দুধেল গরুর মালিক এমন গ্রাম্য স্ত্রীলোক ছিল যারা অবিবাহিত নির্বাসিতকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নিজেকে স্বামী হিসেবে বিক্রি করতে ওলেগের অনিচ্ছা। ওর ধারণা, ওর জীবন প্রায় শেষ হয়ে যায়নি, বরং সবে শুরু হয়েছে।

শিবিরের বন্দীরা তাদের ক'টা লোক কমল তার হিসেব কষে সময় কাটায়। যে মুহূর্তে তারা প্রহরীর নজরদারি ছাড়া চলাফেরা করার অনুমতি পায়, তারা ভাবে যে মেয়েটির সঙ্গে প্রথম দেখা হবে সেই তার হবে। যেন শিবিরের বাইরের জগতের মেয়েদের নির্জনে পুরুষদের জন্য কেঁদে কেঁদে হৃদয় ফুটো করে ফেলা ছাড়া কাজ নেই। কিন্তু ওলেগ্ যেখানে নির্বাসিত হয়েছিল সেখানকার গ্রামে দেখা যেত অসংখ্য শিশু খেলে বেড়ায় আর স্ত্রীলোকরা তাদের ঘর-গেরস্থালিতে মগ্ন। অবিবাহিতা যুবতী আর স্ত্রীলোকরাও পুরুষ দেখেই মজবে না। তার আগে চাইবে ওদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বিয়ে করে নিদেন একটা কুঁড়ে বানাও, যাতে সারা গাঁয়ে তার প্রতিষ্ঠা হয়। উশ-টেরেকের চাল-চলন আর নীতি জ্ঞান নিতান্ত সেকেলে, উনবিংশ শতকের।

ওলেগের নজরদারি বিহীন জীবনের বেশ ক'বছর কাটাতার যেরা বন্দী

জীবনের মতই নারী সঙ্গ ছাড়া কেটেছিল, যদিও ওর নির্বাসনের জায়গায় নিকষ কালো চুল, ছবির মত সুন্দরী গ্রীক মেয়ে আর কঠোর পরিশ্রমী, লাল চুল জার্মান মেয়ের অভাব ছিল না।

ওকে নির্বাসনে পাঠানোর 'চালান'-এ চিরকালের জন্য নির্বাসন লেখা ছিল ; ওলেগও চিরকাল নির্বাসনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। তা না করেও বা উপায় কি। তবু ওর মনের গভীরে এমন কিছু ছিল যা ওকে ওখানে বিয়ে করতে দেয়নি। বেরিয়া উৎখাত হ'ল। টিনের পুতুলের মত ঠুন্ করে খসে পড়ল। সবাই ভাবল সুদূর প্রসারী পরিবর্তন আসবে। এল যৎ সামান্য, ধীরে ধীরে। ওলেগ পুরানো বান্ধবীর ঠিকানা খুঁজে বের করল। সে ক্রাসনোইয়ার্স্ক-এ নির্বাসিতা। ওলেগ পত্রালাপ করল। তাছাড়া ও লেনিনগ্রাদ-এ পরিচিতা একটি মেয়েকেও লিখল। বেশ ক'মাস আশা আঁকড়িয়ে রইল। কিন্তু লেনিনগ্রাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে কে ওর সঙ্গে বন বাদাড়ে জীবন কাটাবে। তখনই টিউমার দেখা দিল। অবিরাম সব ছাপানো ব্যথা জীবন ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। না মেয়ে, না ভাল মানুষের আকর্ষণ রইল।

অভিজ্ঞতা থেকে না হোক বই পড়ে, ওলেগও আর সবার মত জেনেছিল, একথা ওভিদ-এর যুগ থেকে সুবিদিত যে নির্বাসন শুধু মাত্র উৎপীড়ক নয়— যেহেতু স্থান এবং ব্যক্তি কোনটাই মনের মত মেলে না—, ও একথাও বুঝেছিল, যা খুব কম নির্বাসিত ব্যক্তি বুঝতে পারে, যে নির্বাসন নির্বাসিতকে সন্দেহ এবং দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। প্রকৃত দুর্ভাগা নির্বাসিতরা নয়, বরং রুশ দণ্ডবিধির ৩৯ ধারা [ঐ ধারা বলে প্রাক্তন বন্দী-শিবিরের বন্দীদের কাজ করার এবং বসবাসের অধিকার সীমিত করা হয়] অনুযায়ী প্রদত্ত পাসপোর্টধারীরা। ওরা স্বকৃত ভুলের জন্য সর্বদা আক্ষেপ করে, অনবরত কাজ এবং বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়ে নতুন জায়গা খুঁজে হয়রান হয়। অথচ নির্বাসিত ব্যক্তি তার অটুট অধিকার নিয়ে নির্বাসনে আসে। যেহেতু নির্বাসনের স্থান তার নির্বাচন-নির্ভর নয়, সুতরাং তাকে উৎখাত করার কথাও ওঠে না। তাকে নির্বাসনে পাঠান সরকার, সুপরিকল্পিত ভাবে। অতএব সে আরো ভালো জায়গায় নির্বাসিত হওয়ার সুযোগ হারাল কিনা, অথবা আরো ভাল কোন ব্যবস্থাধীন থাকার সুযোগ পেল না কিনা, এসব ভেবে মাথা খারাপ করার প্রয়োজনও তার নেই। সে বোঝে তার সামনে যে একটি মাত্র পথ খোলা আছে সে সেই পথের পথিক। সে তাতে মনোবল ফিরে পায়। কিছুটা ফূর্তিও।

এখন রোগারোগ্যের পথে এগোনো ওলেগ আরেকবার জীবনের গোলকধাঁধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ভেবে আমোদিত হচ্ছিল যে উশ-টেরেক নামে একটা ছোট্ট, শান্তির আবাস আছে যেখানে ওর নিজের কথা ভেবে মরতে হয় না, যেখানকার সবকিছু সরল-সিধে, যেখানে ও প্রায় নাগরিক পরিগণিত হয়, ও সেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। ওখানেই 'আমার বাড়ী' রচনা করবে। এ যে আত্মীয়-বন্ধনের টান।

যে ন'মাস ও উশ্-টেরেকে কাটিয়েছিল ও তখন ছিল অসুস্থ। সেখানকার জীবন বা প্রকৃতি কিছুই মন দিয়ে দেখেনি, আনন্দ পাওয়ার প্রশ্নও ওঠেনা। অসুস্থ মানুষের স্তেপ্ ভূমি মনে হয় অত্যন্ত ধুলোয় ভরা, প্রখর সূর্যতাপে তাপিত তরি-তরকারির বাগান রোদে ঝলসানো, আর ইট তৈরির মাটি এত বেশী ভারী যে বওয়া যায় না।

গাছপালা ভরা হাসপাতালের পথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, দূরে পাথরের তৈরি ঘরবাড়ী, লোকজনের চলাচল আর রঙের মেলা দেখে, বসন্ত সমাগমে আহ্লাদিত জীব-জন্তুর মত ওলেগের মনে জীবনের তূর্যনাদ ধ্বনিত হ'ল। উশ্-টেরেক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিষগুলো মনের গভীরে আন্দোলিত ওলেগের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। উশ্-টেরেকের ক্ষুদ্র জীবন অনেক বেশী আপনার। আমৃত্যু, চিরকালের জন্য ওর নিজের। আর সব ক্ষণিক, যেন ভাড়া করা।

স্তেপ্ ভূমির তীব্র গন্ধ যুক্ত জুসান ফুল মনে পড়ল। জুসান যেন ওর আত্মার এক অংশ। মনে পড়ল কাঁটাওলা জন্তক্, আর বেড়ার পাশে মে মাসে ফোটা, আরো কাঁটাওলা জিজিল। জিজিলের বেগুনী ফুলে লাইলাকের মত মিষ্টি গন্ধ। জিডু ফুলের মাতাল করা গন্ধ ত' দামী সুগন্ধি মাখা মেয়েকেও লজ্জা দেয়।

একথা ভাবতে কি অবাক লাগে না যে মধ্য রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের শান্ত ব্যক্তি জীবনের প্রতি আকৃষ্ট, দেহের প্রতিটি তন্তুতে সেখানকার ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড় আর মাঠ-ময়দানের রূপ-রস লাগা ওলেগ্ তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে চিরতরে নির্বাসিত হয়ে এমন জায়গায় প্রেমে পড়ে যাবে যার উন্মুক্ত, অস্থিসার প্রান্তরে হয় অত্যন্ত বেশী গরম নয় অত্যন্ত বেশী হাওয়া, যেখানে নিথর, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে প্রাণ জুড়ায় আর বৃষ্টি নামলে মনে হয় উৎসবের দিন এসেছে? ও কিন্তু উশ্-টেরেকে আমৃত্যু বসবাস করার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। স্থানীয় মানুষের ভাষা তখনো বুঝতে না পারলেও সারুমবেতভ্, তেলেগেনভ্, মাউকেয়েভ্ আর স্কোকভ্দের দেখে ওলেগের মনে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছিল। বেয়াড়া স্বভাবের খোলসের নিচে, প্রাচীন জন গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যের নিচে ওরা মূলতঃ সরল মানুষ, যারা অকপটতার জবাব অকপটতা দিয়ে দেয়, সদিচ্ছার প্রতিদানে দেয় সদিচ্ছা।

ওলেগের বয়স চৌত্রিশ বছর। পঁয়ত্রিশের ওপর বয়স হলে কলেজে পড়াশোনা করতে দেয় না। সুতরাং উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। সম্প্রতি ও ইট তৈরি মজুর থেকে ভূমি জরিপকারের সহকারীতে উন্নীত হয়েছিল। (ও জোয়াকে ধাপ্পা দিয়েছে। ও জরিপকার নয়, জরিপকারের সহকারী মাত্র। মাসে ৩৫০ রুবল পায়) ওর ওপরওলা জেলা জরিপকার, মোটেই কাজ জানে না; কেবল এইটুকু জানে যে জরিপকারের দণ্ডে ৩৫০-টি ভাগ থাকে। কাজ থাকলে ওলেগ্ তা পেত। কিন্তু প্রায় কোন কাজই ছিল না। কারণ যৌথ-খামারগুলোর ্র পরচায় লেখা থাকত, ওরা জমির 'চিরস্থায়ী' স্বত্ব ভোগের অধিকারী। ্র কাজ ছিল শুধু ক্রম বর্দ্ধমান শিল্প আবাসনের জন্য মাঝে মাঝে ওদের

জমি থেকে একটু একটু করে কেটে নেওয়া। সেচ ব্যবস্থার স্থানীয় অধিকর্তা 'মিরাব'-এর মত ওলেগ্ নিজের কাজে দক্ষ নয়। নিজের হাতের বালতির সামান্য একটু হেলে থাকা দেখে মিরাব বুঝতে পারে জমি কতটা ঢালু। অবশ্য, কয়েক বছর পরে ওলেগ্‌ও অত দক্ষ হয়ে উঠবে।

কিন্তু রোগারোগ্য সম্পূর্ণ না হতেই ওলেগ্ নিজেকে উশ্-টেরেকে টেনে নিয়ে যেতে অত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কেন? নির্বাসন স্থানের ওপর তিত-বিরক্ত হয়ে গালমন্দ করাই কি স্বাভাবিক নয়? না। কারণ, যে অন্যায়গুলি তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতের যোগ্য, ওর কাছে সেগুলি হাসির গল্পের বেশী কিছু নয়। যেমন নতুন হেডমাস্টার আবেন বের্দেনভ্-এর কথা ধরা যাক। বের্দেনভ্ ক্লাসের দেওয়াল থেকে প্রখ্যাত চিত্রকার সাভারসভ্-এর আঁকা 'দাঁড়কাক' ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন; কারণ উনি ছবিতে একটা গির্জা লক্ষ্য করেছিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত করলেন, ছবিটা ধর্ম প্রচারের প্রচ্ছন্ন প্রয়াস। ফুটফুটে যুবতী, স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। যুবতীটি বক্তৃতা মঞ্চ থেকে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের ভাষণ দেওয়ার পরই স্থানীয় দোকানে ঐসব পণ্য ওঠবার আগে চুপেচাপে গ্রাম্য মহিলাদের কাছে খুচরা বিক্রির দ্বিগুণ দামে সৌখীন ক্রেপের আর লেসের কাপড়-চোপড় বিক্রি করত। আরো ছিল এ্যাম্বুলেন্সের কথা। আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি সম্পাদকের নির্দেশে এ্যাম্বুলেন্সটা প্রায়ই কোন রোগী না নিয়ে, ধুলোর ঝড় তুলে সম্পাদকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছোটাছুটি করত আর কয়েকটা জানা-চেনা ফ্ল্যাটে তাজা মাখন আর নুডুল্ সরবরাহ করে বেড়াত। খুচরা দোকানী ওরেম্‌বায়েভ্-এর পাইকারি কারবারের কথাও মনে পড়ে। ওরেম্‌বায়েভের ছোট দোকানে প্রায়ই কোন জিনিস পাওয়া যেত না। কেবল থাকত ঘরের চাল ছোঁয়া আগেই বিক্রি হয়ে যাওয়া জিনিষের খালি বাক্সের সারি। ও সব সময় বিক্রির লক্ষ্য মাত্রা পূরণের জন্য বোনাস পেত আর দোকানে বসে ঝিমিয়ে সময় কাটাত। ও এত অলস ছিল যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করত না। কোন কিছু মেপে, মোড়ক করে দিতে আলসেমি। ও সবার আগে হোমড়া-চোমড়াদের মাল সরবরাহ করত। তারপর ও যাদের সেবা করার যোগ্য মনে করত তাদের পালা। খদ্দেররা কি চায় শুনে নিয়ে, ও বলত, "খুচরো নেবেন কেন, একটা গোটা বাক্স ম্যাকারনি নিন না", কিংবা "এক ব্যাগ চিনি নিন," পুরো বাক্স বা ব্যাগ ডিপো থেকে সরাসরি খদ্দেরের বাড়ীতে পৌঁছে যেত, আর বিক্রির কৃতিত্ব বাড়ত ওরেম্‌বায়েভের। সব শেষে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির তৃতীয় সম্পাদকের কথা। তার স্কুল বহির্ভূত ছাত্র হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার ভারি বাসনা, কিন্তু সে অঙ্কের সব বিভাগে অজ্ঞ। সে এক রাতে চুপিসারে শিক্ষকের বাড়ীতে হাজির হ'ল—শিক্ষকটি এক নির্বাসিত ব্যক্তি—আর তাঁকে আস্ত্রাখান ভেড়ার চামড়া ঘুষ দিল।

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত বন্দী শিবির জীবনের পর ওসব হাসি মুখে মেনে নেওয়া চলে। সন্ধ্যে লাগার মুখে সাদা শার্টটা—ওলেগের ঐ একটাই সাদা শার্ট

আছে, যার কলার ক্ষতবিক্ষত ; প্যাণ্ট আর জুতো উল্লেখের অনুপযুক্ত— গায়ে দিয়ে গাঁয়ের পথে বেরোতে কি যে ভাল লাগবে। সামাজিক কেন্দ্রের খড়ের চাল হলঘরের দেওয়ালে কোন একটা নতুন 'বিজিত' [১৯৪৫-এ লাল ফৌজ কর্তৃক পরাজিত জার্মানীতে বাজেয়াপ্ত পাশ্চাত্যের ছায়াছবি অনেক বছর ধরে সারা রুশ দেশে দেখানো হত] ছায়াছবির বিজ্ঞাপন থাকবে, আর গ্রামের সুপরিচিত হাঁদা ভাশিয়া সকলকে সিনেমা দেখার জন্য হাঁকতে থাকবে। ওলেগ্ দুরুবল দামের সবচেয়ে সস্তা টিকিট কাটবে। একগাদা বাচ্চার সঙ্গে সামনের সারিতে বসতে পাবে। মাসে এক দিন আড়াই রুবল দিয়ে এক মগ বিয়ার কিনে চায়ের দোকানে চেচেন ট্রাক ড্রাইভারদের সঙ্গে খেয়ে মাতাল হবে।

নির্বাসন বরং ওলেগের কাছে ফূর্তি আর হাসির জায়গা হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য কাদমিন পরিবারের দান অসামান্য। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ নিকোলাই কাদমিন আর তাঁর স্ত্রী এলেনা ছিলেন ওরই মত ওখানে নির্বাসিত। যাই ঘটুক না কেন কাদমিনরা বলতেন, "এই ভাল হয়েছে। আগে এত ভাল ছিল না। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এখানে পাঠিয়েছে।"

কাদমিনরা যদি সাদা ময়দার একটা বড় পাঁউরুটি পেলেন ত' চমৎকার! পুয়াস্তোভ্স্কির দু'খণ্ডের নভেল যদি জুটে গেল ত' তোফা। সামাজিক কেন্দ্রে যদি সেদিন একটা ভাল সিনেমা দেখায় ত' সুন্দর! এক দন্ত চিকিৎসক এসেছেন গাঁয়ের সেবা করতে, খুব ভাল! এক মহিলা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, যিনি নির্বাসিতও বটে, এসেছেন ত' খুব ভাল কথা! তিনি স্ত্রীরোগ আর বেআইনি গর্ভপাতগুলো করুন, নিকোলাই সাধারণ চিকিৎসার ভার নেবেন। তাতে নিকোলাইয়ের রোজগার কম হবে, কিন্তু শান্তি বাড়বে। আর স্তেপভূমির সূর্যাস্ত —কমলা, গোলাপী, আগুন রঙ, রক্তলাল, রঙের মতামাতি! ছোট-খাট, রোগাটে চেহারা আর সাদা হয়ে সাদা হয়ে আসা চুল নিকোলাই তাঁর স্ত্রী এলেনার হাত ধরে—এলেনা স্থূলকায়া, অসুস্থতার জন্য আরো মোটা হয়ে যাচ্ছিলেন; নিকোলাই যেমন চটপটে, এলেনা তেমনি ধীরস্থির—গম্ভীর মুখে গ্রামের শেষ বাড়ীটার পাশ দিয়ে চলে যেতেন সূর্য ডোবা দেখতে।

কাদমিনদের জীবনে স্থায়ী আনন্দের সূচনা হয়েছিল এক ফালি তরিতর-কারির বাগান সমেত একটা ছোট্ট মাটির কুঁড়ে ঘর কেনা দিয়ে। ঐ কুঁড়ে ঘরই তাঁদের শেষ আশ্রয়। ওঁরা জানতেন, দু'জনে ঐ ঘরেই একত্রে মারা যাবেন। (একজন মারা গেলে অপরজনের বেঁচে থেকে লাভ কি?) ওঁদের সামান্যতম আসবাবপত্র ছিল না। ওঁরা তাই বুড়ো খোমরাতোভিচ্-কে বললেন, একটা মাটির চৌকি বানিয়ে দাও। খোমরাতোভিচ্ও এক নির্বাসিত মানুষ। সে ওঁদের ঘরের কোণে এক প্রশস্ত মাটির চৌকি বানিয়ে দিল। দু'জনে একটা বড় থলেয় খড় ঠেসে, সেলাই করে নিলেন। ওঁদের গদি। এভাবে দু'জনের সুখের পালঙ্ক রচিত হ'ল। এরপর খোমরাতোভিচ্কে একটা টেবিল বানিয়ে দিতে বললেন। গোল টেবিল। খোমরাতোভিচ্ ঘাবড়িয়ে গেল। ওর ষাট বছরের

জীবনে ও কখনো গোল টেবিল দেখেনি। নিকোলাই নাছোড়বান্দা। নিজের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ দু'টি দক্ষ হাত নেড়ে বোঝালেন, টেবিলটা গোল হতেই হবে। তার পরের সমস্যা হ'ল একটা কেরোসিনের বাতি জোগাড় করা। টিনের নয়, কাঁচের বাতি হতে হবে; পলতে থাকতে হবে দশটা, সাতটা হলে চলবে না; বাতিদান হতে হবে অনেকটা উঁচু ধরনের; তাছাড়া কয়েকটা বাড়তি চিমনিও চাই। ঐ ধরনের বাতি উশ্‌-টেরেকে মিলল না। ওঁদের যারা ভালবাসত তারা দূর দূরান্ত থেকে ঐ বাতির এক এক অংশ এনে দেওয়ার পর গোল টেবিলের ওপর বাড়ীতে বানানো শেড্‌ সমেত বাতি শোভা পেল। ১৯৫৪ সালে যখন হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে আর লোকজন বড় বড় শহরে নানা সুপরিচিত ধরনের বাতি কিনতে ইচ্ছুক তখন বাড়ীতে বানানো গোল টেবিলের ওপর ঐ নতুন বাতি উশ্‌-টেরেকের ঐ মাটির কুঁড়ে ঘরটাকে এক শতাব্দী আগের বিলাসী বৈঠকখানায় রূপান্তরিত করে দিত। কি বিরাট সাফল্য! এলেনা বলতেন, "জানো ওলেগ, আমার ছেলেবেলা ছাড়া আর কখনো আমি এত খুশি হইনি।"

এলেনা ঠিকই বলতেন। মানুষের স্বচ্ছলতার স্তর সুখের নিয়ামক নয়, বরং অন্তরে অন্তরে মেল-বন্ধন এবং পৃথিবীর সবকিছুর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীই সুখ নির্দ্ধারণ করে। দু'টি আচরণই মানুষের আয়ত্বাধীন। তাই মানুষ যত কাল চায় ততকালই সুখী হতে পারে, কেউ তা রোধ করতে পারে না।

যুদ্ধের আগে এলেনা শাশুড়ীর সঙ্গে মস্কোর কাছাকাছি থাকতেন। শাশুড়ী সব ব্যাপারে এত আপোষহীন আর খুঁতখুঁতে ছিলেন, আর নিকোলাই তাঁকে এত ভয় পেতেন যে এলেনার মনে হত অপমানে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছেন। এলেনা তখনই মধ্য বয়স্কা, এবং ওটা তাঁর প্রথম বিয়ে নয়। তাঁর নিজস্ব জীবনধারা থাকার কথা। কিন্তু কোন এক বিপুল বিপর্যয় ব্যতীত ঐ পরিবারে তাজা বাতাসের প্রবেশ পথ ছিল রুদ্ধ।

বিপর্যয় ঘটল। শাশুড়ীই ঘটালেন। যুদ্ধের প্রথম বছরে কোন রকমের পরিচিতিপত্র বিহীন এক আগন্তুক এসে ওঁদের কাছে আশ্রয় চাইল। শাশুড়ী ভাবলেন তাকে আশ্রয় দেওয়া কর্তব্য, যার জন্য ছেলে-বৌকে জিজ্ঞেস করা নিষ্প্রয়োজন। আসলে শাশুড়ীর মধ্যে দুটি বিপরীত ধর্মী স্বভাবের সমন্বয় ঘটেছিল: পারিবারের প্রতি কঠোরতা আর খৃষ্টীয় দয়া-ধর্ম মেনে চলা। আগন্তুক, ফেরার ফৌজী, তাঁদের ফ্ল্যাটে দু'রাত কাটিয়ে কোথাও ধরা পড়ল। জিজ্ঞাসাবাদে প্রকাশ পেল সে কোথায় আশ্রয় পেয়েছিল। আশী বছরের বুড়ী শাশুড়ীকে ধরা হ'ল না! পঞ্চাশ বছরের নিকোলাই আর চল্লিশ বছরের এলেনাকে ধরাই সমীচীন সাব্যস্ত হ'ল। জিজ্ঞাসাবাদে ওরা জানতে চাইল ফেরার সৈনিকটা নিকোলাইদের আত্মীয় কিনা। আত্মীয় হলে, নিকোলাইদের সম্পর্কে একটু কম কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হত—পারিবারের লোককে আশ্রয় দেওয়ার ইচ্ছে অনেকটা যুক্তি সঙ্গত, এমন কি মার্জনীয়ও বটে। কিন্তু

ফেরার সৈনিকটি একেবারে উটকো লোক, ওদের কেউ নয়। নিকোলাই আর এলেনা প্রত্যেকে দশ বছর করে সাজা পেলেন। ফেরার সৈনিককে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নয়। ইচ্ছাকৃত ভাবে লাল ফৌজের শক্তি হ্রাস করানো, অতএব দেশের শত্রু গণ্য হয়ে। যুদ্ধ শেষ হ'ল। ১৯৪৫-এ স্ট্যালিনের 'ব্যাপক মার্জনা'র আওতায় যুদ্ধ ফেরার সৈনিকটি মুক্তি পেল। (আশা করি ঐতিহাসিকরা এই গবেষণা করে মাথার চুল ছিঁড়বেন, সবার আগে ফেরার সৈনিকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, কেন, এবং তা নিঃশর্ত মুক্তি) কোন্ বাড়ীতে সে ফেরার অবস্থায় দু'রাত আশ্রয় পেয়েছিল, এবং ওকে আশ্রয় দিয়ে কারা কারাবরণ করেছিল তা সৈনিকটি এতদিনে ভুলে গিয়েছিল! নিকোলাই আর এলেনা স্ট্যালিনের ঐ মার্জনার সুযোগ পেলেন না: তাঁরা ফেরার সৈনিক নন, তাঁরা দেশের শত্রু। দশ বছর জেল খাটার পরও তাঁদের বাড়ী ফিরতে দেওয়া হল না: আর যা হোক তাঁদের অপরাধ ব্যক্তি হিসেবে সংঘটিত হয়নি, দল বা গোষ্ঠী হিসেবে সংঘটিত হয়েছিল—স্বামী এবং স্ত্রী! অতএব তাঁদের নির্বাসন অবধারিত। চিরকালের জন্য। এই সাজা যে বরাদ্দ হতে চলেছে তা আগে থেকে জানতে পেরে তাঁরা আবেদন করলেন, স্বামী-স্ত্রীকে যেন একই জায়গায় নির্বাসন দেওয়া হয়। সঙ্গত অনুরোধ এবং কারো তাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। তবু নিকোলাইকে পাঠাল দক্ষিণে কাজাকস্তানে, আর এলেনাকে উত্তরে ক্রাসানোইয়ারস্ক-এ। এটা কি একই দলভুক্ত স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার অভিসন্ধি প্রসূত ব্যবস্থা? না। কোন ঈর্ষা বা সাজার ফল এটা নয়। স্রেফ রুশ আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকে এমন কর্মীর অভাব যে দৃষ্টি রাখবে যাতে নির্বাসিত স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন না হয়। তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েই রইলেন। এলেনার বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ। হাত-পা ফুলত। তবু ওঁরা তাঁকে তাইগা-য় [উষর আর্কটিক সাগর উপকূল আর স্তেপভূমিতে কোণাকৃতি বৃক্ষের অরণ্য] কাজ করতে পাঠাত। তাইগায় কাজ বলতে ছিল গাছ কেটে তক্তা করা আর তা বয়ে নিয়ে যাওয়া। (তবু এলেনা পরে প্রায়ই মমতা ভরে ইয়েনিসি নদী অঞ্চলের কথা বলতেন—কি সুন্দর দেশ।) নিকোলাই আর এলেনা এক বছর ধরে মস্কোকে পত্রাঘাত করে চললেন। অবশেষে বিশেষ প্রহরী পরিচয়ে এলেনাকে উশ্-টেরেকে নিয়ে আসা হল।

উশ্-টেরেকের জীবন এখন কাদমিন দম্পতির ভালই লাগে। উশ্-টেরেকের মাটির ঘরই তাঁদের স্বর্গ! সুখী হওয়ার জন্য আর কোন্ পার্থিব বস্তু প্রয়োজন?

চিরদিনের জন্য নির্বাসন? তা হোক। উশ্-টেরেকের জলবায়ু সম্পর্কে রীতিমত জ্ঞানার্জনের পক্ষে অঢেল সময়। নিকোলাই তাঁর বাড়ীর বাইরে তিনটে থার্মোমিটার টাঙিয়ে রেখেছিলেন। একটা জারে রাতে শিশির পাতের পরিমাণ লক্ষ্য করতেন। স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের কুমারী ইনা স্ট্রোয়েম-এর থেকে বাতাসের গতিবেগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেন। নিকোলাইয়ের খাতা আবহাওয়ার খুঁটিনাটি পরিসংখ্যানে ভরে উঠল।

নিকোলাইয়ের বাপ ছিলেন যোগাযোগ বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ার। উনি শৈশবে বাপের থেকে নিয়ম-নিষ্ঠা, শৃঙ্খলার প্রতি আসক্তি এবং অবিশ্রাম কাজ করার শিক্ষা নিয়েছিলেন। বিপ্লব-পূর্ব যুগের প্রখ্যাত রুশ লেখক কোরোলেঙ্কো'র [জনগণের সেবা করতে ইচ্ছুক বুদ্ধিজীবীদের প্রিয় লেখক] উদ্ধৃতি করে নিকোলাইয়ের বাবা প্রায়ই বলতেন, "কাজে শৃঙ্খলা এলে মনে শান্তি আসে।" কথাটা নিকোলাইয়ের ভাল লাগত। তাছাড়া ওঁর বাবার আরেকটা প্রিয় কথা ছিল, "প্রতিটি জিনিষ তার সঠিক জায়গা চেনে।"

শীতকালে নিকোলাইয়ের প্রিয় শখ ছিল সন্ধ্যায় বই বাঁধাই করা। উনি ছেঁড়া, মিওনো বইগুলো নতুন মোড়কে সুসজ্জিত করে আনন্দ পেতেন। উশ্-টেরেকের মত জায়গাতেও উনি একটা অতি ধারালো গিলোটিন আর একটা বই বাঁধাইয়ের প্রেস মেশিন বানিয়ে নিয়েছিলেন।

মাটির বাড়ী বানানোর ব্যয় পুরোপুরি চোকানোর পর কাদমিন দম্পতি মাসের পর মাস পুরানো পোষাক পরে থেকে, এবং অন্যান্য ব্যয় সংকোচ করে ব্যাটারি-রেডিও কেনার উদ্যোগ করলেন। ব্যাটারি আর রেডিও একত্রে কিনতে পাওয়া যেত না। প্রথমে কৃষ্টি সম্পর্কিত দ্রব্যাদি ভাণ্ডারের কর্মী এক কুর্দ জাতীয় ছোকরার সঙ্গে ব্যবস্থা করা হ'ল, ব্যাটারি সরবরাহ এলে, যদি আদৌ আসে, সে কাদমিনদের জন্য কয়েকটি ব্যাটারি আলাদা করে রেখে দেবে। তারপর নির্বাসিতদের রেডিও-ভীতি দূর করার পালা। রেডিও রাখলে নিরাপত্তা পদাধিকারী কি বলবে? ওরা কি বৃটিশদের অপপ্রচার শোনার জন্য রেডিও রাখতে চায়? যাহোক, সে ভীতি জয় করা হ'ল, ব্যাটারিও জোগাড় হল, রেডিও চালানো হল। সঙ্গীত শোনা গেল, যা বন্দীর কাণে সুধা স্বরূপ। ব্যাটারির মসৃণ বিদ্যুত তরঙ্গে সঙ্গীত শোনা সহজ হ'ল। রোজই পছন্দ মত পুচিনি, সিবেলিয়াস, বর্তনুয়ানস্কি ইত্যাদির সঙ্গীত কাদমিনদের কুঁড়েয় আনন্দের জোয়ার তুলত। রেডিও ওঁদের জগত ভরে তুলেছিল: আর কারো থেকে কিছু নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

বসন্ত এলে সন্ধ্যায় রেডিও শোনার সময় কম পাওয়া যেত। কাদমিনদের ছোট্ট তরি-তরকারির বাগান দেখতে হত। বিভিন্ন তরকারির জন্য নিকোলাই সিকি একর বাগানটাকে এত উদ্যম আর উদ্ভাবনী শক্তি ব্যয় করে বিভক্ত করতেন যে তাঁর ব্যক্তিগত স্থপতি সহ যুবরাজ বলকনস্কি ও [টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের এক চরিত্র] তা দেখে বিস্মিত হতেন। ষাট বছর বয়সেও নিকোলাই হাসপাতালে দেড়গুণ খাটতেন। রাতে সন্তান প্রসব করাতে ছুটতেন। পাকা দাড়ির মানসম্ভ্রমের কথা ভুলে তখন ছুটতেন, আর এলেনার তৈরি করে দেওয়া ক্যানভাসের জ্যাকেট হাঁ হয়ে খুলে থাকত। ওঁর, অবশ্য, আর কোদাল কোপানোর শক্তি ছিল না। সকালে আধ ঘণ্টা কুপিয়ে হাঁফিয়ে পড়তেন। কিন্তু পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত।

দ্বটো চারা গাছ দিয়ে সীমানা নির্দেশ করা, তখনো ন্যাড়া তরকারির বাগান দেখিয়ে উনি গর্ব ভরে বলতেন ঃ

"ওলেগ্, এই বাগানটার মাঝখান বরাবর একটা পথ থাকবে। পথের বাঁ পাশে থাকবে তিনটে খোবানির গাছ। এর মধ্যে চারা বসানো হয়ে গিয়েছে। ডান দিকে থাকবে আঙ্বরের ঝাড়। এখানে আঙ্বর ফলবে, আমি জানি ঠিক ফলবে। যে পথের কথা বললাম তার শেষ প্রান্তে থাকবে গাছপালার গ্রীষ্মাবাস। খাঁটি গ্রীষ্মাবাস, যেমনটি উশ্-টেরেকে কেউ এখনো দেখেনি। ঐ যে, ঐখানে তার ভিত স্থাপনের জন্য ইটের অর্ধবৃত্ত রচনা করেছি। খোমরা তোভিচ্ দেখলে বলত, অর্ধবৃত্ত দিয়ে কি হবে? আর, ঐ দ্যাখো কয়েকটা খোঁটা পোঁতা দেখছ না? ওখানে তামাক গাছ লাগাব। ভাল গন্ধওলা, ভাল জাতের তামাক ফলবে। দিনে গরমের হাত থেকে পালিয়ে এখানে এসে বসব। সন্ধ্যেয় এখানে বসে সামোভার থেকে চা ঢেলে ঢেলে খাওয়া যাবে। তুমিও আসবে। তোমারও ভাল লাগবে।"

এসব কাদমিনদের বাগানে আগামী দিনে যেসব ফলমূল ফলবে তার কথা। কিন্তু তখনই পড়শীদের বাগানে যেসব তরিতরকারি ফলত যেমন আলু, কপি, শশা, টম্যাটো, কুমড়ো, তা ওঁদের বাগানে ফলত না। কাদমিনরা বলতেন, ওসব ত' বাজারেই পাওয়া যায়। উশ্-টেরেকের বাসিন্দারা বাস্তববাদী মানুষ। তারা গরু, ছাগল, শুয়োর আর মুর্গী পালত। কাদমিনরা গৃহপালিত পশু পালন করতে জানতেন না এমন নয়। কিন্তু ওঁরা এমন বাস্তববিরোধী যে, পুষতেন শুধু কুকুর আর বেড়াল। ওঁরা বলতেন দুধ আর মাংস বাজারে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কুকুরের প্রভুভক্তি কোথায় কিনতে পাবে? ঝুলে পড়া লম্বা লম্বা কাণ, কালো-বাদামী গায়ের রঙ আর ভালুকের মত বড় চেহারা বিট্ল কিংবা শুধু অনবরত কাঁপতে থাকা কালো কালো কাণ দুটো ছাড়া সাদা ধপধপে টোবিক্ কি টাকার লোভে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করবে?

আজকাল আমরা মানুষের জীব-জন্তুর প্রতি প্রেমের মর্যাদা দিই না। বেড়াল-ভক্ত লোকদের নিয়ে হাসাহাসি করি। জীব-জন্তুকে ভাল না বাসলে মানুষ ত' মানুষকেও ভালবাসবে না।

কাদমিনরা চামড়ার লোভে পশু পালন করতেন না। ওঁদের পোষা পশুরা কোন রকম শিক্ষা ছাড়াই প্রভুর ভালবাসা বুঝত। কাদমিনরা ওদের সঙ্গে কথা বলতেন, ওরা ঘণ্টা পর ঘণ্টা শুনত। কাদমিনরা ওদের সঙ্গ ভালবাসতেন। যেখানে যেতেন সেখানেই ওদের সঙ্গে নিতেন। কুকুরদুটো ওঁদের বাড়ীময় ঘুরে বেড়াত। কোণে শুয়ে থাকা টোবিক হয়ত দেখল এলেনা কোট গায়ে দিয়ে, টাকার ব্যাগ হাতে নিলেন। ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝত, এলেনা গাঁয়ে বেড়াতে চলেছেন। ও অমনি বাগান থেকে বিট্লকে ডেকে নিয়ে আসত। দু'জনই এলেনার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অধীর।

বিট্‌লের প্রখর সময় জ্ঞান ছিল। কাদ্‌মিনদের সঙ্গে সিনেমা হল অব্দি গিয়েও বাইরে শুয়ে না থেকে কোথাও উধাও হয়ে যেত, কিন্তু সিনেমা শেষ হওয়ার আগে ফিরে আসত। একবার একটা সিনেমা ছিল মাত্র পাঁচ রিলের। ফলে বিট্‌লের ফিরে আসতে দেরী হ'ল। প্রথমে ভারি মনমরা, তারপর যখন বুঝল প্রভুরা ওকে মার্জনা করেছেন ও আনন্দে আগের মত লাফিয়ে উঠল।

কাজের সময় ছাড়া কুকুর দুটো সব সময় নিকোলাইয়ের সঙ্গী হত। ওরা বুঝতে পারত, কাজের সময় সঙ্গী হওয়া সুবিধাজনক নয়। ওরা যদি দেখত ডাক্তার নিকোলাই বিকেলে যুবা সুলভ লঘু পদক্ষেপে গেট থেকে বেরোচ্ছেন, ওরা নির্ভুল বুঝত যে ডাক্তার কোন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব করানোর জন্য চলেছেন। ওরা তখন সঙ্গী হত না। কিন্তু নিকোলাই পাঁচ কিলোমিটার দূরে চু নদীতে সাঁতার কাটতে গেলে ওরা অবশ্যই সঙ্গী হত। স্থানীয় অধিবাসী আর নির্বাসিত যুবক এবং মাঝ বয়সীরা অত দূরে যেতে চাইত না। যেত ছোট ছেলেরা, নিকোলাই আর দুটি কুকুর। কিন্তু এই বেড়ানোটিতে কুকুর দুটি পুরো আনন্দ পেত না। কন্টকাকীর্ণ স্তেপ ভূমি পেরিয়ে যাতায়াত করতে বিট্‌লের থাবা কেটে রক্তারক্তি হত। টৌবিক্‌কে একবার জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বলে ওর নদীতে ভয় ছিল। কিন্তু প্রখর কর্তব্যবোধ তাড়িত টৌবিক্‌ আর বিট্‌ল প্রভুকে অতখানি পথ একা ছেড়ে দিতে পারত না। নদী থেকে তিনশো মিটার দূরত্বে, অর্থাৎ নিরাপদ দূরত্বে, পৌঁছে টৌবিক নিশ্চিত হয়ে নিত যে কেউ ওকে জাপটিয়ে ধরবে না। ও আর এগোত না। প্রথম কাণ, তারপর লেজ নেড়ে মাফ চাইত, আর বসে পড়ত। বিট্‌ল নদীর তীর যেখানে ঢালু হওয়া শুরু হয়েছে ততদূর গিয়ে নিজের বিশাল দেহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ মিনারের মত বসে নিচে লোকজনের স্নান করা দেখত।

টৌবিক তার পাহারাদারী ওলেগের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছিল। কারণ ওলেগ্‌ প্রায়ই কাদ্‌মিনদের বাড়ীতে যাতায়াত করত। টৌবিকের ওলেগের প্রতি আনুগত্য স্থানীয় নিরাপত্তা পদাধিকারীকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। নিরাপত্তা পদাধিকারী প্রশ্ন করতেন, "কুকুরটা আপনার এত ভক্ত কেন? আপনি ওর সঙ্গে কিসের কথা বলেন? আপনাদের দুজনের মধ্যে এত মিল কোথা থেকে হল?" বিট্‌ল সব সময়ই ওলেগের সঙ্গী হত এমন নয়। কিন্তু রোদই থাক বা বৃষ্টিই পড়ুক, টৌবিক্‌ ওলেগ্‌কে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবেই যাবে। বৃষ্টিতে পথের কাদায় টৌবিকের হাত-পায়ে ঠাণ্ডা লাগত। ও এমনিতে বেরোতে চাইত না। কিন্তু ওলেগ্‌ থাকলে ও প্রথমে হাত দুটো ছড়াত, তারপর পাদুটো, শেষে ওলেগের সঙ্গী হত। টৌবিক্‌ কাদ্‌মিনদের আর ওলেগের মধ্যে ডাক পিওনের কাজ করত। কাদ্‌মিনরা যদি ওলেগকে জানাতে চাইতেন যে অমুক জায়গায় একটা ভাল সিনেমা দেখানো হবে, কিংবা রেডিওতে কোন ভাল সঙ্গীতানুষ্ঠান হবে, অথবা মুদিখানায় কিংবা

সাধারণ ভাণ্ডারে কোন দরকারী জিনিষ বিক্রি হওয়ার কথা আছে, ওঁরা টোবিকের গলার কলারে একটি চিঠি বেঁধে দিয়ে সঠিক দিক নির্দেশ করে বলতেন, "ওলেগের কাছে যাও !" আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন প্রভুভক্ত টোবিক্ লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে যেত। ওলেগ্‌কে না পেলে, অপেক্ষা করত। কেউ ওকে শেখায়নি। তবু ও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ বুঝে ফেলত এবং তদনুযায়ী কাজ করত। এটা অবশ্য, উল্লেখনীয় যে ওলেগ্ টোবিকের আদর্শানুরক্তি পার্থিব পুরস্কারের সাহায্যে মজবুত করত। টোবিক তার কাণ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করত।

দেহের আয়তন আর গড়নে বিট্‌ল জার্মান শেফার্ড কুকুরের মত ছিল, কিন্তু শেফার্ডের মত সদা সজাগ বা হিংসুটে ধরণের ছিল না। অধিকাংশ বড় আকারের এবং শক্তিশালী জীবের মত ও ছিল নরম স্বভাবের। ওর বেশ বয়স হয়েছিল। আগে কয়েকবার মালিক বদল হয়ে ও নিজেই কাদমিনদের মালিক নির্বাচন করেছিল। ও এক সময় ভাসাদ্‌জে নামের এক পানশালার মালিকের কাছে ছিল। ভাসাদ্‌জে ওকে খালি বোতলের বাক্স পাহারা দেওয়ার কাজে লাগাত। কখনো কখনো মজা দেখবার জন্য ভাসাদ্‌জে ওর বাঁধন খুলে দিয়ে পড়শীদের কুকুরের সঙ্গে লড়তে ইসারা করত। লড়াইয়ে দড় বিটল, হলুদ রঙের ঢিলে চেহারার কুকুরগুলোর প্রাণে ভয় ধরিয়ে দিত। তবু এমনিতে ও ছিল শান্তিপ্রিয়। ও একবার কাদমিনদের এক পড়শীর কুকুরের স্বয়ম্বরে উপস্থিত ছিল। যার বিয়ে হচ্ছিল তার নাম ডলি, কাদমিনদের টোবিকের মা। বিরাট চেহারার জন্য বিট্‌ল প্রত্যাখ্যাত হ'ল। ফলে ওর টোবিকের সৎ-বাপ হওয়া হ'ল না। তা হোক, কাদমিনদের বাগান আর ভালবাসা ওর পছন্দ হল। কাদমিনরা ওকে খেতে না দিলেও ও প্রায়ই তাদের বাড়ী যাওয়া শুরু করল। তারপর ভাসাদ্‌জেরা গাঁ ছেড়ে চলে গেল। ভাসাদ্‌জে বিট্‌লকে তার এক নির্বাসিতা বান্ধবী এমিলিয়ার হাতে দিয়ে গেল। এমিলিয়া যথেষ্ট খেতে দিল। তবু বিট্‌ল প্রায়ই বাঁধন খুলে কাদমিনদের বাড়ী পালাত। কাদমিনদের ওপর বিরক্ত এমিলিয়া ওকে শিকলে বাঁধল। ও শিকল ছিঁড়ে পালাতে লাগল। অবশেষে এমিলিয়া ওকে একটা গাড়ীর টায়ারের সঙ্গে বাঁধল। ঐ অবস্থায় একদিন এলেনাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে বিট্‌ল বিরাট এক ঝাঁকি মেরে টায়ার শুদ্ধু এলেনার পেছু পেছু একশো মিটার গিয়ে পড়ে গেল। এর পর এমিলিয়া আর বিট্‌লের ওপর প্রভুত্ব ত্যাগ না করে পারল না। বিট্‌লও নতুন মালিকের মানবিকতার নীতি বুঝে নিল। রাস্তার কুকুররা ওকে আর ভয় করত না। ও পথচারীদেরও তেড়ে যেত না। কিন্তু তাই বলে পথচারীদের সঙ্গে ভাব করতেও যেত না।

সব জায়গার মত উশ্-টেরেকেও কিছু মানুষ ছিল যারা জীবজন্তুকে গুলি করতে ভালবাসে। আর কোন বিনোদন না পেয়ে তারা মাতাল হয়ে রাস্তার কুকুরগুলোকে গুলি করে। বিট্‌লও দুবার গুলি খেয়েছিল। ফলে ওর

দিকে তাক করা সবকিছুতেই ও খুব ভয় পেত, এমন কি ক্যামেরা লেন্সও। কিছুতেই ফটো তুলতে দিত না।

কাদমিনরা বেড়ালও পুষতেন। আদরে উচ্ছন্নে যাওয়া, খামখেয়ালী বেড়াল। কিন্তু হাসপাতালের রাস্তায় পায়চারি করতে করতে বিট্‌লের বড় আকারের মাথাই ওলেগের মানশ্চক্ষে ভেসে উঠল। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বিট্‌ল নয়, জানলার পাশে দাঁড়ানো বিট্‌ল। হঠাৎ ওর মাথা জানলার ওপর দিকে দেখা যাবে। ও দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঠবে, ঠিক মানুষের মত। ওর পাশে টোবিক্ লাফালাফি করবে। একটু পরেই নিকোলাই এসে পৌঁছবে।

এসব স্মৃতি ওলেগের মনে গভীর দাগ কাটল। ও বুঝতে পেরেছিল যে ও নির্বাসিত জীবনের কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছে, এবং ও তাতেই সন্তুষ্ট। ঈশ্বরের কাছে ওর একমাত্র প্রার্থনা রোগ মুক্তি। আর কোন অভাবিত সৌভাগ্য নিষ্প্রয়োজন।

ওলেগও কাদমিনদের মত জীবনযাপন করবে। যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট। জ্ঞানীরা অল্পে তুষ্ট হন।

আশাবাদী কে? যিনি মনে করেন তাবৎ বিশ্বে আমি প্রকৃতই ভাগ্যবান, তিনি আশাবাদী। আর দুঃখবাদী? যিনি ভাবেন আমিই সবচেয়ে মন্দ ভাগ্য, তিনি দুঃখবাদী। তাঁর পরিতাপের শেষ নেই। ওলেগ্ আক্ষেপ করে না।

যদি রশ্মি-চিকিৎসা আর হর্মোন চিকিৎসার নাগপাশ এড়িয়ে, পঙ্গু হওয়া এড়িয়ে, রোগমুক্তি ঘটানো যেত! যদি কামনা আর তার আনুষঙ্গিক সবকিছু অটুট রাখা যেত! অটুট না থাকলে……

ওলেগ্ উশ্-টেরেকে ফিরে যাবে। আর অবিবাহিত থাকবে না। বিয়ে করবে। জোয়া উশ্-টেরেকে যাবে মনে হয় না। গেলেও আঠারো মাসের মধ্যে নয়। তার মানে জোয়ার পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে। অপেক্ষা আর অপেক্ষা, সারা জীবনটাই অপেক্ষায় অপেক্ষায় কেটে যাবে। না, এ অসম্ভব।

জোয়া না এলে কাস্না-কে বিয়ে করা যেতে পারে। কাস্নার চেহারা গোলগাল, মাথটা খুব বেশী গোল। তা হোক, বৌ হিসেবে খাসা হবে। কাঁধে রাখা একটা তোয়ালে দিয়ে কাস্না যখন ডিশ মোছে তখন সাম্রাজ্ঞীর মত দেখায়। জীবনে নিরাপত্তা আনতে ও অতুলনীয়া! গৃহকর্ত্রী হিসেবে চমৎকার। কয়েকটা ছেলেপিলে হলে আপত্তি করবে না।

ওলেগ্ ইনা স্ট্রোয়েম-কেও বিয়ে করতে পারে। ইনার বয়স মাত্র আঠারো বছর। ওকে বিয়ের চিন্তা ভয় ধরানোর মত ভাবনা, কিন্তু ও চিন্তার মাদকতা আছে। ইনার হাসি বিষাদ জড়িত এবং বিমূর্ত হলেও, কোথাও যেন উদ্ধত উস্কানি প্রচ্ছন্ন থাকে। ওটাই ইনার আকর্ষণ।

না, বিথোফেনের সুর লহরীর মত ভাবের বুদ্‌বুদ্ নিয়ে খেলে কাজ নেই। অবাধ্য হৃদয়কে কঠোর হাতে শাসন করতে হবে। ওলেগ্ আর কিছুই

বিশ্বাস করবে না। ভবিষ্যতের কাছে কিছুই আশা করবে না। কোন উন্নতিও নয়। যা আছে তাই নিয়ে খুশি থাকবে। হ্যাঁ, চিরতরে। চিরকালের জন্য।

ছায়া অপসৃত হ'ল

ভাগ্যগুণে ওর সঙ্গে ওলেগের ক্যানসার ক্লিনিকের দরজাতেই মুখোমুখি হয়ে গেল। এক পাশে সরে গিয়ে ওলেগ্ ওকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল। ও মাথাটা সামনে সামান্য ঝুঁকিয়ে বেশ বেগে হাঁটছিল। ওলেগ্ পাশে না সরে গেলে ধাক্কা লেগে যেত।

ওলেগ্ ওকে এক নজরে ভাল করে দেখে নিল। গাঢ়-বাদামী চুলের ওপর নীল ত্যারছা টুপি, মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে যেন বাতাসের বিপরীত দিকে চলেছে। কোটের ছাঁদে ব্যক্তিত্বের ছাপ। স্কার্ফের মত বড় কলারওলা কোটটার গলার বোতাম আঁটা। ওলেগ্ যদি জানত যে ও পাভেলের মেয়ে, তবে হয়ত মেয়েটিকে ওয়ার্ডে পেঁৗছিয়ে দিত। কিন্তু তা জানা না থাকায় ওলেগ্ যথারীতি পায়চারি করতে লাগল।

ওপরে ওয়ার্ডে যাওয়ার অনুমতি পেতে আভিয়েৎ-এর কোন অসুবিধে হ'ল না। একে ত' ওর বাপ খুব দুর্বল তাছাড়া বৃহস্পতিবার এমনিও দেখা-সাক্ষাতের দিন। ও ওভারকোট খুলে নিজের মদ-রঙের সোয়েটারের ওপর হাসপাতালের দেওয়া সাদা কোট গায়ে চড়াল। সে কোটটাও এত খাটো যে কোন কিশোরীই তা কোনমতে গায়ে দিতে পারে।

আগের দিন তৃতীয় ইন্‌জেকশনের পর থেকে পাভেল আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে কম্বলের তলা থেকে পা বের করতে চায় না। বিছানায় খুব কমই নড়াচড়া করে। চশমাও পরে না। কোন কথা-বার্তাতেও ভেড়ে না। চার পাশের জীবন, যা সম্পর্কে ওর প্রতিক্রিয়া হ'ত নির্ণায়কভাবে অনুমোদক বা নিন্দা সূচক, ওর ফিকে লাগছিল। ও সে জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিল। ওর সুপরিচিত মনের জোর হয়ে গিয়েছিল নড়বড়ে। ও দুর্বলতাকে মেনে নিয়েছিল। এ যেন ঠাণ্ডায় জমে যেতে থাকা মানুষের মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার মত। যে টিউমার ওকে চিন্তান্বিত করত, তারপর ভয় পাওয়াত, তা এখন ওর ওপর দখল বসিয়েছিল। এখন টিউমারই ওর অধিকর্তা।

পাভেল জানত আভিয়েৎ বিমানযোগে মস্কো থেকে এসেছে। ও তাই আভিয়েতের পথ চেয়ে বসেছিল। আভিয়েৎ আসবে জানলে ভাল লাগে। আজও পাভেলের আনন্দ হচ্ছিল। কিন্তু সে আনন্দের সঙ্গে কিছু দুশ্চিন্তাও মিশেছিল। স্থির হয়েছিল কাপা-ই আভিয়েৎকে মিনাইয়ের চিঠি এবং

রোদিচেভ্ আর গুজুন সংক্রান্ত সব কথা খুলে বলবে। এর আগে আভিয়েৎকে এসব কথা জানানো ছিল অর্থহীন। কিন্তু এখন ওর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। ও চিরকালই খুব বুদ্ধিমতী। সব ব্যাপারে ওর বুদ্ধি বাপ-মায়ের চেয়ে কম নয়, অনেক ক্ষেত্রে বেশীও। তবু ওকে সব জানানোর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা হয়ই। আভিয়েৎ ব্যাপারটা কি ভাবে নেবে? ও কি বাপ-মায়ের সে সময়ের মন এবং অবস্থা দিয়ে ব্যাপারটা বিচার করবে? তেমন মন দিয়ে না শুনেই মা-বাপকে ধিক্কার করবে না ত'?

হাতের ভারী ব্যাগটা নিয়ে, অপর হাতে হাসপাতালের সাদা কোটটা কাঁধে জড়াতে জড়াতে আভিয়েৎ ভরপুর উৎসাহে ওয়ার্ডে ঢুকল। মাথাটা তখনো ঈষৎ নিচে ঝোঁকানো, যেন বাতাসের বিরুদ্ধে চলেছে। ওর তাজা, যুবতী মুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। অত্যন্ত অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়ার সময় মানুষের মুখে যে করুণাঘন ভাব ফোটে ওর মুখে তা নেই। থাকলে পাভেল দুঃখ পেত।

"কেমন আছো, বাবা? ভাল আছো?" আভিয়েৎ বেড়ে বসল। প্রথমে পাভেলের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ওঠা এক গালে চুমু খেল, পরে অপর গালে। "আজ সকালে কেমন লাগছে? বলো, সব শুনব।"

মেয়ের ফুর্তিভরা হাবভাব আর প্রশ্নে পাভেল একটু সজীব হ'ল। "ঠিক কি বলি বলো ত'?" পাভেলের কণ্ঠস্বর দুর্বল এবং মাপা, যেন নিজেকে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে। "টিউমারটা ঠিক বসে যায় নি। কিন্তু, তবু মনে হয় আমি আরেকটু সহজে মাথা ঘোরাতে পারছি। আগের চেয়ে কম চাপ পড়ছে, বুঝতে পেরেছ?"

অনুমতি না নিয়েই ও পাভেলের কলার এমন ভাবে খুলল যাতে একটুও ব্যথা লাগল না। ও এমন করে টিউমারটা দেখল, যেন এক ডাক্তার দৈনন্দিন পরীক্ষা করছেন। "এটা তেমন ভয় পাওয়ানোর মত কিছু নয়," আভিয়েৎ বলল, "স্রেফ একটা গ্ল্যান্ড বেশী ফুলে গেলে যা হয় তার বেশী কিছু নয়। মা যা লিখেছিল তা থেকে আমি ধরে নিয়েছিলাম সর্বনেশে কিছু হয়েছে। কিন্তু, তুমি বলছ মাথা ফেরাতে পারো, পারো না? মানে ইন্‌জেকশনে কাজ হচ্ছে। হবেই। আস্তে আস্তে টিউমারের আকারও কমে যাবে। অর্দ্ধেক হয়ে গেলে আর অত অসুবিধে হবে না। তখন হাসপাতাল ছেড়ে যেতে পারবে।"

"ঠিকই বলেছ", পাভেল দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "এর আকারটা অর্দ্ধেক হয়ে গেলে আমি একটু স্বস্তি পেতাম।"

"তখন বাড়ীতেই তোমার চিকিৎসা করা যাবে।"

"বাড়ীতে এই ইন্‌জেকশনগুলো নেওয়া সম্ভব?"

"কেন সম্ভব নয়? তুমি ওতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। আমি নিশ্চিত যে বাড়ীতে তুমি ঐ ইন্‌জেকশন নিতে পারবে। আমরা এ ব্যাপারে কথা বলে নেব। একটা উপায় বের করে নেবই নেব।"

পাভেলের আরেকটু ভাল লাগল। ডাক্তাররা বাড়ীতে ইনজেকশন নিতে দিক বা না দিক, মেয়ের আক্রামক দৃঢ়তা ওর মন খুশিতে ভরে দিল। আভিয়েৎ ঝুঁকে ওকে দেখছিল। চশমা পরা না থাকলেও আভিয়েতের সরল, নিষ্পাপ, প্রাণশক্তিতে উচ্ছল মুখ, অর্থবহ ভুরু দুটো—যারা অবিচার দেখলেই কম্পিত হয়—দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল না। গোর্কি কোথাও লিখেছেন, সন্তান যদি বাপের চেয়ে ভাল না হয়, তবে বাপ হওয়া বৃথা, বেঁচে থাকাও বৃথা। পাভেলের বেঁচে থাকা বৃথা হয়নি।

কিন্তু পরক্ষণেই পাভেলের দুশ্চিন্তা হ'ল। আভিয়েৎ কি ব্যাপারটা জেনেছ? ও কি বলবে?

আভিয়েতেরও ঐ প্রসঙ্গ অবতারণার তাড়া ছিল না। ও পাভেলের চিকিৎসা সম্পর্কে আরো বেশী জানতে চাইল; ডাক্তাররা কেমন ব্যবহার করে ইত্যাদি। তারপর বেডের পাশে টেবিল-আলমারি খুলে দেখল পাভেল কি খেয়েছে আর কি পড়ে আছে। "কিছু টনিক-মদ এনেছি," ও বলল, "দিনে এক গ্লাসের বেশী খাবে না। খুব সুস্বাদু লাল মাছের ডিমও এনেছি—তুমি ত' ভালবাসো, ভালবাসো না? মস্কো থেকে অনেকগুলো কমলালেবুও এনেছি।"

"চমৎকার।" ইতিমধ্যে আভিয়েৎ ওয়ার্ড আর রোগীদের ওপর নজর বুলিয়ে নিল। ওর ওপরে ওঠা ভুরু থেকে বোঝা গেল, পরিবেশ অত্যন্ত নিরানন্দকর মনে হয়েছে। পাভেল ভাবল, আর কেউ ওর মনোভাব বুঝতে না পারলে বাঁচা যায়।

যদিও কেউ ওদের কথোপকথন শুনছিল না তবু আভিয়েৎ বাপের কানের কাছে ঝুঁকে, খাটো গলায় বলল, "আমি শুনেছি ব্যাপারটা," ও সিধে পাভেলের-বাঞ্ছিত প্রসঙ্গের অবতারণা করল, "এ ঘোর অন্যায়। এখন বিষয়টা মস্কোর জনসাধারণের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে! একে আইনের পদ্ধতির ব্যাপক সংশোধন ছাড়া কিছু বলা চলে না।"

"ব্যাপক, মানে?" "হ্যাঁ, বাবা, ব্যাপক কথাটাই ঠিকমত খাটে। এর ব্যাপ্তি মহামারির চেয়ে কম নয়। ইতিহাসের চাকা এবার যেদিকে ঘুরছে তাকে যেন কিছুতেই বিপরীত দিকে ঘোরানো যাবে না। কে সে সাহস করবে বলো? যে লোকগুলোকে অতকাল আগে সাজা দিয়ে,—সে সাজা ন্যায়সঙ্গত হোক বা নাই হোক, কিছু আসে যায় না—নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে, তাদের ফিরিয়ে আনা কেন বাপু? তাদের প্রাক্তন জীবনে নতুন করে পুনর্বাসনের কি প্রয়োজন? প্রক্রিয়াটা সত্যিই কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক। আরো বড় কথা, এটা নির্বাসিতদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ। তাদের অনেকে এর মধ্যে মারাও গিয়েছে। মৃত আত্মাকে ঘাটানোর কি দরকার? আত্মীয়-স্বজনের অহেতুক, সম্ভবতঃ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার, আশা উস্কিয়ে দিয়ে কি লাভ? তাছাড়া পুনর্বাসন প্রকৃত অর্থে কি? যেহেতু তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল, অতএব

সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ হতে পারে না। অবশ্যই কিছু করেছিল, তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন।"

আঃ, আভিয়েৎ সত্যিই বুদ্ধিমতী। আসল কথাটা ধরতে পেরেছে বলেই ওর কথায় অত প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। আভিয়েৎ এখনো আসল সমস্যার প্রসঙ্গ যদিও তোলেনি তবু ও যে দৃঢ়ভাবে বাপের পেছনে দাঁড়াবে তাতে ভুল নেই। ও বাপকে ছেড়ে যাবে না। "আচ্ছা, আভিয়েৎ,, এমন কোন নির্বাসিত ব্যক্তির কথা কি জানো যে সত্যিই ফিরে এসেছে, ধরো মস্কোয় এসেছে?"

"হ্যাঁ, মস্কোয় এসেছে, সেটাই বলছিলাম। এত ফিরে আসছে, যেন চিনির সন্ধানে পিঁপড়ের সারি। কয়েকটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটেছে। ভেবে দ্যাখো, কোন একটি মানুষ হয়ত বছরের পর বছর ধরে শান্তিতে বাস করছে, হঠাৎ তাকে ডেকে পাঠানো হ'ল··· কোথায় জানো. ত, মোকাবিলা করার জন্য। তার মানসিক অবস্থা ভাবতে পারো?"

পাভেল মুখ বিকৃত করল। যেন লেবু খেয়েছে। আভিয়েৎ তা লক্ষ্য করেও নিজেকে থামাতে পারল না। ওর বক্তব্য শেষ পর্যন্ত বলা ওর অভ্যাস। "লোকটি বিশ বছর আগে যা বলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করতে বলা হ'ল। ভাবতে পারছ? অতীতের কথা কেউ অতকাল মনে রাখতে পারে? আর, তাতে কার কি উপকার হবে, শুনি? বেশ, কর্তৃপক্ষের যদি হঠাৎ কাউকে পুনর্বাসিত করার বাসনা হয়ে থাকে ত' করো, কিন্তু মোকাবিলা করানো কেন? এভাবে মানুষের স্নায়বিক শক্তি নষ্ট করে দেওয়ার কি অর্থ? ফলে বেচারী বাড়ী ফিরে গলায় দড়ি দিতে বাধ্য হ'ল!"

পাভেল ঘেমে উঠেছিল। রোডিচেভ্, ইয়েলচান্স্কি কিংবা আর কারো সঙ্গে ওর যে কখনো মোকাবিলা করানো হতে পারে পাভেল তা কখনো ভাবেওনি।

"আহাম্মকের দল! ঐ সাজানো স্বীকারোক্তিগুলো সই করতে কে ওদের বাধ্য করেছিল? সই না করলেই পারত," আভিয়েতের নমনীয় মন সব সম্ভাব্য দিক থেকে প্রশ্নটা সম্পর্কে চিন্তা করে রেখেছিল, "এভাবে নরক ঘেঁটে তোলার যুক্তি নেই। অতীতে যারা সমাজের হিতের জন্য কিছু কাজ করেছে ওদের তাদের কথাও ভাবা উচিত। এখন যে তোলপাড় হচ্ছে তাতে তাদের কি হবে তা কি কেউ ভেবেছে?"

"তোমার মা কি তোমাকে······কিছু বলেছে?"

"হ্যাঁ, বাবা, বলেছে। তোমার তা নিয়ে ভাবতে হবে না," আভিয়েৎ পাভেলের কাঁধে হাত রাখল, "আমি যা ভেবেছি, তা বলছি। অপরাধের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে 'সতর্ক করে,' যে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষ। তার ঐ কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য, সমাজের হিতসাধন। জনগণও তা বোঝে এবং অনুমোদন করে। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে ভুলও করে, কিন্তু শুধু সেই মানুষই ভুল করে না যে কখনো কিছু করে না। সাধারণতঃ মানুষ

তার সহজাত শ্রেণী বোধ দ্বারা চালিত হয়, এবং যে শ্রেণীবোধ কখনই তাকে বিপথগামী করে না।"

"ঠিক, ঠিক বলেছ, আভিয়েৎ!" পাভেল রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "চমৎকার বলেছ—জনগণ তা বোঝে এবং অনুমোদন করে! আসলে কেবল সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের মানুষকে জনগণ ধরে নেওয়া আমাদের একটা বিশ্রী অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।" পাভেল ঘেমে যাওয়া একটা হাত মেয়ের শীতল হাতের ওপর রাখল। "যুব সম্প্রদায় কেবল আমাদের ধিক্কার দেবে না, আমাদের কথা বুঝবে, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়······ওরা আইনের এমন কোন ধারা খুঁজে বের করতে পারবে যদ্বারা······মিথ্যা সাক্ষ্য দানের দায়ে আমাকে······?"

"শোনো," আভিয়েৎ উৎসাহে ভরপুর জবাব দিল, "মস্কোয় একটা আলোচনায় আমি উপস্থিত ছিলাম ···ঠিক এই ধরনের অপ্রীতিকর সম্ভাবনা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। আমাদের মধ্যে একজন উকিলও ছিল। সে বলল, তথাকথিত মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য বরাদ্দ সাজা ছিল দু'বছর কয়েদ। কিন্তু তার পর দু'দুটো সাধারণ মার্জনা ঘোষিত হয়েছে। ফলে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের দায়ে কাউকে এখন অভিযুক্ত করাই যাবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে রোডিচেভ্ টুঁ শব্দও করবে না।"

পাভেলের মনে হ'ল টিউমারের কষ্ট কিছু কম লাগছে। "সত্যি বুদ্ধিমতী মেয়ে!" পাভেল স্বস্তি পেয়ে বলল, "তোমার কাছে সঠিক সময়ে সঠিক সমাধান মেলে। আমি অনেকখানি মনোবল ফিরে পেয়েছি।"

পাভেল আভিয়েতের এক হাতে চুমু দিল। ও কোন দিনই স্বার্থপর মানুষ নয়। ও চিরকাল সন্তানের হিতকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছে। ও জানত যে কর্তব্যনিষ্ঠা, সঠিক কাজে নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় ছাড়া ও আর কোন প্রতিভার অধিকারী নয়। কিন্তু আভিয়েৎ ওর এক প্রকৃত কীর্তি। সে কীর্তির আলোকে ও ভাস্বর।

হাসপাতাল থেকে পরতে দেওয়া সাদা কোটটা অনবরত কাঁধ থেকে নেমে যাচ্ছিল। আভিয়েৎ শেষে অধৈর্য হয়ে কোটটা খুলে বেডের পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল। কোটটা পাভেলের জ্বরের ইতিবৃত্তের ওপর গিয়ে পড়ল। এ সময় ডাক্তার বা নার্সরা আসে না। কোন চিন্তা নেই।

আভিয়েতের পরনে রইল মদ-রঙ নতুন সোয়েটার, যা পাভেল এর আগে ওকে পরতে দেখেনি। সোয়েটারের সর্বত্র সাদা রঙের চওড়া সিঁড়ি ভাঙা রেখা। আভিয়েতের সতেজ ভঙ্গিমার সঙ্গে খুব মানিয়েছে।

আভিয়েতের সাজগোজের জন্য পয়সা খরচ করতে পাভেল কখনো ইতস্ততঃ করেনি। কালোবাজারে কিনেছে, বিদেশ থেকেও ওর জন্য পোষাক আনিয়ে দিয়েছে। ওর পোষাকে প্রত্যয় এবং উদ্যম পরিস্ফুট হয়, এবং তা সরাসরি চিত্তাকর্ষক দেখায়। ওর মনের সঙ্গে মানায়ও বটে।

"শোনো", পাভেল শান্তভাবে বলল, "তোমার মনে পড়ে, আমি একটা কথা সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছিলাম? সেই অদ্ভূত কথাটা, যা কখনো কখনো বক্তৃতা আর প্রবন্ধে স্থান পায়,—'ব্যক্তি স্তুতি বাদ'···ওটা কি আসলে একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত?" [স্ট্যালিনের জীবতকালে তাঁর সম্পর্কে বলা হত 'মহান উত্তরাধিকারী', অর্থাৎ লেনিনের উত্তরাধিকারী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কৃতকর্মের নিন্দনীয়, অপরাধ মূলক দিকটি ইঙ্গিত করে তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কে বলা হত 'ব্যক্তি স্তুতি বাদ']।

"তুমি সঠিক ধরেছ, বাবা। যেমন ধরো, লেখক সম্মেলনে ঐ কথাটা বেশ ক'বার উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্যা হ'ল, কথাটার প্রকৃত অর্থ কেউ খুলে বলে না। সবাই এমন ভাণ করে যেন তারা মানে জানে।"

"কিন্তু এ যে সরাসরি নিন্দা! ওদের কি করে এত সাহস হ'ল?"

"সত্যিই লজ্জার কথা। কেউ বাতাসে ফিসফিস করল আর অমনি সবাই সেই ধুয়ো তুলেছে। কিন্তু ওরা 'ব্যক্তি স্তুতি বাদ'-এর কথা বললেও, একই নিঃশ্বাসে 'মহান উত্তরাধিকারী' কথাটাও বলছে। সুতরাং কারো পক্ষে কোন এক দিকে খুব বেশী এগোনো ঠিক হবে না। সাধারণ ভাবে বলা চলে, নমনীয় হতে হবে, যুগের দাবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে! তা হয়ত অপছন্দ হবে, তবু নতুন যুগের সঙ্গে নিজেকে খাপ না খাইয়ে উপায় নেই। মস্কোয় ত' কম দেখলাম না। আমি সাহিত্য চক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছি। এই দু'বছরে নতুন ভাবধারার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কি সাহিত্যিকদের পক্ষেই সহজ হয়েছে ভাবছো? ওদেরও দারুণ জটিল সমস্যা। কিন্তু ওদের কত অভিজ্ঞতা! কি চালাকি! ওদের কাছে অনেক কিছু শিক্ষনীয় আছে!"

গত পনেরো মিনিট ধরে আভিয়েৎ যে ছোট ছোট, যথাযথ টিপ্পনী সহ পালাক্রমে অতীতের ভয়াবহ দানবগুলোকে ধরাশায়ী করছিল আর ভবিষ্যতের আলোকিত পথ উন্মুক্ত করছিল, তাতে পাভেল অনেক সুস্থ বোধ করছিল। ওর মনও এত চাঙ্গা লাগছিল যে বিরক্তিকর টিউমার প্রসঙ্গ আর তুলতে ইচ্ছে করছিল না। অন্য হাসপাতালে বদলির কথা তুলেই বা কি হবে? ওর শুধু মেয়ের ফুর্তিভরা গল্প শুনে, মেয়ের আনা তাজা বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে ইচ্ছে করছিল। "থামলে কেন, আরো বলো" পাভেল বলল, "মস্কোয় কি হচ্ছে, শুনি? এখানে আসার পথ কেমন লাগল?"

"ওঃ, মস্কো!" আভিয়েৎ আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল, "মস্কোর বর্ণনা কি করে করব? মস্কোকে জানতে হলে সেখানে থাকতে হয়। মস্কো মানে আরেক জগৎ। একবার মস্কো যাওয়া পঞ্চাশ বছর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সমতুল। প্রথমতঃ মস্কোয় সবাই এখন টেলিভিশন দেখে···"

"আমাদের এখানেও খুব শীগগিরই টেলিভিশন হবে।"

"হ্যাঁ, শীগগিরই হবে বটে, কিন্তু মস্কোর অনুষ্ঠান দেখাবে না।

জানো সবাই বসে টেলিভিশন দেখতে দেখতে অনেকটা লেখক এইচ. জি. ওয়েলস-এর স্বপ্ন বাস্তব হ'ল মনে হয়। কিন্তু, ঐটুকু নয়, আরো আছে। আমার ধারণা হয়েছে——তুমি ত' জানো, কোথায় কি হতে চলেছে, আমি বাতাসে তার গন্ধ পাই—আমাদের জীবন যাত্রার সার্বিক বিপ্লব আসছে। আমি নিছক রেফ্রিজারেটার আর কাপড় কাচার মেশিনের কথা বলছি না। আরো বড়, আমূল পরিবর্তন আসছে। দেখা যাবে হোটেল আর বড় বড় বাড়ীতে সাধারণের বসে গল্প করার জায়গাগুলো কাঁচে মোড়া থাকবে। এখনই হোটেলে আমেরিকানদের মত অত্যন্ত নিচু টেবিল দেখা যাচ্ছে। প্রথম যখন ঐ টেবিলগুলোর চল হয়েছিল তখন ওগুলো কি করে ব্যবহার করা হবে তাও অনেকে বুঝতে পারেনি। এবার কাপড়ের তৈরি বাতির শেড, যেমন আমাদের বাড়ীতে আছে। এখন ওগুলো 'নিম্ন রুচি' গণ্য হয়। বাতির শেড অবশ্যই কাঁচের হতে হবে। এবার খাটের মাথার দিকে উঁচু বাজু। ওসব এখন অচল হয়ে গিয়েছে। খাট, সোফা, কোচ সব আজকাল অনেক বেশী প্রশস্ত আর নিচু হয়। তাতে ঘরের চেহারাই বদলিয়ে যায়। আমাদের পুরো জীবনই এত বদলিয়ে গিয়েছে যা তোমার কল্পনার অতীত। আমি মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছি। অনেক কিছু বদলিয়ে দিতে হবে। মা ও রাজী আছে। তার জন্য কিছু জিনিষ মস্কো থেকে নিয়ে আসতে হবে। সেগুলো এ অঞ্চলে পাওয়া যায় না আমেরিকানদের কিছু আধুনিক ফ্যাশন, অবশ্য, এমন জঘন্য যে তা দেখাই উচিত নয়—যেমন রক-এ্যাণ্ড-রোল নাচ। ওসব একেবারে উচ্ছন্নে যাওয়ার পথ। তার সঙ্গে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রাখা, ইচ্ছাকৃত আলুথালু ভাব, যেন সবে ঘুম থেকে উঠে এল। ও সব চলে না।"

"পাশ্চাত্য মানেই ঐ। ওসব আমাদের লক্ষভ্রষ্ট করতে চায়।"

"বটেই ত'। ফলে নৈতিক মানের অবনতি ঘটেছে, এবং সে অধঃপতন শিল্পের প্রতিটি বিভাগে প্রতিফলিত। কবিতার কথাই ধরো না। ইয়েভ্-তুশেঙ্কো নামে এক লম্বা, রোগা ডিগডিগে ছোকরা আছে। তার কবিতায় না থাকে কোন অর্থ না কোন ছন্দ। কবি হিসেবে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কুল-শীল। অথচ সে যদি কেবল হাতদুটো আস্ফালন করে, হুঙ্কার করে মেয়েগুলো পাগল হয়ে যায়......"

আভিয়েৎ আর নিচু স্বরে কথা বলছিল না। জন সমক্ষে আলোচনার যোগ্য বিষয়ের অবতারণা করার পর ও আর রেখে-ঢেকে কথা বলছিল না। ওয়ার্ডের কারো তা শুনতে অসুবিধে ছিল না। ডিওম্‌কা, নিরবচ্ছিন্ন কুরে কুরে খাওয়া ব্যথা যাকে ক্রমশঃ অপারেশন টেবিলের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছিল, ঐ সময় ব্যথা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মন দিয়ে শুনছিল। ওয়ার্ডের আর সবাই তেমন আগ্রহ প্রকাশ করছিল না। শুধু ভাদিম যা পড়ছিল মাঝে মাঝে তা থেকে চোখ তুলে নতুন, আঁটসাঁট সোয়েটারে মণ্ডিত সুদেহী আভিয়েৎকে

দেখছিল। জানলা থেকে রোদের আভা আভিয়েতের সোয়েটারের লালচে কাঁধে ঠিকরে পড়ে তার মুখ রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছিল।

"তোমার কথা আরো বলো, আভিয়েৎ।"

"জানো, বাবা, এবার মস্কোয় গিয়ে খুব ভাল কাজ হয়েছে। ওরা কথা দিয়েছে, ওদের আগামী প্রকাশন পরিকল্পনায় আমার কবিতা গুচ্ছ স্থান পাবে। এটা আগামী বছরের আগে হয়ে উঠবে না। কিন্তু ওর চেয়ে তাড়াতাড়ি করার কথা ভাবাও যায় না।"

"সত্যি? আর এক বছরের মধ্যে তোমার কবিতা গুচ্ছ ছেপে বেরোবে? আমরা দেখতে পাব ·····"

"হাতে আসতে হয়ত এক নয়, দু'বছর লেগে যাবে।"

আভিয়েৎ যেন পাভেলের জন্য খুশির প্লাবন নিয়ে এসেছে। ও জানত যে আভিয়েৎ তার কবিতা সংগ্রহ মস্কোয় নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই টাইপ করা কাজের সমাহার থেকে মলাটে 'আভিয়েৎ রুসানোভা' ছাপা একটা বইয়ের আকার প্রাপ্তি দুরতিক্রম্য দুরত্ব মনে হয়েছিল। "প্রকাশনের ব্যবস্থা কি করে করে ফেললে?"

আভিয়েৎ হাসল। খুশি-খুশি ভাব। "আমি, অবশ্য, কয়েকটা প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে কবিতা দেখাতে পারতাম। কিন্তু, তখন ওরা হয়ত আমাকে কোন আমলই দিত না। তাই আম্মা ইউজেনিয়েভ্না আমাকে ম-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তা থেকে স-এর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। দু-তিনটে কবিতা পড়ে শোনালাম। দু'জনেরই ভাল লাগল। ওরা কাউকে ফোনে বলে দিল, চিঠিও লিখল। বাকিটা সহজেই ঘটে গেল।"

"চমৎকার!" পাভেল খুশিতে উদ্ভাসিত। ও টেবিলে নিজের চশমা হাতড়াতে লাগল, যেন তক্ষুণি মূল্যবান বইটা দেখে তারিফ করবে।

ডিওম্কা জীবনে প্রথম কবি দেখেছে, যে মহিলা কবি। বিস্ময়ে ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"আমার নামটাও কবি হিসেবে সুন্দর। বেশ ছন্দোময় নাম। ছদ্মনাম ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। জানো, আমার মনে হয়, আমাকে দেখতেও সাহিত্যিকের মত।"

"কিন্তু, তোমার গল্পগুলো যদি ঠিক পথে না থাকে তাহলে কি হবে, আভিয়েৎ? যে গল্পগুলো লিখেছ, বা লিখছ, তাতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষগুলো সম্পর্কে এমন করে লিখতে হবে যাতে তাদের বন্ধু-বান্ধব তাদের চিনতে পারে, বুঝতে পারছ······"

"না, বাবা। আমি একটা ভাল বুদ্ধি করেছি। আমি কোন ছোট ছোট ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে মাথা ঘামাব না। কোন প্রয়োজন নেই। এ বুদ্ধিটা একেবারে নতুন। তার বদলে আমি বড় বড় তুলির টানে এক একটা

গোটা যৌথ খামারকে চিত্রিত করব। আর যা হোক, আমাদের জীবন যৌথ খামারের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে নয়।"

"সত্যিই ত'", পাভেল বলল, "কিন্তু সমালোচকরা তোমার পেছনে লাগতে পারে, সেকথা ভেবেছ? জানো ত', আজকের জগতে সমালোচনা হল এক ধরণের সামাজিক ধিক্কার, এবং তা যথেষ্ট ভয়াবহ।"

আভিয়েৎ নিজের গাঢ়-বাদামী কেশরাশি ঝাঁকিয়ে সাহসিনীর ভঙ্গীতে বলল, "কেউ আমার লেখার যথেষ্ট জোরদার সমালোচনা করতে পারবে না, কারণ আমার লেখা হবে রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকে ত্রুটিশূন্য। ওরা অবশ্য, আমাকে শিল্পের দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। তা করুক না, আমিও ওদের ছেড়ে দেব না। বাবায়েভ্স্কি'র ব্যাপারটা ধরো না। প্রথমে সবাই বাবায়েভ্স্কিকে ভালবাসত, তারপর কেউ আর ওকে দেখতে পারে না। সবাই ওকে বর্জন করে, ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও। কিন্তু এটা একটা ক্ষণস্থায়ী পর্যায়। সবাই পরে মত বদলাবে। ওর কাছেই আসবে। জীবন যে সব ছোট-খাটো পরিবর্তনের পর্যায়ে ভর্তি, এ তারই একটা। যেমন ধরো, আগেকার দিনে বলা হত, কোন সংঘর্ষে যেও না। অথচ আজ তাকেই বলা হয়, সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার ভ্রান্ত নীতি। কেউ পুরানো, আর বাকিরা নতুন ঢঙে চলতে থাকলে মত পার্থক্য অনিবার্য। কিন্তু সবাই হঠাৎ নতুন ঢঙে চলতে থাকলে পরিবর্তনের পর্যায়টা আর চোখে পড়ে না। আমি বলি, কৌশল জানা এবং কালের দাবীতে সাড়া দিতে জানা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। তাহলে আর সমালোচকদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়তে হয় না··· হ্যাঁ, তুমি কয়েকটা বই নিয়ে আসতে বলেছিলে। আমি এনেছি। তুমি এখন পড়ার সময় পাবে। এমনিতে ত' সময়ই পাও না।

"জানো, বাবা, আমার এবার লেখকদের জীবনযাত্রা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। ওদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত সহজ, সরল সম্পর্ক। কয়েকজন হয়ত স্ট্যালিন পুরস্কার বিজয়ী। অন্য সাহিত্যিকরা তাদেরও ডাক নাম ধরে ডাকে। কারো কোন গুমোর বলে কিছু নেই। আমাদের কল্পনায় লেখকরা সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে মেঘের রাজ্যে বাস করেন। আদৌ তা নয়। তাঁরাও আমাদেরই মত জীবন উপভোগ করেন। অনবরত একে অপরকে চিমটি কেটে আনন্দ পান। বেশ হাসি-খুশি জীবন। কিন্তু যখন কিছু লেখার সময় আসে তখন গ্রামে কোথাও দু'তিন মাসের জন্য গা ঢাকা দেন, আর উপন্যাস হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। আমিও লেখক সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি।"

"তার মানে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তুমি কোন পেশাগত বৃত্তিতে কাজে লাগাতে চাও না?" পাভেলের কোথায় দুশ্চিন্তার আভাস।

"বাবা", আভিয়েৎ গলা খাটো করল, "সাংবাদিকদের জীবন কি এমন ভালো? ওদের বলা হয়, এই করো, ঐ করো, ওরা তাই করে! ওদের নিজের মর্জি মাফিক কিছু করার উপায় নেই। ওদের কাজ শুধু নামকরা

লোকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া সাহিত্যিকের জীবনের সঙ্গে ওদের জীবনের তুলনা চলে না।"

"চমৎকার, আভিয়েৎ!" "তাছাড়া, সাহিত্যিকরা ভাল রোজগারও করে।"

"কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার একটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে, আভিয়েৎ। ধরো যদি তুমি সফল না হও?"

"সফল হবো না কেন? তুমি কথাটা বুঝতে চাইছ না। গোর্কি বলেছেন, 'যে কেউই লেখক হতে পারে।' ঠিক মত খাটলে সবাই সবকিছুতে সফল হতে পারে। আর তেমন সফল না হলে আমি শিশু সাহিত্যিক হয়ে যাব।"

"নীতির দিক থেকে তোমার পরিকল্পনা নির্দোষ," পাভেল সুচিন্তিত মত প্রকাশ করল, "হ্যাঁ, নীতিগত ভাবে নিখুঁত। তোমার মত নৈতিক স্বাস্থ্যে ভরপুর মানুষদেরই সাহিত্যের ভার নেওয়া উচিত।

আভিয়েৎ বড় থলে থেকে কয়েকটা বই বের করতে লাগল। "এই যে 'বাল্টিক সাগরে বসন্ত' আর 'ওকে মেরে ফেলো!'—দ্বিতীয়টা কাব্যগ্রন্থ। তুমি কি পড়বে?"

"'ওকে মেরে ফেলো'? ওটা থাক। আর কি আছে?"

"আরো এনেছি, 'আমাদের সূর্য এখনই উঠেছে,' 'বিশ্বের ওপর আলোক ছটা', 'শান্তির সেনানী,' আর 'পাহাড়ে ফুল ফুটেছে'..."

"এক মিনিট, 'পাহাড়ে ফুল ফুটেছে' বইটা মনে হয় পড়েছি।"

"তুমি পড়েছ 'মাটিতে ফুল ফুটেছে', এটা 'পাহাড়ে ফুল ফুটেছে'। এই নাও 'যুবকরা আমাদের সঙ্গে আছে'। এটা পড়তেই হবে। তুমি বরং এটা দিয়ে শুরু করো। বইটার শিরোনামই কত চিত্তাকর্ষক। আমাদের ঐ ব্যাপারটার কথা চিন্তা করেই আমি এ বইটা নিয়ে এসেছি।"

"এমন কোন বই আনোনি যাতে হৃদয়াবেগের প্রসঙ্গ আছে?"

"হৃদয়াবেগ? না, বাবা, তোমার এখনকার মনের অবস্থা চিন্তা করে..."

"এই ধরনের বই এর আগেও যথেষ্ট পড়েছি," পাভেল বইগুলোকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, "তুমি এমন কিছু বই আনতে পারো না যা সরাসরি হৃদয়ে দাগ কাটে?"

"ঠিক আছে," আভিয়েৎ ভেবে বলল, "আলেক্সান্ডার ডুমা'র 'রাণী মার্গট' ভাল লাগবে। মা যখন আসবে, বইটা নিয়ে আসবে।" আভিয়েৎ চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল।

ডিওম্কা নিজের কোণে বসে ভুরু কোঁচকাচ্ছিল। হয় পায়ে নিরবচ্ছিন্ন ব্যথায়, নয় ঝক্ঝকে চেহারার কবি আভিয়েতের সঙ্গে আলাপ করতে চাওয়ার কুণ্ঠায়। অবশেষে ও সাহস সঞ্চয় করে ফেলল, এবং প্রশ্ন করার আগে গলা ঝেড়ে নেওয়ার পরোয়া না করেই বলে বসল, "মাফ করবেন, সাহিত্যে 'অকপটতা'র কি স্থান, তা দয়া করে বলবেন?" [ডিসেম্বর ১৯৫৩ সালের 'নয়া দুনিয়া' পত্রিকায় ভ্লাদিমির পথেরাম্‌সেভ্ ঐ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে-

ছিলেন। কমিউনিস্ট সংবাদপত্রে বিতর্কের ঝড় তোলা ঐ প্রবন্ধে স্ট্যালি পরবর্তী রুশ দেশে রাজনৈতিক মতাদর্শ শিথিল হওয়ার প্রথম আভাস মেলে]

"কি বললেন ? আপনি কি বললেন ?" রাণী সুলভ অর্দ্ধেক হাসি নিয়ে আভিয়েৎ সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে ফিরল ; ডিওম্‌কার গলা ভেঙে যাওয়া থেকে ও বুঝে নিয়েছিল ডিওম্‌কা কত লাজুক। 'হতচ্ছাড়া 'অকপটতা' এখানেও ঢুকে পড়েছে !"

আভিয়েৎ ডিওম্‌কাকে ভাল করে দেখল। স্পষ্টতঃ ছেলেটা তেমন শিক্ষিত নয়, বুদ্ধিমানও নয়। আভিয়েতের হাতে সময় ছিল না। কিন্তু, তা বলে ছেলেটাকে ঐ রকম কুপ্রভাবের খপ্পরে ফেলে রাখা ত' যায় না।

"শোনো খোকা," আভিয়েৎ মঞ্চ থেকে ভাষণ দানের মত তেজী, অনুরণিত গলায় বলল, "সাহিত্যে অকপটতা কোন বইকে বিচার করার মূল মাপকাঠি হতে পারে না। কোন লেখকের যদি ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা কিংবা অচেনা, বিদেশী ধ্যান-ধারণাই উপজীব্য হয় সেক্ষেত্রে তিনি যত অকপটতা সহ তা করে থাকুন তাতে ক্ষতির পরিমাণ বাড়বেই। অতএব অকপটতা, বা নিষ্ঠা দেখা যাচ্ছে ক্ষতিকর হতে পারে। প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্কহীন অকপটতা জীবনের যথাযথ চিত্রায়নে বাধা স্বরূপ হতে পারে। এটা অবশ্য, একটা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ, বুঝেছ ?"

"না, ঠিক বুঝলাম না", ডিওম্‌কার ভরু দুটো কুঁচকিয়ে উঠল।

"বেশ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি," আভিয়েৎ তার দু'বাহু প্রসারিত করে বলল। সোয়েটারের বড়বড় সাদা ডোরাগুলো বিদ্যুৎ চমকের মত ওর বুকের ওপর দিয়ে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। "আপাতদৃষ্টিতে হতোদ্যম করে এমন যেকোন তথ্যকে ঠিক সেইভাবে উপস্থাপন করা সহজতম কাজ। কিন্তু যা করণীয় তা হ'ল আরেকটু গভীর করে লাঙল দেওয়া, যাতে বীজগুলো দেখা যায়। ওরাই ত' পরে চারাগাছ হয়ে উঠবে। নতুবা ঐ বীজগুলো দেখাই যাবে না।"

"কিন্তু, বীজগুলো যে…" "কেন, বীজগুলো নিয়ে কি অসুবিধে হ'ল ?"

"বীজগুলোর ত' নিজের শক্তি বলেই বেড়ে ওঠা উচিত," ডিওমকা তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, "আবার লাঙল দিলে বীজগুলো যে বাড়বেই না।"

"হ্যাঁ, আমি তা জানি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় কৃষিকর্ম নয়, তাই নয় ? জনগণকে সত্য জ্ঞাপন করার অর্থ তাদের সামনে অনবরত আমাদের মন্দগুলো, ত্রুটিগুলো তুলেধরা নয়। বরং আমাদের ভাল দিকগুলো নির্দ্বিধায় তুলে ধরলে সেগুলি আরো ভাল হবে। তথাকথিত কঠোর এবং কর্কশ সত্যের জন্য এই আকস্মিক চাহিদার কেন উদ্ভব হ'ল, জানতে পারি ? সত্যকে কর্কশ এবং কঠোর কেন হতেই হবে ? সত্য কিঃকোনমতেই আলো ঝলমল, মনে ফূর্তি আনা এবং আশাবাদী হতে পারে না ? আমাদের সাহিত্য হওয়া উচিত পুরোপুরি উৎসব মুখর। আমাদের জীবনযাত্রার অত নিরানন্দকর

চিত্রায়ন জন মানসকে অপমানিত করার সমতুল। জীবন ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত হোক, নবতর সাজে সজ্জিত হোক, এটাই জনগণের বাসনা।"

"আমি এ মতের সঙ্গে মোটামুটি সহমত," আভিয়েতের পেছন থেকে একটা শ্রুতিমধুর, স্পষ্ট কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল "সত্যিই ত, বিষাদ ছড়িয়ে কি লাভ হবে?"

আভিয়েতের কোন সমর্থকের আদৌ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ওর এ প্রত্যয় ছিল যে যদি কেউ কথা বলে, সে শুধু ওর পক্ষে বলবে। ও জানলার দিকে ফিরল। ওর সোয়েটারের সাদা ডোরাগুলো আবার রোদের আভায় ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল। ওরই বয়সী এক যুবক, অভিব্যক্তিপূর্ণ মুখে একটা কালো রঙের ইঞ্জিনীয়ারিং পেনসিলের পেছন দিক দিয়ে দাঁতে টোকা মারছিল। "সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?" যুবকটি হয় আভিয়েৎ নয় ডিওম্‌কার সুবিধার্থে স্বগতোক্তি করল, "সাহিত্য বিষয় মানুষের বিনোদনের সামগ্রী।"

"সাহিত্য জীবনের শিক্ষক," ডিওম্‌কা অস্ফুট উক্তি করল। যেন ও নিজের গুরুগম্ভীর মন্তব্যে বিব্রত।

"কচুপোড়া শিক্ষক," ভাদিম মাথাটা পেছন দিকে ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, "আমরা সাহিত্য ব্যতিরেকেই যে ভাবে হোক না কেন জীবনের সমস্যা সমাধান করে ফেলি। আশা করি তুমি একথা বলবে না যে সাহিত্যিকরা বাস্তব কর্মীদের চেয়ে বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, কি তাই বলবে নাকি?"

ভাদিম আর আভিয়েতের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। সমবয়সী যুবক-যুবতীর দেখে ভাল লাগা এবং কাছে আসতে চাওয়ার ইচ্ছে স্বাভাবিক। কিন্তু দু'জনই দুটি পৃথক পথে এত দৃঢ় পদক্ষেপ রেখে বসে আছে যে দৃষ্টি বিনিময় নতুন অভিযানের সূচনা করতে অসমর্থ।

"জীবনে সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণতঃ অতিশয়োক্তি করা হয়ে হয়ে থাকে," ভাদিম মন্তব্য করল, "কোন কোন বইয়ের যে গগনস্পর্শী প্রশংসা করা হয় তারা তার যোগ্য নয়। 'গর্গনচুয়া এ্যাণ্ড প্যাণ্টাগ্রুয়েল' [ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি ফরাসী ব্যঙ্গ লেখক র‍্যাবেলাইয়ের লিখিত একটি ব্যঙ্গাত্মক বই] বইটার কথাই ধরুন। বইটা না পড়ে থাকলে মনে হতে পারে তুখোড় বই। কিন্তু পড়ে দেখুন, শুধু অশ্লীলতা আর নিছক সময় অপব্যয়"

"কাম চর্চা, অবশ্য, সমসাময়িক লেখকদের সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে," আভিয়েৎ কড়া আপত্তি প্রকাশ করল "কিন্তু তা যে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজনাতিরিক্ত সংযোজন, এমন নয়। বরং প্রকৃত প্রগতিবাদী মতাদর্শের সঙ্গে কাম চর্চার মিলিত প্রয়োগে এক ধরনের সমৃদ্ধ স্বাদ পরিবেশিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ."

"সাহিত্যে কাম চর্চার সন্নিবেশ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনাতিরিক্ত সংযোজন," ভাদিম প্রত্যয় ব্যক্ত করল, "যৌন চেতনাকে সুড়সুড়ি দেওয়া ছাপা অক্ষরের কাজ নয়। ওষুধের দোকানে যথেষ্ট উত্তেজক পাওয়া যায়।"

মদ-রঙের সোয়েটার পরা বিজয়িনীর দিকে আর একবারও না তাকিয়ে,

কিংবা ওকে ওর বিরুদ্ধ মত বোঝানোর সুযোগ না দিয়ে, ভাদিম বইয়ে চোখ ডুবিয়ে দিল।

প্রতিপক্ষের মতামত যখন 'অকাট্য যুক্তি সমৃদ্ধ' আর 'অকাট্য যুক্তি বিহীন' এই দুটি সাফ-সুতর শ্রেণীর কোন একটিতে পড়ে না, আভিয়েৎ তখন অসন্তুষ্ট হয়। রামধনুর সবক'টি রঙে আবছা ভাবে রঞ্জিত প্রতিপক্ষের বক্তব্য ওর অপছন্দ। ওতে মতাদর্শগত বিভ্রান্তি আসে। আভিয়েৎ সিদ্ধান্ত করতে পারছিল না যুবকটি তারই দিকে কিনা, এবং তার সঙ্গে আর বাকযুদ্ধ চালানো সঙ্গত হবে কিনা?

আভিয়েৎ ভাদিমকে ছেড়ে দিয়ে ডিওম্‌কাকে ধরল। "শোনা ভাই, এ কথাটা তুমি নিশ্চয় মানবে যে, যে-জিনিষের অস্তিত্ব নেই, যদিও তুমি জানো যে তা একদিন অস্তিত্ব পাবে, তার চেয়ে যার অস্তিত্ব আছে তার বর্ণনা করা সহজ। আজ যা কিছু চর্ম চক্ষুতে দেখছি তা যে সত্যি হবেই এমন কথা নেই। বরং সেটাই সত্যি যা আগামীকাল হতে চলেছে। আজকের সাহিত্যিকদের সেই অনাগত আগামীর বন্দনা করা উচিত।"

"বেশ, তাহলে সাহিত্যিকরা আগামীকাল কি করবে?" ধীরে বুদ্ধির উন্মেষঘটা ডিওম্‌কার ভুরু কুঁচকিয়ে উঠল।

"আগামীকাল? · কেন, আগামীকাল পরশুর জয়গান করবে।"

ছোঁড়াটার এতটুকু বোঝবার ক্ষমতা নেই। ওকে বোঝানোর চেষ্টাই বৃথা। তবু আভিয়েৎ ওকে না বুঝিয়ে পারল না। "যে প্রবন্ধ নিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, সেটা হ'ল অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রবন্ধটায় সাহিত্যে কপট আচরণের জন্য লেখকদের অপমানজনক ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ওদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেবল সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন মানুষই লেখকদের অত অসম্মান করতে পারে। লেখকরাও সৎ কর্মী এবং সেজন্য তাঁদের প্রশংসা পাওয়া উচিত। পাশ্চাত্যের লেখকদের অবশ্যই কপটতার দায়ে অভিযুক্ত করা চলে, যেহেতু তাঁরা স্রেফ অর্থলোলুপ ভাড়াটে লেখক। আর তাঁরা তা না হলে পাশ্চাত্যে তাঁদেরই বই বিক্রি হবে না। পাশ্চাত্যের সবকিছুই যে অর্থ-কেন্দ্রিক।"

ও উঠে এবার চলাচলের পথে দাঁড়াল—পাভেল রুসানভের দেহ-মনে মজবুত, বিজয়িনী মেয়ে আভিয়েৎ। ডিওম্‌কার হিতার্থে সবে প্রদত্ত ভাষণটি পাভেল গভীর মনোযোগ এবং তৃপ্তি সহ উপভোগ করেছিল। আভিয়েৎ হাত নেড়ে বাপকে প্রফুল্ল বিদায় জানাল। বলল, "স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম জারী রেখো, বাবা……কঠোর সংগ্রাম করো……চিকিৎসা চালিয়ে যাও। কিছু ভেবো না। টিউমার সেরে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে…… সবকিছু।" ও 'সব' আর 'সবকিছু' কথা দুটি বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত